

কবির

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

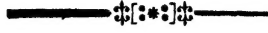
গ্রন্থাবলী

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

ও

রচনা সমালোচনা ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

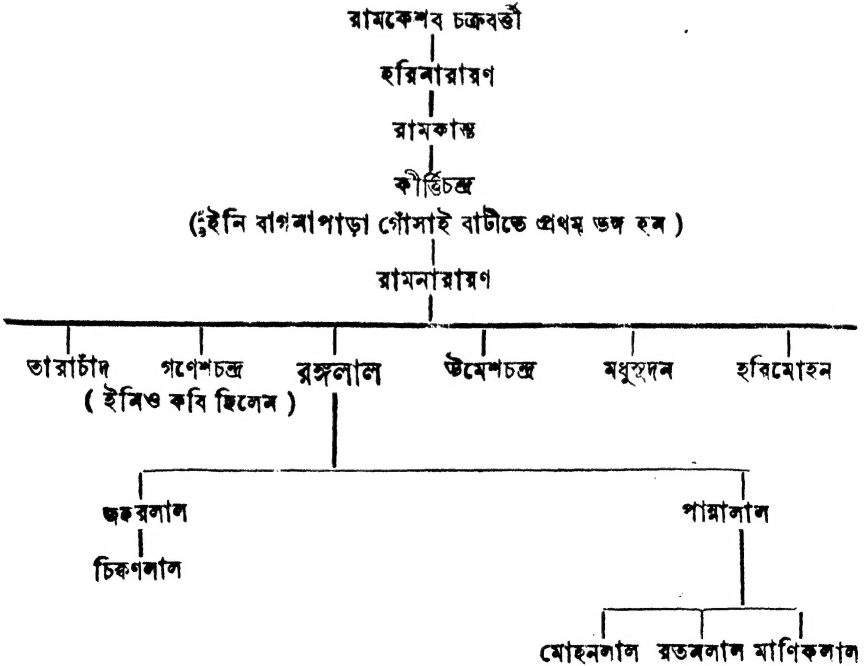


এই পুস্তকের ও রঙ্গলালকৃত যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ ও কবিতার স্বত্ব তাঁহার উত্তরাধিকারী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমি জন্ম করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে এই সকল গ্রন্থে স্তব্ধ হিতবাদীর স্বত্ব রহিল। গ্রন্থস্বত্ব বিধানানুসারে রেজেষ্ট্রি করিয়া রাখলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।



কবির বংশ-তালিকা।



রঙ্গলালের রচনা ।



কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় “পদ্মিনীর উপাখ্যান” প্রভৃতি লিখিয়া প্রথমে ইদানীন্তন বাঙ্গালা কবিতার স্রোত ফিরাইয়াছিলেন, যে অমৃতময়ী কবিতা আদিরস-পরিপ্লাবিত বঙ্গদেশে নূতন পথের প্রবর্তন করিয়াছে, যে সকল কাব্যে রাজপুত্রের স্বদেশান্তরাগ, রাজপুত্র রমণীর অসাধারণ পতি-ভক্তি অপূর্ব চরিত্র-বলের উজ্জল চিত্র বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে প্রতিভাত হইয়াছে, এখন সেই সকল কাব্যের প্রচার নাই—ইহা কি সাধারণ পরিভ্রমের বিষয়? মাটিকেল, হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র যখন প্রাকৃত্ত হন নাই—স্বভাবকবি রঙ্গলাল সেই সময়ে, পদ্মিনী, কৰ্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী প্রভৃতি অপূর্ব অলঙ্কারে মাতৃভাষার অঙ্গ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। অশ্রীলতার পঙ্কিল সলিলে যে সময়ে কবিত্বপদ্ম কলুষিত হইতেছিল, দেশের রুচি স্থপাঠ্যের অভাবে যে সময়ে অপাঠ্য কবিতাদির দিকে ধাবিত হইতেছিল, সেই সময়ে উন্নতহৃদয় রঙ্গলাল আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, ভাষার স্রোত, ও রুচির স্রোত ফিরাইয়া গিয়াছেন। পারমাজ্জিত রুচি, বিগুহ্ণ ভাব ও রস মাধুর্য্য-পূর্ণ কাব্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঠাঁহার অনেক কবিতা দেশে প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছে।

যোগ্য পাণ্ডে মিলে যোগ্য হৃদা সুরগণ ভোগ্য
অহরের পরিশ্রম সার ।
বিকশিত তামরসে অলি আসি উড়ে বসে
ভেক ভাণ্ডে কেবল চীৎকার ।”

এ সকল যেন আমাদের প্রাণের কথা, মনে স্বতই উদ্ভিক্ত হয়। যখন স্বদেশান্তরাগের প্রাবল্য ছিল না, বীররস বঙ্গভাষায় অপরিচিত-প্রায় ছিল, তখন রঙ্গলাল লিখিয়া গিয়াছেন—

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় ।
দিনকের স্বাধীনতা, বর্গ-হুথ তায় হে,
বর্গ হুথ তায় ।

অগ্নি প্রবেশ-কালে পদ্মিনী সহচরীগণকে
যে রূপে আগ্রহ সহকারে আমন্ত্রণ করিয়াছেন,
তাহা এখনও যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়।

“এসো এসো সহচরীগণ,
এসো সহচরীগণ
হতশন-গ্রাসে করি জীবন অর্পণ
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়া কেশ
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ।
ওরে সখি আজি রে হৃদিন,
যটিয়াছে ভাগ্যাধীন ।
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-রূপ ।
আজি অতি হৃথের দিবস,
পাব হুথ মোক যল ।
বিবাহের দিন মহে এরূপ সরস ।
পরিণয়-প্রমোদ-উৎসবে
ভেবে দেখ দেখি সবে ।
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে ?

সবে তবে ছিলে মো বালিকা,
 যথা সুমিতা বালিকা।
 আলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা
 সকলেক্তে কেনেছ এখন,
 পতি অতি প্রাণধন।
 যার কন্তু সুবতীর জীবন যৌবন
 হেন ধন নিধন অন্তরে,
 এই ছাত্র কলেবরে।
 রাখিবে এছার প্রাণ আর কার তরে।

কোন পণ্ডিত্রতা ভাংত-লগনায় হৃদয়ে এই
 সজীত আঘাত না করে? পদ্মিনীর সহিত
 ভীমসিংহের কথোপকথন শুনিয়া কোন সন্তদয়
 ব্যক্তির বিতৃষ্ণচিত্তে বিমল আনন্দের উদ্বেক
 না হয়?

যদি ওহে প্রিয়, সাধাস্ত কুত্রি-
 যরণী হতো এ দাসী।
 তবে হেন রণ, হুরাজা যবন,
 করিত কি খোঁজা আসি?
 পরিপূর্ণ বনি, কত শত বণি,
 কে তার সন্ধান লয়?
 বনি কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে,
 চোরের লালসা হয়।

এ সকল উক্তি কেমন স্বাভাবিক, কেমন
 চিত্তাকর্ষক, কেমন অনুরাগ প্রকাশক! ইহাতে
 হা-হতাশ নাই, দীর্ঘ-শ্বাস নাই, কি জানি, কেন
 জানি, জানি জানি নাই, আলিঙ্গন ও চুষনের
 চড়াছড়ি নাই, তুমি আমার, আমি তোমার,
 ভালবাসা, স্নেহে ভাসা কিছুই নাই। অথচ
 প্রেমিক পেমিকার নির্জ্ঞন কক্ষের পবিত্র
 আলোপ বসন্ত রহিয়াছে বসন্ত ভাষায় কণ্ঠে
 বসন্ত হার, কেমন শুভ্র, কেমন নিম্নজ, কিরূপ
 রচনা, আমরা যদি তাহা না বুঝিতে পারি,
 তাহা হইলে আমাদেরই হর্ভাগ্য, আমাদের
 দেশের হর্ভাগ্য, আর এ দেশে যে সকল
 কবির জন্ম হইয়াছে তাহাদেরই পুণ্য
 হর্ভাগ্য।

রঙ্গলালের কবিতার একটি প্রধান গুণ এই
 যে, ইহাতে কষ্ট কল্পনা নাই, অর্থশূন্য বাক্যের
 আড়ম্বর নাই, ভ্রষ্টোদ্যম শব্দ সম্মিলে ইহার
 রসভাব-পরিগ্রহণপথ কোন রূপে কণ্টকাকর্ণ
 নহে। বর্ণনা যেমন হৃদয়গ্রাহী, রচনা
 তেমনই প্রাজ্ঞ, কবিত্বও তেমন পরিপূর্ণ।
 কি মাধুর্যাগুণ, কি ওজোশক্তি, সর্ববিধেই
 কবির রঙ্গলাল আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত
 করিয়া গিয়াছেন। দেশের নিত্য হর্ভাগ্য
 না হইলে একরূপ কবির রচনা এত বিবল প্রচার
 হইত না।

রঙ্গলালের পদ্মিনী তদানীন্তন সকল কাব্য-
 রসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশে যখন
 দাউরায়ের পাঁচালির আদর, গুপ্ত কবির
 ছড়ায় যখন উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব বিলুপ্ত হইতে-
 ছিল, সেই সময়ে রঙ্গলাল অসাধারণ শক্তি-
 সহকারে গৌড়জনের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ
 আনিয়া ধরিলেন, স্মৃতি-সঙ্গত, সম্ভাব-সম্পন্ন
 রচনায় সকলকে বিমোহিত করিলেন। লোকে
 দেখিল উন্নত গিরিশৃঙ্গ বনস্পতি দলের মধ্যে
 লুক্কায়িত থাকে না। কোতুকে ও কবিতে
 কি প্রভেদ, ইতর রসালোপে ও কবির কাব্যে
 কত অন্তর, তাহা রঙ্গলাল উদাহরণ দিয়া,
 আদর্শ প্রস্তুত করিয়া, বুঝাইয়া দিলেন। নিকট
 রসিকতার পরিবর্তে বিমল রস সম্মিলে
 প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন।

এখন স্বদেশোদ্ধারের শ্রোত বঙ্গের প্রায়
 চারিদিকেই বহিতেছে। কিন্তু অর্ধ শতাব্দী
 পূর্বে রঙ্গলাল যখন দেশহিতৈষীদের অগ্রণী
 হইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অনুরাগ
 বিবরণী কি, তাহাই অনেকের ধারণার অতীত
 ছিল। রঙ্গলাল ভাবের উচ্ছ্বাসে গাইয়াছেন—

হে ভীক, রাখিতে নার স্বাধীনতাবন,
 প্রাণতরে কপিভাঙ্গ ভঙ্গ দেহ রণ

পদ্মবনে করী যথা অর দেশ দলে,
নিরুদ্ভাস স্রাবধ কাপুরুষ হলে।
কিবা রণে কি ভবান নাহি অব্যাহতি,
কালের অধীন তুমি লগাটি নিয়তি।
অগণ্য দ্বিষদ্ সহ তিন শত ঐক্য,
কেন নাহি বিদ্রুপিল বুঝিল নির্ভীক ?
ধন্য রাজপুত্রগণ—সমরে অটল,
বীরধর্মী ধার্ম্যপালি কত যুদ্ধ স্থল।
পুরুষে পৌরষ হীন এ কথা কেনন,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

ফলতঃ কবির রত্নমালায় অসাধারণ
কল্পিত, কচিব বিস্মৃতা, ও উন্নত ভাবের
অপূর্ব সঙ্গীতবোধ সকলেরই মন মুগ্ধ করে।
বর্ণনাত্মক সে কথা বুঝাইবার নহে, তাহা
অনুভব করিবারই বিষয়। কবির নিজের
কথাতেই বাগতে হয়—

কোন মূঢ় চিত্রকর, পদ্মক্ষেত্র চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ি দায় শে ভা ?
কিবা সেই কোকনদে, মাথ হালে সুগনদে,
অতি সুখ লভে মধুলোভা ?
কথিত কাঞ্চন কাগ, কিবা কার্য্য সোহাগার,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মুখ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা ?
আলিয়া যুঝের বাতি, প্রথর ভাস্কর ভাতি
বুঝি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে মাড়ি, গজমুচ্ছাক্ত রাজি,
মজিলে কি হয় সমুচ্ছন্ন ?

বঙ্গীয় কবিকুলের পৌরবংশগণ রত্নমালা
পদ্মিনীর চিত্র যে মন সুন্দরভাবে অঙ্কিত
করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার লোভ সংবরণ
করিতে পারিলাম না। যখন দিল্লীধরের
কোশলে ভীমসিংহ বন্দী হইলেন তখনকার
পদ্মিনীর চিত্র একবার দেখুন—

বীরা ধর্ম্মধর্মী খেই, তাহার লক্ষণ এই,
বৈশ্য ধরে বিপদ সময়।

পদ্মিনী স্থখীরা সতী, নিরুপমা গুণবতী
হইলেন সুস্থির হৃদয়।
রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রথম গনি
কিছু কাল শোকাচ্ছন্ন মন।
নীরদ বিগতে রবি, বেক্রপ প্রথর ছবি।
সেইরূপ ভূগতি লগনা।
বিষাদে বারিদ রাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি
যনাচ্ছন্ন মানস ভগন।
অশ্রুক্ষেপে হলো রুটি, হৃদয়ে সাহস স্রুটি,
আর ভাস্কর থাকে কি গোপন ?
অক্রিয় কুলজা বালা, মান যদে মানমালা,
উন্নতর মনোরত্তিচর।
বারেক ভাবেন মনে, “সঙ্গে লয়ে সেনাগণে,
রণ ক্ষেত্রে হইব উদয়।
কর শত্রু জীবনাশ, উদ্ধারিব প্রাণকাত্ত,
ক্ষত্র কুলে রাখিব মহিমা।
যথা রঘুপতি প্রিয়া, শত বক্ষে বিনাশিয়া,

প্রকাশিলা অসীমা গরিমা।
আবার ভাবেন রাণী, কিহা হয় নাহি জানি,
কপালেতে কি আছে লিখন ?
যবনে বিশ্বাস নাই, যাবা ভাবি ঘটে তাই,
পাছে ভূপ হারান জীবন।
পরিহারি কুল লজ্জা, ধরিব সমর সজ্জা,
ইহা শুনি শত্রু দুরাশয়।
কৌশল ভরে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাথে লয়ে,
বধে প্রাণ নিরয় হৃদয়।
এ সবাক্ষে হয়ে কুর, আমি হব শক্তিশূল,
ভরে পলাইবে সোঁকুল।
পড়িব যবন হাতে, দুই কুল যাবে তাতে,
কুরব রৌরব রবে ফুল।
অএব হল ত্রবে, উদ্ধারিবে প্রিয়ভনে,
পরে বৈরী বিনাশ মন্ত্রণ।
যেমন দেখিছ রঙ্গ, হয় শত্রু হতভল,
তবে যুচে মনের বরণ।

এ চিত্র দেখিবার, অনুভব করিবার, প্রশংসা
করিবার বিষয়। নায়ক নায়িকার চিত্র
পরিহার করিয়া, কবির একটা উজ্জ্বল
করিতেছি—

বল বল বলে ধরাতলে,
লোক বল বল মাত্র ফলে ।
সেই বলে যেই বলী, বলবান তারে বলা,
যদি বল একালে কোশলে ॥
মৈথ্য বীর্য সাহস সঞ্চল,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল ?
কত কণ থাকে মৈথ্য, কতকণ বীর্য মৈথ্য,
কতকণ শরীরের বল ?
বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তুণ দল বাধে তার অঙ্গ ।
হুহুহু এক রতে, মনরে সাগর মখে,
রজ্জু বাহে বাহুকো তুচ্ছ ॥

এ কবিকে আমরা যেন ভূমিতে বসিয়াছি,
ইহার কাব্যসমূহ যেন আমাদের নিজস্ব নহে
এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে, ঠাণ্ডা কি সামান্য

পরিভ্রাণের বিষয় ?

এই সকল বিষয়ের আলোচনাস্তে কলিকাতার সাহিত্য সভাগৃহে সভাপতির বিজ্ঞানবাগী, আদর্শ চরিত্র রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর রঙ্গলাল ও মাইকেলের এই সম্পাদন কার্যে আমাকে প্রবৃত্ত করেন। তাঁহার উৎসাহেই আমি প্রথমে একাধো হস্তক্ষেপ করি। সেজন্য এই অবসরে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এক্ষণে কবির রঙ্গলালের জীবন বৃত্তান্ত সহজে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা তাঁহারই বংশধরদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীকালোপ্রসন্ন শর্মা ।

কবির রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবন চরিত ।

—*:—

১২৩৪ সালের পৌষমাসে হুগলি জেলার অন্তর্গত (কালনার সমিতি) বাকুলিয়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ইহার পিতা ৬ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবের ছোট দেওয়ান ছিলেন, রামেশ্বরপুরে ইহাদের আদিবাস ছিল কিন্তু কবির পিতার কৈলীজ ও তদানুসঙ্গিক তদানীন্তন বহুবিবাহের জন্য ইনি মাতুলালয়ে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। ৮ আট বৎসর বয়ঃক্রমে কবির পিতার মৃত্যু হয়। ইহাও মাতুলালয়ে বাসের দ্বিতীয় কারণ।

পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে বাকুলিয়ার পাঠশালায় কবির বিদ্যারম্ভ হয়, পরে বাকুলিয়ার মিসনারি স্কুলে বার্মা শিক্ষা করিয়া তিনি হুগলী কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিক পড়া শুনা করিতে পারেন নাই।

কবি বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর নিজের ঘরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ভারতীয় আর সমস্ত ভাষা ও ইউরোপীয় তিন চারিটা ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। কবির চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মালিপোতার নিকট ফুলিয়া গ্রামে ৬দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কস্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন ও মাতৃীন হন। এই সময়ে কবি-খিদিচপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে ভবানীপুর বেলতলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ৬রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠ করিতেন। ১২৪২ সালে কবির বড় মাতুল ৬রামকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতার কোর্ট উইলিয়ম কেজার বারিক মাস্টারের দেওয়ান নিযুক্ত হন। বাকুলিয়া গ্রাম হইতে কলিকাতা যাত্রা-

স্নাতকের অনুবিধা হওয়ায় তিনি খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন, কবি মাতুলগলে ছিলেন, স্ততরাং তাঁহারও খিদিরপুরে বাস হয়।

কবি মাতুলীন হইবার কয়েক বৎসর পরে মাতুলগৃহ পরিত্যাগ করেন ও মাতুল প্রমত্ত একটি পুরাতন বাটীতে বাস করেন। পরে অবস্থার উন্নতি হইলে বর্তমান গৃহনির্মাণ করেন। বাল্যকালাবধি ইহার কবিতা রচনার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ইনি কৃষ্ণি বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন কাশীধামে যাত্রা করেন, সেই সময়ে “কাশী যাত্রা” নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচয় হওয়ার পর ইহার কবিতা রচনা-প্রবৃত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। “সংবাদ প্রভাকরে” রঙ্গলালের বহু কবিতা প্রকাশিত হইত। এই সময়ে কলিকাতার ছাত্ত ও লাটু বাবু একটি কবির দল করিয়া তাহাতে ইহাকে কবি নিযুক্ত করেন। সেই সূত্রে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত কবির বন্ধুত্ব হয়। পরে কবি “রসসাগর” নামক একটি সংবাদপত্র বাহির করেন, তাহাতে ইহার কবিতাগুলি প্রকাশিত হইত। তৎপরে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে “বাক্সালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” ও “শরীর সাধিনী বিস্তার গুণকীৰ্ত্তন” নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কর্তৃপক্ষ নিম্ন-পদস্থ একজন অধ্যাপককে ইহার উপরে নিযুক্ত করার কবি অধ্যাপনা কার্য পরিত্যাগ করেন।

এই সময়ে হাইকোর্টের জজ ৮শতাব্দী পণ্ডিত ও গবর্ণমেন্টের প্রধান উকিল ৮শতাব্দী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাকে ওকালতি

পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কবি তাহাতে অসম্মত প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ অব্দে “এডুকেশন গেজেট” প্রচারিত হইলে রেভারেন্ড ডব্লিউ ওব্রায়ের স্থিধ সম্পাদক ও কবি-বর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৮কাশীচন্দ্র রায়চৌধুরী ৮রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, ৮রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৮রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর মহোদয়গণের ও ভার্মাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গের বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কবি ১৮৫৮ অব্দে “পদ্মিনী উপাখ্যান” নামক কাব্যগ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮৬১ সালে প্রথমে ইনি ইনকম্ ট্যাক্সের ডেপুটি কলেक्टर নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে “কর্মদেবী” নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৮৬৩ সালে পুনরায় “এডুকেশন গেজেটের” সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৬৪ সালে কবি বালেশ্বরে প্রথম স্পেশিয়াল ডেপুটি কলেक्टर নিযুক্ত হন এবং পর বৎসরে কটকে প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেक्टर নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ অব্দে “শূরসুন্দরী” নামক কাব্য প্রচারিত হয়। এই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “রহস্যসন্দর্ভ” নামক সংবাদপত্রের কবিবর ৮ মনসাদেশীর গুণকীৰ্ত্তন বিষয়ে কবিতাগুলির প্রচার করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলিতে বদলি হন, কিন্তু ইনি বিশেষ আধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, স্ততরাং অরুচির মধ্যেই উপস্থিত সাহেবদিগের বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার ইহাকে শিক্ষাদিবার লক্ষ্য ছিদ্ৰ অবেষণ করিতে লাগিলেন। ঠিকোমধ্যে উক্ত জেলার কোন ভদ্রলোকের দুইটা কতাকে মহানদী গ্রামের মিসনারিরা বাহির করিয়া লইয়া

যায় ; কল্যাণের অভিভাবকেরা মিসনারিদের নামে কবি রঙ্গলালের আশ্রমে মোকদ্দমা আনয়ন করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ইনি মিসনারিদের বিরুদ্ধে যে রায় দেন তাহাতে এই উক্তি ছিল।—

“They took refuge in Christianity, that asylum for all black sheep of the Hindu Community”

এই মোকদ্দমার আপীলের সময় ঐ রায় জেলায় জজসাহেবের নিকট যায়। তিনি ৩৭-সম্বন্ধে এই বলিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট করেন যে, ইনি খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের নিকট কর্ম করিয়া তাঁহাদেরই ধর্মের নিন্দা করিতেছেন। এই জন্ত কবি রাঘবকায়্যাইতে অপসারিত হইতেন কিন্তু ইহার বৈবাহিক হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ ৬ অহুতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার ছোটলাট বাহাদুরকে অহুত্বোধ করার ইহাকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কটকে বদলী করা হয়। উড়িষ্যা দেশে অবস্থিতিকালে কবি “উৎকল দর্পণ” নামক উড়িষ্যা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। মেদিনীপুরের খাল কাটাইবার সময় কবির হই তিন খণ্ড তাম্রকলক প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহার লিখিত ভাষা ৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাঠ করিতে না পারায় রঙ্গলালের নিকট ফেরত আসে। কবি তাহা পাঠ করার সরকার বাহাদুর তাঁহার বেতন ১০০ একশত টাকা বর্জিত করিয়া দেন ও এই সময়ে ইহার মান ও সম্মান বিশেষ বৃদ্ধি পায়। বঙ্গাব্দ ১২৮৪ সালে কবি বঙ্গদর্শনে “নীতিকুসুমাজলি” নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে সংস্কৃত “কুমারসম্ভব” কাব্যের বাঙ্গালা পঞ্চাঙ্গবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পরেই মেদিনীপুর হইতে “কবিকল্প চণ্ডী” নামক পুস্তক মুদ্রিতও

প্রকাশিত করেন। ৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত” (Antiquities of Orissa), কমিশনার বিমল সাহেবের প্রণীত সিভিল সারভ্যান্টদিগের জ্ঞাত ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ (Grammar of all the Indian languages for all Civil Servants) পুস্তক প্রণয়নকালে কবি বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৫ সালে যখন যুবরাজ (এক্ষণে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন সেই সময়ে কবি তাঁহার অভ্যর্থনাসূচক একটি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই কবিতাটা কাহারও নিকট আদৃত হয় নাই।

১৮৭৯ অব্দে কবি হাবড়ায় বসলি হন ও এই সময়ে “কাকীকাবেরী” নামক ৬ জগন্নাথের মাহাত্ম্যসূচক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি কালিদাসের “ঋতুসংহারের” অনুবাদ, উক্ত রামচরিতের “লক্ষ্মণবিজয়” ও “চন্দ্র-বংশ নাটক” প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন, কিন্তু তৎসমুদায়ের মুদ্রাঙ্কন হয় নাই। কবির “শক্তি ও বিফলবিষয়ক গীতগ্রন্থ”খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এই গ্রন্থ মহারাঙ্গা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কল্যাণের দলে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও উক্ত মহারাজ তাঁহার মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় দিবেন বলিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। সেই প্রশংসাপত্রও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥

রঙ্গলাল স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি কোন একটি বস্তু দেখিলে কবিতা লিখিতেন কিন্তু চুঃখের বিষয়, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষে হাওড়ায় বদলী হইবার হই বৎসর পরে অর্থাৎ ইহার চুয়ার বৎসর বয়ঃক্রমকালে কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন ও ছয় বৎসর চারি মাস পীড়িত থাকিয়া ১২৯৪ সালের ৩১শে বৈশাখ শুক্রবারে গঙ্গাতীরে নবরাজি শাস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

পদিন্যো-উপাখ্যান।

(রাজস্থানীয় ইতিহাস-বিশেষ ।)

৩রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কর্তৃক

বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত ।

কলিকাতা,

হিতবাদীর ইলেক্ট্রিক প্রেসে,

শ্রীঅন্নদাচরণ দাস ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত ।

সন ১৩১২ ।

মঙ্গলাচরণ।

পূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল

বাহাদুর মহাশয়

শ্রীচরণামৃতেশ্বরে।

প্রগতি পূর্বক নিবেদনমিদং।

মহাশয় আমার প্রতি

বাল্যকালাবধি

অকৃত্রিম

স্নেহসহকারে যে উৎসাহ

প্রদান করিয়া থাকেন,

সেই উৎসাহ তরু-সমাপ্তি

প্রদান জাত

সাধারণ উপকার স্বরূপ

এই

কাব্যকুসুম

ভবদীয় শ্রীচরণকমলান্তরালে

সমর্পিত করিলাম।

— * —

অমৃগহীত ভূত

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা ।

এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন
সম্বন্ধে আমার কিছুকথা আছে । ১২৫২
বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে একটা শীতল সমাবেশের
নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা
কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন । কোন
মহাশয় সাহস পূর্বক একটা বলিয় ছিলেন যে,
“বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খল
বদ্ধ থাকতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি
কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” প্রত্যুত, স্বাধী-
নতা-স্বাধীনতায় মানসিক স্বাভাবিক বিরহ
হয়, স্তব্ধতা পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে
যথার্থ কবি কেনরূপেই কেহ হইতে পারে না ।
আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন
নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা
পুস্তকাকারে নিঃসৃত হইয়া প্রচলিত হইলে
অনেক অনগ্রহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ
সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষঃ লেখকদিগের
পরমস্ব স্বপ্নের অন্তর্গত কুণ্ডলী কবিতা
ভূমিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী
উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন,
তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি কথিত ছিলেন
যথা ;—

“আধুনিক যুবজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
স্থগা করে নাহি সহ্যে প্রাণে ।

বাঙ্গালীর মনঃ-শূন্য, কবিতা লুপ্তার সন্ম,
এ মাত্র বাধা হে প্রমাণে ।”

কালীচন্দ্র বাবু এই উক্তিত ভিন্ন নিবন্ধ পত্র-
গ্রন্থ গণ্যনে আমার প্রতি সর্বদাই সোৎসাহ
বাণী লিখিয়া পাঠাইলেন । পশ্চিম প্রদেশস্থিত
হইল, যমুনাগ্রহকর স্বদেশপিতৃতত্ত্বের সুশীল
চরিত্র যুগবাক্য সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর
এতদেবীয় অধিচারণ দ্বারা কাব্যনিচয়ের অল্প-
লতা ও অপবিত্রতা সঙ্কটভর্য পাঠে এত-
দেশীয় বাসক রক্ত বর্ণিত প্রভৃতি সঙ্গপ্রকার
অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনন্দভক্তি দর্শনে
পিতৃপিতৃ হইয়া আমার প্রতি বিগত প্রাণ-
লীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূমিকাভার
অনুরোধ করেন । আমি উক্তোক্ত মহাশয়ের
অনুরোধে কণ্ঠে টঙ্ক বিবচিত বাঙ্গালান প্রদে-
শের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি
কির্কিত কথিত রচনারস্ত কথিত ছিলাম । তদ-
নন্তর উক্ত উক্ত মহাশয় অকালে পরলোক-
প্রাপ্ত বিধায় শোকান্তিত মনে তৎসঙ্কল্প পরি-
হার করি । কিন্তু কাল-সহকারে ইহ জগতে
সমস্ত বিষয়েরই হ্রাস ও পরির্তন আছে, অত-
এব প্রবোধচন্দ্রের নির্দল পণ্ডিত্য সন্তুপ-
তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে নিয়মাসাতীত
হইল পুনর্বার পত্র রচনার প্রবৃত্তি হইয়া উক্ত
কাব্য সমাপ্ত করিলাম । সমাপ্তির পরে গ্রন্থক
বেবরু ডব্লু ওব্রাণ্ড-সিদ্ধ তথা প্রায়ুক্ত বাবু
বাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বতিপয় মার্জিত-বুদ্ধি
বন্ধুর নিমিত্ত ইহা প্রেরণ করি—তাহাতে
উাহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় বাঙ্গা বাহাদুরের

অমূল্য শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তথা বর্ণাক্ষরের লিটরেচার সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্বক অমরোপ কগোতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিলাম। কিন্তু যে মহাভক্তিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনায় প্রথমোক্ত পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎদিনকি পক্ষে কতদূর পর্য্যাপ্ত কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ। বিশেষতঃ অবশ্যকার বিষয়ে। দোষ গুণ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণে অত্যন্ত পাঠকদিগের বিচার্য্য-ধীন,—তথাপি,—

“কবিতারসমার্থ্য্যং কবিরচিত ন তৎকার্য্যঃ

ভগ্নানীকৃত্য্যং স্যাদি ভবো বৈতন ন ভূষয়ঃ ॥”

এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদেশীয় প্রাচীন পুরাণবিহীন হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রোতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া ইহার কাব্য রচনা —এতদূর বক্তব্য এই যে, পুরাণবিহীন বর্ণিত বিবিধ উপাখ্যান ভাষ্যবর্ণিত সমস্ত সঙ্গল লোকের কণ্ঠস্থ নহিলেই হয়। বিশেষতঃ এই সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা থাকিতে অধুনাতন কৃত্য্যবস্ত্র ব্যাক্যদিগের তত্ত্বাবৎ প্রজ্ঞা হইবে এবং এতদেশীয় জনসমাজে জিত্তা বুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তৎপ্রণয়িত রসপ্রিয় কাব্য-প্রবাহে ভাবতবর্ষীয় যুবকদিগের অন্তর্ভুক্তি। চিত্তক্ষেত্র প্রসারিত করা কৰ্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভাবতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত ন কালাবধি বর্তমান সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস-বাহিক প্রকৃত পুরাতত্ত্ব প্রাপ্তব্য। এই চিত্তিক কালমধ্যে এদেশে পুণ্ডিত উচ্চমতি প্রতিভা ও পরাক্রমে যেরূপ ভয়াবশেষ, তাহা রাজপুত্রের বেশেই ছিল। বীর্য্য, খৌড় পারিকল্প প্রভৃতি নানা সঙ্গুণালঙ্কার রাজপুত্রেরা যেরূপ

বিমণ্ডিত ছিলেন, তাহা দিগের পত্নীগণ সেই-রূপ সত্যিকার বিদ্যাবীজ এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপত্তি পত্নীপাঠে লোকের আভিচিন্তা-করণ এবং তদুদ্দেশ্যে অমরোপে প্রবৃত্তি প্রদান হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রোতিহাস অবলম্বন পূর্বক মৎকর্ত্তক রচিত হইল।

অপিচ, কিশোর কালাবধি কাব্যমোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, স্মরণ্য নানা ভাষায় কবিতা-কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সংবরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্ব পক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই শিশুক প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভিলাষ। বাঙ্গালা সমাচার পুত্রপুঞ্জ আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পত্র-পত্রকটন করিতে আরম্ভ করি। তত্বেবং যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হইতক, কিন্তু সেই আদব ঐচ্ছাদিগের মহত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা পরিচায়ক নহে। আমার এস্থলে একথা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবকরণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যমোদিগণ আমাকে ভাবধারী জ্ঞান না করেন, অপিচ পূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের হইল। আনন্দে ইংলণ্ডীয় ভাষায় অভিজ্ঞ অনেক এতদেশীয় মহাশয় এক্ষণ জ্ঞান করেন, তত্ত্বাবয় উত্তম কবিতা নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিবচিত হইবে, ততই ব্রীড়াপুত্র কদম্ব কবিতাকলাপ অন্তর্ভুক্ত করিতে

থাকিবে এবং তত্ত্বাবহের প্রেমিকদলেরও সম্মা
 ত্রাস হইয়া আসিবে। পরন্তু এষ্ট উপলক্ষে
 ইহার নিমিত্ত, আমি সৰূপ হুগেই যে ইংলণ্ডের
 মহাকবিদিগের ভাঃ গ্রহণ করিয়ছি এত

অনেক ভাব স্বাই অসিয়া অনেকের
 মনে এ ইগার সমুদিত হইয়া থাকে, সুতরাং
 তাহাদিগের অগ্র পশ্চৎ প্রকাশমতে কাব্য-
 কাবের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ প্রয়োগ করা
 কর্তব্য নহে। কোন ইংলণ্ডী সুকবি কহেন,
 —“আমাদিগের মধ্যে একদল গিদ্দক আছে,
 তাঁহারা সম্ভাবিত সকল ভাবকেই পুণ্ডন জ্ঞান
 করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এমত জ্ঞান নাই
 যে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বংশ স্বাভাবিক উৎসসমূহ
 আছে। তাহারা কোন প্রবাহ দৃষ্টিমত্রে বোধ
 করেন, তাহা অমূলক মনুষ্য পুঙ্খনিহী হইতে
 প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।”

এইক্ষেণে, কাব্য কি?—এবং উদাহরণ-
 চনার ফল কি?—এই দুই সূকঠিন প্রশ্নের
 মীমাংসা-কল্পে কিকিৎ লেখা যাইতেছে,
 যেহেতু তদুচ্চ বিষয়ে এতদেশীয় অনেক
 লোকের ভ্রম আছে। যিত্রাক্ষরে এবং
 যিত্রাক্ষরে রচিত, যতি-সম্মিত, অমুপ্রাসানি
 অলঙ্কারে ভূষিত পদবিত্তাস করিলেই তাহা
 কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্যদর্পণ
 গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ গিত হইয়াছে,
 যথা “কাব্যং কসাম্বকং বাণ্যম্।” এই স্বর-
 বাক্যে কবিতাকলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহৎস্ব
 বিশেষের মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত, কাব্য
 মানসিক ধ্যান-ধৃতি রূপ পুণ্যবাটিকাঙ্ক অশেষ-
 বিগ ভাবকুণ্ডলের সৌভম্যাক্র, সেই সুগন্ধিত
 প্রবাহে কবিতাদিগের মলানিলবৎ রচনা-
 শক্তিই পটুতর। কবিতার অসাধারণ শক্তি,
 মধুর্যের মনে সর্বপ্রকার রসোদীপনে ইহার
 মনোহরী ক্ষমতা, শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক

বশোৎপত্তির এক একটা নিদান নির্দেশ
 করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাকে সকল রসের
 নিদান কহা যাইতে পারে, মোহের ত্যাক,
 কাবণ কিছুই নাই; অথচ কবিতা পাঠ বা
 শ্রাণ করত মনসের ত্রস্ত্রপাত হইতেছে,—
 তত্বের পশ্যক কারণ কিছুই নাই, অথচ
 কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত জনসমাজে
 হস্তার্ণব তরঙ্গিত হইতেছে,—বীভৎসের
 প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্য-
 পাঠক বা শ্রোতার মুগ্ধভাবো তাহা প্রকৃষ্ট
 রূপে লক্ষিত হয়।

কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সমুপ-
 প্রায় মানসিকরিত্তিরকে সহসা জাগরিত
 এবং উত্তেজিত করিতে পারে। প্রাচীন
 জাতিদিগের মধ্যে এই এক রীতি ছিল,
 তাহারা বিগ্রহ-বাসনা'দি সমুদায় উৎসাহের
 বাণ্যারে কবিতাদিগের সাহচর্য্য রাখিতেন।
 কবিতা উক্ত জাতিদিগের শৌর্য্য বীৰ্য্য গুণ-
 সম্পন্ন পুরুষকবিতাদিগের গুণমুখ্য গান কবি-
 তেন। তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের মানসে বীর,
 শান্তি, প্রৌঢ় প্রভৃতি ভাব সকলের সমুদ্রবে
 বিশেষোপকার হইত। প্রকৃত কবিতাদিগের
 অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎস-
 স্বরূপ, তাহাতে যেকোন সামান্যরূপ শব্দ
 কলিষ্টে ধাতা নির্গত হয়, কবিতাদিগের অন্তঃ-
 করণ হইতে সেইরূপ সামান্য ঘটনাতে
 ভাবমণ্ডল নিঃসৃত হইতে থাকে।

কবিতার * আর এক শক্তি, তাহা
 আমাদিগের স্বাভাবিক জতি দৃষ্টতর ভাব-
 সমূহকে সচেতন করিতে পারে। উদ্ভা
 দয়া, কল্পণ, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক

* এতদেশীয় লোকের শ্রীমদভিষেক কোন প্রসিদ্ধ
 র এই পরিচ্ছেদের

ধর্ম সকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি
পন্থিকরনের বিশুদ্ধতা জন্মে। প্রকৃত কবি
ব্যক্তি কোন ইতি বা গতি কাম্যকরণ
অন্যথা পানিত হইলে তাঁহার আর মধ্য-
পীড়ার সীমা থাকে না। কবিতার উপর
এক গুণ এই, তাহা সাময়িক সামাজ্য চিন্তা-
জাল ও ইঞ্জিয়ভেদে গাসক্রি হইতে মনুষ্যের
মনকে সরদা মুক্ত রাখিতে পারে এবং
অন্তঃকরণে একরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান
করে, যে, জগৎীয় সামাজ্য প্রকার ক্ষণিক
সুখ ব্যতীত এক সুনির্দিষ্ট নিত্যসুখ সম্ভা-
বের সম্ভাবনা আছে। কবিতা এক প্রকার
ধর্মবিশেষ। কবিরা নিসর্গরূপে ধর্মের
পূর্বাভাসিত। তাঁহারা জগতীয়া রূপ কার্যের
ক্রম-প্রদর্শন পূর্বক তৎকর্তার সত্তা সংস্থাপন
করেন। তাঁহারা মনুষ্যের নিকট ঐশ্ব-
ক্রিয়া প্রণালীর যথার্থ রূপণ করিয়া দেন।
কবিরা নীরস অস্থিরতা ও ক্রোধের শীর্ণ
অজ্ঞার সঞ্চয় করত তাহাকে স্বীয়
সৌন্দর্য্য শোভিত করেন। তাঁহাদিগের
উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে
সচেতন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি, তথাপি,—

“তরু শতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীয়ে প্রস্থ-ভাব ধরে ॥
উপদেশ দান করে পান্য সবল।
সকলি প্রতীতি হয় সুন্দর নিখল ॥”

অশিত মানসজ্ঞ ভাবভরণে মনুষ্য মনে
ভূষণকাহিনী ও রূপ-পদ্মে ঐশ্বর্য্যাদি সজ
গুণরূপ মধ্য-ক্ষণিক এই চমৎকারি বিজ্ঞা
মনুষ্যের ইতিবাৎসর্য্যের চিন্তাজালে হইতে
যে রূপ দূর্বাস্তরিত রংগে, এমত আর কিছুতেই
রাখিতে পারে না। কোন জ্ঞানপ্রব

বহেন,—“কবিদিগের মর্যাদাবলে বক্তব্য
এই যে, আমি তাঁহাদিগকে কল্পিত কালে
অশিত লালসাপ্রবণ বা জঘন্যরূপ কার্পণ্য
দোষ শ্রিত দেখি নাই। অতীত শ্রেণীর
লোক-লোকা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এমত
সুপ্তান্ত যে, তাহাদের সতি পরমেশ্বর এবং
নিয়মোক্তের বিশেষ সম্পর্ক আছে, এমত
বলা যাইতে পারে।”

বহুমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়
জিহ্ম সুশিক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক
শক্তি-মূহের পরিচালনা-নির্ভর সুসম্প্রদায়
বিশিষ্ট বিধায় তুচ্ছতর ইতির আমোদে অব-
কাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।

“ইন্দ্রিয়ের ভোগে যবে তরুটি উদয়।
জ্বলন্ত নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ বয় ॥
যেই চারু সুখে পূর্ণ পূর্ণ তাহা হয়।
সেই মনে হয় সুগ অংগত নয় ॥”

অশিত কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিজ্ঞায় বুদ্ধির
তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করণের শিক্ষা প্রণালীকে
সম্পূর্ণ বা সংজ্ঞিত রীতি বলা যাইতে পারে
না। বিজ্ঞান-বিজ্ঞা স্বভাবতঃ কঠিন এবং
ঔৎসুক্যবিহীন, অতএব চিন্তাকরণ স্বরূপক
ভাবকুসুম প্রকল্পকারী পরমগৌরবভাজন
কলাকলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা শ্রিত
হয় না। বুদ্ধির প্রাণগত সম্পাদনার্থ যেরূপ
জ্ঞান-নিষ্ঠার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎ-
সর্গ সম্পাদনার্থ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি
কলাকলাপের আশ্রয়কতা। প্রকৃত, উদয়
বিধ পদার্থেই ক্রিয়াক্রি সম্পাদন সতি বর্তব্য
জ্ঞান দ্বারা আবাসিতাহী জো গিগণের
যে রূপ পরিধি পরিমাণ ও সংখ্যাদি নিরূপণ
যাইতে পারে, কবিতা দ্বারা সেইরূপ

ভাষাদিগের অনির্বচনীয় শোভা সৌন্দর্য্যাদি
 জন্মদায়ক করা যায়। যিনি এই দৃষ্টমত
 শব্দকে অপকৃষ্ট শোভা সৌন্দর্য্যে আবৃত্ত
 করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ভক্তাবতার
 পরিমাণ ও সংখ্যা কল্পনা করিতে পারেন
 করিয়া সেই অপূৰ্ণ অভিপুঞ্জের বসন্ত
 হইতে যে নিবেদন করিয়াছেন, এতত কথা
 কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব
 জগদীশ্বর কল্পনায় ইহকালকে সৌন্দর্য্য
 রসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদেশীয়
 লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবি-
 দিগের গ্রন্থাধ্যয়ন পুঙ্খক অনুভব করেন।
 বাহারা ভক্তিপাধ্যয়ন দ্বারা ক্লান্ত হইয়াছেন,
 ভাষাদিগের আত্মিক সুখের পরিণাম
 নাই। এমত সকল ব্যক্তি সংসারের ইতর
 চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত জন্মভোগের সহবাস

পরিভ্রমণ করিয়া ঐশ্বরিক সামান্য শোভার
 গৌরবে অত্যর্থ পুলকিত হইবে;—

“সামান্য কুৎসিত বসি বন্দরে কলিত।

সামান্য বিহঙ্গ-পদ পড়নে চলিত ॥

সাধাৎ স্বর্গা আর সমীর, ন কাশ।

তীহাম নিকটে যেন স্বর্গের প্রকাশ ॥”

এইরূপ কবি এবং কবিতার প্রেমসং বিশেষ-
 মতে করিলে তাহা গ্রন্থ প্রমাণ হইয়া উঠে,
 অতএব আর বাতল্যোক্তি না করিয়া এস্থলে
 এতাবস্থায় বলিয়া শেষ করি যে, হে স্বদেশীয়
 মহাশয়বর্গ, আপনারা যুগিত উলঙ্গ আদি
 রসের কবিতার প্রেম পরিহার পূর্ব্বক বিমলা-
 নন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত
 হউন। ইতি।

সূচনা ।



কোন স্থলে যুদ্ধস্বর করি নিরস্তর ।
উগরে নিঃশচয় মুকুতা নিকর ॥
চরুণ অরুণ ভাতি অলে কোন স্থলে ।
প্রব শের রুটি ঘেন হয়েচে অহলে ॥
কোথাও ডটিলীকুণ কুল কুল স্ববে ।
শেখরের শ্রাম অঙ্গে চাঁদ্র শোভা করে ॥
ঘেন বসুপাতি-হৃদে হীরকের হার ।
অলমল ডালুকণে কবে অনিবার ॥
বিবিধ বিহঙ্গে নানা স্বরে গান করে ।
সজাপীর তাপ দূর, যন প্রাণ হরে ॥

আগ এইরূপ শোভা অতি অপরূপ !
 উল্লস ভাবের বিভাষা-রূপ !
 সরসী সিন্ধু সিক্ক শেখা সুন্দর !
 গহন গহবর বন নিকর নিকর ॥
 শিনকর শিশির নক্ষত্রশুণ ।
 মেঘমালা ডড়িতে চমক উজ্জ্বল ॥
 ইহ থলু নিসর্গর শোভা অনূপম ।
 যাহে জন্মে ভাবকের বিলসবিরম ॥
 সে সুখের তুল্য সুখ, আর কিবা হয় ?
 দৈব-অনুগ্রহে ভিন্ন অহতুত নয় ॥
 দেখে দেখি ভরভূতি আর কাজিদাস ।
 কাব্যে সেই রস কিবা কবিতা প্রকাশ ॥

* উন্নতপুয়ের রাণানিগের আদি পুরুষ বাম্বা র'ও
অস্ফাট উপাধি মধ্যে এই গৌরবাস্তব উপাধি ধারণ
করেন।

মহামহীপালরণ সভার ভিতর ।
 মহাবক্রকণে খাত দেশ-শোভার ॥
 কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বিষয় ।
 না বর্ণিগা দিছু যাত্র ভাব বসময় ।
 প্রকৃতি রূপের ছটা কবি দংশন ।
 কবেছেন কাব্য সূখা-সার বংশন ।
 পাঠি যাত্রা লোমাক্ষি হুয় কলেশ্বর ।
 ধন্য ধন্য কাব্য-শক্তি রসের সাগর ॥
 আয় মন ! চল যাই সেই সব দেশে ।
 যথায় প্রচলিত লাজে মনোহর বেশে ॥
 দেখিবেন চিত্রিত শোভা শৈল আর জল ।
 শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে ॥
 কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ ।
 শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদায় ক্লেশ ॥

এইরূপ ন না শোভা দেখিতে দেখিতে ।
 পশিক উঠেন হুর্গে পুলকিত চিত্তে ॥
 বিশেষ হুর্গে পথ পাষণে গতিত ।
 ভুজঙ্গের গতি সম, ক্রোশপরিমিত ॥
 ক্রমে ক্রমে পরিহার্য কবি ছয় দ্বার ।
 উপনীত যথা বিহ্বল্য ভ্রমিতার ॥
 অশিষ্য পুণাতন কৌন্তি প্রকাশ ।
 হঠাৎ কত তরু শতাব নিবাস ॥
 খচি-বিবিধ কার্য দ্বার-দেহায় ।
 মুষ্টিমান কত শব্দেব দৌচয় ॥
 স্বপ্নের কার্য তাত্বে নহে দৃগমান ।
 দ্বার যেন রূপান্তর কাটক সমান ॥
 তদন্তে শেতিত দবালয় হই তিতে ।
 পশ্যগ্নি পূর্ণ সিসি পশ বিতে ॥
 বৃহত্তর মন্তর প্রাসদ পচুব ।
 কাল-দন্তে প্রাক্ষণ হইতে চুব ॥
 মগ্ন বিদ্যাত্রী কত্রী হর্ম্য মহাদৌ ।
 চিত্তের সর্বনশ হাব পদ-সেবি ॥
 রয়েছে তাঁহার মঠ পর্বত-প্রমাণ ।
 অটুজা, কবি-অরি পরে অধিষ্ঠান ॥

মহাকাল এক-লিঙ্গ * শিব অহুপম ।
 মন্দিরসমীপে কত দণ্ডীর আশ্রম ॥
 এ সকল নিবশিয়ে পণিকের ভিত ।
 মলিনতা মেঘজালে হইল ভুজিৎ ॥
 মানস-গুণে নিস্তা কে খয় সে দিন ।
 যে দিনে ভার-ভূমি ছিলেন স্বধীন ॥
 অসংখ্য বীরে । যিনি জয়-প্রদানী ।
 কত শত দেশে রাজ-বিধি-বিধ যিনী ॥
 এখন হুর্ভাগ্য পরভোগ্য পরাধীনী ।
 যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাধীনী ॥
 তেঁথো সে বীর স্বাধার বিক্রম বিশাল ?
 সকলি কবেছে গ্রাস সর্বভূক্ত কাল ॥
 এই যে ভীষণ হুর্গে না জমি কাহার ?
 কত বীর কবেছেন ইগতে বিহার ॥
 এখন দি-দশা দুশু সর্ব স্থানে ।
 মলিনতা-শ্রবণতা যেখানে সেখানে ॥
 কোথায় উৎসাহ রক্ত-হাস্ত মহোৎসব ?
 তেজোহীন জনগণ, যেন সব শব ॥
 এইরূপ ব্যাকুলিত হুর্গে চিত্ত-কূলে ।
 আটলেন শেষে এক সরোবরকূলে ॥
 চল চল করে জগ-মিল উজ্জল ।
 সত্তা-বিহীন বাহ-রাজহংস-দল ॥
 চারি-পাখি তার মিল উপলে ।
 অজনি পতিত নহে কালের কবলে ॥
 তার না আচার্য্য পতিত পশু পশে ।
 হেন মনো লাভা শোভা ন হি গোন স্থানে ॥
 তাত্বে প্রমা হুর্গা এক অতি পুরাতন ।
 হুর্গে শনে-দু-প্রায় হয় পশন ॥
 দেখিয়ে পশিক মনে উঠেন তখন ।
 কি হেতু হইল ইথে ধরে বংশন ?

* বঙ্গ-রাজ্যের ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গের প্রকৃত
 মন্দির নাগীক্ৰমাক স্থানে আছে, এই নাগীক্ৰম ইন্দ্রপুর
 হইতে এক কোশ অন্তরে স্থিত । এক-লিঙ্গের পূজকেরা
 হারীত ধরি বংশন ।

এমন সময়ে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ ।
জানান্থে কল্যাণে দিলেন দর্শন ॥
করপুটে ভিজ্ঞাপন পথিক তাঁহারে ।
“কহ বিব এই পুরী-বৃত্তান্ত আধারে ।”
বিশ্র কন, “জন ওহে পথিক জ্ঞান ।
করপ-রসের-শিক্ত হান বিবরণ ॥
প্রবণেতে জব হব পথ্যন দ্বন্দ্ব ।
অত-বুদ্ধ-দেহে হব ভাবে উদয় ॥
রাজ-পুত্র-ইতিহাস সমুদ্রসমান ।
এই সে চিত্তোর-পুরী তার আত্ম স্থান ॥
বেতায় ছিলেন স্বর্ষ্যবংশ দণ্ডধর ।
দ্বাপরেতে চন্দ্রবংশ ধরার জীবর ॥
কবিল প্রারম্ভে পুনঃ ভাটকুল ভূপ ।
বাছাদেব বীরস্বের নাহি অমরুণ ॥
দেব-বংশ বিলাসিতা বিখ্যাত ধরায় ।
বার বংশজাত বাঙ্গা রাও মহাকাশ ॥
এক-লিঙ্গ শিব পুঞ্জ বীরত্ব ধরিল ।
মৌরী বংশ মাতুলের সাম্রাজ্য হরিল ॥
কবিল অশেষ কীর্তি কি কব বিশেষ ।
হরিল বিক্রমবলে যবনের দেশ ॥
একচ্ছত্রা অবনীতে করে মহাবীর ।
দ্রবন্ত হর্দ্যাক স্নেহ ভাঙেতে অহির ॥
ইয়াণ ভূগাণ আদি কত শত স্থান ।
কাবুল কাশ্মীর কঙ্কহার ক স্ত্রিতান ॥
ইত্যাদি অনেক দেশে হইলে বিজয় ।
কবিলেন কত ব্যাকুলতা পরিণয় ॥
অখিল জগত্বে এংগ হিন্দু মুসলমান ।
হিন্দু স্বর্ষ্যবংশী খ্যাক, যবন ষ্টান ॥
শত বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে সেই মহাশয় ।
অপারের বর্গগুণ বিবরণ (১) কয় ॥

স্থানসনে প্রাণ পথিহরে নৃপবর ।
“এক চৌন বসনেতে বস কলেশ্বর ॥
চ খিয়ারে অমাত্য আত্মীয়গণ বস ।
অকৃত্রিম ভালে যেন ঘোড়ার শরী ॥
আবরণ বিমোচন করি তার পর ।
অজুত নিঃশি সঙ্গে শিখিত অক্ষর ॥
শী মেখে পর্য্যঙ্কে মণীপতি-মুক-কার ।
কেবল প্রকুল পদ্ম জাল (১) শোভা পায় ॥
সুবেদ্য লোকের প্রায় সুরক্তি বহিল ॥
নন্দন কানন স্থখে সফলে মোহিল ॥
ধন্য ধন্য বঙ্গা রাও কীর্তিকলাধর !
ধন্য বীর্যবিভূষণ । ধন্য বীরবর !
সেই এংগ কত শত নৃপতি প্রকৃত ।
চিত্তোরের অধীশ্বর নানা জগদ্রথ ॥
তের শত একত্রিশ সন্ত বংশধর ।
বরিত লক্ষণ সিংহ সিংহাসনোপরে ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লক্ষ্মণ নহে প্রাপ্ত ব্যবহার ।
রাজ্য করে ভীমসিংহ শিভূষা তাঁহার ॥
বার প্রিয়ারমা সে পান্ডবী মনোরমা ॥
রূপে, গুণে, জানে, অবনীতে অমরমা ॥
বাহার রূপের কথা শুনি বিল্লীপতি ।
চিত্তোর ঘেবিল আসি হইয় ফিঙ্করতি ॥
বাণ্য লোপ, বংশ লোপ প্রাপ্ত হয় তার ।
ব্যান-মাতা (২) রাবুলীর কুখার জাগায় ॥
তথাপি পদ্মিনী সতী সত্যের রতন ।
না দিলেন যবন-রে, করি প্রাণপণ ॥
অচুণিত রূপ, গুণ, সত্যের সহিত ।
অর্পিলে অখিল সত্যেতে বাহি ॥

(১) ইনি পুত্রব্রাহ্মণের সময়ে রাজপুত্রব্রাহ্মণের প্রধান কলকবি

(১) সে পদ্মপুলক-মুখ সর্বোত্তম মধ্যে গোপিত
ভালে ব্রজি পাঠেতে থাকিল । এই রূপে উপভোগ
মৌলবরা ভূপতির বৃত্তি বিষয়ে কথিত হয় ।

(২) ইনি রাজপুত্রব্রাহ্মণের প্রধান কলকবি । বাঙ্গা
ইহাকে বীর বক্তৃতাধার বলয়বীণ হইতে আলোক পূর্বক
চিত্তোরে প্রতিষ্ঠিত করেন ।

হেব হে পবিত্র ঘাট গভীর (২) গহ্বর ।
এই স্থানে দক্ষ পদ্মিনীর কণ্ঠবত ॥
দোহাইরূপে গণ্য করে যত নর ।
রক্ষক স্বরূপ অছে কাল সিম্বর ॥”
স্মৃতি কিত নেত্রে পবিত্র তখন ।
কৃত জ্ঞানি করে বরিলেন চিত্তন ॥
“কত বিজ্ঞ মম প্রতি হয়ে রূপাবনু ।
বিবাহিয়া পদ্মিনী চাক্র উপাখ্যান ॥”

পদ্মিনী-বর্নন।

বিজ্ঞ যনু, “তে জুজন কর মন সমর্পণ,
পদ্মিনী বিচিত্র কথায় ।
চৌহান কুলে দীপ, সিংহ-দ্বীপের নূপ
বিখ্যাত হামিররায় ॥
তার বজ্রা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রমা,
পদ্মিনী সৌন্দর্য্য সার-ভাগ ।
ভৌমসিংহে হৃদিবায়, নিলেন হামির রায়,
সহ যথায় য্য অমুরাগ ॥
যেমন পদ্মিনী সৌ. মিলিল তেমতি পতি,
বাজকুল চক্রবর্তী ভৌম ।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বার্য্যে পার্থ, বিজ্ঞমেতে ভৌম ॥
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সু গণ ভোগ্য
অমুরে পশি শ্রম সাব ।
বিকশিত ভায়সে, অগ্নি অগ্নি টেড়ে বসে,
ভেদ ভাগ্যে ফেল চীৎকার ॥

(২) রাধাপুত্রার কোন কবি কহেন, ঐ গহ্বরের
এক অট্টালিকা আছে

মাধবী মাকল-কাষ, এক শিল্প প্রতিভা,
বল আছে কি শোভা অতুল ।
আকন্ড দেহাপতে, বাপি বিবাহ করে,
দেবিলে নয়নে বিধে শূল ॥
সর্ব্ব-স্বলক্ষণবতী, ধরাধামে যে বুঝতী,
লোভে বলে পদ্মিনী তাহারে ।
সেই নাম নাম বার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পায়ে ?
পরিভ্রা পতিভ্রা, পবিত্র সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদ পদ্মাসনে ।
শিব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী বধা,
মৃত-প্রায় পর-পরশনে ॥
খাকুক সে পরশন, পরমুখ দর্শন,
সহনীর না হয় সখীর ।
দৃষ্টি মাত্র সেই কপে, পরমের হৃদ্যশনে,
দক্ষ তথ কোমল শরীর ॥
পদ্মিনীর পদ্ম-কোষ, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র,
ত্রীড়া তাহে সলা কীড়া করে ॥
পলকেতে প্রতিপলে, বহিম কটাক ছলে,
চাবি দিকে অমৃত সন্ধারে ॥
সখীর শুভনা দৃষ্টি, কবে নানা সুখ সৃষ্টি,
অনলের বৃষ্টি পাপি-জনে ।
সখীরে হৃদিতে আশ, যে করে তাহার নাশ,
ভাস কি চন্দ্রনা দশানে ॥
পদ্মিনী রূপে চিহ্নি, বিবলে গড়িল বিবি,
নীল-নিধি-সিন্দী সমান ।
কি ছার পদ্মিনীচর, সহ বিস কিসলয়,
পুঙ্করে প্রকাশে অভিমান ॥
অতুলনা রাজকন্তা, ভুবনে ভাবিনী খন্ডা,
অগ্রগণ্য রূপসী সমাজে ।
বি রূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাঞ্জে ॥
বোন মুচ চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?

কিংবা সেই কোকনদে, মাথাইলে মৃগমদে,
 অতি স্থল লতে মধুলোভা ?
 কবিত কাঞ্চন কাণ্ড, কিবা কাঁচা সোহাগার,
 কিবা কাঁচা রস'রে ছটা ?
 হেন মূৰ্য্য আছে কে হে, নিব ইন্দ্রধনু দেহে,
 অভিনব রূপ বজ্রবটা ?
 অগ্নিযে যুতের বর্ষিত, প্রথর, ত স্বর-ভাতি,
 বৃদ্ধি করা ছর শা কেবল ।
 কি কাজ সিন্দূরে মাতি, গন্ধমুক্তকলরা অ,
 মাজিগে লিহয় সমুজ্জল ?
 সেই রূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
 বর্ণনায় বার্ষ্য আকুঞ্চন ।
 মৃগপতি যুগপতি, দ্বিজপতি গজপতি,
 তিনফুল কোকিল খঞ্জন ॥
 এই সব উপহার, শ্রোয়াজন নাহি আর,
 নব কবি-জনের ব্যক্তি ॥
 কহিলাম যত গুণা, পদ্মিনী রূপের তুলা,
 কেহ নহে সকলি লঙ্ঘিত ॥
 এট প্রতি পূর্ণাপর, যুবতীর মনোহর,
 রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নবে ।
 কহ কোন নৃপ মুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি,
 মজিয়াছে পঞ্চাশ-শত্রে ?
 পদ্মিনী-রূপের বশ, পরিপূর্ণ দিক্ দশ,
 প্রত্য মাঝ হরন্ত যবন ।
 না শুনিব কার মাংগ, সিংহপুরে দিল হানা,
 সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন "

চিতোর আক্রমণ ।

সাজিল সচল, সেনা অগণন,
 ক বায়ে রণ চঙ্গিল ।
 শিখোপরে তা, যত তীরন্দাজ
 সাজ সাজ সাজ, বলি ॥
 ধূলিখ গগন, ধূনর বরণ,
 অদৃশ্য তপন, হইল ।
 কুলবতীচয়, মনে পেয়ে ভয়,
 নিভুতে আশ্রয়, লইল ॥
 বিষন বিশাল, মদে মাতোয়াল,
 কবিষুখ গাল, ছুটিল ।
 পিঠেতে আঁরি, শোভে সারি সারি,
 তাহ ধনুধারী, উঠিল ॥
 মণি মুক্তা কাজ, বুনেতে বিরাজ,
 রবি-ছবি লাজ, পাইল ।
 কোমল কমল, সম মখমল,
 শোভা নিরমল, ছাইল ॥
 অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজী,
 আসোয়ার সাজি, ধাইল ।
 কবে করবাল, পিঠে বধি ঢাল,
 যত সেনাপাল, ঘাইল ॥
 হলো হুলস্থূল, করে করি শূল,
 কত সেনাকুল, সাজিল ।
 শূন্য রাজপুত্রী, বিগত মাধুরী,
 ভোঁ ভোঁ ববে তুর্গী বাজিল ॥
 চলে সেনাদল, তৃণধান স্থল,
 জলাশয়-জল, শুকাল ।
 হেরিতে করাল, চলে পাল পাল,
 নাহিক সকল, বিকাল ॥
 উঠে ডাক হাঁ, বাজে জাটাক,
 কত শত শাক, ফুকিল ।

স্বর্গীকৃত মতে, যবন যাবতে,
 তিন্দ্ৰ-বধত্রয়, কুঁকিল ॥
 দিল্লীর সম্রাট, সহ সেনা ঠাট,
 পাজি রাক্ষসটি, মাতিল ।
 হিম নহে মন, ভাষ্যকে মন,
 নিক সিংহাসন, পাড়িল ॥
 পদ্মিনী-স্বরণ, পদ্মিনী-মনন,
 পদ্মিনী জীবন, দখিল ।
 পদ্মিনী দর্শন, পদ্মিনী অবগন,
 সেই ভাবে মন, মোড়িল ॥
 পদ্মিনী শবনে, পদ্মিনী স্বপনে,
 পদ্মিনী মচনে, বাখিল ।
 সেই রূপ ধান, করি রহে আগ,
 সেই রূপে ভান, ঢাকিল ॥
 পদ্মিনী উদ্দেশে, মন

কল্পকল্পে আ

হয়ে কুতূহল,
 কল্পকল্পে-বঙ্গল, গাইল ॥
 বাটের নতুন,
 সেনানি ভাবন, ঢালিল ।
 একটি বাজনা,
 সন্ত জীক ভাণ, জালিল ।
 বাজনাটোয়,
 কেবা কারে চায়, জালিল ।
 যে বাহুরে পাশ,
 দুটে লগে যায়, জালিল ॥
 জালি অবশেষ,
 চিত্তোৎসব দেশ, জালিল ।
 নতুন ঢাকা,
 সন্ত পলাকা, জালিল ॥
 বিবর কাণ্ডাজ,
 গোলাব আগরাজ, জালিল ।
 যত পোলমাজ, দাখিল ।
 নতুন পোয়ে তর,
 নব নারীচয়, জালিল ।
 তাজিয়ে আলয়, জালিল ॥

যবনে উল্লাস,
 দুর্গ চাণ্ডি পাশ, ঘেরিল ।
 ভীষ্মসিংহ বায়,
 অশ্বোত্তম চাণ্ডি, পাঠান সেনায়, হেরিল ॥
 কত্রিণিকর,
 জোড় পংপং, প্রাচীর উপর, চড়িল ।
 মাসে মাসসাই,
 বজসেনা ঠাট, হুর্গে কবাট, পাড়িল ॥

বিগ্রহ ও সন্ধির মঙ্গলা ।

—*—

আবশেষে ধারা সম ধারা অনিবার ।
 বুকজ হইতে পড়ে গোলা * এতবার ॥
 যেন যাবত র নিক গুটিব পানে
 কল দল দলে দলে দলিত সধনে ॥
 অথবা কতকীয়ুখে শসোত চেদন ।
 অথবা হস্তে পাতার স্বরণ ॥
 সেই রূপ দলে দলে পড়ে শঙ্ক ঠাট ।
 শুধু এই শব্দ, মার, মা, পাট, কাট ॥
 পলর পাঠান সেনা শাসনগত আগ ।
 দলভঙ্গ চতুর্দশ হারাইল জান ॥
 থাকে থাকে ঘিরেছিল হুর্গের প্রাচীর :
 কুহ চেড়ে ভগে বও মেড়ে খেড়ে বীর ॥
 শত্রুর প্রহান দেখি রাজপুরুষ ।
 সিংহনায়ে অরনায়ে পুঞ্জিল নগন ।

* যদিও বোঙ্গল সম্রাট বাবরের সময় বুকজকে
 ভোপ ব্যবহার প্রচলিত হয়, কিন্তু হুগোভীন কবি চন্দ্রের
 গ্রন্থে "নল গোলা" প্রকৃতি-ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে :
 হুগোভীন বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষে অতি পুরাকালে
 গোলা গুলির ব্যবহার ছিল

বুদ্ধে বুদ্ধে কেবল পদাতি সকল ।
মাঝে মাঝে তোর শব্দে ম্পন্দিত অচল ॥
পুনর্বার পাঠ নের সেনাপতি চয় ।
শিগ্গে দেখিয়া প্রায় রক্তনী সায় ॥
দলে দলে আসি কবে নগর বেঠন ।
পাশিল গোপে প্রেণী তুড়িতে তারণ ॥
গুহ্ম গুহ্ম গুহ্ম বজ্র পাণ্ডায় ।
তুনি সচেতন হয়ে ভয় মহাশয় ॥

“সাজ সাজ” বলি ভাজা দিলেন তখন ।
পুনঃ প্রাচীরেতে উঠে যত সেনাপণ ॥
হুই পক্ষে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা ।
মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা ।
কালানল সম অগ্নি জলে ধু ধু ধু ॥
বধনের সুদান্দ অজ্ঞা হু অজ্ঞা হু (১) ॥
কবির-প্রাণ বহে বনশি (১) প্রবাহে
ভয়ানক ভাব আবির্ভাব হয় তাহে ।
ধূমেতে ধূমবর্ণ করিল আকাশ ।
হানে হানে তোগমুখে বিকলী প্রাণ ॥
নীচে থেকে উঠে গোলা শূঙ্গ গিয়া কুটে ।
চিতোরের কত শত ধর ছাটুটে ।
বাজারে লগিল অগ্নি দগ্ধ দ্রব্যরাশি ।
জাহি ! জাহি ! শব্দ করে যত দর্গবাসী ॥
কাটক-সমীপে কোন বোকা যুক করে ।
পুত্র পরিবার তার গৃহ পুড়ে মরে ॥
হাহাকার রবপূর্ণ চিতোর নগর ।
বালক বনিতা বুক অস্থির অস্থর ॥
বিক্রমে কেন্দ্রী প্রায় রাজপুংগণ ।
পবন সাহসে সবে করে ঘোর ঝণ ॥
পরক্রমে নান নহে হরন্ত পাঠান ।
হিন্দুব বিনাশে পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান ॥

(১) লর্ড বারন কছেন, মুসলমানেরা এই বুজনার-
কালে হু শব্দটা এরূপভাবে উচ্চারণ করে যে
তাছাতে এক প্রকার ভয়ানক ভাব বোধ হয় ।

(২) রাজপুতনা প্রদেশে প্রচলিত নবী ।

শজাকর প্রায় শত্রু সর্কাজে শোভিত ।
চক্ চক্ চক্ মক্ পজ চারি ভিত ॥
উড়িছে শিশি মল অন্ধ লু তল ।
প্রকট বিকট মূর্তি দৃষ্ট সর্বস্থল ॥
হেন কালে এ দি প উঠি হাহাকার ।
সময়ে পড়িল এক আলার কুমার ॥
শ্রুত যত্র বাণেশ্বর শিখিল নেহ ।
এমনি আশ্চর্য্য শক্তি ধরে পুরুষেহ !
কঠোর কুলিশ সম যাহার কদর ।
বালক বনিতা ছুঃখে কাতর বেদর ॥
আহবে মাগিলে নাহি থাকে কিছু বোধ
সমুদয় নাশে, যানেনাকো উপদেহ ।
এমন কহয় বার নিপট নিদয়

পুঞ্জের বিয়োগ তুনি সেই দ্রব :
কিন্তু শাহ নিকুংসাহ না হইল ত
মার মার শব্দ মুখে যথা তথা ধায়
প্রভাত হইল নিশা উদিত তখন ।
হুই দলে প্রান্ত হেতু কান্ত তাহে রণ ॥
সে সময় বত বেগে ফি ভাব উদয় ।

চাবিরিকে আলি দিও প্রাত দৃষ্ট হয় ॥
প্রাচীরে পাটল প্রভ অরুণ প্রকাশে ।
শক্তিঘে বিজ্ঞান যান রে হিন্দী : পাশে ।
সাবা নিশা গেল তাঁর তারার সভায়ে ।
তাই বুঝি বিপ গুণ শরমেয় দায় ॥
অথবা অগ্রজ-মুখ নিরশি অধরে ।
লজ্জা ভয়ে শশধর পংক্তাগ ধরে ॥
উদয়ে উদিত খয়তর নিকহ ।
মানিনীর মুগ-প্রায় ক্রোধে গব গর ॥
আজি কেন দিনকর প্রদর এমন ।
কবি কহে অমুমাণি ইহার কারণ ॥
ভৃগু-বাং-অবতঃ রাজপুংগণ ।
সেই কুলে কাশী দিতে উত্তম যান ।
এই হেতু উচ্চ চবির রবি মহাশয় ।
অশক্ত আহত প্রভা প্রভাত সময় ।

আকাশে শোণিত ছটা শোণিত
 শোণিত তটিনী-নীরে শোণিত অদলে ॥
 ভাষনক ভাষে হইল আশীর্বাদ ॥
 গোত্র রস সহযোগে প্রবল প্রভাব ॥
 এ'রূপে কণ বিন তটিল সমর ॥
 দিবা বিভাবরী রণে নাহি অবসর ॥
 তথাপিও যবনের না হইল জয় ॥
 অশেষ দুর্গম দুর্গ কার সাধ্য লয় ?
 অমন হইল গত সমরে সমরে ॥
 সন্ধি স্থাপনের সন্ধি কেহ নাহি করে ॥
 তুল্য তুল্যের মধ্যে ভক্ষ্য পেয় চর ॥
 ক্রমে ক্রমে শেষ হয় দ্রব্য সমুদয় ॥
 অনাহারে প্রাণ তাজে কত নর নারী ॥
 ঘোড়াশালে ঘোটক মলি সারি সারি ॥
 মাংস মরিল কত আশ্রয় অভাবে ॥
 অমিল মারক তার দুর্গম-প্রভাবে ॥
 কিনি বিলি করে কাট বেথ নে দেখানে ॥
 অশি চক্ষু সাং সবে পতত শ্রমানে ॥
 পুতিগন্ধে মহানন্দে ক্ষেপাল ফিরে ॥
 অগণন গৃহগণ রহে শা ঘিরে
 পাখার সাপট মার শকুনরা খায় ॥
 কুকুরে ভাড়ায়ে দিয়ে মেষ মাংস খায় ॥
 হইল নবের খাণ্ড ভূণ পত্র মূল
 শ্রমান হইল সব সরোবরকূল ॥

ভাসিঃ মহাপতি হেরি এ'ল ॥
 প্রহার হুংগেতে মন হইল বিচল ॥
 সন্ধির উদ্দেশ্য কত করেন কল্পনা ॥
 সহিত সতিবদল বিবিধ মন্ত্রণা ॥
 এদিকে যবন পৈন্ডে হৈল মহামারী ॥
 কেহ নহে কারো বশ সব স্বৈরাচারী ॥
 পঙ্গপাল মত পৈন্ড পালে পালে গিয়ে ॥
 শস্ত্রক্ষেত্র গ্রাম অ'দি অ'সে বিনাশি য় ॥
 যাহা পায় তাহা খায়, লুটে সব লয় ॥
 পলায় সকল লোক তাজিয়ে আলয় ॥

স'বধ কামব্যর্থ নাহি হয় ॥
 মরুভূমি পাশ হৈল যত ক্ষেত্রচর ॥
 জঙ্গলে পুরিল ঘাট বাট একেবারে ॥
 না মিলে তুল-কণা হাটে কি বাজারে ॥
 যথা তথা মরে পেনা হাজার হাজার ॥
 নিঃশি অস্থির চিত্ত যবন রাজার ॥
 মনে ভাবে দূর হোক মিছে করি তপ ॥
 বিশদ ঘটিল এ'ন নাহী কারণ ॥
 মজিলাম কাম্যরূপে রূপ শুনে বার ॥
 একবার দেখা চাই সে রূপ তাহার ॥
 আসার আশার ফল লাভ হলে ব'চি ॥
 ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি ॥
 নাহি চ'হি বহু ভার, চিত্তোত্তর দেশ ॥
 দেখিব সে মোহিনীয়ে, এই ধার্ষ্য শেষ ॥
 এত ভাবি পজ় সিঁচি দূ'ন পাঠাইল ॥
 স'ক : পতাকা শুভ্র, শূন্যে উঠাইল ॥
 দূত-আগমনে দ্বারী রাজ্যের জানায় ॥
 পত্র লয়ে বিদা' দিলেন তা'রে রাই ॥
 পত্র-পাঠে ক্ষরপতি দিগুণ জলিত ॥
 ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস চতু'লিত ॥
 ভাবে হায় মম প্রাণ থাকিতে শরীরে ॥
 যবনে কি দেখিবেক পদ্মী সতীরে ?
 ধিক্ মম বাহুগলে ! ধিক্ এ জীবনে !
 ধিক্ ক্ষত্রকুলে অম্ম ! ধিক্ রাজ্য ধনে !
 অনাহারে দুর্গ-মধ্যে যায় ব'ক্ প্রাণ ॥
 মরুক স'কল পৈন্ড ক্ষত্রিয়-সন্তান ॥
 এত অপমান সহ না হবে কখন ॥
 না দেখাব পদ্মী'রে থাকিতে জীবন ॥
 সাধ্বী সতী পত্রিতা অতি গুণবতী ॥
 একথা তা'হারে কবে কোন্ মুহূর্ত্তে ॥
 এত ভাবি স্নান মুখে সজ্জন নয়নে ॥
 ধীরে ধীরে যায় রাঘ পদ্মিনী-দগনে ॥
 একবার অগ্রসর, পুনঃ যায় ফিরে ॥
 করাঘাত কাটারেতে করে কছু শিরে ॥

হেন ক'লে দ্বিতীয় প্রিয় সহচরী ;
চিত্তে খা না ম তার প্রেমসী দিক্কারী ॥
দূরে থেক নৃপসিংহের কার নিরীক্ষণ ।
কহিলেক মাহমুদে সেই বিবরণ ॥
তিনি সত্য চক্ষুগেন চঞ্চল চরণে ।
কুরানী ধায় যথা কুরঙ্গ দর্শনে ॥

রাজদম্পতীর কথোপকথন ।

আনি ঘরে ধীরে, নিরপি পতিরে,
নেত্রনীর পদ্মিনীর ।
করে বিন্দু বিন্দু, সুধাশিক্ত ইন্দু,
হইল মুখ কচির ।
গদ গদ স্বরে, কন নৃপবরে,
“আজ কেন প্রাণেশ্বর ।
হেরি হেন ভাব, স্বভাব অভাব,
অশ্রুপাত দর দর ?
অধর মধুর, বরণ সিন্দুর,
আজ হে প'ণ্ডর কেন ?
সুধার সধন, সুধাংশু বদন,
রাহর প্রাণেতে যেন ॥
কেন হে উদাসী, আমি তব দাসী,
কণ্ড হে মনের কথা ?
আমার কারণ, বুঝি হে রাজন !
পেছেছ প্রাণেতে বাথা ?
অ মাঝি কারণ, হয় এই রূপ,
দেশে এত অমঙ্গল ।
আমি অভাগিনী, তব সোহা গনী,
তাই হে প্র ॥

যদি ওহে প্রিয়, সামন্ত কক্সির-
ঘরণী হতো এ দাসী ।
তবে হেন রণ, হুসান্না যবন,
করিত কি হেথা আনি ?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মনি,
কে তার সন্ধান লয় ?
খনি কর্তৃহীন, নিরবি তাহারে,
চোবের লালসা হয় ॥
কি কব আধক, দিক্ প্রাণে দিক্,
শুন ওহে প্রাণাধিক ।
দিক্ এ জীবনে, দিক্ সে যৌবনে,
রূপে গুণে দিক্ দিক্ !
দিক্ বিধাতার, কেন বা আমার,
করিল লাগাবতী ?
দরিদ্রের দারা, কুরূপা বাহারা,
আমা চেয়ে সুখী অতি ॥
এই রূপে রাণী, খেদে কন বাণী,
পদ্মপাণি হানি শিরে ।
তিনি নৃপমাণ, অধৈর্য্য অমনি,
অভিষিক্ত অশ্রুনারে ॥
যাহ প্রমাণিয়া, আলিঙ্গন দিয়া,
রাণীবে লইয়া কোলে ।
অধর পরিয়া, আদর করিয়া,
কহেন মধুর বোলে ॥
“কেন হে প্রেমসি, রূপসি-প্রেমসি,
আপনায় অস্বপ্নাগ ।
কিশ দোষ তব ? কথা অসম্ভব,
যম ভাগ্যে কর্মভোগ ॥
পাইলে রতন, করিয়ে যতন,
কেহ সুখে কালে করে ।
কেহ পদে পদে, মজিয়ে বিপদে,
দস্তা করে প্রাণে মদে ॥
তুমি হে আমার, প্রাণের আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি ।

হাক্ রাজ্য ধন, নাহি প্রয়োজন,
 হই হব দুঃখভাগী ॥
 সব দিব ডালি, তব কুলে কালি,
 প্রাণ-সংস্র না হইবে ।
 হাজার রাজ্য, রাজ্য কোন ছাব,
 তব মূল্য কেবা দিবে ?
 কি কব বচন, ক্রোধ হত্যাশন,
 কহিতে জলিত হয় ।
 তাই হে আশায়, আজ এ প্রকার,
 হইয়াছে ভাবোচ্চয় ॥
 শত্রু হুয়াশয়, সন্ধির আশয়,
 কেঁদেছে এ লিপি কঁদ ।
 তবে কিবে যায়, দেখিবারে পায়,
 যদি তব মুণ-চাঁদ ॥
 রাজ্য নাহি চায়, ধন শিপাশায়,
 না কবে এ ঘোর রণ ।
 জগু সুলোচনে, তব চক্ৰাননে,
 নিরাশ্রয় নাহি বচন ॥
 এ পণ তাহার, কেমন স্বীকার,
 কহিব থাকিতে প্রাণ ।
 পরল তথি, জলনে পশিব,
 না সহিব অপমান ।
 উত্তর উত্তরে, বাণী নদেবরে,
 কহিছেন মুহুরে ।
 "কেন হে উশাস, একপ নৈরাশ,
 সর্বনাশ মোর তরে ॥
 হুজ্বল মলন, হুজ্বল পালন,
 এই তো রাজ্য নীতি ।
 হুই নিহন, না হুগে সধা,
 সাধুর পালন স্বীতি ॥
 বচপি যবনে, পরাকৃত রণে,
 কহিবারে না পারিলে ।
 প্রবর প্রবল, সময় অনল,
 নিবাও সন্ধি-সলিলে ॥

পাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল,
 অন্যায়ের নষ্ট হয় ।
 একের কাবণ, মরে অগণন,
 তুংখ কি প্রাণে সহ ?
 নিরবি আশয়, শত্রু যদি যায়,
 সন দিক্ রক্ষা পায় ।
 তবে হে আশারে, দেশাও তাহারে,
 নিরুপায়ে সহপায় ॥
 সাক্ষাৎ আশায়, যদি দেখে যায়,
 হবে তবে কুলে কালি ।
 দেখুক ধর্পণে, ছায়া-বদশনে,
 বংশেতে না হবে গালি ॥
 এ কথা সতীর, শুনি ভূপতির,
 আনন্দের নাহি পার ।
 অতি কুতূহলী, ধন্য ধন্য বলি,
 প্রশংসা করেন তাঁর ॥
 "তুমি বুদ্ধিমতী, অতি সন্দীপনী সতী,
 রমণীও শিরোমণি ।
 তোমার সুযুক্তি, সুমধুর উক্তি
 শ্রবণে সৌভাগ্য গণি ॥
 দিক্ মজ্জিল, কি করে কোশল ?
 অসার গণনা করি ;
 তুমি যেবী-অংশ, ধন্য ক্ষত্র-বংশ,
 বাহে তব অবতরী ॥
 কিন্তু হুজবরে, এই ভয় মনে,
 হইতেছে হে আশায় ।
 হুজুরে আকৃতি, গেরিতে স্বীকৃতি,
 পায়ে কি সে ছব-চাঁদ ?
 কহেন মহিমী, "ত বনা জীবনী,
 বরা হে উক্তি নয় ।
 পরাক্ত বে জন, সন্ধি-সংস্থাপন,
 তাহারি বাসনা হয় ॥
 রাবণ-শোষণ, দিল্লীর জীবন,
 যদিও পরাক্ত নহে ।

তায় সেনাকুল, আকুল,
তাহারি লিপিতে কঃ
অন্তঃস্বয়ং তার, দর্পণে আয়ত,
হেহিতে সম্মত হবে ।
শক-হতে শেখ, মুক্ত হবে দেশ,
কুবব না হবে ভবে ॥”
তনিরে তুণতি, সুযুক্তি তারতী,
মানস প্রকৃত অতি ।
পদ্য লিখি পাঠান যথায়,
পাঠান চকল মতি ॥

পদ্মিনী-প্রদর্শন ।

দিল্লীপতি যবন ভূপাল,
আজ তার প্রসন্ন কপাল ।
জুগুপ্সাত ততকণে, সহিত অমাত্যগণে,
পদ্য পাঠে আনন্দ বিশাল ॥
মোহিব্বারে মোহিনী মন,
কত মন সজ্জা সুশোভন ॥
করিতেছে নানা অঙ্গে, কত রূপ রাগ বলে,
ভাব ভঙ্গে রমণীমোহন ॥
চাক সোপেচ শিখোপা,
উজ্জ্বল তার হুলিতেছে পর ।
নানারূপ বস্ত্র তার, নিরমল প্রভিত্তর,
স্বল মল কর নিস্ত ॥
পদ্যবৃক্ষফলে কোন স্থলে,
সুগন্ধি মণিপ্রস্রী জলে ।
কোথায় চৈতন্য ভাতি, কে বা হীরকের পীতি,
ভালু-প্রভা হয়ে প্রভা হলে ॥
কবিত কাকনে সুবচিত,
নানা বস্ত্রবাজী বিখচিত ।

কবচ শরীরে আঁটা, কটিবন্ধ হীরণ কাটা,
কটিতে কঁচা বিচিত্র ॥
জঘন্ত নগ্নতা বামাবুলে,
মাগির ছটায় যায় ভুলে ।
পদ্মিনী সুনীলা সতী, পতিব্রতা পুণ্যবতী,
অবলম্ব শরী কত্রকুলে ।
অতি ধন মনে মনে গণি,
পতিরূপ ধনে ধনী ধী ।
অন্ত ধনে তুচ্ছ ভাব, পতিরূপ আবির্ভাব,
দুদয় গগনে দ্বন্দ্বমণি ॥
জানহীন যবন-সুয়ার,
এমন কবোধ কে বা আর ?
দেখাইয়ে বস্ত্রালী, পদ্মিনীর মন টলি,
হরিবারে বস্ত্রনা সফল ॥
হেথা ভীমসিংহ মহাপ্রাণ,
বার দ্বিগুণ অমাত্য সমাজ ।
মন্ত্রণা একুপ ভবে, কি রূপে যজ্ঞা হবে,
কি রূপেতে রক্ষা পাবে লাজ ॥
কোন স্থানে গিয়া কি প্রকারে,
শত্রু শিবিরে কি আগারে ।
সহ সব সাচরে, দেখবেন দিল্লী স্বরে,
সঙ্গে লয়ে নিজ বনিতারে ॥
অবশেষে এই স্থির হয়,
প্রকাশে দেখান যে গ্য নর ।
বিহিত ভিত্তি হল, না থাকিবে সৈন্তদল,
হবে মাত্র নরপশিষ্ট ॥
নর-ভেদে না হইবে লক্ষ্য,
উভয় দলেও সেনাপক্ষ ।
আয়ুধ বিহীন হবে, না লজ্জাবে সীমা হবে,
পদাতিক নিবা সেনা রক্ষ ॥
নিভেতর গড়েও ভয় ছাড়া,
মধ্যে মধ্যে পরিচয় গিতার ।
তার মধ্যে মধ্য গড়ে, বস্ত্রের কাড়ার পড়ে,
কি বর্ণবি তাহার বাহার ॥

স্থানে স্থানে হীরক ঝলকে,
 ডাঙরুণে পলকে পলকে ।
 যশস্বী চন্দ্রোত্তপ, জলে বহু দপ্পর
 যেন মেঘে দামিনী ঝলকে ॥
 চারি ধারে গজমুকুতার,
 ঝালরেতে শোভা চমৎকার ।
 ভিতরেতে ছই খণ্ড, সুবর্ণ-মণ্ডিত মণ্ড,
 স্থানে স্থানে সুশোভিত তার ॥
 যেখানে পান্থনী পৌর্ণমাসী,
 প্রকাশিতা হইবেন আসি ।
 সেই স্থান এক রূপ, রচনা করেন ভূপ,
 বিহিত গোপন অভিলষী ॥
 শুভ্রবে কামিনীর কায়া,
 দৃষ্ট মাত্র হবে তাঁর ছায়া ।
 সহচরী-ভারা-মাজে, অকলঙ্ক শশী মাজে,
 উদিতা হইল নৃপজায় ॥
 সমাগত হইলে সময়,
 দিল্লীপতি হইল উদয় ।
 অগ্রসর হয়ে যায়, আলিঙ্গিয়ে বাদশায়;
 লয়ে যান কতিয়া বিনয় ॥
 অনন্তর বরন জেথর,
 প্রবেশিয়ে কাণ্ডার ভিহর ।
 করিলেক নিরীক্ষণ, তিন দিগে আচ্ছাদন,
 এক দিকে মুকুর স্তম্বর ॥
 দর্পণের চারু আংল,
 ভীমসিংহ করেন মোচন ।
 হইল মাণ্ডিকর্ণ, অস্তির শাহার মন,
 সচরিত হইল লোচন ॥
 কবিতোছে ছান্দা দংশন,
 যেন সব মায়ায় রচন ।
 কাচতে কাঞ্চন কাস্তি, চিত্ররূপে হয় ভাস্তি,
 মোহিনী মৃগতি বিমোহন ॥
 কভু ভাবে এমন কি হয়,
 চিত্র-চক্ষে পলক উদয় ॥

নয়নে চাক্ষুশ্য আছে, কমলে পঙ্কজ নাচে,
 বিধির অশন আশয় ॥
 সরোবরে হেঁলে পঙ্কজ,
 অবিপতি হয় সেই জন !
 নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভ করিবে সেই,
 ভাব দেখি হে ভাবুকগণ ॥
 কটুতর কটাক্ষের জোর,
 গরিমা-মাদক রসে ভোর ।
 যেন অলতির গাজ, পরশ শইবা মাজ,
 অনল জলিয়ে উঠে ঘোর ॥
 পরক্ষণে হেন জ্ঞান হয়,
 যেন চক্ষে বৃষ্টির উদয় ।
 বিষম অধর-ভঙ্গে, যেন ববনের অঙ্গে,
 কালসর্প বিব বহিষ ॥
 করি হেন রূপ দংশন,
 যবন হইল অচেতন ।
 ছায়াতে হিল জ্ঞান, উড়ু উড়ু করে প্রাণ,
 স্বেদ-সিন্দু ঝরে ঘন ঘন ॥
 একেবারে চাকিত স্বগিত,
 মহীপতি হইল মোহিত ।
 নিপতিত মহী-রে, বাণী বান গৃহান্তরে,
 সহ গণের সহিত ॥
 বলি নি মদনের বাণ,
 কোণ হেন প্রবর্ত সন্ধান ?
 বোগেশের যোগ-ভঙ্গ, দ্বিজরাজ ক্ষত অঙ্গ,
 তৃণভূলা হয় বলবান ॥
 দেখি এক অশ্রু-পঙ্কজ,
 ত্রিলোচন-বিজয়ী কৃষ্ণধর ।
 এই শরে জাহ্নবী, বীর দর্প সব ক্ষীণ,
 না বহিল বংশ বংশধর ॥
 আবদেখ দেব পুণ্ডর,
 অঙ্গ বাঁধ বজ্র ভয়ঙ্কর ।
 সে বাসব বজ্রধরে, অতম্বর ফুলধরে,
 করেছিল পশুর সোসর ॥

এই বে দিল্লীর অধিনতি,
বিক্রম-বশী মহামতি ।
হেরি রূপ-প্রতিরূপ, মোহিত হইল ভূপ,
ধরা দল্ল ধরা রতিপতি !
না জানি কি হইত তা'হার,
নিবন্ধিল পরত আকার ।
মুগ্ধ হয়ে রূপ-রসে, পক্ষপাত, পরবশে,
কাম্বুজ জীবন পরিহার ॥
ভীমসিংহ চট বরে ধরি,
শাহজাদে তোলেন শীত্র করি ।
জান-লাভে অরিয়াং, পুনরায় দৃষ্টিপাত,
কবিতাছে মুকুট উপরি ॥
শূত্র হেরি মোহন মুকুট,
উন্নত পূরিল চিত্তপুত ।
বলে'হায় কোথা গেলেন ? বিবহ অমল জেলে,
দখিল সে মনন বিধুর ॥
এই কবে ইজলাস-পরি,
বিহ্বল অতঃশরে অগ্নি ।
ভীমসিংহে লয়ে সঙ্গে, শিখরেতে মোহ-ভঙ্গে,
ধীরে ধীরে কবিলেক গতি ॥
সবল সূর্য্যদ মতি হার,
অবিস্বাস নাহি মাত্র তায় ।
কদম্বতে নাহি ভাঙ্গি, রক্ষা হেতু রাজনীতি,
চলিলেন শত্রুর সভায় ॥

ভীমসিংহের বন্ধনদশা ।

—*—

দাক্ষিণ্য জনীত চষ্টে হর'হা দল্লত
সাথে যবনেরে হিন্দু না বলে শুল্লত ?
অধারিক বিশ্বাসহাতক ছায়াচার ।
সকল জাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার ॥

কপট লক্ষণট শঠ পাতকে পুঙ্ক ।
জাতিজাতি বোধহীন বিষয় বঙ্ক ।
সবল সূর্য্যদ হিন্দু নৃপচূড়ামণ ।
শান্তি-হেতু দেখ'লেন অ'পন রমণী ॥
রাগিবারে বাঙ্কনীতি আইলেন সঙ্গে ।
মকি-অভিনায়ে ভাসে অ'জ্ঞান-অরঙ্গে ॥
হস্ত পাঠানপতি পেয়ে তাঁতে বরে ।
সেই ক্ষণে কা'গ'লে লয়ে ব করে ॥
ব্যঙ্গ ছলে চলে চলে কহিছে চ'চন ।
“এখনো পদ্মিনী আনি দাও হে রাজন ॥
যদি তারে নাহি পাঠি করিলাম পণ ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন ॥
পরে বিনাশিব সব কা'ল বেশ ধরি ।
চিরোর করিব চূর্ণ গোলাবুটি করি ॥
ভৃগুগাম কৃত বধা কঠোর-নিধন ।
বাজপুত্র-কুলে না বাগিব এক ॥
পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব পঙ্কন ।
দেখিব তখন কেটা কবিবে ক জাগ ?
ছাড় ইব হিন্দুমানী ব্রহ্ম পূজা বাগ ।
ইমানে আনিয়া তার বাড়িব শোহাগ ॥
তার ছাটা হরিয়াছে মম শ্রাণ মন ।
প্রণয়-শৃঙ্খলে তার বঁধিব চরণ ॥
জনয় মাঝখানে বাবে সন্তত খেয়াই ।
জনয় উপরে ত বে বসাইতে চাই ॥
আছে আশা মম ভুবন ভিতর ?
আমি তার প্রাণা হুয়ে যোগাইব কর ॥
দিবানিশি পুঞ্জিব গুণ-গুণহারে ।
দেখি কে আমার এই প্রতিজ্ঞা নিবাহর ?
অতএব বুথা কেন বাড়াইবে গোল ।
পদ্মিনীর এনে দাঁক রাখ মম বোল ॥
সব দিক রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল ।
একেবারে নিবে যাবে সমর-অনল ॥
তোমার সহায় আমি রব চিরকাল ।
কজ-মাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল ॥

বদি ওব জ্ঞতি মায়ে কোন র'জপুত ।
আমি তায়ে ওগনি করিব জা'চুত ॥
বদি কেহ তু'দে ভাবে হে তোমায়ে ।
একেবারে ছারে খারে দিব আমি তায়ে ॥”

যবনেস বাক্য শুনি ভীষণিৎহ রায় ।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে, খ'পে কা'ষ ॥
অভিমনে অশ্রু আসি প্রাণশিত চ'য় ।
কাজ আর ক্রোধ গিয়ে কলক করে ত'য় ॥
রাগের লোহিত রাগ স্নিত নয়নে ।
অনল-প্রভাবে জল ধ'সিবে কখনে ?
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ, বেদধাণা বয় ।
অশ্রু ঘেন বেদরূপে হইল উদয় ।
শীতান্তের প্রায় ঘন কাঁপে কলবর ।
নয়নেতে জলে কিন্তু কুশল প্রথর ।
যথা উচ্চ সিরিবরে শোভা মনোহর ।
নীচে হয় মিস্রুটি উচ্চ ভাঙ্কর ॥
অথবা অগ্নেয় গিরি স্বরূপ লক্ষণ ।
উপরে পাবক নিম্নে হিম ব'রষণ ॥
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইলে প্রবল
সঘনে চঞ্চল করে অতল অতল ॥
উগরয় অবশেষে অগ্নি রাশি রাশি ।
একেবারে সমুদায় যায় তায় নাশি ॥
সেক্রমে নৃপতি বর্ষে বাক্য হতানন ।
তুচ্ছ-প্রায় হৈল সভাস্থ সর্বজন ॥
কাজধের ক্রোধানল অতি ব্য'বর ।
বলে “দিক্ কুরে ছুট যবন পায়র ॥
এই কি বোকার ধর্ম রে হে হুতাচার ?
এই কি রে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার ?
এই কি পোকের তেব পুঙ্খ হইয় ?
বাদশাহী অধর্ম্যে, আশ্রয় ল'য়া ?
এই কি কোরাণে তেব লিখিছে জগর ?
নিপট লম্পট কু'নীতি-আকর ॥
যায় যাক্ ছার প্রাণ, নাহি তাহে ভয় ।
দেখি কোন সাজ্ঞা বাজ্ঞা পল্লীপীর লয় ?

যায় যাক্ রাজ্য ধন, যায় যাক্ দেশ ।
যায় যাক্ বংশ, ক'কুহ হোক শেষ ॥
কোন মতে পল্লীপীর না পারাবি নিতে ।
কার সখা অকলক কুণে কালা দিতে ?
আর কি কহিব তোরে ওয়ে ছুটখতি ।
তো' চেয়ে ক্ষত্রবারী হয় বীথ্যবর্তী ॥
আমি যদি ম'র তবে দেখিসু তখন ।
ভাগ শিখা দিবে তারা কার ঘোর রণ ॥
সময়ে ত্যজিয়ে প্রাণ যবে স্বর্গপুর ।
তাহ তে হইবে কোর ঘোর দর্প চুর ॥
কুকু হইয়া ক'ষজ্বলিত আশা ?
অশ্রু-কুলেতে জায়া সুধার পিণাসা ?
থথোত উগত হয়ে ভাঙ্ক-প্রজা ধরে ?
গে'ন্দা আশ্রয় কভু হয় বন্ধাকরে ?
দৈত্যদল দলনার্থ দেবীর ছলনা ।
কি'য়াচলে হইলেন নবীনা ললনা ॥
দুতমুখে তুনি তাঁর রূপের ব্যাখ্যান ।
হরিবারে দৈত্যান ধ'হুতল অজান ॥
মলি সংশে শেষে চামুতার করে ।
সেইরূপ রে ছয় আ' যা'গ যম-ঘরে ॥
দেবী অংশে অব'র্গ পল্লী-আমার ।
যবন দানবকুল করিতে সা'হার ॥”

এইরূপে ভী'সিংহ করিলে উত্তর ।
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীত ইশ্বর ॥
সহস্র ভূ'জ ঘেন শরীরে দংশিল ।
কিংবা কোটি করবাল ছদে প্রবেশিল ॥
দাবানল প্রজ্বলিত স্মন-কাননে ।
ভয়ানক ভাবোদয় হইল আননে ॥
বদনে না ক্ষু'রে বাক্য শুষ্ঠ ধ'ব কাঁপে ।
রসনা অনল-শিখা ক্রোধানল তাপে ॥
দীরস চইল কষ্ট স্বর নাহি সবে ।
কটমট বিকট দশনে শব্দ করে ।
কণপরে কহে ঘোর গর্জিত বচনে ।
“ওয়ে রাজপুত ভূত বাসনা করণে ।

তোম কটুস্তরে মোর নাহি কিছু কতি ।
কিন্তু তোম কে নরুপে নাহি অগ্যাতি ॥
ভাল কহিল'ম দুই বৃন্দিনি বিরূপ ।
তার ফল হাতে হাতে কলিবে স্বরূপ ॥
আমি যে কলি লিলা তাহে নাহি খেল ।
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ ॥
শয়তানী বেদমন্ত্র বিনাশি' তূর্ণ ।
তোম এক-লিঙ্গ শিবে করি' র চূর্ণ ॥
জুড়া করি ছড়াইব মস্কীদে'র ঘরে ।
বেগিব শয়তান বাছা' কি কথিতে পারে' ?
এই ক্ষণে মম বাক্য শুন সর্ব লন ।
এখনি চট্টে'র লয়ে ক... বন্ধন ॥
পদ্মিনী না আসে যদি সই' হ ভিত ব ।
শিখর ইহার প্রাণ লব তার পরে ॥
সত্য সত্য কোরাণ পরশি দিব' করি ।
ভূমিসাৎ করে ঘাব চিতোর নগরী ॥
হিন্দু দেব দেবী আর হিন্দু নারীগণ ।
ব্রহ্ম কাংকেক ময় কোদ-হাশন ॥
আজা যাক্স প্রহরী পবন-বগে ধায় ।
লৌহ নিগড়েতে বদ্ধ করিল রাজায় ॥
বৈধে লয়ে কারাগারে করিল আটক ।
শূকর-শালায় যথা পতিত গাটক ॥
দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডদর করে দণ্ডাঘাত ।
বহিরা কোমল ভল্ল হ'ব বজ্রপাত ॥
খুলায় খুসব দেহ কথিরাক্ত তার ।
ভয়ে আচ্ছাদিত অগ্নি সম শোভা পায় ॥
মধ্যে মধ্যে তন্ম ভেদ প্রকাশিত ছটা ।
ভয়ে কি ঢাকিতে পারে' অনলের ঘট ?
এখানে সংবাদ যায় চিত্তের গড়ে ।
তনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে ॥

রাণীর আত্মনন্দ ।

—*—

"কোথা হে প্রাণের পতি, রাখিলে এখন ?
কি হবে আমার গতি, ক' করে বক্ষণ ?
কি হেতু বিশৃঙ্খলে করণে গমন ?
দেখালে মুক্ত'র কেন দাসীর বদন ?
তোমার কি দোষ মাথ, ছল না মনন ।
আ' হতে এ উৎপাত, হইল ঘটন ॥
কহিল ম' হর । এমন ঘটন ?
দর্পণে আমার রায় ক' দুর্জ্ঞান ॥
ধর্মভয়হীন হেন, পাণিপঠ যবন ।
তাহারে বিশ্বাস কেন, করিলে রাজন ?
ভাল গেলে পরিগারে শিষ্ট আলাপন ।
বদ্ধ হলে ক' রাগারে ওহে প'ণ্ডন
মনে হয় চিত্তা-লে, জতে জীবন ।
নিবর্তিতে চিত্তানলে, পারে কি দহন ?
প্রাণ তাজিয়াছে দাসী, বহিলে শ্রবণ ।
তখন হয়ে উদ্যমী তাজিবে জীবন ॥
তোমার এ লুপ্ত জাবী, হিন্ন-হে মন ।
যশে অ-চি' ভাবী, কবিষে স্মরণ ॥
কি বরিব কোথা যাব, চিন্তা অশ্রুণ ।
কেমনে নিভার পায়, না দেখি লক্ষণ ॥
তোমা ভিন্ন শূকর, নিঃশি' ভবন ।
তমঃপূর্ণ সমুদ্র, তুমি হে তপন ॥
এস নাথ অজ্ঞান, কর হে মোচন ।
দীপিনী হে ত' দার, হয়োছ লোচন ॥
এইরূপে রাজদার, ব'শে বোদন ।
অবিলম্বে অশ্রুবারা, বরিষে নয়ন ॥
দীর্ঘকাল সমীপে, গন প্রবচন ।
শিবে কর ঘাত স্বন, বজ্র নির্যেদন ॥
ললাটেতে বার বার প্রহারে কঙ্কণ ।
রণংকার ফনি তার, শব্দ ঝন ঝন ॥

তাহে কথিরেব খার, হতেছে পতন ।
 ঘেন বিজলীর হার, দেয় দংশন ॥
 আলুসিত চাক্র বেণী, কবরী বন্ধন ।
 কিবা ঘন ঘনশ্রেণী, ছাইল গগন ॥
 কহু যেন পাগালনী, করেন ভ্রমণ ।
 যথা ভ্রমে কুঙ্গিণী, দাঁবদন্ধ বন ॥
 ধূলার ধূসর ভল্ল, নিশিয়া কাঞ্চন ।
 প্রজ্ঞাত কালের ভান্ন, মেঘে আচ্ছাদন ॥
 পরিপূর্ণ শোক-স্বরে, নূপ-নিকেতন ।
 চারি দিকে খেদ করে, সহচরীগণ ॥

ধৈর্য্য ধারণ ।

ধীরা ধর্ম্মবতী যেই, তাহার লক্ষণ এই,
 ধৈর্য্য ধরে বিপদ সময় ।
 পদ্মিনী সুধীরা সতী, নিকুপমা শুণবতী,
 হইলেন স্থির হৃদয় ॥
 রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি,
 কিছু মাল শোকাচ্ছন্নমনা ।
 নীরব বিগতে রাস, বেক্রপ প্রথর ছশি,
 সেই রূপ নুশক্তি-ললনা ॥
 বিবাহ-বারিষ্মাশ, জনয় ঘোরল আশি,
 বনোচ্ছন্ন মানস তপন ।
 অক্রপণে হলে রুটি, জনয়ে সাংস-সৃষ্টি,
 আর ভান্ন থাকে কি গোপন ?
 কজিয়-কুলজা বাণী, মান মদে মাতোয়ালী,
 উগ্রতর মনোবৃত্তিচয় ॥
 বাক্যে ভাবেন মনে, “সঙ্গে লয়ে সেনা-গণে,
 বণ-ক্ষেত্রে হইব উদয় ॥

করি শত্রু জীবনান্ত, উদ্ধারিব প্রাণকান্ত,
 ক্ষত্র-কুলে রাখিব শিমা ।
 যথা রঘুপতিপ্রিয়া, শত্রু ক বিনাশিয়া,
 প্রকাশিয়া অসীম গমিমা ॥”
 আবার ভাবে রাণী, “কিবা হয় নাহি জানি,
 কপালেতে কি আছে বিখন ?
 যখন বিষণ্ণ নাহি, যাহা ভাবি ঘটে তাই,
 পাছে হুপ হারান জীবন ॥
 পরিহারি কুল-কল্যাণ, ধারব সময়-সম্মান,
 ইহা শুনি শত্রু হ্রাসয় ।
 কোথ-ভয়ে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাশে লয়ে,
 বধে প্রাণ নিদয় হৃদয় ॥
 নে সংবাদে হয়ে সুস্থ, আমি হব শত্রুশূল,
 ভয়ে পলাইবে সেনাকুল ।
 পড়িব যবন-হ তে, হই কৃণ যাবে তাতে,
 কুম্ব-রৌদ্রেবে হবে কুল ॥
 অতএব ছলক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
 পরে বৈদ্রি-বিনাশ-মন্ত্রণা ।
 যেমন দেখেছে বঙ্গ, হয় শত্রু ছত্র-ভঙ্গ,
 তবে ঘুচে মনের যন্ত্রণা ॥”
 একপে প্রবেশ ধরি বাঁ দিয়ে কুশোদরী,
 বাসলেন বাহর দেওয়ানে ।
 উদ্দেশিয়া দিল্লীখরে, লিপিকরে লিপি করে,
 মজিগণ আদেশ প্রমাণ ॥
 “পতি বিন হীন গতি, শ্রীযতী পদ্মিনী সতী,
 হইলেন আচ্ছন্ন হৃদয় ।
 বাবেন তোমার কাছে, এক মাত্র গণ আছে,
 যেন তাঁর থাকে হে গৌরব ॥
 ক্ষত্র-মাঝে শ্রেষ্ঠ কুল, সম্মানদেয়ে নাহি তুল,
 হিন্দু রাজ-ক্রোধে পাত ।
 রূপসীর অগ্রগণ্য, তাঁর সম নাতি অন্ত,
 সবে কহে নিকুপমা সতী ॥
 অতএব হে তাহার, মানি ভিত্তি ভিক্ষা আর,
 নাহি কিছু তোয়ার নিকটে ।

হাইবেন তব ঘরে, যথাযোগ্য আভরণে,
হীন বলি কলঙ্ক না রটে ॥
ভাহাব সহস্র দাসী, সঙ্গে যেতে অভিনায়ী,
যাবে সবে শিবিকারোহণে ।
অঙ্গে যথা নরপতি, তথা করিবেন গতি,
প্রণতি করিতে শ্রীচরণে ॥
একেবারে তাজ পতি, বিনায় লবেন সতী,
দেখা শুনো জনমের মত ॥
এই মাত্র নিবেদন, রাখ যদি হে রাজন,
হইবেন তব অনুগত ॥”

শিবিরে গমন ।

— * —

পদ্মিনীর পত্র পড়ি দিল্লীর ঈশ্বর ।
মহানুগ্রহ মানি মনে অস্থির অন্তর ॥
ভবে “নাকি তেন দিন তটবে আমর ।
অহুলা ললনার তব প্রেমধার ?
মম প্রেম-সর্বোবরে পদ্মিনী ভাসিবে ।
নয়ন-তপন হবে হান্ত প্রেম-শিবে ।
জীবন সার্থক হয় হেরিলে য’হারে ।
রাজ-পটে পট-রণী করিব তাহারে ॥
দর্পণে হেরিয়ে যারে অতিব হৃদয় ।
প্রত্যেক করিব ত’রে এক আশ্রয়দয় ?
ভীম সিংহে বাড়াইব ভারও ভিতর ।
প্রশান হইবে সেই সবার উপর ॥”
এত ভাবি চলে শাহ হেঁটিতে রাঙ্গারে ।
যথা ভীম বন্ধি প্রায় বন্ধ কারাগারে ॥
শাহ বলে “ওহে রাজ্য-রূপা ভাব আর ।
ক’না কর, পরিহারি মনোহুং তার ॥

যে পদ্মিনী হেতু আমি তাজি দিল্লীপুর ।
আপনি সংগ্রামে রত অসি এত দূর ॥
যে পদ্মিনী হেতু কত শত জীব হত ।
যে পদ্মিনী হেতু তুমি হুং পাও কত ॥
যে পদ্মিনী রূপে গুণ ধরা মহীতলে ।
যে পদ্মিনী পতিব্রতা সতী সবে বলে ॥
সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমার
ভজিবে আমার রায়, ত্যজিবে তোমায় ॥
অতএব কেন সহ বাতনা কঠোর ?
যার জন্তে হুরি কর সেই বলে চোর ॥
অবলা তবল তুণ তরঙ্গের প্রায় ।
যে দিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায় ॥
এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর ।
এই দেখ পত্র-পুষ্ঠে রঞ্জিত মোহর ॥”

প্রথমতঃ হেঁট মুখে ছিলেন ভূপতি ।
উপহাস ভবি মুখে না ছিল ভাবতী ॥
কিন্তু শেব তান শব্দ স্বাক্ষর মোহর ।
পত্র প্রান্ত কটাক্ষ করেন নৃপবর ॥
দেখা মাত্র স্বাক্ষর হলেন জ্ঞান-হত ।
-মনে বিধিল বৈদ্য শূন্য শত শত ॥
ধরাপতি ধরাশায়ী ছুই ফটু প্রাণ ।
হাস্তমুখে বদলাই কলি প্রহরান ॥
যথা মায়া আরা হস্তা দেখি যুবর ।
মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়িলেন ধরাপার ॥
নিরিয়া নিশাসেরে অনন্দ অপার ।
আনন্দ মঙ্গল বাত করি বার বার ॥
সেইরূপ অলাদীন আল্লাদে অস্থির ।
লগিতাকী লাভ-ভাবে গোমাঞ্চ শরীর ।
নিজ হস্তে পদ্মিনী লিখে স্নেহাত্মক ।
“ধরণী ঈশ্বরী-পদে প্রণাম বিস্তর ॥
দয়া-দানে দাস প্রণতি দিচ্ছি যে আশা ।
তাহে মাত্র মম প্রাণ বিহীন বাসা ॥
আমি তব গাজাখান জ্ঞান হে নিশ্চয় ।
কি সাধ্য করিব তব আজ্ঞা বিপর্যয় ॥

এ দীন সেবক তব ভূমি হে জীবনী ।
 তব মান বাড়াইব কি সাধা স্বকরি ॥
 এই রূপে পথ গতি পাঠাইল শাহ ।
 পাঠ করি পদ্মিনীর বাড়িল ঈৎসাহ ॥
 প্রণামাধে ঈচ্ছাবিব বিপদের হাতে ।
 আর না বিচ্ছেদ হবে এবার সাক্ষাতে ॥
 এক ভাবি পূর্নকর বাব দিয়ে রাণী ।
 ডাক দিয়ে আনিলেন প্রধান সেনানী ॥
 গোপনেতে পরামর্শ করিলেন স্থির ।
 দাসী রূপে সাজিবেক যত সবীর ॥
 শিবিকারেওণে যাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া ।
 পরাতিকরণে যাবে শিবিকা লইয়া ॥
 প্রতি বানে অস্ত্র শস্ত্র থাকিবে প্রচুর ।
 সময়েতে শূন্য দেখাবে যত শুর ॥

ভাম সিংহের পরিভ্রাণ ।

চেনা দায়িত্ব তব দেখিয়া স্বাকর ।
 কিছু না মুর্খ হইলে মগীর ॥
 মোহ-ভঙ্গে পূনর্কর বাড়িল যাকর ।
 চক্রে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ-অগ্নিকণা ॥
 একি বিপত ভাব জগে অগ্নি জলে ।
 কবি সহ বিজলী চমকে মেঘদলে ॥
 মোহ-মেঘে ক্রোধ-সৌদামিনী দেখ দেখা ।
 সেই হেতু জলে অগ্নে অনলের বেথা ॥
 ভাবে যায় "হায় হায় কি করি উপায় !
 পদ্মিনী অদতী হয়ে বঞ্চিল আশায় ॥
 এত দিনে শাস্ত্র মিথ্যা হইল নিশ্চয় ।
 অবলা সরলা জাতি কোন্ মুক্ত কর ॥

প্রসারিতে আহারে তাহার ছিল মনে ।
 সেই হেতু বালকিল দেখাওক কর্ণে ॥
 যিক্‌ যিক্‌ পদ্মিনী ধলিল মিছে নাম ।
 কামচরী নিশাচরী সপ্ত তোর কাম ॥
 কঠিন কণ্ঠ তোর কঠোর শয়ান ।
 তোর মায়া, স্বাকসীর মায়ার সমান ॥
 তোর চরে নিশাচরী রাখে ধর্ম্মভয় ।
 হিড়িম্বার পতি ভক্ত কথ্য জ্ঞানময় ॥
 তুই লো নিদ্রা অতি সূর্ণপথা সমা ।
 মায়ায় মোহিয়ে মন ছিল মনোরমা ॥
 পূনর্কর ভাবে মনে "এমন কি হয় ।
 আমারে বঞ্চিয়া যাবে স্বয়ং-নিলয় ॥
 কোন্‌ গোবে দেবী আমি তাহার নিকটে ॥
 কভু নহি অপরাধী প্রাণ্ড কপটে ॥
 লিখেছে প্রথমে আসি দেখিবে আমার ।
 জনমেব মত তাহে লইবে বিদায় ॥
 এ কথাই তাব কিছু বুঝিতে না পারি ।
 কেন বা আসিবে আর, যদি হবে তারি ॥
 বুঝি মম মনোবাথা বাড়ীয়ে যায় ।
 একেবারে জ্ঞান-শূন্য কবিবারে চায় ॥
 আমারে কণ্ঠা কিশ্ত লিপ্ত হবে স্বপ্নে ।
 ক্ষণমাত্র সন্তাপিত না হইবে হৃৎথে ॥
 এমন কি হবে কভু তার অভিপ্রায় ॥
 তবে কেনে লিখিয়াছে লইবে বিদায় ॥
 বিশেষতঃ লিখিয়াছে কবি আশ্চর্য ।
 সন্দেহে সন্দেহ দাসী আসিবে তাহার ॥
 অনেক কি সাধু নাই তাহার ভিতর ॥
 একেবারে ধর্ম্ম কি হইছে দেশান্তর ॥
 অবশ্য ইহার আছে গুঢ় অভিপ্রায় ।
 মম জ্ঞান হেতু কোন করেছে উপায় ॥
 যে চোক্‌ বহিল প্রাণ এই প্রতিজ্ঞায় ।
 পদ্মিনী অসিবে যবে লইতে বিদায় ॥
 ধরিয়ে রাখিব দি' দৃঢ় আলিঙ্গন ।
 থাকিবে জীবন ॥

তা'হে যদি প্রাণ বাধ কবা হু'বে তা'হু ?
 জীবন তাজিব নিজ রমণীর দায় ?
 করিব আপন পক্ষ যথাধর্ম নীতি।
 যে ভুলিবে বোঁগা ফল যাব যে প্রকৃতি ॥”
 এখানে পদ্মিনী সশী অন্তরে বিনারি।
 ধারলেন সামরিক বেশ মনোহারী ॥
 হুই কক্ষে প্রেরিত যুদ্ধ শরাসন।
 কটিতে ধর করবাল অশোভন।
 কহর ধরিলেন শূল অতি খরশাণ।
 পৃষ্ঠে বাধা অসি চর্ম, বর্ম পিধান ॥
 ধরণীচু'ষিত চাকু খেলী চিকণিত।
 বিচিত্র কিরীটে বন্ধ করে বিনোদ্য ॥
 হইল অপূর্ণ শোভা কি কব বিশেষ।
 যেমন জগদ্ধাত্রী দেবী সংঘে প্রবেশ ॥
 ধস্ত রাজপুত্র-দেহ বীরত্ব আশ্রয়।
 ধস্ত ধস্ত রাজপুত্র বর্শ-পর ক্রম !
 যেই বংশে অবতীর্ণ বীর-দম্ব সবে ॥
 ধর্ম-অহংসে মাত্রে সময় আগবে ॥
 দূরে ফেল বেশভূষা গন্ধ-বিলেপন।
 দূরে ফেলি বীণা বাদন-বিনোদন !
 লজ্জ ভয় পরিহরি ধরি পহরণ !
 আরোহি তুংগোপরি করে ঘোর রণ ॥
 বীণাব বাদন চেয়ে তাদের নিকটে।
 রণবাস্তবে সময় আনন্দ প্রকটে ॥
 বভাবতঃ যাহ'বেব সদা ভীত মন।
 ভীকু কুব্জর তুলা যুগল নয়ন ॥
 কুহুম-চয়নে ষাণ্ডা শ্রান্তিমতী হয়।
 কোমলা অংলা বসি যাহাদের কয় ॥
 হেম স্নুমা পী নারী বন-বঙ্গে ধায়।
 অক্ষয় বংশের ধর্ম, কিছুতে কি যায় ?
 ধস্ত রাজপুত্র-দারী সাহস হৃদয়।
 কত পুরাবৃত্তে তা'র ব্যাখ্যা মনোহর ॥
 দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় প্রাণেশ্বর।
 সময়ে শত্রুর করে তাজে কলষর ॥

সে সময়ে অশ্রদ্ধা না করে মোক্ষণ
 পতি-পদ ধরি করে সেনার বক্ষণ।
 যদি বেহ পলায় নিস্তর নাহি তার
 দলে দলে গিরে করে শত্রু : সংহার ॥
 পতি-ঈশ পরিশোধ করণ তৎপর।
 রাজপুত্রনীর তুলা কে আছে অপব ?
 এই রূপ পদ্মিনী প্রাণেশ পরিজ্ঞাপে।
 চলিলেন শত্রু : শিবির-সরিধান ॥
 আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ ধরে সেনাগণ।
 পুষ্প কোলে লুকাইল বহুটা যেমন ॥
 “কহে কবঃ আঁটা : পরে ঘ ঘাণ।
 উড়ানিও ত কে মুগ নীর-চিক ভরণ ॥
 এমনী পুরুষ সাজে পুরুষ রমণী।
 যা : ব সৌন্দর্য, সজ্জ দত্ত সেই ধনী ॥
 শুভক্ষণে করে বর্ণা শিবিক বোহণ।
 চারি দিকে ছদ্মবেশ যত সেনাগণ ॥
 পদ্মিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া।
 অতি সুখী দিল্লীপতি তরু তরু হিয়া।
 শিবেরে দিতেছে টেঁড়ি, যত সৈন্তদলে ॥
 “আদি সবে রত হয় আনন্দ মঙ্গলে ॥
 পাঠাও শিখান ডকা পদ্মিনী-সঙ্গমে।
 ক্রটিমাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে ॥
 রচহ বিবিধ ফুল ফটক স্কন্দ ॥
 চিটাং সকল পথে গোলাব আভর ॥
 করহ আতঙ্গ-বাজী অশেষ প্রকার।
 নৃত্য গীত বাজ ভাঙ যা ইচ্ছা বাহ্যর ॥
 এক্ষণে পদ্মিনী মন মোহিবারে শাহ।
 সেনার সাগরে তোলে আনন্দ প্রবাহ ॥
 হেন কালে রাজদারী আসি সমুদিত।
 শিবিকা-হাস চারি দাব স্মৃদিত।
 প্রহরি সকলে গেল নুপে পরিহারি ॥
 পতি কারাগারে ধরে প্রবেশে স্তম্ভী ॥
 দেখি ভীম, ভীমবেশে ভামিনী রমণী।
 বিশ্বযেতে অভিতুত হইলা অমনি ॥

ভাবিছেন “কি ভাব প্রভাব পদ্মিনীর ।
 বীরবেশে ঢাকি কেন কোমল শরীর ?
 নিশ্চয় এসেছে মম উদ্ধার কারণ ।
 আমি তাবে বৃথা নিম্নিলাম এত কণ ॥”
 এই রূপ নব ভাব মানসে উদয় ।
 পূৰ্ণ প্রতিকূল ভাব পাইল বিলয় ॥
 প্রশ্ন পদ্মিনী সখী পতির চরণে ।
 গলিত সস্ত্র ধারা বাজাব নয়নে ॥
 বাণীবে লইয়ে তেলে মধুর বচনে ।
 শীতল করেন রায় অমির সিকনে ॥
 বাণী কন “হে রাজনু নাই হে সময় ।
 এখানে তিলেক আর বিলম্ব না সর ॥
 অতুরাগ এ সোহাগ কালে ভাল লাগে ।
 চল নাথ শত্রু-হন্তে সুজ্ঞ করি আগে ॥”
 এত বাল চাকরেন্ত্রা পতিকরে ধারি ।
 বেগে ধান শত্রুর শিবির পরিহারি ॥
 অদূরেতে সুসজ্জিত ছিগ ছুট হয় ।
 দম্পতী উঠেন ভায় অত্যন্ত স্বয়ং ॥
 ধবতর তুরঙ্গ ছুটিগ তাঁর প্রায় ।
 পবনেবে উপহাস করি কিবা ধায় ॥
 যেই অশ্বে আরোহিলা তূপ গুণগম ॥
 বিখ্যাত কেশব-কেনী সে অশ্বে নাম ॥
 পলকিতে পথশ্রমী-পারে যেতে পারে ।
 কলিত কেশব চকু চাখর আকাংখে ॥
 পদ্মিনীর প্রিয় হয় ঐশ্বর্য কণ ॥
 বাজার সমাজে সেই প্রধান শ্রীমন্ ॥
 অসিত বরণ যেন দলিত অঙ্গন ।
 কিবা অপরূপ পতি নয়ন-জ্বন ॥
 চলিল যুগল অথ, দম্পতী লইয়া ।
 প্রভু-পরিভ্রমণ-হেতু প্রেক্ষাল হইয়া ॥

* যে অশ্বের পাশ চতুর্দিক এবং নাসিকাদ্বিতাপ
 যেতর্ক হয়, তাহার নাম পক্ষ-কল্যাণ; সেই অশ্ব এক-
 দ্বৈব তুরঙ্গ-পরীক্ষকদিগের যতে অতি সুসঙ্গীভূত ।

মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া, ছুই পাশে যান ।
 শত্রুও শিবিরে কেহ না পায় সন্ধান ॥
 চপলাব প্রান্ত তেজে প্রবেশ নগরী
 পতি-সহ পুরী-প্রাপ্ত পদ্মিনী সুন্দরী ॥
 বাজগৃহে হয় নানা যজ্ঞলাভ ॥
 প্রেরিত প্রমথনাথে পূজা আরোহণ ॥
 “হয় হয় হয় *” শব্দে পুরিল গগন ।
 গোধন কাঞ্চন দান লভে দ্বিজগণ ॥
 সজ্জিত সকল সৈন্ত কত মত সাজে ।
 ত্রিগোণিষ্ঠা দ্বারোপরি নগ্নবস্ত্র বাজে ॥
 হেথা পাঠানের পতি কাল গোপ পড়ে ।
 সন্দেহ-উদয়ে হয়ে অস্থির অন্তরে ॥
 চঞ্চল চরণে চলে রাজা ছিল বধা ।
 দেখে শূন্তময় গেহ, কেহ নাই তথা ॥
 একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইল নয়নবর ।
 কেন লালার ত মুগ, চক্ষে বৈখানর ॥
 যথা অগ্নি-বিবরে করিলে দগ্ধাঘাত ।
 গরজিবে বিষম উঠে তৎকরণ ॥
 অথবা যুগেন্দ্র, যুগ, কথিয়া নিপাত ।
 আচাংবের কাণে যদি হারায় দৈবাৎ ॥
 সেই রূপ ক্রুদ্ধচিত্ত দিল্লীর ঈশ্বর ।
 ধব ধব কাঁপিতে লাগিল কলেবর ॥
 ঘোব নাগে কহিতেছে “শুন শৈল্পগণ ।
 আসিয়াছে পদ্মিনীর দাসী বস্ত্র জ্বন ॥
 সকলের জাতি মার যথা খেচ্ছাচার ।
 পিচে সমুচিত ফল লইব ইহাবৎ ॥”
 আজ্ঞায় ত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল ।
 সঙ্গিনী-কুলের কুল খাইতে আকুল ॥
 কবি কহে এত নহে নাগীকেনী কুল ।
 কুলের পাঠায় ঢাকা কষ্টেব কুল ॥
 যেমন যখন খুলে শিবিরায় দ্বার ।
 অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার ॥

* রাজপুত্রদিগের সু-বাদ ।

মুখ-মধু-অশে কেহ শিবিলায় চুক ।
 চন্দ্রবেশী দ্বন্দ্বী তার গুলি মাঝে বুক ॥
 কেহ অলিঙ্গন সুখ অন্বেষণ করে ।
 ধর তরবার-দোটে নিমিষেক মরে ॥
 কেহ বা ঘোমটা খুলে বিধিতে মুখ ।
 যেমন ফিরায়া যায় হইয়া বিমুখ ॥
 অমনি পড়িল গাঁথা বস্ত্রমের ফলে ।
 বাধিল বিষম যুদ্ধ দুই শত্রুপলে ॥

ঘোরতর যুদ্ধ ।

—*—

রণভূমে মহাধূমে উড়িল পাখীকা ।
 লোহিত কলকে তার ভক্ত-মূর্তি আঁকা ॥
 নিরস্তর প্রিয়তার রাজত্বের ঠাঁই ।
 প্রাণপণে সযতনে রক্ষা করে তাই ॥
 অকাতবে শত্রু করে দিবে প্রাণদান ।
 তথাপি না ছাড়ে কভু বংশের নিশান ॥
 ঘোর তার দাঁড়াইল যত বাঁহবর ।
 কল্লতরু বেড়ি যথা অমর-নিকর ॥
 দাড়িমী কুহুম-নিভ, অতি স্তম্ভুরা ।
 এক পাতে, পাত্রেতে কিহিতেছে স্মরা ॥
 পানমাঝে কুলগাজ নব ভাবে টলে ।
 এমনি আশ্রয় কল সুখস্বাদে ফলে ॥
 মানসে ধিরাই সবে রণ ক্ষেত্রে যবি ।
 পাইবে আনন্দধাম অমর-নগরী ॥
 স্তবনারী-বিজ্ঞানবী অপরা-নিকর ।
 বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছে নিরন্তর ॥
 প্রভঙ্গীপুঞ্জের শ্রেয় প্রাণ-কারণ ।
 শরিতেছে চক্ৰ অঙ্গে নানা আভরণ ॥

এদিকে গমর-সজ্জা হয় মহীতল ।
 ও দিকে বাসকসজ্জা অমরীমণ্ডল ॥
 একাবণী ।

মুকুট মাড়িছে ধনুক ধারী ।
 বেণী বিনাশিছে সুবকসারী ।
 বাজে বীণঘণ্টা কিরীট মূলে ।
 কবরী কলিত কর্ণি-ফুলে ॥
 লৌহময় লাগে মুণ্ডে দৈড়া ।
 মুকুতার চারে কুতল বেড়া ॥
 তরবার শাণে ক্ষয়িগণ ।
 অমরী নয়নে পায় অঙ্গন ॥
 গরল বিরাট শর-ফলকে ।
 তিলক ভাবিনী-ভালে বলকে ॥
 সাঁজোয়া শোভিছে যতক শূরে ।
 কঁচলী-কষণ অমরপূরে ॥
 হেথা রাজপুং আঁশিছে তাল ।
 হোথায় উন্নত কুচ বিশাল ॥
 হেথা বাঘ-নখে অঙ্গুলী সাজে ।
 হোথা মণিময় কঙ্কণ সাজে ॥
 বীণগণ করে বল্লম ভাঁজে ।
 বসমালা মেবী-কবে বিরাজে ॥
 রাজত্বের গলে রুদ্রাক্ষমালা ।
 রক্তচ্যব পরে অমর-বালা ॥
 ক্ষত্রিয় দিতেছে ধনুক গুল ।
 কামিনী কটাক্ষ-শব্দে পিপুণ ॥
 তুরঙ্গ সাজায় ক্ষত্রিয়গণ ।
 অপরা করিছে রথ-শোভন ॥
 আসবে তাহাতে শূর-বৃন্দল ।
 সুবেস্ত্র-ভবন হ'ব উজ্জল ॥
 এই রূপ ধ্যান করি মানসে ।
 সমগ্র সকলে যায় সাহসে ॥
 ধনু রে ধরমে রতি অপার !
 তা তিন্ন এ ভবে আছে কি আর ?

ভুজঙ্গ প্রয়াত ।

মহাধোব যুদ্ধে মুসলমান মতে ।
দিবারাত্র হেঁদে কমা নহি তাকে ॥
সহস্রেক ঘোড়া চিত্তোৎসেহ-পক্ষে ।
বিপক্ষের পাশে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষে ॥
বহু বস্ত্র-ধার বুদ্ধেলা-শরীরে ।
হয় লাভ সেনা ঘন স্বদেশীরে ॥
ওকুম ওম্ ওকুম ওম্ মহাশব্দ তোপে ।
পড়ে সৈন্য ঠেটে তরোবার-কোপে ॥
শূলী পূর্ণ বন্দুজ সঙ্গীন জাগে ।
হুড়ু হুড়ু হুড়ু দুন্দু শূড় ইঁকে ॥
করে বাস্তব শিলা ঢোল ঢাকে ।
বগলেক্ত ধূলি বহেলোক ঢাকে ॥
শনন্ শন শন শন শূলপুঞ্জ চোটে ।
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি কোটে ॥
মহা চণ্ড গোলা সদা ধায় বেগে ।
প্রহাবের চোটে সব যায় ভেগে ॥
ছুটে মাতে ঝালা করীষণ বেগে ।
চলে তার উর্দ্ধে বৃহত্তোপ বেগে ॥
ভূজঙ্গে ভূজঙ্গী করে ঘোর যুদ্ধ ।
সহান্বামি ধূমে হলো দৃষ্টি রুদ্ধ ॥
ধরা শুদ্ধ শব্দে মরে জীব তাহে ।
নদী-বেগ বর্জিত রক্ত-প্রবাহে ॥
শবতুণ-পার্শ্বে শব্দাশি-সম্মে ।
মহানন্দ লাভে করে রক্তভঙ্গ ॥
কৃতঃ কেশপালে গিরে বক্তগার ।
অপরাধী চোজো মনস্তুষ্ট শার ।
চিত্তে হের সেনা যুদ্ধে বিজয়োক্ত ।
জন্য-ব হেতু প্রভা ক্রোধোক্ত ॥

বাদসাহের সমর-বিজয় ।

— — —

বল বল বলে ধরাভলে,
শোকবল বল মাজ কলে ।
সেই বলে বেঁট বলী, বলবান্ তারে বলি,
বদি বল প্রকাশ কোশলে ॥
ধৈর্য্য বীর্য্য সাহস সঙ্গ,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল ?
কতক্ষণ থাকে ধৈর্য্য, কতক্ষণ বীর্য্য সৈর্য্য,
কতক্ষণ শরীরের বল ?
বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
ভৃগদল বঁধে তার অঙ্গ ।
সুহৃদ্বর একমতে, মন্দ্রয়ে সাগর মখে,
বজ্র ঘাচে বাহুক ভূজঙ্গ ॥
একতার হিন্দু রাজ্যে,
অপেক্ষে ছিলেন অকৃষ্ণ ।
সে ভাব থাকিত বদি, পাব হয়ে সিদ্ধ নদী,
আসিতে কি পারিত বন ?
এখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
সঙ্গে অগণিত সৈন্য ঠেট ।
যেন পঙ্গপ লদল, হইল সকল লে,
কিব মাঠ কিবা ঘাট ঠেট ॥
রাজপুং সেনানী তাজাব,
পদাধিক চারি গুণ তার ।
অকস্মাৎ অগন, হাহাতে সর্ব্বগুণ
কতক্ষণ কবিরে আর ?
অকণ-ইদ্রয়ে ত রাজগুণ,
একে একে অদৃষ্ট যেমন ।
সেৱণ কতিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন ॥

।বক্রমেতে এক এক স্বীয়,
কত শত কাটি শত্রু-শর ।
শরাঘাতে জ্বর জ্বর, *ক্রি-শূত্র কলেবর,
পশ্চিমেশে ত্যজিল শরীর ॥
চিঠোরের সেনানী-প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত যতিমান ।
বিনাশি সংগ্রহ অরি, শর-শয্যা করি,
ভীম-প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ ॥
ভীরু ভ্রাতৃপুত্র গুণধর,
দাদশ বর্ষীয় বীরবর ।
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব ধীরত্ব ধাম,
যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥
চণ্ডাল প্রায় বধা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথ ।
যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা ?
সঙ্গে যাত্র নাহি সহচর,
সময় কঠিল একেশ্বর ।
নাহি স্থান-নিরূপণ, বরষয়ে প্রহরণ,
বধা-ব-পক্ষে বন-নিকর ॥
দুঃগণের অনল,
প্রজলিত মানস কমল ।
তুবকে বরিত ছোটে, খর শর অঙ্গ কোটে
নহে যাত্র তাহাতে বিকল ॥
হেরি দিল্লীপতি কোথো জলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে ।
মুখে শব্দ “মার মার,” বাদলের চারি ধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্তদলে ॥
যথা বাহু বচি সপ্তরথী,
অভিমুখে বদ্ধ করে তথি ।
সেই রূপ বাদলেবে, ঘেরিলেক কত ফেরে,
রাজপুত্রসেনা-সিদ্ধ-মণি ॥
বাদলের বারিধারা-প্রায়,
পড়ে অত্র বাদলের গায় ।

বর্ষে চর্ষে চৌক বংশ, হয়ে শত শত ধান,
অধিরত পড়িছে ধরায় ॥
হেন কালে নিশা-আগমন,
অস্ত্রাচলে চলিল তপন ।
তিমিরে পুছিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অধির হইল সেনাগণ ॥
একে শরাঘাতে হত-বল,
তাহে ক্ষুধা তৃষ্ণায় চঞ্চল ।
সর্বাঙ্গে ক্রোধি অরে, ললাটেতে বেদ ক্ষরে,
বিকল হইল সৈন্তদল ॥
বীরশিশু সাহসে বুঝিয়া,
উপরুক্ত সময় বুঝিয়া ।
জীবনাশা পরিহরি, একদিক্ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জিয়া ॥
ব্যহভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কয় ।
অতিশয় ক্রান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেছে,
মুচ্ছ-গত অমনি ধরায় ॥
হেরি পূর্ববাসিনী সকলে,
“হায় কি হইল” সবে বলে ।
বাদলের মাতা আদি, নয়নের বলে ভাসি,
ধুলায় লুটায় সেই স্থলে
কত ক্ষণ গতে এ প্রকারে,
মোহ-ভাগ করায় তাহারে
প্রকাশি নয়নাশ্রু, প্রসারিল হুই কুল,
জননীর কোলে বাইবারে ।
জননী অমনি তার, যণিপ্রাপ্ত কনি-প্রায়,
কোলে লয় চুম্বিয়ে বদনে ।
বলে “ওরে বাছাধন, হেরিব ও চক্রানন,
এমন ছিল না আর মনে ॥
হ’য়ে এটি অসম্ভব, কাল-প্রায় শত্রু সব,
তুই অশি বহলে সৈন্যব ।
কেমনে করিগি রণ ? হ্রস্ব যবনগণ
কালানলপ্রায় সে আহব ॥

করি আয় তারা বলী, তুই রে কমলকলি
 হুকোমল ননীর পুতলী ।
 ভাবিয়াছি এত ক্ষণ, বুঝি ওয়ে বাছাধন,
 ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি ।
 শর-বিক্র মেহময়, ইহা কিরে প্রাণে সয় ?
 রূপের বহিছে ধীরে ধীরে ।
 বিধি কি পাষণ দিয়ে, গঠিল যবন-হিয়ে ?
 দিক্ দিক্ দিক্ যত নীরে ॥”
 প্রবেশিয়ে জননীয়ে, কহিছে বালক ধীরে,
 “তব গর্ভে জন্মেছি যখন ।
 বিধাতা আমার ভাল, লিখিয়াছে সেই কালে,
 আমার ব্যবসা হবে রণ
 ধরাধামে ক্ষত্রবংশ, শৌর্য্য বীৰ্য্য অবতংস,
 তাই প্রিয় জ্ঞান করি তাবৈ ।
 শত্রুহন্তে মুক্ত দেশ, যশোলাভ হয় শেষ,
 কত গুণ কে কহিতে পারে ?
 রণে যেই ত্যাজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান,
 কেবল কৈবল্য তার স্থান ।
 জীবনে মরণে যশ, পতিপূর্ণ দিগ দশ,
 কতু তার নাহি অবসান ॥”
 এই রূপ আলাপনে, প্রহৃত পুত্রের সনে,
 সুখে কাল করেন হরণ ।
 হেন ত-গতি, গোরার প্রেমসী সতী,
 তথা আসি বিল দরশন ॥ ৭.
 প্রবেশে য়া, নয়নে বহিছে ধারা,
 পতির সংবাদ জানিবারে ।
 বাদলে লইয়ে কোলে, কহিছে মধুর বোলে,
 বিদ্যাদর চুপি বায়ে বায়ে ॥
 “কহ ওয়ে বাছা ধন, কেমন হইল রণ,
 কোথা তোম পিতৃব্য এখন ?
 একত্রে দুজনে গেলি, একা ঘরে কিরে এলি,
 তিনি কিরে হলেন নিধন ?”
 বাদল কহেন যাতা, “আজ নিদারুণ খাতা,
 চিতোরের সর্বনাশ হেতু

হরিল সকল গর্ভ, ক্ষত্রকুল হলো ধর্ম,
 ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু ॥
 কিন্তু খুল্লতাত মোর, যেক্রপ সংগ্রাম ঘোর,
 করিলেন কহিতে ভয়াল ।
 সেক্রপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার,
 খ্যাতি তাঁর হবে চিরকাল ॥
 আমি শিশু ক্ষুদ্রমতি, রণ-রীতে অজ্ঞ অতি,
 কিছু কাল ছিলাম দোসর ।
 আমার বিশদ দেখি, বুঝিলেন একাকী,
 প্রবেশিয়ে শত্রুর ভিতর ॥
 সংগ্রাম হইল ভারী, অনাথ্য বপক্ষ মারি,
 সহস্র আঘাতে জর জর ।
 শত্রু-শবে শির রাখি, শয়জালে অজ ঢাকি,
 কাল নিদ্রাগত বীরবর ॥”
 পতির নিধন বাক্যে, অশ্রুধারা সরোজাক্কে,
 হুগিত হইল সেই ক্ষণ ।
 কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় প্রফুল্ল অতি,
 বাদলেতে কহিছে বচন ॥
 “কি হেতু বিলম্ব আর ? রাখ ধর্ম-ব্যবহার,
 গুন ওবে প্রাণের নন্দন ।
 আমার বিলম্ব পতি, হবেন চঞ্চলমতি,
 কর শীঘ্র চিতা-আয়োজন ॥
 কিক্রপে যে বাহুঘণি। সেই বীর-চূড়ামণি,
 শত্রু-সহ করিলেন রণ ।
 এই কথা শুনিবারে, এত ক্ষণ দেহাধারে,
 ওরে বাছা, রেখেছি জীবন ॥”
 এত বলি গৃহে গিয়া, চিতা-সজ্জা সাঝাইয়া,
 দিবাকরে করিয়ে প্রণতি ।
 প্রদক্ষিণ করি চিতা, অনলে যেমন সীতা,
 সাহসে প্রবেশে পুণ্যবতী ॥

পুনরুদ্ধ ও দৈববাণী ।

যুদ্ধে যুদ্ধে বহু তর, গতপ্রাণ বীরবর,
অগণিত সেনার নিধন ।
কীৰ্ণবল দিল্লীপতি, স্বহানে করিয়া গতি,
করে পূৰ্বমত আয়োজন ॥
পরিগতে সংবৎসর, করি পূৰ্ব আঁড়শ্বর,
পুনঃ প্রবেশিল রাজ-স্থানে ।
রাজপুত্র বীর যত, সমধিক ভাগ হত,
যুদ্ধ করি বিহিত বিধানে ॥
সে ক্ষতি না হতে পূর্ণ, পুনরীর আসি তূর্ণ,
শত্রু ঘোর বিরিল প্রাচীর ।
হের হে পথিকবর ! দক্ষিণ শেখরোপর,
যথায় পরিখা স্নগভীর ॥
তথায় বুদ্ধ ভাজি, যবন উঠায়ে ঢাকী, *
নগরেতে করিল প্রবেশ ।
তনি ভীমসিংহ রায়, দাবদুদ্ধ যুগ-প্রায়,
নিরাশায় পূর্ণ বকোদেশ ॥
শত্রু-সেনা-সিদ্ধ যথি, হত বত মহারথী,
মরিল সাহসী সেনাগণ ।
অস্থির হলেন নৃপ, অন্তরেতে শোক-দীপ,
ধরতর জলে অহুক্ষণ ॥
অবিরত চিন্তানলে, হৃদয়-কানন জলে,
দৃষ্ট তাহে মানস-কুরঙ্গ ।
দিবানিশ সমভাব, প্রসন্নতা তিরোভাব,
দিন দিন বিমলিন অঙ্গ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি, গত সব কত ভ্রান্তি,
হৃদয়ে উদয় প্রতিক্ষণ ।
বসিয়ে বিজন স্থলে, সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে,
হেঁট মুখে করেন যোজন ॥

* স্বর্ণনির্মিত চক্রাকার রাজসজ্জাবিশেষ ।

একদা ক্ষণকাল গতে, আলস্য নয়ন-পথে,
করিলে পলক-দ্বারবোধ ।
দেখিলেন কালীমূর্তি, শুভ হতে পেয়ে ক্ষুৰ্ত্তি,
কহিতেছে বচন সক্রোধ ॥
“শুন ভীম বাঁকা মোর, মঙ্গল হইবে তোমর,
যদি ক্ষুধা নিবায় আমার ।
ক্ষুধায় জলিয়া মরি, দেবে খাদ্য স্বয়ং করি,
নয়-মেঘ রক্ত-উপহার ॥”
রাজা কন “হে চামুণ্ডে ! অগণিত সৈন্তমুণ্ডে,
ক্ষুধাশান্তি না হলো তোমার ।
আর কি খাইবে কালি ? সকলি নিয়াছি ডালি,
রক্ত রাজ্য হয় ছারখার ॥”
দেবী কন “মহাশয়, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ ।
পরিতৃপ্ত হব তায়, তোমার যুচিবে দায়,
যদি রাখ আমার বচন ॥
তিন দিন পুত্রগণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদে করিবে বরণ ।
ক্রমে একাদশজন, প্রাণপণে করি বণ,
মম-গ্রাসে হইবে পতন ॥”
এত বলি অহর্জিতা, হইলা অপরাজিতা,
মোহ যায় ভীমসিংহ রায় ।
মুচ্ছা-ভঙ্গে ভাবে ভূপ, “একি ভয়ঙ্কর রূপ,
এখনো শঙ্কায় কাঁপে কায় ॥
একি মম কর্ম-ভোগ, জাগ্রতে স্বপন-যোগ,
নয়নেতে নাহি নিদ্রালেশ ।
মম হুর্গ-অধিষ্ঠাত্রী, সকল মঙ্গলদাত্রী,
দেখা দিল ধরি ভীমবেশ ॥
করেছি কি অপরাধ ? পদে পদে কি প্রমাদ,
হায় হায় কি করি উপায় ?
দেবী নিশাচরী প্রায়, পুত্রগণে খেতে চায়,
হায় হুংখ কহিব কাহার !
যেই নন্দনের লাগি, সংসারেতে অহুবাণী,
হয়ে লোক চাহে ধন জন ।

এমন নন্দনগণে, কালাীগ্রাসে সমর্পণে,
 রাভ্যে ঘোর কিবা প্রয়োজন ?
 চিন্তা করি এইরূপ, বাহির হেওয়ারে ভূপ
 বার দিয়ে বসিলেন গিয়া ।
 পাত্ত-মিত্র-সন্নিধান, কহিলেন মতিমান,
 কালিকার বাক্য বিবরিয়া ॥
 শুনিযে অমাত্যগণ, করিতেছে নিবেদন,
 মনে মনে মানিয়া বিশ্বয় ।
 “হয় হেন অমৃত্যব, চণ্ডি দার আবির্ভাব,
 প্রকৃত ঘটনা কতু নয় ॥
 বিবম-বিপন্ন কালে, চিত্তাক্রম মেঘ কালে,
 অড়িত বিজ্ঞান-বিভাকর ।
 অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়,
 অচেতন ইন্দ্রিয় নিকর ॥
 জাগ্রতে স্বপ্নের ভোগ, চক্ষু মিথ্যা দৃষ্টি-যোগ,
 প্রতিপথে মিথ্যা স্বর বাজে ।
 মিথ্যা ভয়ে চিত্তাকুল, বাতুলের সমতুল,
 হয়ে লোক কতু হাসে কাদে ॥
 এই হেতু বেধ লয়, বিভীষিকা সত্য নয়,
 কালাী কেন হইয়া নিময় ।
 কহিবেন হেন বাণী ? যেই বরাত্তয়পাণি,
 তব রাজ্য-পদে পদ্মায়না ॥
 তবে সে বিশ্বাস হয়, সভাজন সমুদয়,
 সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ যদি হন ।
 থাকিব সকলে সাক্ষ্য, কহিলে দারুণ বাক্য,
 তবে যথা কর্তব্য-সাধন ॥”

পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ ।

অমাত্যগণের এই বাক্য পরিশেষে ।
 দৈববাণী অমনি হইল শ্রুতদেশে ॥

“ওরে রে পুত্রগণ কর অবিশ্বাস ।
 এই পাপে চিত্তেবের হবে সধনশ ॥”
 শুনিযে হইল সবে শুভিতের প্রায় ।
 চিত্রপুত্রলিকামত অচেতনকার ॥
 চকিত-স্থগিত নেত্রে উর্দ্ধ দিকে চায় ।
 সিনা মেঘে ঘোর শব্দ শুনিবারে পায় ॥
 দিগস তিমিরে পূর্ণ, কক্ষ ছটা রবি ।
 ঘন ঘন দেখা দেয় বিজলীর ছবি ॥
 ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, চঞ্চল সমল ।
 যেন ধরা চূর্ণ হয়ে যাবে রসাতল ॥
 হইল শোণিতবৃষ্টি কঁদে শিবাগণ ।
 ভাঙ্গিল বিষম বড় বন উপবন ॥
 ভয়ে ভীমপিংহ ভূপ ভাবিয়ে ভাবনী ।
 কাতরে কুমারগণে কহিছেন বাণী ॥
 “আর কেন বিলম্ব, সকলে অস্ত্র ধর ?
 এ নব বয়সে সব মায়া পরিহার ॥
 ধন জন জীবন যৌবন পরিবার ।
 সকলের আশা-স্বপ্ন কর পরিহার ॥
 চল সবে সমর করিব প্রাণপণে ।
 রাখিব জাতীয় ধর্ম রুধির তর্পণে ॥
 কুলধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায় ।
 জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায় ?
 কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্র হয়ে ?
 রাজপুত্র-স্বতা যাবে যবন-আলয়ে ?
 বিশেষে পদ্মিনী সতী প্রেমসী আহার ।
 যদিও তোমরা নহ গর্ভস্থ ভাহার ॥
 তথাপি সবার প্রতি মাতৃ-ভাব ধরি ।
 সবাকাল সময়েহে পালিল সুলারী
 প্রহৃতি সমান ভক্তি করিয়াছ সবে ।
 এখন করিলে রক্ষা ধন্ত বলি তবে ॥”
 শুনিযে পিতার বাক্য নির্ভরহৃদয় ।
 ধরিল সমরসজ্জা রাজপুত্রচয় ॥
 হায় একি পরিভাপ ? একি মনঃক্লেশ ?
 সুহৃদ-মুখে পুত্রে যেতে পিতার আদেশ ॥

যৌবন, সাহস, বীর্য, রূপ, গুণ ধর ।
 এক নহে যেন একাদশ দিনকর ॥
 এ হেন কুমার-চয় মরিবে অকালে ।
 হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তাঁদের কপালে ।
 দুষ্টের অনিষ্ট চেষ্টা পূরণ কারণ ।
 হেন বীর রত্ন-চয় পাবে কি নিধন ?
 পরম পৌরুষ ধর্ম দেশ-হিতৈষিতা ।
 ক্ষত্রিয়ের বীর-বৃত্তি চির প্রশংসিতা ॥
 এ সকল সাধু ধর্ম ব্যর্থ যদি হবে ।
 বিধাতার বিধানেন্তে জায় কোথায় তব ?
 দুষ্ট যখনে পক্ষে অধর্ম কেবল ।
 মহাপাপ-মেঘমালা মানসে প্রবল ॥
 কি কনাশে চিত্তোন্মেষে আইল পামর ?
 হত যাছে সহস্র সহস্র নারী নর ॥
 অরিলে সহস্র। হয় এই প্রমোদয় ।
 এমন দুর্ভাগ্য লঙ্ঘ হবেন কি বিজয় ?
 তবে সেই শাস্ত্রবাক্য রহিবে কোথায় ?
 “যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ” গীতার গাথায় ॥

অরিসিংহের যুদ্ধ ।

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহাপতি আসি দেন বার ।
 বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার ॥
 সেই দিন রাজা তথা পরিহারি ছত্রসিংহাসনে ।
 রাজ্য-পাটে যথাবিধি বসিলেন প্রথম নন্দনে ॥
 অরিসিংহ নাম তাঁর, অরিপক্ষে সিংহের সমান ।
 তিন দিন পরে শূর সৈন্তেতে রণভূমে যান ॥
 ঘোরতর রাগ-নাগ-গরলে অন্তর জর জর ।
 অদ্বুত বীরত্ব বীর দেখালেন শত্রুর ভিতর ॥
 কোটি কোটি তারা-মাঝে যুগাক্ষের প্রভাব যেমন
 অস্থির শত্রুর দল চারি দিকে করে পলায়ন ॥

কিন্তু সে পাঠানসেনা সীমাহীন সিন্ধুর সমান ।
 সহস্র সোমার মাত্র কুমারের সহিত ঘোঁরান ॥
 যেন কোটি ক্রৌঞ্চ সহ সহস্র মরাল যুদ্ধ করে ।
 বিশেষ যবন সৈন্ত উঠিয়াছে গড়ের উপরে ॥
 যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর ।
 প্রভাতে নিন্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী উপর ॥
 সেইরূপ অরিসিংহ যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বল-হত ।
 অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন-বিগত ॥

শেষ সমরে ভীমসিংহের প্রবেশ ।

সমরে মরিল জ্যেষ্ঠ কুমার সুন্দর ।
 শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর ॥
 কিন্তু বজ্রাঘাত-প্রায় কর্ণক সে শোক ।
 হৃদয়ে উদয় ধৈর্য্য সূর্য্যের আলোক ॥
 একে ইন্সানিমের প্রতি ঘেঘ ঘোরতর ।
 তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি-পূর্ণিত অ-
 তাহে কুল-লজ্জা-রক্ষা রাজকুল-ব্রত ।
 কোন ক্রমে সে কলঙ্ক না হয় সজত ॥
 তাহে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম চিরন্তন ।
 সাক্ষ্য কৈবল্যাদাতা সমরে মরণ ।
 বিশেষে আশ্বাস-বারি ত্যক্ত মনোমীন ।
 একেবারে জীবনের প্রতি মায়াহীন ॥
 যেরূপ দীপের আলো ম্লান নিবাতাগে ।
 সেই রূপ শোক তাপ মনে নাহি লাগে ॥
 পরদিন পুনঃ রাজা বিহিত আচারে ।
 রাজ্য-পাটে বসিলেন দ্বিতীয় কুমারে ॥
 তিন দিন অবসানে পাঠালেন রণে ।
 মরিল কুমার যুদ্ধ করি প্রাণপণে ॥

এইরূপে একে একে দশ পুত্র হত ।
 ঘোরতর বিগ্রহেতে মাসাধিক গত ॥
 শ্রীহীন চিতোরপুরে দিনে অন্ধকার ।
 কেবল বিশ্রুত রমণী হাহাকার ॥
 যে ছিল পুরুষ মাত্র রাজ্য-সম্রাট ।
 চিতোর হইল নারী-রাজ্যের সমান ॥
 একদা বসিয়া ভীমসিংহ দরবারে ।
 কহিছেন সঙ্ঘোষিয়া যত সবদারে ॥
 “মরিল সকল পুত্র বাকী মাত্র এক ।
 করিব তাহারে অগ্র রাজ্যে অভিষেক ॥
 তারে রাখি রাজ্য-পাটে আমি য'ব রণে ।
 লভিব অক্ষয় স্বর্গ জীবন-অর্পণে ॥
 শত্রু-হস্তে পরিত্রাণ হেতু নারীগণ ।
 প্রাণত্যাগ করিবেক প্রবেশি দহন ॥
 শুনিয়ে অজয়সিংহ পিতার বচন ।
 করপুটে ভূপতির করে নিবেদন ।
 “অহুতিত কথা কেন কন মহারাজ ?
 এবার সময়-সজ্জা সেবকের কাজ ॥
 এই তো কাগীর বাণী আপনার প্রতি ।
 না দিলে এগার পুত্র নাহি অব্যাহতি ॥
 আপনি যাবেন যদি সাজিয়ে সমরে ।
 কহ তাত মঙ্গল হইবে কার তরে ?
 কি ছার আমার এই অসার জীবন ?
 তব-নাশে রাজ্য-আশে করিব বন্ধন ?
 অল্পমতি দেহ পিতা রণে যাই আমি ।
 তব কার্যে প্রাণ ত্যজি, হই স্বর্গগামী ॥”
 শুনিয়ে পুত্রের কথা সজল নয়নে ।
 কহিলেন ভীমসিংহ অমিয় বচনে ॥
 “কেন বাপ অযুক্ত কথার আস্থা রাখ ।
 প্রবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ ॥
 দেখ দেখি বিচারিয়ে মনের ভিতর ।
 কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর ?
 মরিল সকল লোক জ্ঞাতি বন্ধুগণ ।
 পুত্র হত, পত্নী হত, চ্যুত সিংহাসন ॥

শ্রবণ বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী ।
 সর্বস্বান্ত হয়ে তার কি করিতে পারি ?
 অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর ?
 মরণ মঙ্গল মম এই জান সার ॥”
 এইরূপে পিতা পুত্রে বাদ অমুবাদ ।
 উভয়ের মনে প্রাণ প্রতি অবসাদ ॥
 শেষেতে রাজার বাক্য হইল শ্রবণ ।
 “সাজ সাজ” শব্দে পূর্ণ আকাশ-মণ্ডল ॥

কৃত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ-বাক্য ।

“স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
 কে বাঁচিতে চায় ?
 দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
 কে পরিবে পায় ?
 কোটাকম দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
 নরকের প্রায় ।
 দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-স্থখ তায় হে,
 স্বর্গ-স্থখ তায় ।
 এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
 মানসে উদয় ।
 পাঠানের দাস হবে কৃত্রিয়-তনয় হে,
 কৃত্রিয়-তনয় ॥
 তখন অগিয়ে উঠে হৃদয়-নিলায় হে,
 হৃদয়-নিলায় ।
 নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
 বিলম্ব কি সয় ?
 অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
 ভেরীর আওয়াজ ।

সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥
চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে,
সমর-সমাজ ।
রাখহ পৈত্রিক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনায় হে,
রাজপুতনায় ।
সকল শরীরে ছুটে ঋষিরে ধার হে,
ঋষিরে ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার ।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান ।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥
কে বলে শয়ন-সভা ভয়ের নিধান ?
ভয়ের নিধান ?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম *, বেদের নিধান হে,
বেদের নিধান ॥
স্বরহ ইক্ষাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্বরহ তাঁদের সব কীর্তি-বিবরণ হে,
কীর্তি-বিবরণ ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়-নন্দন ?
অতএব রণভূমে চল দুরা যাই হে,
চল দুরা যাই ।

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই ।
স্বর্গস্থে স্থখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই ॥*

শুনিয়ে সাজিল লোক কিবা যুবা শিশু
যে ছিল নিপুণ চাপে যুড়িবারে ইষু ॥
“মার মার” শব্দ করি সকলে চলিল ।
প্রলয়ের কালে যেন সিদ্ধ উৎখলিল ॥
পাবকে পতঙ্গ যথা পড়ে বেগাওরে ।
ছুটিল তুরঙ্গী-সেনা করবাণ করে ॥
যেন ঈশ বদ্ধ ছিল শেখর-গহবরে ।
পর্বতের বক্ষঃ ভেদি ধাইল সত্বরে ॥
উড়ে পর-শত্রুর টোপর উপর ।
স্রোত-মুখে ফেনরাশি যেন অগ্রসর ॥
কভু উর্দ্ধে কভু নীচে হ্র-চয় ধায় ।
তরল তরঙ্গ-বক্ষ শোভা হৈল ভায় ॥
কোষমুক্ত অসি-পুঞ্জ ধক্ ধক্ জলে ।
দিনকর-কর যেন জাহ্নবীর জলে ॥
ওদিকে যবন উঠে একেবারে বেগে ।
ধাইল বিপক্ষ ঐতি ঘোরতর বেগে ॥
যেন হুই প্রাবিত পয়োধি অঙ্গ ঢালে ।
মিলিল ভয়াল শব্দে প্রলয়ের কালে ॥

পদ্মিনী-স্থানে রাজার বিদায়
গ্রহণ ।

* যম হর্যোর পুত্র, এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি
যও হর্যাপুত্র ।

হেথা ভীমসিংহ বায়, কদম্ব-কুসুম প্রায়,
লোমাঞ্চ-শরীর বীরবর ।

বেশিয়ে অস্তঃপূবে, নহন নীরদ বুঝে,
 নীরস হইল বিশ্ব'ধর ॥
 উপনীত হন তথা, পদ্মিনী রূপশী যথা,
 সখী-সহ করেন বোদন ।
 বিযুক্ত কুন্তল-ঝাল, অশ্রু-ধারা মুক্তামাল,
 অশোভিত পূর্ণেন্দু বদন ॥
 নিরাধিয়ে নৃপতিবে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে,
 বসাইয়ে বিচিত্র আসনে ।
 জিজ্ঞাসেন মুহু ভাষে, বসিয়ে বাজার পাশে,
 “আজি হে উদয় কি কারণে ?
 দশ নন্দনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া,
 ছায়া-প্রায় ছিল হে তোমার ।
 রণশায়ী পুরুষগণ, আছে মাত্র এক জন,
 প্রিয় শিশু অজয়-কুমার ॥
 আর কেন হে রাজন, বলি দিবে সেই ধন,
 ব্যান-মাতা রাক্ষসীর গায় ?
 পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল,
 বাপ্পা-রাও বংশ লোপ-প্রায় ॥
 ক্রমা দেহ নরপতি, সময়ে কয়হ গতি,
 আর পাঠায় না সে সন্তানে ।
 ভুগি যাও রণস্থলে, আমি স্বীয় দলে বলে,
 অনলে প্রবেশি ত্যজি প্রাণে ॥”
 রাণীর বচনে রায়, চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়,
 মৌনী হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া ।
 কহিছেন মুহু স্বরে, বিকচ কমলোপরে,
 মলয়জ অনিল জিনিয়া ॥
 “শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, জুড়াল তাপিত হিয়ে,
 ধাসিক্ত তোমার কথায় ।
 যা কহিলে ক্রশোদরি, সেই কথা স্থির করি,
 আসিয়াছি লইতে বিধায় ॥
 এ বিদায় জন্ম-শোধ, প্রণয়-পঙ্কজ-রোধ,
 ইহলোকে তোমার আশায় ।
 যদি পূরে মনস্কাম, প্রাপ্ত হয়ে যোগ্য ধাম,
 মিলন হইবে পুনর্বার ॥

হেব অই প্রাণপ্রিয়ে । দিনকরে আবরিষে,
 এক শিচ্ছে যথা জলধর ।
 সেই রূপ মধু সঙ্গ, ভোম'র লগিত অঙ্গ,
 মলিন করিল নিরন্তর ॥
 প্রথম মিলন কালে, প্রেমোদ-প্রস্থান মালে,
 বিভূষিত ছিল তব মন ।
 সে ভাব কে'থায় হায় ? অশ্রুজলে ভেসে যায়,
 কপোল কমল-বিমোহন ॥
 আর না যাতনা ঘোরে মলিন করিব তোরে,
 যাই প্রিয়ে দেহ লো গিয়ায় ।
 অই দেখ জলধর, পরিহারি দিনকর,
 দিগ দিগন্তরে দ্রুত ধায় ॥”
 এত বলি মহাবাহু, শশধরে যথা বাহু,
 মহিষীয়ে লইলেন কোলে ।
 চারি চক্ষু বরে জল, প্রজলিত ছঃখানল,
 বাড়ব যেরূপ বারি নোলে ॥
 যথা দিবা অবসানে, বিদায় প্রেমদী-স্থানে,
 কাঁতরেতে চাহে চক্রবাক ।
 সেইরূপে মতিমান, বিদায় লইয়া যান,
 রাজপুত্রে বোদনের জাক ॥
 পদ্মিনী অস্থিরানন, ডাক দিয়া দাসগণ,
 আজ্ঞা দেন সাজাইতে চিতা ।
 ক্ষত্রিয় রমণীগণে, অমধুর সন্ধ্যোধনে,
 ডাকিলেন হয়ে প্রক্লান্ত ॥

অগ্নি-প্রবেশ ।

দেখ, পশ্চিক অজুন ।
 যেই স্থানে পদ্মিনী, কলেবর অক্লিষ্ট,
 বাহন করিল হত্যাশন ॥

গিরি, গুহার ভিতর ।
না চলে ভাঙ্গুর ভাতি, তমোময় দিবা রাত্রি,
আছে পুরী অতি ভয়ঙ্কর ॥
তাঁহে, করিছে নিশাশ ।
মোরী-কুল * প্রসবিনী, ভীম-রূপা ভূজঙ্গিনী,
সহ স্বীয় সঙ্গী সঙ্কশ ॥
হেন, সাহসী কে হয় ?
অতিক্রম করি ঘর, প্রবেশে ভিতরে তার,
সদা বহে বায়ু বিধময় ॥
এই, গুহার নিকট ।
হলো চিতা আয়োজন, আবিভূত ছত্ৰাশন,
কালানল স্রবণ বক
পরি, বসন ভূষণ ।
হইলেন উপনীত, রাখিতে কুলের হিত,
সহস্র সহস্র রামাগণ ॥
আগে, পদ্মিনী আসিহ,
সকলেই সঙ্কোচিয়া, স্তম্ভসহ সংব্রম,
বহিছেন হাসিয়া হাসিয়া ॥

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ-বাক্য ।

“এসে এসো সহগণ
এসো সহচরাগণ ।
ছত্ৰাশন-গ্রাসে করি জ্বল অর্পণ ॥

* বাঙ্গা রাণের মাজুল-কুল নাগ-বংশ, নাগরাতার
শরীরের এখার্ক মনুষ্যাকার এবং অপরাধী ভূজঙ্গাকার
এই রূপে বর্ণিত আছে ।

† বোধ হয় গুহা-গুপ্ত গৃহ মধ্যে কাঁচ নিক আসিড-
গ্যাস নামক কারাক্স-প্রধান বাষ্প-বায়ুর আবির্ভাব
থাকিবে, তাহা প্রাণী মাত্রেয় প্রাণ রক ইহা প্রমাণই
আছে । কর্ণেল টড এতাবৎ শব্দা ক্রমে ওদণ্ডে
প্রবেশ করেন নাই ।

ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়ে বেশ ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি আজি রে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যধীন ।
তুমি জীবন-দানে পতি-প্রেম-দ্বন্দ্ব ॥
আজি অতি সুখের দিবস,
পাব সুখ মোক্ষ যশ ।
বিবাহের দিন নহে একুপ সরস
পরিণয়-প্রমোদ-উৎসবে,
ভেবে দেখ দেখি সবে ।
পতি যে পদা কিবা কে জানিতে তবে ?
সবে তবে ছিলে লো বালিকা,
যথা সুদিতা মালিকা ।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিঙ্গা ?
সকলেতে ভেদেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন ।
যার অস্ত্রে যুবত র জীবন যৌবন ॥
হে ধন নিধন অন্তরে,
এই ছার কলেব দ্বা
রাখিবে এছার প্রাণ আর কার তরে ?
বিশেষতঃ যবনের ঠাই,
কোন রূপে রক্ষা নাই ।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥
সতীত্ব সকল ধর্মসার,
যার পর নাই আর ।
যুগে যুগে ক্রটিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে ।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেম বলে ॥
স্বর্গগন্ত রাজপুত্র সবে,
প্রাণ ত্যজিয়া আহবে ।
বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ উৎসবে ॥

তোমাদের আশার আশায়,
আছে চাতকের প্রাণ।
তোমরা জগতে রবে কার ভরসায় ?
সকলের পরীক্ষা হইবে,
ভাল ঘোষণা রহিবে।
কে কেমন পতিততা লোকেতে কহিবে ॥
এসো-ঘাই অমর-নগরে,
সবে আনন্দ অন্তরে।
বিশ্ব উচিত নহে এসো লো সত্বরে ॥”
এত বলি নৃপতিললনা,
পতি-ভক্তি প্রদায়ণা।
দিবা করে করে শুব কুংসনয়না ॥

স্তোত্র।

“জয় স্বরপতি ভাস্কর !
সমুদয় সুখ-পুঙ্কর !
ধরম-করম-রক্ষক !
সকল-চরিত-লক্ষক !
কলুষ-কলস-ভেদক !
ভব-ভয়-চয়-ছেদক !
স্তুমতি স্তুতি চালক !
স্তুবিত জন-পালক !
ভীমর তুহিন মোচন !
জয় জয় বিজুলোচন !
ফুল-কল-দল জীবন !
জলধর-ভদ্র-সীবন !
ধর ভর কর বর্তন !
জয়দ জয় বিকর্তন !

উদয়-অচল-শোভন !
লন-লোভন !
নৃপকুল চয়-আকর !
প্রণত পতিত, যা কর !
মুহি তুহ কুল-কামিনী !
হর মম হৃৎ-কামিনী ” ॥
পরে অর্থ-প্রদক্ষিণ করি,
পতি-পদাজ স্মরি

প্রবেশে প্রোজ্জল চিত্ত সাহসে নির্ভর
অস্তাচলে করিলে গমন,
যথা রোহিণী-রমণ।
একে একে প্রভাতে অদৃশ্য তারাগণ ॥
সেই রূপ পদ্ম-স্মারি,
পূরবাসিন
অনলে প্রবেশ করি ত্যজ্যে কলেবর ॥
হলো অতি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ভাবে শীহরে অন্তর।
প্রচণ্ড দহন-শিখা পরশে ধর ॥
চট্ চট্ মহাশঙ্ক য,
ধুম পূর্ণ পুরীময়
চন্দন গুণ্ণুলু গন্ধে সমারণ বয় ॥
রণ-স্থলে ভ মসিংহ বায়,
অগ্নি দেখিবারে পায়।
জানিল পদ্মিনী সতী ত্যজিলেন কায় ॥
যেন নিষাদের খর শরে,
জয় জয় কলেবরে।
মৃত্যুকালে কুরঙ্গ গরজে ঘোর স্বরে ॥
তাহে যদি করে দরশন,
কুরঙ্গিণীর নিধন।
বিষম বিক্রম মৃগ প্রকাশে তখন ॥
সেই রূপ মহারাণা ভীষ,
হৃদে সন্তাপ অনীয়।
চরম সময়ে যুদ্ধ করে আত ভীম ॥

কত শত শত শত্রু পড়ে,
 যেন প্রাণের বড়ে ।
 পতিত অসংখ্য তরু স্থলিত শিকড়ে ॥
 অবশেষে শক্তিশূন্য কায়,
 সিদ্ধ-ছাড়া তিম-শ্রায় ।
 পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায় ॥

চিতোরাধিকার ।

যালঝা ।

মুসলমান, বেগবান, হয় ন, চাপে ।
 অহুক্ষণ, নিয়োজন, প্রহ চাপে ॥
 সমুজ্জল, ঝলমল, মুক্তাফল, তাজে ।
 কত ঝল (১), বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, তাঁজে ॥
 ফলকের, ঝলকের, আলোকের, ছাঁদ ।
 যেন জলে, সিদ্ধজলে, তারাদলে, চাঁদ ॥
 কটাকট, চট্ চট্, পট্ পট্ শব্দ ।
 মার মার, শোর শোর, চারি ধার, স্তব্দ ॥
 কাটিয়াব (২), আসোয়াব, তরবার, হস্তে ।
 টানিতেছে, হানিতেছে, আনিতেছে, দস্তে ॥
 কেবাড়ের, ধাবে ফের, দেণ্ডের, জাঁক ।
 ছড় ছড়, ছড় মুড় গুড় গুড়, ডাক ॥

(১) ইহার ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, রাজপুতনার অন্ত্যাপি ঝাল নামে প্রসিদ্ধ । আলাউদ্দীন চিতোরাধিকার সময়ে সর্বপ্রায়ে সেই ঝল বংশীয় ঝালোর প্রদেশীয় রাজা মল্ল-দেবকে হস্তগত করিয়া চিতোরের শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া যায় ।

(২) রাজপুতনার অন্তঃপাতী প্রদেশ বিশেষ । উক্ত প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ষোটকর্ণ তন্নামেই খ্যাত হয় ।

এক দিকে, মল্লনিকে (১) মারে ঝাঁকে, খেয়ে ।
 ছড় দাড়, ছড় মাড়, পড়ে চাড়, পেয়ে ॥
 চট্ চির, দেহড়ীর, গিড়কীর, পাল্লা ।
 যত বলী, কুতূহলী, মুখে বলি, আল্লা ॥
 ঢোকে গড়, যেন ঝড়, দড় বড়, কোরে ।
 আঁখি লাল, সুবিশাল, কি কুলাল, ঘোরে ॥
 সমুদয়, দেবালয়, করে লয়, রাগে ।
 ছাড়ে দেহ, ছাড়ি গেহ, নাহি কেহ, ভাগে ॥

নিহত নিকর শূর পড়িল চিতোর পুর,
 হিন্দু-স্বর্গ্য অন্ত-গিরিগত ।
 দাসত্ব দুর্জয় ক্রেশ, রাজ-স্থানে (২) সমাবেশ,
 তাপ-ভয়স্বিনী পরিগত ॥
 যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি
 পৃথুবাঞ্জে পরাভূত করে ।
 হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
 ছিল মাত্র চিতোর নগরে ॥
 যথা ঘোর অমানিশা, তমঃপূর্ণ দশ দিশা,
 আকাশে জলদ আড়ম্বর ।
 মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জল বেশ,
 দৌণ্ডি দেয় তারক স্নন্দর ॥
 অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ,
 স্রোতে হয় তৃণ তিন খান ।
 তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
 পরিক্রান্ত পোতপতি প্রাণ ॥
 বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
 প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায় ।
 সেরূপ ভারত-দেশে, স্বাধীনতা-স্বখ শেষে,
 ছিল মাত্র রাজপুতনায় ॥

(১) দুর্গের প্রাচীর বা দ্বারাদি উত্তরণ করণার্থ ঢেঁকী কলের সদৃশ যন্ত্রবিশেষ, ইহাকে ইংরাজিতে 'ব্যাটেরিং-রাম' কহে ।

(২) রাজপুতনা দেশের নামান্তর ।

কি হইল হায় হায় ! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল ।
যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত দ্বার,
এইবার হইল সফল (১) ॥
চিতোরের অন্নগত, সামন্ত ভূপতি যত,
একে একে স্বাধীনতা চ্যুত ।
সোলাঙ্কি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর,
শুদ্ধ বংশ কত রাজপুত ॥
কোথায় অবস্থা আর ? কোথা দেব-গিরি ধার ?
কোথায় মন্দোর হাবাবতী ?
আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লণ্ড ভণ্ড,
কি বণিব যে হলো দুর্গতি ॥

(২) ইতঃপূর্বে মুসলমানেরা চিতোর অধিকার করণার্থে বার বার উত্তরাগ পাইয়াও অর্থাষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে নাই ।

(২) রাষ্ট্রপুতনা প্রদেশে রাজাট্টালিকার নাম “বাদল মহল” । যে হেতু ই সকল প্রাসাদ পর্বত-শেখরেরা পরি নিশ্চিত । বিশেষতঃ মেওয়ার অর্থাৎ মেরুদেশের পূর্ব-রাজধানী চিতোর এবং অধুনিক রাজধানী উদয়পুরের রাজবাটী অত্যুচ্চ গিরি-চূড়ায় স্থাপিত । উদয়পুরের ভূপ-নিলয় দুই সহস্র পাদ উচ্চ শৈলোপরি প্রাপ্ত, সুতরাং এই সকল নৃপনিকেতনকে “বাদল মহল” অর্থাৎ মেঘ-মন্দির পদে বাচ্য করা অযথা নহে । সেই সকল মন্দির চূড়ার সর্বদাই মেঘাবির্ভাব হয় । ভারতবর্ষে এইরূপ শৈলশিখরে রাজপুত্র নির্মাণ করণের রীতি অতি পুরাতনী, মহাশা মনু, উক্ত প্রকার নিয়মে পুরী নির্মাণার্থ রাজা-দিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং শবুতলা প্রভৃতি নাটকে এইরূপ মেঘ-মন্দিরের নির্দেশ আছে । এতৃত, নির্বিকল্পতা এবং সুস্থতা কল্পে এবং প্রকার স্থানে বাস করা যে অতি দৃষ্টকর, তাহাতে আর সন্দেহ যাত্র নাই, এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরা অহঙ্ক হইলেই দাঙ্কিলিং বা সিমলা অথবা নাগগিরিতে আবাস করিতে যান । শিল্প-এর আশাশ্রমের প্রতিকূল টুট সাহেবের গ্রন্থে এদন্ত হই-গাছে, আশাদিগের নিতান্ত মানস ছিল, তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশ করি, কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সেই মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না ।

জাহিয়া পাড়িল যত, দেবালয় শত শত,
শিখরাতুরীর একশেষ ।
লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন,
ছত্র দণ্ড অল্প রাজবেশ ॥
পোড়াইয়ে ছার খাষ, করিলেক ঘর দ্বার,
বাদশার আদেশে কেবল ।
পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকর,
নষ্ট না করিল দৃষ্ট দল ॥
হের হে পথিক জন ! অত্মাপি সে সুশোভন
অট্টালিকা আছে বর্তমান ।
সরসীর গর্ভথেকে, নীরদে (২) মস্তক ঢেকে,
উঠিয়াছে পর্বত-প্রমাণ ॥
কি হইল হায় হায় ! কোথা সব মহাকাব্য,
ভেজঃপুত রাজপুতগণ ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে নিবস সারা
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন ॥
কে ভাঙ্গবে সেই ঘুম ? ঘোর কালানল ধূম,
ঘেরিয়াছে পলক্ষের দ্বার ।
মুদিয়াছে ছবপন্ন, বীর্য মধুর সন্ন,
নাহি তাহে স্বাসের সঙ্কার ॥
ধরাতলে শোটাইয়ে, নাসাঙ্ক পদাঘিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত ।
বিফারিত তবু তায়, খাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে বসনা নির্গত ॥
ধুনিত কার্পাস-প্রায়, ফেন, লালে শোভা পায়,
নবীন স্ট্রালল দুর্দীপল ।
মরকত বিজট, কিবা শোভে প্রতিভায়
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুকামল ॥
অদূরে আরোহী ভার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি ।
সে তবু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম,
ধূল্য যেতেছে গড়াগড়ি ॥
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেমসীর প্রিয়ধন ।

সেই অধরেতে আসি, বায়শী স্নেহেতে ভাসি,
চক্ষে চক্ষু করিছে ঘাতন !
হত হিন্দু নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
ববনের শিবির ভিতর ।
আনন্দ-জলধি পূর, ভাসিলেক দিল্লীধর,
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর ॥
এই ভাবে গদ গদ, ধরি পদ্মিনীর পদ,
পরিহার লইব মাগিয়া ।
যাতনা হইল দূর, লয়ে যাব দিল্লীপুর,
কত ছঃখ তাহার লাগিয়া ॥
রূপসী-পঙ্কজভদ্র, এ পদ্মিনী কোকনদ,
ভাষায় মহিষীপদ লবে ।
সর্বোপরি যার স্থান, কমলা দেবীর (১) মান
এই বার লবুকল হবে ॥
এইরূপ করি কর, প্রবেশি প্রধান ওর,
পদ্মিনীর অবেষণ করে ।
মহলে মহলে ধায়, কিছু না দেখিতে পাও,
গৃহ-সজ্জা আছে থরে থরে ॥
জানি শেষ সমাচার, হতাশ ছতাশ সাব,
ললাটেতে প্রহারয় পাণি ।
বাঁপ বহে হ নয়নে, আশ-নিদা মনে মনে,
গুরু পাণে গুরুতর মানি ॥
যে যত হৃৎকম্পিত হোক, পরহঃখে গত-শোক,
কিন্তু কুকর্মেতে নাহি পায় ।
কুকীর্তি হইলে শেষ, মানসে উদয় ক্রেশ,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার ॥

(১) ইনি গুজরাট অধিপতির মহিষী ছিলেন ।
আলাউদ্দীন নেহারওয়াল অধিকার পূর্বেক উক্ত ভূপ-
তির অস্তিত্ব সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ
করিয়া লইয়া আইসে । কমলা দেবী অসামান্য রূপ-
লাবণ্যবতী ছিলেন, ওজ্জ্বল আলা তাঁহাকে প্রাণনা
মহিষী করে এবং তদবধি হিন্দু বণভিললনাগণ হরণে
লোপুণ হয় ।

কহিল আমীরগণে, “জান দেখি সমতনে,
কে আছে ভীমের বংশে আর ।
হইয়াছে যা হবার, অবেষণ কর তার,
সমুচিত শ্রম প্রতীকার ॥
করি তাহে লাল-বন্দী, পাতিয়ে শ্রণয়-সন্ধি
দিল্লীপুরে করিব প্রয়াণ ।”
শাহের আদেশ পেয়ে, দূতচয় যায় খেয়ে,
বিজয়ের করিতে সন্ধান ॥
খুজিল সকল স্থল, গিরি গুহা শিলাভল,
ঝুড়ি ঝোপ বন উপবন ।
না পাইল তব তার, শূন্য নৃপাগার,
কিরে গেল সম্রাট-সদন ॥
ওখানে বিজয় শূন্য, ত্যজিয়ে চিতোর পুর,
পিতৃশব সন্ধেতে লইয়া ।
গুরুসে সংকার করি, হৈল বীর দেশান্তরী,
ভীলবারা প্রদেশে বাইয়া ॥
রাহগ্রস্ত শশী-প্রায় মান মনে ফেরে রাঘ,
সন্ধে লয়ে যত পরিবার ।
কি বর্ণিব সে সকল, বহু বর্ণন কল,
সিদ্ধাসন সীমা নাই তার ॥
যত সব রাজপুত্র, বীরত্ব ধীমান্ত সূত্র,
নৃপ-বংশ সমাজে প্রধান ।
বলবীৰ্য্য নাই তুল, যার ভয়ে অরিকুল,
চির দিন ছিল কম্পমান ॥
পরম পৌরুষ বল, সাহস সূতের স্থল,
স্ব ধীনতা আনন্দ আদর ।
অগণিত অশস্ত্রব, গুণবত্ত্বরাজী সব,
বিত্ত্বিত যত বীৰবর ॥
তাহাদের কীৰ্ত্তি ভুল, দিন দিন পরমাণু,
প্রায় হয় কালের দশনে ।
বিনাশে নিস্তার পাও, আছে মাজ সহপায়,
কবিতার অমৃত সিকনে ॥
করাল কালের কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া-তাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আদিত তাহার ।

কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার ॥
সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেম ছাতা,
ধাতা-প্রায় প্রতাপ বাঁহার ।
ঠাহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার ॥
যে পথে মাক্কাতা গত, কোটি কোটি কত শত
সেই পথে যায় দীনগণ ।
মাক্কাতা, মহুর জ্ঞাত, নাহি আর পথ অন্ত,
এক পথ আছে চিরন্তন ॥
থাকে কিছু কীর্তি লেশ, নাম মাত্র থাকে শেষ,
সেহ শুদ্ধ কবির কল্যাণ ।
কে আনিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে ॥
কোথায় মাহিষমতী, কোথা বা সে দ্বারাবতী,
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী ?
কোথায় কোশাঘী আর ? কিবা চিহ্ন আছে তার ?
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী * ॥
যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ।
পাতার কুটির বলি, কতু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম ॥
মধুমাসে মনোহর সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা ।
কিছু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা ।
কালের নাহিক বোধ, নাহি যানে উপরোধ,
বড় সুখে, বড় রূপে, বাদী ।

সুখ-পুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কট মট বিকট নিনাদী ॥
কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর
কিবা যুবা নানা গুণধর ।
কালের স্তম্ভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন ঋতু পরিবর ॥
শোকে তাপে জরা যেই, তাহার বিপক্ষ নেই,
কাল তারে চিরায় সঘনে ।
এমন নিদ্রা আর, ত্রৈলোক্যেতে মেলা তার,
শীহরিত শরীর, স্মরণে ॥
হাঁরে যে নিবাদ কাল ! এ কি তোার কর্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভব-বনে ।
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর কণ কাল,
জালে বদ্ধ কর সেই ক্ষণে ॥
ওরে ও কৃষক কাল ! কি করিছে তব হাল ?
জঞ্জাল জঞ্জল বৃদ্ধি পায় ।
উত্তম বাছের বাছ, ফলগ্রন্থ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়া যায় ॥
সুকৃত্যক যেই হয়, পরিপক শস্তচয়,
সে করে ছেদন সুসময় ।
তুই কাল নিদারুণ, নারিত জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্তচয় ॥
ধিক কাল কালানুশ্রব ! ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলে ভুবন-ভিতর ।
কোথা সব ধনুর্ধর, কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর ॥
কি আছে এখন আর, দাসত্ব-শৃঙ্খল তার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে ।
হুর্ক্ষল শরীর মন, স্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তব্বহীন মস্ত বেধ-মদে ।
ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ ভ্রমঃ,
সদাচ্ছন্ন মানব নয়নে ।
সুখ-সুখ্য স্তাবমল, বিদায়-বাণিন লল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে

* সম্ভ্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন,
কোশাঘী-পুরী প্রয়াগের নিকট করা নামক স্থানে
স্থাপিত ছিল ।

বশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জল,
 তলু তলু হয় প্রতি পলে !
 কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
 অচিরাত্ ভস্ম কালানলে ॥
 সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভু দাসত্ব বল,
 কালচক্রে ঘুরিতেছে সদা ।
 কতু উর্দ্ধে কতু নীচে, কতু আগে কতু পিছে,
 এই ভাব দেখ যথা তরা ॥
 তারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
 ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর ?

ইংরাজের কৃপাবলে, মানস উদ্ব্যচলে,
 জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
 শান্তির সরসী মাঝে, সুখ-সরোরুহরাজে,
 মনো ভৃঙ্গ মজুক হরিষে ।
 হে বিভো করুণাময় ! বিজ্রোহ-বারিদচয়,
 আর যেন বিষ না বরিষে ॥
 শুন হে পথিকবর ! সাক হলো অতঃপর,
 মনোহর পদ্মিনী-অপাখ্যান ।
 যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যসুধা,
 এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান ॥

সমাপ্ত ।

মঙ্গলাচরণ ।

—*—

পরম-প্রেমাস্পদ-বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র

শয় মদনুকূলবরেষু ।

প্রিয়ান্বিত

আমার অস্তিত্বিক শ্রদ্ধার উপাধীন-স্বরূপ পদ্মিনী-উপাখ্যান এক সদাশয়ের চরণে মণি
করিয়াছিলাম। এইক্ষেণে প্রণয়-ধ্বংস কুসীদবুদ্ধি-স্বরূপে বর্ষদবীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান
করিলাম; আপনি সাধু উত্তমর্গ; স্তোত্রাং, অবশ্যই ম এই কুসীদবুদ্ধি স্বীকার
করিবেন, এমন ভরসা হইতেছে ।

দায়ুরত্নদা
৩০শে আষাঢ়,
১২৬৯ বঙ্গাব্দ ।

}

ভবদেবপ্রণয়ানুবাগী
শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভূমিকা।

—*—

পদ্মিনী উপাখ্যানের শেষে এই প্রতিজ্ঞা ছিল ;

“তুন হে পথিকবর, সাজ হলো অতঃপর,
মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যরূপা,
এই রূপ ছন্দে ধরি ধ্যান ॥”

এই ক্ষণে পরমাত্মদাদ-সহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্য-কুসুম বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহস পূর্বক বলিতে পারি, পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্ৰয়-মধ্যে আমাদের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে ; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু বাঁহারা প্রথমোক্তে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। ভাষা শালঙ্কৃত এবং বহুলীকৃত করণার্থ কবিতার ত্রায় গভীর উপযোগিতা নাই, অতএব সম্প্রতি বিস্তৃত গজগ্রন্থ লিখনের ধেরূপ উত্তোগ হইতেছে, সেইরূপ সংকবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ-প্রদান-করা কর্তব্য। পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রথিত করা বিধেয়, পুরাবৃত্ত এবং ধর্ম্মনীতি তথা বিজ্ঞান-বিভা ঘটিত পুস্তক সকল গঠে লিখনের প্রয়োজন ; কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের কখন কখন ব্যত্যয় জন্মিতেছে, এতদর্শনে সঙ্কদয়বর্গ সন্তুষ্ট নহেন ; তথাপি সংকাব্যের যে দিন দিন সমাদর-বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ মাজ নাই, অতএব এই কর্ম্মদেবী স্বীয় অগ্রজা পদ্মিনীর ত্রায় সাধারণের কিয়ৎ অনুরোধের পাত্রী হইবেন, এমত বিশ্বাস হইতেছে।

প্রস্তাবাবসানে ইহাও বক্তব্য, আমি রাজকার্য্যে দূরহানে নিযুক্ত থাকিতে যুদ্ধাঙ্কন-কালে স্থানে স্থানে লিপি-প্রমাদ হইয়াছে, তদোষ-উপশমনার্থ পাঠকগণের করুণাশ্রুণের শরণ লইলাম। ইতি।

অই দেখে গোধন-মহিষ-মেঘদলে,
ছায়া ছেতু দলে দলে তরুতলে ললে ।
গোষ্ঠীভাজি হাবারবে উঠে পুঙ্খ তুলে
সমানকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষ-মূলে ।
ঐশ্বর ভানুর করে ঐবল পিপাসা,
পাণি পাতি প্রসাদের পয় পিয়ে চাৰা ।
মেদিনীর মৌঃব্রত—স্তব্ধ সমুদ্র,
কেবল সমীর ধীর, ধীরে ধীরে বয় ;—
কেবল মহালদল করি মদকল,
সন্তরে বিহরে ঘণা বিকচ কমল ;—
কেবল বিটপী-বটে বসন্ত বিহগ
আলাপিছে মুহ্তান সহ নানা খগ ;—
কেবল নিঝরে ধ্বনি কল কল কল,
উগরিছে কৃত শত কোটি মুক্তফল ।
অই দেখে ঘাই মেয়ে সবসী-ছন্দয়ে
মীনচয় মগ্ন হয় নিজ দল লয়ে ।
বিগত তৃতীয় যাম পদ্মিনী কখনে,
এসে এসো হে স্বজন মম নিকেতনে ।
আতিথ্য গ্রহণ বিশ্রাম অন্তরে
পদি চহ অর্জুন এখানে সবারে ।

মান করি সরসীতে স্নিগ্ধতম্মন,
 আশ্রমেতে চলিলেন বদ্ধ দুই জন ।
 [স্থ। তুমি কৃশা ; বিশ্রামেতে বিশ্রিত,
 নানাবিধ ইষ্টালাপে হয়ে হরষিত,
 জিজ্ঞাসেন পথিক—“বলহে, কৃপাকর ।
 মরুদেশে * আছে এক রম্য সরোবর,
 কর্ম-সরোবর নাম পুণ্যতীর্থ স্থল,—
 অদূরে মণ্ডপ এক ধবল উজ্জ্বল,—
 অপূৰ্ণ উপলময়ী প্রমদা প্রতিমা,
 মণ্ডপ-মাঝারে শোভে, রূপে নাহি সীমা ।
 অনিলাম কর্মদেবী নৃপনন্দিনীর
 পাষণ-প্রতিমা সেই, শোভিত —
 কেবা সেই কর্মদেবী কিবা কথা তাঁর ?
 কেন সে স্থাপিতা মূর্তি অপ্সরা আকার ?
 কেন কর্ম-সরোবর সরসীর নাম ?
 বিশেষিয়া পূৰ্ণ কথা, কহ গুণধাম ।”
 শুনি কর্মদেবী নাম, ভূদেব-নয়নে
 গজমুক্তাকার অশ্রু উদয় সঘনে,—
 উদয় হইবা মাত্র ঘনীভূত হয়,
 যথা নাহাবের বিন্দু হেমন্ত-সময় ।
 মানস-সবসী-জলে জলজের দলে
 হিমালী আকার ধরে প্রতি পলে পলে ।
 চকিত স্থগিতনেত্রে গদ গদ স্বরে
 কহিছেন, সঙ্ঘাধিয়া ভাবুক প্রবরে ।
 “শুনিয়ে কি হে স্বজন, কর্মদেবী কথা ?
 বিবরিব অল্পপূৰ্ণ শ্রুত আছে যথা ;
 সত্য সাধবী গুণে বরণীয় অতি,
 পদ্মিনীর সমতুল্য হন সেই সতী ।
 অগাধি তাঁহার গুণ, এই রাজহানে,
 গৃহে গৃহে গীত হয় শারঙ্গীর তানে ।
 আনন্দে মধুর যন্ত্র শারঙ্গী আমার,
 বহুদিন করি নাই আলাপ তাহার ।

আধুনিক নাম মারবার ।

বহুদিন নাগদন্তে ঝুলান রয়েছে,
 যন্ত্রি-অনাদরে যন্ত্র অতন্ত্র হয়েছে ।”
 আজ্ঞামাত্র, শারঙ্গ যোগায় পরিচর,
 মিলায়ে মূৰ্ছনা মার্গ, বিজ্ঞ গুণাকর
 আরজিলা সন্ধ্যারাগে কর্মদেবী-কথা ।
 প্রদোষেতে পদ্মকোলে ভূঙ্গনাদ যথা ॥

প্রথম সর্গ ।

যশোর-অন্তঃপাতি, দেশেছিল উদ্ভাতি,
 অধিপ অনঙ্গদেব তার ।
 পুগল বেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
 সাধুনাথ, বিক্রম-আধার ॥
 মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নত শির,
 প্রতাপেতে প্রধর-তপন ।
 সঙ্গে সব সহচর, শুবীর পরিচর,
 প্রভুর সেবায় প্রাণপণ ॥
 হঠ-ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ-হঠ-সদাগতি,
 সদাগতি পরাভূত ভায়ী ।
 দড় বড় দড় বড়, অশ্চালনায় দড়,
 ছোট বড় জানা নাহি যায় ॥
 হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
 পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয় ।
 ধানিক বণিকগণ, ভীত-চিত্ত অহঙ্কণ,
 কখন আসিয়ে লুটে লয় ॥
 বাল বৃদ্ধ বনিতারে, সদা তোবে সন্ধ্যাচারে,
 যথা সমাদরে রক্ষা করে ।
 কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সময় রসের ভোগ্য,
 একেবারে ভীমবেশ ধরে ॥

বিশেষ যবন প্রীতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে ॥
লাকদ্বিধে চড়ে থাকে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে ভরবারে ॥
পূর্বদিকে বিষ্ণুপদা, পশ্চিমেতে সিদ্ধনদী,
সাধুর শ্রুত-অধিকার ।
বিনশন * মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিকার ॥
ব্যাগিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরু লতা ।
দূরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সজতা ॥
তটে পুষ্প-উপ , শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দা ।
প্রান্ত-পাহ-চিন্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভাবুর এ ভাগ ॥
ধন্য সে নন্দিনী তাঁর, মরীচিকা নাম যার,
যেদ্য সত্যের দেয় বোধ ।
এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, এজগতে করি সৃষ্টি,
মহামোহ জ্ঞান করে বোধ ॥
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ ।
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন ॥
পাঁচ হাতযার ধরা, আপাদ মন্তকপরা,
অয়সু রচিত পরিচ্ছদ ।
সুশোভিত সম্মহন, শব্দ হয় বনু বনু,
বক্ মক্ বলক বিবদ ॥
শীতল কঠোর ধর্ম, অসিচর্ম আর বর্ম,
সাজ শয্যা তাহাই সবল ।
ঢালেতে রাখিয়ে শির, নিজা যেত বত বীর,
কিছু মাত্র না হয়ে বিকল ॥

* কুরুক্ষেত্রের পাশ্চাত্তর, ল ।

সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢাল, ভোজন-ভাজন ।
কটতটে চন্দ্রহাস, † চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন ॥
দিবানিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অল্প শত্রু তিলেক না ছাড়ে ।
বীর-রসে বিচক্ষণ তাই মাত্র আলাপন,
ঔগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে ॥
এত যে ঔগ্রতা রস, কিন্তু কামিনীর বশ,
শিব যথা শৈলজার প্রীতি ।
অবলার জ , অন্তরে সোহাগ যাগ
সতীর সেবায় রতি মতি ॥
যথা শিলা সন্নিধি , বিতরে মধুর ভ্রাগ,
বিকশিয়ে কাশ্মীরী কুসুম ।
কঠোর শিলায় ধর্ম, কঠোর তাহার মর্ম,
কন্ত তাহে জনমে কুসুম ॥
সেবায় মন, প্রাণপণ আকুঞ্চন,
সতীর সম্মান রক্ষা হেতু ।
অপরিজ্ঞ ভাব হীন, এস বাসনা সীন,
সভয়ে পলায় মীনকেতু ॥
সরল অথল সেবে, প্রেমার্গবে,
সখ্যভাবে সুখে কাল হয়ে ।
মৃগয়া আখোট বনে, হৃদে মন্দ লোক সনে,
কালান্তরে কাল মূর্তি ধরে ॥
কারুপ্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তাহে ।
অভায় না সহ হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে ॥
হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তরু ক্ষীণ,
এবে কাল পড়েছে বিষম ।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম ॥

সব পুরুষাৰ্থ শূন্য, কিবা গাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত ।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
বীর যিনি ভীক্সায় রত ॥
নাহি সরলতা-লেশ, ছেঁষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি ।
কীণ দেহ, কীণ মন, কীণ প্রাণ, কীণ পণ,
কীণধনে ঘোর অভিমানী ॥
হায় কবে যাবে, এদশা বিলম্ব পাবে,
ফুটিবেক সুদিন গ্রন্থন !
কবে পুন বীর-রসে, জগৎ ভরিবে বশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন ?
আর ক সে দিন হবে, একতার হুজ্জে সবে,
বন্ধ রবে মননে বচনে ?
পুঞ্জিবে সত্যের মূর্তি, প্রণয় পাইবে ক্ষুৰ্ত্তি,
সুখম সরল আচরণে ?

— — —

কিবা অপক্লপ, নিরখি অনুপ,
সাধুর স্বদলে গতি ।
প্রসারিত বুক, প্রমোদ কোতুক,
সকলে প্রসন্নমতি ॥
কিবা তড় বড়, বহে যেন ঝড়,
তুরগের পদধ্বনি ।
ঝক্ ঝক্ ঝক্, আয়ুধ ঝলক,
জলে যেন দিনমণি
ঝন্ ঝন্ ঝন্, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
ঘুঘুর ঘোড়ার গলে ।
হয় চয় সাজে, নানা নিধি সাজে,
কিবা শোভা শিরনলে ॥
হেলিছে টোপর, মাথার উপর,
শ্বেত-মেঘমালা যেন ।
কিবা নদী-কোলে, পবন-হিল্লোলে,
খেলিয়া বেড়ায় ফেন ॥

সব শির উচ্চ, গালে গালে-মুচ্চ,
যেন ছুই মেঘ গণি ।
লগাট-ফসকে, অন্তরু তিসকে,
বিলেখিত আধ শশী ॥
শোহিত কমল, নয়ন-ধুগল,
অলি তাহে ছুটি তারা ।
চপল ভ্রমজি, হয়ে অঙ্গ-অঙ্গি,
যুগল-খঞ্জন-ধারা ॥
লুফিতে যত সব মল্ল,
নিরখিতে ভয়ঙ্কর ।
ঝাপানিয়া ঢাল, বিষম করাল
পিস্তে স্তর ॥
পাহুকায় আঁটা, খরধার কাঁটা,
অশ্বের পজরে মারে ।
বেগে বাড়ে তার, বায়ু সম ধার,
শ্রবণ যুগ্মারে ॥
এইরূপ সাজে, অরণ্যে
সাধুর স্বদলে গতি ।
শীহরিত কায়, পলাইয়ে যায়,
যুগপৎ বিযুক্তি
স্তনিতে পাইল, যখন আইল,
বিপাশ-তটে ।
কাফিলা কাফিলা, ছাউনী ছাইলা,
জালন্ধর সন্নিকটে ॥
কত উপহার, প্রকার প্রকার,
সাজান হাজার উটে ।
যেবা নানা জাতি, বস্ত্র ভাতি ভাতি,
সুৰতি সুবর্ণ পুটে ॥
কিবা মধুরিম, বেদানা দাড়িম,
দেবের ছল ভ ফল ।
নয়ন-রঞ্জন, বীজের বরণ,
পদ্মরাগ অবিকল ॥
তহু বিধারিত, দ্বন্দ্ব ফারিত,
বীজের বিমল যেথা ।

যেন বাঁচি যি দশন করিত,
 স্বহৃদে দেয় দেখা ॥
 কিবা অপরূপ, নাহিক স্বরূপ,
 মধুর আঙ্গুর ফল ।
 অতি মনোহর, সুধা দেহভরা,
 দেখা যায় সুবিমল ॥
 ছায় গজমতি, নাহি তাহে রতি,
 দ্রাক্ষা গুণে বলিষ্ঠাতি
 পারসে কি রস, বেড়ি দিগ্‌ দশ,
 শোভ পাঁয়সারি সার ॥
 কিবা বার ধাত্রা, মুকুতার বারা,
 কানন ছাইয়ে রয় ।
 মুখে তুলে লয়, ধ মনে হৃদ,
 ধত কৃষক-চয় ॥
 ধন্ত জাকালতা, তব মধুরতা,
 মধুরা সুরা জননী ।
 প্রসবয়া কত, মধু নানা মত,
 মাতাইল এ অবনী ॥
 কিবা সেই ফল, অমৃতে বিস্তল,
 অমৃতাহর * যার নাম ।
 সেৱ পারসীক, রসে সুরসিক,
 পরম পুলক ধাম ॥
 দেখিতে স্নানর, ফুল কলেবর,
 কাঞ্চনে সিন্দূর শোভা ।
 যেন মনোহর, চারু পয়োধর,
 যুবাজন মনোলোভা ॥
 কিবা সে বাদাম, তার কিবা দাম,
 রূপসী নর দাম ।
 খেত সমুজ্জস, শত সুবিমল,
 বল আর বীৰ্য্য ধাম ॥
 খুশানী খর্জুর, আজীবর মধুর,
 চেলগোজা আখরোট ।

* দেব কলের সংকৃত নাম ।

এইরূপ কত, মেবা নানামত,
 আনিয়াছে মোট মোট ॥
 চোগা জেগা টোপ, জরীকষ ধোপ,
 পাঁয়তারা দশতানা ।
 জুবর গলুবন্দ, সাল মসলন্দ,
 কালের বিছানা নানা ॥
 ধন্ত সেই পল্ল, জন্মে যাছে বহু,
 লোম বার হেম-প্রহ ।
 গিরি হিমবতে, ভোটাস্ত বরতে,
 অনেক লোকের অস্ত ॥
 ধন্ত সেই ছাগ, কান্দীরে সুবাগ,
 তথা সুখে কাল হরে ।
 এদেশের অজা, বত ধর্মধ্বজা,
 বলিতে নিয়োগ করে ॥
 ধোলা খেস পটু, শীতনাশে পটু,
 বনাং বিবিধ মত ।
 হুংখীর সফল, সুলভ কফল,
 খোদাবন্দ নিয়ামৎ ॥
 আনি ছ বাজী, জুবী আর তাজী,
 সরাজী সৈকব * সেৱা ।
 বিপাশার ধারে, হাজারে হাজারে,
 আসিয়ে পড়িল ডেরা ॥
 সাধু সহ গণে, সংবাদ শ্রবণে,
 হরষিত মনে অতি ।
 চলিল সবর, পবন-সোসর,
 দিবা নিশ করে গতি ॥
 পহুছিয়া আর, সময়-বিচার,
 তিলেক নাহিক করে ।
 দাবানল-প্রাণ, ঘেরে কফিলায়,
 রজনী দুই প্রহরে ॥
 হলো হতভম্ব, ভেবে নিরাশ,
 মেংগল বণিক-চয় ।

* সিন্ধুদেশ-জাত ঘোড়া ।

কবে আকু ঝাঁকু, “গেরা গেরা ডাকু”

আর আল্লা আল্লা কয় ।

আছিল গোঁয়ার, কতক সোয়ার,

উঠে তারা তেড়ে কঁুড়ে ।

হয়ে ক্রোধাবিত, সাধুর সহিত,

রণ-রঙ্গ দিল ঘুড়ে ॥

ভয়াল আহব, করে কলরব,

যত সব সরদার ।

“মার মার মার, হেঁ ছদিয়ার,

খবদার খবদার” ॥

চোপ চোপ চোপ, তরবার কোপ,

ঝপ্ ঝপ্ ঝাপে ঢাল ।

কাটিলে গদানী, কোথায় মদানী,

দেখিতে অতি করাল ॥

জান-শুভ্র ধড়ে, কেহ ভূমে পড়ে,

কর পদ কারু কাটা ।

কেহ কঁ-নেত্র, পড়ে রণ-ক্ষেত্রে,

ফাটা ললাটের পাটা ॥

কারু মুখ ধোলা, চক্ষু ছই ধোলা,

প্রকাশিত দন্তপাতি ।

দেখা যায় মাড়ি, ক্রমিরাঙ্ক দাড়ী,

ছাইয়ে পড়েছে ছাতি ॥

দেউটা রোসন, দেখিতে ভীষণ,

জালায় কাণাং তাঁবু ।

কিছুক্ষণ পরে, অত্যাধ সমরে,

যবন হইল কাবু ॥

কঠিন রসায়, বন্ধন দশায়,

পড়িল কএক জন ।

সাধুর সদনে, প্রণত বরনে,

করিতেছে নিবেদন ॥

—*—

“কেন হে এমন কাজ কর যুবরাজ ?

অদৃশ বুঝিবে তব ধরণী-সমাজ ॥

আমরা বণিক জাতি বাণিজ্য ব্যবসা ।

অগতের হিত-ব্রতে, ভাগ্যের ভরসা ॥

যথায় বিরাজে শাস্তি, সুখ-সিংহাসনে ।

তথায় বণিক যায় ধন-অয়েষণে ॥

সেই দেশে কমলার শুভদৃষ্টি হয় ।

মান কিনা এই কথা হিন্দু মহাশয় ?

হিন্দুস্থান শাস্তি-স্থান সংবাদ-শ্রবণে ।

এসেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে ॥

সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি ।

বণিকের ধন-বুদ্ধি তাহার সংহতি ॥

দেখিতেছ আনিয়াছি ঘোড়া আর উট ।

এসকল নহে দেশে করিবারে লুট ॥

মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশ ।

জব্য দিব, অর্থ লব, এই জন্ত আসা ॥

ইথে অপরাধ কিবা কহ রাজহত ।

ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি নানা-গুণযুত ॥

বিবেচনা কর সাধু, সাধু নাম ধর ।

“কেন হে গহিত হেন আচরণ কর ?”

উত্তরে কহিছে সাধু, “শুন হে পাঠান ।

মানিলাম যা বলিলে সব সপ্তমাণ ॥

বাণিজ্যে বসতে লক্ষী, শাস্ত্রের লিখন ।

সকল দেশের তায়, উন্নতি সাধন ॥

ক্রেতা বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল ।

বাণিজ্যে রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল ॥

কি কারণে এ হেন বাণিজ্য সুখ-সেতু ।

অবরোধ করি আমি, শুন তাব-সেতু ॥

পূর্বে এই পুণ্য-ভূমি-বাণিজ্যের ধনে ।

ধনবতি হয়েছিলে, বিধগত ভুবনে ॥

দিগ দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর ।

এ দেশে আসিত কত বণিক নিকর ॥

বাণিজ্য সামগ্রী নানা লবে যেত দেশে ।

ভারতের ধন বৃদ্ধি হতো সবিশেষে ॥

এক এক নগরের কত ছিল ধন ।

অতাপি না হয় তার সংখ্যা-নিরূপণ ॥

একা কাশ্যকুঞ্জপুবে, অপূর্ণ আখান ।
 বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান ॥
 স্ববর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আগারে ।
 দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল সুপাকারে ॥
 সোমনাথ, মধুপুরী আর কালিঙ্গরে ।
 নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঙ্করে পঙ্করে ॥
 কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন ?
 কে হরিল সে সকল কুবেবের ধন ?
 কে করিল পুণ্য ভূমি, হৃৎপথে নিক্ষেপ ?
 কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ ?
 অল্পপমা ভারতের পতিব্রতা গণ ।
 কে করিল তাহাদের মর্যাদা হরণ ?
 কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ ?
 তোমরা জাননা কি হে সেই ইতিহাস ?
 যেই ছষ্ট হ্রাশয় হরিল এসব ।
 তোমরা তাহার জাতি, জাতি, গোত্রভব ॥
 হাজার মঙ্গল-ব্রতে হয়ে এস ব্রতী ।
 বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি ॥
 একুপ বাণিজ্যহুলে কত জাতি এসে ।
 করিলেক প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে ॥
 অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি ?
 দুর্গতির প্রতিকল, স্বরূপ দুর্গতি ॥
 কি ছার বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে এনেছ ?
 তোমাদের দেশ বড় উর্বর জেনেছ ?
 জান না ভারত-ভূমি লক্ষীর আবাস ?
 কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস ?
 কোন্ “মেবা” নাহি জন্মে ইহার ভিতর ?
 করে এসো হিমালয়ে নয়নগোচর ॥
 জরাগেতে যত “মেবা” জনমিয়া থাকে ।
 এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে ॥
 তাভিন্ন অনেক “মেবা” হেনরূপ আছে ।
 এ দেশে ব্যতীত আর কোথা নাহি বাঁচে ॥
 রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তার ?
 সিন্ধু-মধা স্রুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার ॥

আর এক ফল ফলে শূন্তর উপর ।
 কারণ-সলিলে পূর্ণ তাহার উদর ॥
 এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ?
 পান মাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর ॥
 কিবা শস্য স্রুমধুর আশ্বাদে উল্লাসে ।
 পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তি-ক্ষুধা-ভূষণ-নাশ ॥
 আর এক ফল আছে, নাম আনারস ।
 নন্দন-কানন-থেকে বৃষ্টি আনা রস ॥
 নন্দনপতির গ্রায় সহস্রলোচন ।
 উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-বরণ ॥
 শিরেতে পল্লব গুচ্ছ, পুচ্ছের আকার ।
 হেমময় কিরীট কাননে অবতার ॥
 অপূর্ণ সৌরভামোদে, যেতে উঠে মন ।
 ঝাকে ঝাকে ছুটে বুটে মধুকরগণ ॥
 বিকলে ছুটিয়ে আসা, বিকল সে ঘোটা ।
 অগীর অসাধ্য খেতে বস এক ফোটা ॥
 যথা কৃপণের ধনে, বাচক বাক্তি ।
 গতায়ত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিৎ ॥
 এই রূপ, কত রূপ, এ দেশের ফল ।
 বিশেষিয়া বাহ্য বর্ণন সেসকল ॥
 আনিয়াছ বসন, সুগন্ধ, সঙ্গে বাহা ।
 এদেশের হুল ভি কিছুই নহে তাহা ॥
 চাকা কান্দীরের তরে, কি শিল চাতুরী ।
 অপকূপ শোভাওণে মন করে চুরি ॥
 এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তুরী, মুগমদ ।
 এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিষদ ॥
 এই দেশে মল্লিকা, যুধিকা, আর জাতি ।
 এই দেশে মালতী, শ্বেতী নানা ভাতি ॥
 এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল ।
 জয়িত্রী, কর্পূর, চুয়া, পুগ, আদি ফল ॥
 একুপ অনেক দ্রব্য জনমে এ দেশে ।
 পূর্ণ-পয়োবির দ্বীপ-মাল্য বিশেষে ॥
 আমোদে আমোদ পেয়ে প্রভাত পবনে ।
 হাঙোদয় হয় বুদ্ধ-বারিধি-বদনে ॥

সেই সব অপূর্ণ সুগন্ধ দ্রব্য চয় ।
ভারতের নানা হাটে তুপে তুপে রয় ॥
ভারতে না জন্মে বাগা, না জন্মে জগতে ।
জগতে সর্বত্র ইহা খ্যাত ভাগ্যতে ॥
এই দেশে এত বিধ দ্রব্যের প্রকাশ ।
এই দেশে এত বিধ লোকের নিবাস ॥
অন্ত দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই ।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই ॥
লয়ে বাণ বত পার পেত্তা আখেরাট ।
লয়ে বাণ বেদানা দাড়িম মোট মোট ॥
পেয়েছি উত্তম অখ উই সারি সারি ।
ইহারা আমার পক্ষে হবে উপকারী ॥
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন ।
তোমরা এদেশ-থেকে করেছ হরণ ॥
লহ এক এক অখ এক এক জন ।
ক্রত বেগে সিন্ধু-পারে কর পলায়ন ॥
ধন আশে পুনঃ আর এস না এদেশে ।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে ॥”

এত বণি অখ দিয়ে করিল বিদায় ।
সেলাম করিয়ে পদে পাঠান পলায় ॥
রজনী প্রভাত হৈল বিপাশার তীরে ।
রাজপুত্র বন পূজা করে তার নীরে ॥
হর কর বম বম শব্দ সুগভীর ।
অস্তরে বহন করে প্রভাত-সমীর ॥
স্নান পরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা করি নিবরণ ।
তুরঙ্গে উঠিয়ে সবে করিল গমন ॥
মধ্যাহ্নের উপযোগ আঁটিথো নির্ভর ।
গৃহস্থ পরম যত্ন করে সমাদর ॥
একদা ঔরিন্ট-পুরে করিল প্রবেশ ।
যথায় নিবসে ক্ষত্রি-কেশরী-বিশেষ ॥
বলবন্ত সুধীর মণিক-দেব রায় ।
বহু-জনপ্রিয়, খ্যাত রাজ-পুতনায় ॥
গৌহিল-কুলের পতি, কুলধর্ম্মে রতি ।
প্রকৃতি প্রশান্ত, স্বাভাৱ, স্থানির্ম্মল যতি ॥

সুনায়াত্র স্বীয়পুরে সাধুর আগতি ।
আনিতে তাঁহাকে যান সঙ্গ সংহতি ॥
বাক্সিল মঙ্গল বাত্ম প্রীতি ঘর ঘরে ।
মঙ্গলাচরণ-গীত হয় বামা-স্বরে ॥
বাঁধিল বন্দনবার ত্রিপোলিধা দ্বারে ।
রচিল বচনা তাহে নানা কুলহারে ॥
আরোপিল আশ্র-শাখা সুবর্ণ কলসে ।
মারিল পথের ধূলা চন্দনের রসে ॥
প্রতি গৃহশিখরে পতাকা বিবাজিত ।
সিঁতারিত লোহিত হরিত নীল পীত ॥
যেমনি চুকিল সাধু নগর ভিতরে ।
অমান রমণীগণ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥
আগ-বাড়াইয়া গিয়া ঔরিন্ট-ঈশ্বর ।
সমাদরে স্নেহভরে লয়ে যান ঘর ॥
প্রণাম করিল সাধু তাঁহার চরণে ।
মানিয়া তোষেন তাঁরে প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
শির-স্রাণ লয়ে মুখ-চুষন অন্তরে ।
দেহ-গেহ-কুশল-জিজ্ঞাসা পরস্পরে ॥
হায় কোথা সে সঙ্গল সঙ্গল আচার !
এখন এদেশে নাই সে সব ব্যাভার ॥
প্রেম, ভক্ত, স্নেহ আর সীমতা, ভব্যতা ।
এ জগতে এই সব প্রকৃত সভ্যতা ॥
কর পরশর, আগিঙ্গন, স্নানস্তাষ ।
ইহাতেই জ্বায়েব স্নাত্য প্রকাশ ॥
ইথে নাই প্রত্যাঘা, নাই কিছু ব্যাঘ ।
এ সঙ্গল শিষ্ট চার কি হেতু বিলয় ?
একেবারে সন্তাব নতাব হিন্দুস্থানে ।
জাতি, জাতি, বন্ধু বলি কে কাহারে মান ?
স্বল্প-ধন-অভিমানে ফুলে উঠে কায় ॥
কেবা ছোট কেবা বড় জানা নাহি যায় ॥
“আর সবে ছোট হোক, আমি হই বড়” ।
এই মিথ্যা মান-মত্ত পানে সবে দড় ॥
সমনা রসে । স্থান অতি সুকোমল ।
নাহি তাহে অস্থি, এক সামান্ত কোশল ?

ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহাতে প্রকাশ ।
 অস্থিশূত্র জিহবা অতি-নাগিত্য-নিবাস ॥
 সে রসনা হইয়াছে পাক্ষ্য-অগ্নয় ।
 বিবেকের অশ্রুবর্তী রসনা না হয় ।
 কিবা মিত্র, কিবা ভৃত্য, বন্ধু পরিজন ।
 ধন-সত্তে কিছুতেই না পায় চেতন ॥
 জ্ঞান ধনে ধনী যেই, সে হয় পাগল ॥
 সেই লোক, যে বকে অনর্থ অনর্থগণ ।
 সেই শ্রিয়, মিথ্যা স্তব তুষিতে যে পারে ॥
 সেই দুষ্ট, যেই তাহা সহিবারে পারে ।
 সেই ঘৃণ্য, যে কহে বচন সান্না নিধ ॥
 সেই পূজ্য, যার মনে শর্ততা বিবিধ ।
 যার আছে টাকা, তার আগে পূজা কর ॥
 আতর গোলবে তার কলসের ভর ।
 যার নাই টাকা, জ্ঞান-ধনে যেই ধনী ॥
 স্মরণ বাহার বাকি, বল, ঈশ্বরমণ ।
 সে অতি অগ্রাহ্য, কিবা তার উপবোধ ?
 তার ভাগ্যে কেবল ভৎসনা আর ক্রোধ ।
 তার উক্তি তার যুক্তি মৃগ্য যার নাই ॥
 বস্ত্রবলে বলে বলী 'কিছু নাহি চাই ।
 নাহি বিভু বিশ্বেশ্বর, নাহি পাপ-পুণ্য ॥
 এ জগতে মজা সার, আর সব শূন্য ।
 রাজা ক্রজি বাৎ চিত্র, সেই মাত্র বস্ত্র ।
 ধ্যান, জ্ঞান, মিথ্যা সব, যে যা কয় অন্য ॥
 জ্ঞানী নাই, সাধু নাই, নাহিক বিবেক ।
 ধনে মানে যেই বড় সেই বড় এক ॥
 জ্ঞান মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, জ্ঞানী কেহ নাই ।
 ধর্মী কোথা ? কেন দেয় ধর্মের দোহাই ?
 এ জগৎ আছে শুদ্ধ স্মরণের কারণ ।
 যার আছে ধন তার কি আছে বারণ ?
 মজা কর নানা মন্ত যাহা ইচ্ছা হয় ।
 জন্মেছে কেবল শুদ্ধ স্মরণের আশয় ॥
 অহি মাংস বাহা চায়, কর তাহা আগে ।
 এর পর আছে কিছু মনে নাহি লাগে ॥

কিছু না দেখিতে পাই কারে বলে মন ।
 ভোজ্য পান চাই তন্ন পোষণ কারণ ॥
 আর বাহা, ধন বিনা পূরণ কে করে ।
 সে মর্ম্ম কি বুঝিবেক বিজ্ঞান নরে ?
 কিবা ছার গ্রন্থ-পাঠ, তত্ত্বের সন্ধান ?
 কিবা পর উপকার, হিত কার্য্য দান ॥"
 হায় কেন হেন দশা হইল এদেশে ।
 প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, মর্ম্ম-স্তিক ক্রেশে ॥
 সেকালের শিষ্টাচার গিয়াছে সকল ।
 স্মরণে কেবল হয় হৃদয় বিকল ॥
 এই রূপ আক্ষেপ করেন বিজ্ঞবর ।
 বিগত হইল নিশা দ্বিতীয় প্রহর ॥
 করিলা সঙ্গীত স্থির জানিয়া সঘর ।
 নিজের নিহারে রুদ্ধ নয়ন-নিচয় ॥
 মুখিয়ে পলকদ্বার স্মরণ সকলে ॥
 স্মরণ স্বপ্ন উঠে হৃদয়-কমলে ॥
 পর দিন প্রদোষে সকলে আসি বসে ।
 দ্বিজেন্দ্র তোষণ কর্ম্ম-দেবী কথ'-রসে ॥
 ইতি প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

—*—

শুন শুন অপক্লপ, স্মরণ সলিল-ক্লপ,
 কর্ম্মদেবী-কথা তার পর ।
 ছিল প্রথা পুরাকালে, অন্তঃপুর অন্তঃগালে,
 থাকিত উজ্জান মনোহর ।
 দিবা-অবশান-কালে, কুহুমিত কুহু-কালে,
 খেলিত বডেক ফুলবালা ।
 তুলি ফুল চাক করে, গতির সেই-হাগ-ওরে,
 কেহ বা রচিত গুচ্ছ মালা ॥

কেহ বসি তরুমূলে, রঞ্জিত তুলিকা তুলে,
লিখিত বিচিত্র চিত্র, পটে ।
নায়কের ভগ্ন মেহ ; কবিতা রচিত কেহ,
বসিয়ে নিখর-সন্নিগটে ॥
নিখর-রেতে বরে জল, সেইরূপ অবিকল,
নাখিকা-নয়ন-উৎস বরে ।
উভয়ের এক দশা, তাই বুঝি মদাগসা,
নিখর-সন্নিধি খেদ করে ॥
কেহ বা ললিত স্বরে, প্রেমময় গান করে,
তান ধরে আর এক জন ।
এমনি মধুর তান, বিহঙ্গ তাজিয়ে গান,
শুধু হয়ে করয়ে শ্রবণ ॥
কেহ জলে কেলি করে, যেন শোভে সরোবরে,
অভিনব প্রফুল্ল কমল ।
সুখ মাত্র দেখা যায়, কুণ্ঠিত কবরী তায়,
যেন মধুমত্ত ভূঙ্গ-দল ॥
কেহ বা বাজায় বীণা ; তাধীনা তাধীনা ধীনা,
মুদঙ্গে দিতেছে কেহ সঙ্গ ।
স্বরস বীণার স্বনি, অন্তরে উল্লাস গনি,
স্থির-নেত্রে শুনিছে কুরঙ্গ ॥
চাঁচর চিকুর খোলা, কেহ বা ধোলায় দোলা,
ধাবা-ধাবী বকুলের তলে ।
কেহ বা ছলিছে তায়, মরি কিবা শোভা হায়,
তড়িৎ চমকে মেঘ-দলে ॥
বিনোদ-ব্যায়াম-ছলে, কপোলেতে রঙ্গ কলে,
আরক্তিম বিষ-কল-জিনি ।
ঘন ঘন বহে খাস, হৃদয়ে উল্লাস-ত্রাস,
কঙ্কণ বাজিছে রিনি ঝিনি ॥
উড়িছে গুড়না বাস, পক্ষ প্রায় পরকাশ,
পরী যেন হেলিছে অধরে ।
থেকে থেকে কেহ কেহ, "খীর সহি দোল দেহ"
লাজ-ভরে অধর, সধরে ॥
এইরূপে লখীসনে, বিলসে বিহার বনে,
প্রদোষেতে মাণিক্য-গ্রহিতা ।

কর্মদেবী নাম তাঁর, রূপে লক্ষ্মী-অবতার,
চৌষটি কলায় প্রকাশিতা ॥
ষোড়শী রূপসী বালা, লাংবা পুষ্পের ডালা,
অনুতা সরলা চাক্ষুশীলা ।
তরুণ বসন্ত সময়, যৌবনের উপক্রম,
দেহে তার আসি দেখা দিলা ॥
এই ছিল মুকুলিত, মঞ্জরীতে আকুলিত,
কবে হলো ললিত ফলিত ?
দিন দিন চারু রেখা, জীবৎ বেতেছে দেখা,
পূর্বভাব হইল স্থলিত ॥
বয়স্যা দেখিয়া তায়, চিন্তিত মাণিক্য রায়,
নানারূপ প্রস্তাব প্রবন্ধ ।
অবশেষে হলো স্থির, মন্দোরেব ভূপতির,
নন্দন-সহিত স্নানবন্ধ ॥
অরুণ্য-কমল নাম, কুলের গোঁরবগ্রাম,
রাঠোর প্রসিদ্ধ রাজস্থানে ।
কর্মদেবী সহ বিভা, প্রেম-পদ্মরাগ-নিভা,
দিবা-নিশি জলে তার প্রাণে ॥
হেথা শুন সমাচার, মাণিক্যের সদাচার,
বশীভূত করিল সাধুরে ।
দগবল লয়ে সঙ্গে, বিবিধ-বিনোদ-রঙ্গে,
প্রবাস করিল তার ঘরে ॥
নিত্য নব নব খেলা, মল্ল ভূমে হয় মেলা,
কত লোক আসে দেখিবারে ।
অপরূপ মল্লযুদ্ধ, - চমকিত সভা শুদ্ধ,
নিরখি বিক্রম বারে বারে ॥
গণায়ুজ্ঞে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম,
কিবা ভীম কিবা হুয়োধন ।
কিবা দ্রোণ-কৃত-দীক্ষা, অপরূপ শর-শিক্ষা,
লক্ষ্য-ভেদে নয়নারায়ণ ॥
অসিচর্যা পরিপাটী, বিপক্ষের অসি কাটি,
তিল তিল ধরাতলে পাড়ে ।
এ সকল প্রকরণ, দেখেন পুরস্কীর্ণ,
বসি বহু কাণ্ডারের আড়ে ॥

দেব-সেনাপতি প্রাণ, সাধুর হৃদয় কাশ,
তাহে বীর বীর-চূড়ামণি ।
অধিমাত্র শৌর্য্য স্তম্বে, কীর্ত্ত-কথা মুখে মুখে
বশরসে ভরিল ধরনী ॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয়, এছাড়া নারীর প্রিয়,
বল আর হয় কোন জন ?
ভুলিল মাণিক্য-সুতা, প্রেম-অমর্য্যগম্বুতা,
সাধুবর প্রাপণ মনন ॥
সেই দিন ফুলবনে, কহিল সঙ্গিনীগণে,
আপনার মন অভিলাষ ।
নিরখিয়ে নীরধরে, চাতকীর মনোহরে,
গুপ্ত কভু রাখে কি উল্লাস ?
ফুল ফুল দৃষ্টি করি, কত কণ মধুকরী,
গুঞ্জরণে থাকে বা বিরত ?
নিজ-মলে চারুস্বরে, মধুময় গান করে,
প্রকাশ করিয়ে মনোগত ॥
কহে "সই, শুন কই, মানস হরিল ঐ,
দিবা-দম্ভ্য অনঙ্গ-কুমার ।
যেই রূপ গোত্র স্টে, স্কেরূপ প্রকৃতি বটে,
মোহিল রে মানস আমার ॥
দেখি নাই হেন নীতি, সাধু হয়ে চোর-রীতি,
নাম সাধু কার্য্যকালে চোর ।
শুনিয়াছি কত শত, যবনেরে করি হত,
বীর-রসে হয়েছে বিভোর ॥
হোক তাহে নাই ক্ষতি, রাজপুত্র যোগ্য রতি
নারী-চিত চুরী-ধর্ম্ম কিবা ?
ধন-চোর ভারি ভুরী, রজনীতে করে চুরী,
এর চুরী বিজ্ঞানে দিবা" ॥
শুনি বাক্য স্তম্ভায়, কোন সহচরী কয়,
"সেকি গোষ্ঠাকুর-কড়া সতি ?
হয়েছে সধকু ভব, বাঠোরেব বংশোদ্ভব,
সেইত ভোমার ধর্ম্মপতি ॥ ●
অন্ত-পূর্বা হবে বালা, জান না কতই জালা,
কুলে চড়ে কলঙ্কের দাগ ।

ধৈর্য্য । র. আশ্রয়োগ্য কিবে,
হর পর-বর-অমর্য্যগ ॥"
কর্ম্মদেবী কন রোষে, "কে আমার কথা দোষে,
কিবা ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার ।
জন্ম মৃত্যু পরিণয়, এসব সামান্য নয়,
ইহা হয়ে চলিছে সংসার ॥
ইচ্ছামত মুনিগণ, কত মত বিরচন,
করিলেন প্রাণপণাকরি ।
যুগে যুগে নিয়ন্তর, কেন তবে মতান্তর,
হয়ে থাকে কহ সহচরি ?
এই বা কেমন বিধি, পরিণয় সূখ-নিধি,
জাত প্রেম-পদোদি-মহুনে ।
নাহি দেখা পরম্পর, পর-পরিচিত বর,
উপজিবে প্রণয় কেমনে ?
দৈবধীন সংমিলন, হয় বটে সংঘটন,
কোথাও না মেলে এক রতি ।
কেবল ধর্ম্মের ভয়ে, কুলবালা থাকে সরে,
কিন্তু হুঃখে দহে তার মতি ॥
স্বাহ-সহ শশী-কলা, করে কভু কেলী-কলা,
ভয়গ্রস্ত গ্রস্ত তার মুখে ।
মত্ত মাতঙ্গের প্রীতি, কোমলা নলিনী সতী,
দেহ দ'নে নাহি থাকে স্তম্বে ॥
এ কুবিধি যদি সার, এই রূপ ব্যবহার,
অবাধে বলিত অবিরত ।
অন্তথা হইলে পর, অন্তপূর্বা ঘর ঘর,
অসত্য হইত কত শত ॥
ভীষক-নন্দিনী সতী, চাক-মতি গুণবতী,
ক্লিষ্টা রূপসী ।
শিশুপাতো, পরিবার, সধকু হইল তাঁর,
দৈত্যো দান সুধার কলসী ॥
ক্লেশগত তাঁর প্রাণ, ক্লেশ-খ্যান ক্লেশজান,
ক্লেশে লিপি পাঠান গোপনে ।
বিবাহের দিনে হতি, আসি হয়ে যান হরি,
হুই-দল পরাকৃত রণে ॥

"গুন কই প্রাণ সই, তাঁর চেয়ে সতী কই,
 স্বাপরেতে ছিল বিগম'ন ।
 সাবিত্রী সীতার প্রায়, লোকে যার বশ গায়,
 রমা-রূপে ধাঁহার সম্মান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান, শুনিয়ে হরিল জ্ঞান,
 মানসে বরিলা যছলাল ।
 সেরূপ আমার প্রাণ, সাধুর স্মরণ গান,
 শুনে শুনে মুগ্ধ বহুলাল ॥
 আগে বরিয়াছি তার, লাজ ভয়ে বাপ মায়
 মর্থ-কথা প্রকাশ না করি ।
 পিছে বাঠোরের সনে, কিছার অন্তর কণে,
 লক্ষ্য হয়েছ সহচরি ॥
 কল্লিগীর কৃষ্ণপ্রতি, গুণ শুনে মজে মতি,
 প্রতি-পথে প্রণয় তাঁহার ।
 আমি শূন্য গুনি নাই, নয়নে দেখিছি ভাই,
 রূপ-সিদ্ধ গুণের অধার ॥
 যে সে হোক সই, মরে ক্রব জান অই,
 সাধু মাত্র মম প্রাণপতি ।
 সাধু-ভিন্ন-অন্ত জনে, পতি শব্দে সন্ধানেনে,
 না করিব আপনা অসতী ॥
 যদি অন্তে হয় স্বামী, জীবন ত্যজিব আমি,
 অথবা ত্যজিব নিকেতন ।
 বিজন-বিশিন-মাঝে, ভ্রমিব যোগিনী-সাজে,
 ভবব্রত করি উদ্যাপন ॥
 আত্মহিত বজ্র ভাঙ্গি, সাধুর মঙ্গল মাঙ্গি,
 নিবানিশি করিব বাপন ।
 বনচারী যুগদল, নাহি জানে কোন ছল,
 তারা হবে সহচর গণ ॥
 অপার এ দুঃখ নদী, এর পারে জীতে যদি,
 ভোমাদেব থাকে অভিগাষ ।
 কম্বুহাশ বেইরূপ, কহ গিয়ে যথা ভূপ,
 কহ গিয়ে জননীর পাশ ॥"
 বলতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা,
 চাঁদগতা পতিজা ধরায় ।

নিরখিয়ে সখীগণ, হইল চঞ্চল মন,
 ভয়ার্ত্ত হৃৎগী-দল প্রায় ॥
 কেহ গিয়ে সোণবরে, অঞ্জলি বাধিয়ে করে,
 আনিয়ে সলিল স্থশীতল ।
 ললাটে সিঞ্চন করে, কেহ ভ্রাণপথে ধরে,
 অভয় বিকচ কমল ।
 কেহ যত্নে কোলে লয়, কেহ আনি কিসলয়,
 বীজন করিছে ঘন ঘন ।
 কেহ ডাকে উঠেঃবরে, উঠি সখি, চল ঘরে,
 এ নহে তোমার স্মরণভন ॥"
 দেখে দৈবের কর্ম, দেখে নহে ধাতাধর্ম,
 ধরণী তাঁহার নর্ম্মহণী ।
 ভাব বুঝা বড় দায়, কেবা তার তত্ত্ব পায়,
 হুঁতবোহ জুজ্ঞেয় সকলি ॥
 নব-শ্রেয়ানল জালা, দহে নাহি সহে বালা,
 মুক্তিভা হইল উপবনে ।
 সাধু সেই স্নানময়, আবোধ করি হয়,
 ভ্রমে বাসু-সেবন-কারণে ॥
 দিবসের অবসান, সন্ধ্যাকাল মুর্ত্তিমান,
 অন্তগত হন দিনমণি ।
 ফুলবন-সন্নিধান, গুনিলেন মতিমান,
 কামিনীর কলকর্ত্ত-ধনি ॥
 চপল যুবক মন, হে রবারে আকুঞ্চন,
 প্রাচীরের পাশে রাখে হয় ।
 করে তথা দরশন, নিপতিত ধরাসন,
 স্বর্ণলতা মুচ্ছাগতা হয় ॥
 চারিপাশে নববালা, যেন নক্ষত্রের মালা,
 ঘেরিয়াছে পূর্ণ শশধরে ।
 এ উহার মুখ চায়, কেহ করে হায় হায়,
 কেহ শরে করাঘাত করে ॥
 নিরখি অনঙ্গ স্তূত, দয়ারসে দ্রবীভূত,
 ● ঘোড়া ত্যজি উঠে সেইক্ষেণে ।
 প্রাচীর লঙ্ঘন করি, যায় যায় ব্রহ্মাঙ্গরি,
 যথা কৰ্ম্মভেদী ধর্ম্মাসনে ॥"

হৃদয়-বক্ষকে কয়,
বিলম্ব হইবে এইখানে ।
হেথা পুষ্প উপবনে, কুমার কুমারী সনে,
যা হইল শুন সাবধানে ॥

সাঁধুরে সহসা নিরখি তথা ।
কাহাণী মুখেতে না সরে কথা ॥
স্থগিত চকিত হইল তার ।
লাঞ্জেতে সুদিত নয়ন তার ।
কেহ বা সঘনে ঘোমটা টানে ।
কেহ অধোমুখে কটাক্ষ হানে ॥
কেহ আঁখি মেলিয়া চায় ।
আঁখ-কোটা নীল নলিনী প্রায় ॥
যেন হংসীদল মানস-সরে ।
প্রদোষ সময়ে নিনাদ করে ॥
চতুরাননের বাহন-বরে ।
সহসা নিরখি সে সরোবরে ॥
সকলে যেমন নীরব হয় ।
সে রূপ হইল ললনা চয় ॥
ধেধ দৈবাধীন সেই সে ক্ষণে ।
চেতনা উদয় হইল মনে ॥
মাণিকা-নন্দিনী মেলিয়া আঁখি ।
যুগল চঞ্চল খঞ্জন পাখী ॥
চাহিতে সাঁধুরে হেরিয়া তথা ।
আঁখি মুদি মনে কহিছে কথা ॥
এ কি হলো ঘোরে স্বপন-যোগ ।
বিরাম বিরহ নিয়ত ভোগ ॥
নয়ন মুদিলে নিরখি যারে ।
প্রকাশিলে পুন নেহারি তারে ॥
অনঙ্গ নন্দন অনঙ্গ-সম ।
ক্ষণেক না ছাড়ে মানস যম ॥
আভিধোর ফল ফলিল ভাল ।
অভিধি হইল আমার কাল ॥

আমার এদশ জানিত যদি ।
অবিত তবিত এছঃখ নদী ॥
কিছার আমি বা কেন বা লবে ?
আমার কপালে এমন হবে ?
তার রূপ শুণ সাগর-শায় ।
আমি ক্ষুদ্র নদী-স্বরূপ তার ॥
কিন্তু তটিনীর সাগর পতি ।
সিদ্ধি বিনা নাহি তাহার গতি ॥
এমন হবে কি আমার ভাল ?
সাধনা সফল হবে কি কালে ?
কিছুতেই প্রতীতি না হয় হেন ।
পর-করে আমি মরিব যেন ॥
যাহারে মানস কভু না চায় ।
কেমনে জীবন সঁপিব তার ॥
কেমনে তাহারে বলিব আমি ?
সাধু পরিণীতা বনিতা আমি ॥
এত ভাবি অভি কাতর তরা ।
নয়নের জলে ভাষায় ধরা ॥
ধৈর্য-বন্ধন ঘাইল দূরে ।
‘সাধু সাধু’ নাম বদনে ক্ষুরে ॥
শুনিয়ে বিষয় সুবকরাছে ।
বলে “আজি একি কানন মাছে ॥
মোহিতা মহিলা ধরনী-ভলে ।
নয়ন-নিরোধ নিদানী-ছলে ॥
যেন ধরাসনে নলিনী-দাম ।
কেনবা লইছে আমার নাম ?
আহা মরি এ কি মাধুরী-ছটা ॥
রূপের বাণিজ্য-বহিঃ-ঘটা ॥
মাণিক-মণ্ডিত চরণ লাল ।
অথরে জলিছে মাণিক-মাল ॥
ধিকর শোভিত শোভিত রাগে ।
পদ্মরাগ শোভে যুগল ভাগে ॥
দশন বিমল-মুকুতা-পাতি ।
কিবা সমুজ্জল তাহার ভাতি ॥

অধর-অন্তরে শোভিত কিবা ।
 মুক্ত মুক্ত মোতির ডিবা ॥
 নিগীলিত আশি রত্নমণীল ।
 পলকের ছাঁরে দিয়াছে শীল ॥
 চাঁচর চিকুণ চামর জাল ।
 চরণ অবধি শোভিছে ভাল ॥
 তরুর সুরতি অনুর-ধায় ।
 মধুপ মধুর মানসে ধায় ॥
 বাহুতে গজজন্তু দশন বিভা ।
 চন্দ্রস্বাত্ত মণি তাগির বিভা ॥
 পদাঙ্গের ছড়ী অঙ্গুষ্ঠী-দলে
 বসুর বলনা নিরখি পলে ॥
 কনক বরণী তরুণী চাক ।
 কোঁচ পানে দৃষ্ট না হয় দারু ॥
 অপরাধ এই প্রমদা তরী ।
 যৌন-সাপের লোকন করি ॥
 ইহার ধনিক বণিক কই ।
 কপ না আমায় যত্নক সেই ॥
 বিদ্রম ভয়ীতে পতিত তরী ।
 নাবিক-বংশীনা বিচার করি ॥”
 শুনি লাজ তাজি জনেক আলী ।
 কহিছে বন মধুর ডালী ॥
 ও হে স্বরসিক পথিক-বর ।
 এ তরীর কণা শ্রবণ কর ॥
 নানাধিষ নিধি লইয়ে ভরা ।
 তাজি বালা-লীলা তটিনী খরা ॥
 প্রবেশে যৌবন-জলধ-জলে ।
 প্রথমেই তাহে অন্তত ফলে ॥
 চন্দ্র নাম ধর নাবিক-বর ।
 বহুধিষ গুণে নিপুণ-তর ॥
 দৈব্যা হালী কতে ধরি কবিতা ।
 হৃদয়ের হৃদয়ে ছিল বসিয়া ॥
 এমন সময় তরুর এক ।
 সাধুর স্বরূপ ধরিয়া ভেক ॥

নাবিকেরে বেধে গিয়াছে লয়ে ।
 ভাসিছে তলী অধীরা হয়ে ॥
 সাধু নাম ধরে, প্রকৃতি চুরি ।
 মুখে মধুস্বরে হৃদয়ে ছুরি ?
 তুমি কি তাহায়ে জান হে ধীর ?
 কিঞ্চিৎ করনা উপায় স্থির ॥
 অথবা নাবিক-বিজ্ঞান জান ।
 বিপথ-বাহির কুলেতে আন ॥
 তবে প্রাতি দিয়ে এগুরু ভার ।
 “আমাদের দেখা কি কাজ আর ॥”

সেমন বচন অমনি কাজ ।
 আবাক হইল সুবক রাজ ॥
 গৃহপ্রতি সবে করিল গতি ।
 নৃপুত্রের স্বরে জাগিল সতী ॥
 আশিবিধি তথা উঠিল বসি ।
 রাহ-মুগ-মুক্ত যেমন শশি ॥
 দোষিয়ে সজ্জিনী সকলে ধায় ।
 নিকটে দাঁড়ায়ে নাগর-রায় ॥
 নাগেরে নিরখি শিহরে হিয়া ।
 সহচরীদলে প্রবেশে গিয়া ॥
 নিরখি নাথক যুড়িয়ে পাণি ।
 কহিছে মধুর-বসাল বাণী ॥
 কোথা যাও মধুরা বিধুরা হয়ে অমে ?
 শ্রম-জল লগাটে উদয় পরিশ্রমে ॥
 শিশির শীকরে সিক্ত সবসিক্ত প্রায় ।
 জলে স্থলে আজ এক শোভা হার হার ॥
 উভয়ের এক দশা প্রদোষ সময়ে ।
 হের হের হরিণাক্ষি সবসি-হৃদয়ে ॥
 হের তোমায় নিরখিতে কুহুর-সকলে ।
 একে একে নয়ন মেলিল জলে স্থলে ॥
 অই দেখ নিরখিতে তব মুখ-শশী ।
 কুমুদ ঘোমটা খুলে সলিলে, প্রেরণি ॥
 অই দেখ মলিকা যুথিকা ধরে ধরে ॥
 হাসিতেছে ভাসিতেছে হৃদয়ে সাগরে

এই শুভ মঙ্গল মঙ্গল বহুত ।
 বৃহৎ মনের উল্লাস বুঝি কহে ॥
 অথবা স্থিতি তব হরণ-কাণ ।
 চোদ-প্রায় চুপি চুপি চলিছে পবন ॥
 এ সকলে পরিহরি থাকিবে কোথায় ।
 উচিৎ না হয় তব, শোভা নাহি পায় ॥
 যায় প্রেমগতা-লুকে লুকে এক জন ।
 প্রত্যাহার তার পক্ষে না হয় শোভন ॥
 কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর বসি এই স্থলে ।
 তোমার সেবার তৃপ্ত হউক সকলে ॥
 আর শুভ চাক্ষুণ্য সম নিবেদন ।
 শুভ প্রেমগতা-লুকে আর এক জন ॥
 বীরতা বনিতা তার ছিল মত ভাল ।
 সেই রস তার কাছে পবন বসল ॥
 সেই মাত্র বরণীয়া শরণীয়া তার ।
 কিবা দিবা বিভাবরী বিমোহ নিহার ॥
 আত্ম এই শুভকণে সেভাব বিগত ।
 নবতার আবির্ভাব স্থখী তাহে কত ।
 তোমারে নিরখি ধন মানিলেক মনে ।
 বীরতম প্রেমভোরে ছিন্ন এইকণে ॥
 এ জনতে বসতিছ আছে মধুরতা ।
 ছুবি ভায় সারময়ী ওহে স্বর্ণলতা ॥
 সে মাদুরী হুশা তব নয়নে অশেষ ।
 কটাক্ষে তাহার হৃদে করিল প্রবেশ ॥
 তেমন অমির নহে কহু আবারিত ।
 একেবারে মানস হইল উদ্ভাসিত ॥
 মাতাইয়ে কোথা যাব, কেমন এ দয়া ।
 কর যোর নিবারণ ভূক্তি-তরয়া ॥”
 তনি কথা নব্রহ্মণী অধিক হাজ্জিতা ।
 বিবাহ-বাসয়ে যথা বাসকলজ্জিতা ॥
 লহচরীগণ-মাঝে করিল প্রাণ ।
 শোন-ভয়ে ভীতা কপোতিনীর সমান ॥
 শাবাশ্ চতুরা ধীরা, শাবাশ্ চাতুরী !
 শাবাশ্ লবন-গুণ শাবাশ্ মাধুরী !

মানস মাঝারে প্রেম নির্যাস উথলে ।
 কি সাধ্য নয়ন-পথে প্রবাহ নিকলে ॥
 লজ্জা তার দাঁত বন্ধ করিয়াছে তটে ।
 ফিরে যায় প্রেম-প্রোভ মনের নিকটে ॥
 লুকাইতে লাজবশে নয়নের আলি ।
 তাই বুঝি অধোমুখে বহে কুলবালা ?
 হায়রে বয়স-সন্ধি স্থপের সময় !
 আর কি সময় আছে হেন বসবস ?
 লজ্জাসহ প্রেমের হয় হাতাহাতি ।
 যথা প্রাতে শুভমঃসহ তপনের ভাতি ॥
 ক্রমে যত তেজ বৃদ্ধি হয় ভাঙ করে ।
 ততই তিরিচয় বিগত অন্তরে ॥
 পরিণেশ পরিপূর্ণ প্রভার বিজয় ।
 সেইরূপ লজ্জা গতে প্রেমের উদয় ॥
 ফলে যথা তিরিচয় বিহীন ছাড়ি নয় ।
 লজ্জাসহ প্রেমের সে ভাব হয় ॥
 উভয়ের রাজধানী সতীর হৃদয় ।
 হায়রে বয়স-সন্ধি স্থপের সময় !
 অরিলে সে স্থখময় রসের ঘোবন ।
 নেচে উঠে বা-প্রায় প্রাচীনের মন ॥
 কণক জড়িত-শূণ্য জবতীর দশা ।
 স্থবিয়া ঘোবনমদ হয় মালসা ॥
 কিন্তু সে অসার স্থখ স্বপনের প্রায় ।
 চেতনায় কেবল যাতনা বৃদ্ধি পায় ॥
 হায় বিচারনা যেম নীহারের দার !
 দেখিতে দেখিতে ভাঙি কিরণে সংহার ॥
 হেথা শুভ সমস্তার সন্ধিনী-সদনে ।
 কর্মদেবী দাঁড়াইলে বিনত বসনে ॥
 সাধু সবেশনে কহে এক সচ্চরী ।
 শাসিতা তাহার নাম প্রগল্ভা মন্দরী ।
 কেমন এ বীর-পার্শ্ব বুঝিতে না পারি ।
 কোথা শৌর্য ? শূন্য হয়ে চৌর্য অধিকারী ॥
 অবলা সরগা বালা ঠাকুর-ছিতা !
 চিত চুরি করিলে হে, কারলে মোহিতা

গিছে এক চমৎকার বীরের লক্ষণ ।
 কি সাহসে করিলে হে প্রাচীর লঙ্ঘন ?
 কুলবালা-প্রবোধ-কানন স্থল এই ।
 ইথে যে পুরুষ আসে, অবিনয়ী সেই ॥
 ভূপতির ভাবান্তর করিলে লোভন ।
 এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করহ শ্রবণ ॥
 এইক্ষেণে ভূপতি সমীপে কর গতি ।
 আত্মা-দক্ষিণা চাও করিয়া বিনতি ॥
 এমন দক্ষিণা আর কে পায় কোথায় ?
 কুবেরের সর্বস্ব সমতা নাহি পায় ॥
 যাও যাও যুঝাজ, তাজ এ সমাজ ।
 তাজ লাজ, যদি চাও সাধিতে স্বকাজ ॥”

সাধু কন, বীর-ধর্ম আছে কি না আছে ।
 রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে ॥
 শুনি নাই হেন রাত্রি অতিথি যে জন ।
 প্রার্থনা করিয়া করে দক্ষিণা গ্রহণ ॥
 গৃহী যেই করে সেই দক্ষিণা প্রদান ।
 সর্বত্র সুনীতি এই, বেদের বিধান ॥
 তোমাদের এদেশে সকলি বিপরীত ।
 প্রার্থনা বিরহে নহে দক্ষিণা বিহিত ॥
 পতঙ্গ মাতঙ্গ মীন কুরঙ্গ প্রভৃতি ।
 রূপ গন্ধ রস রবে প্রমত্ত প্রকৃতি ॥
 কুরঙ্গ স্বরূপ আমি ভ্রমি স্থখবনে ।
 সহসা বিনোদ-ধ্বনি প্রবেশ শ্রবণে ॥
 মোহিত করিল মন মনোহর স্বরে ।
 মত্ত হয়ে আইলাম কুঞ্জের ভিতরে ॥
 সুধাস্বরে ছিল সুধু প্রমত্ত শ্রবণ ।
 হেরি অপরূপ রূপ মাতিল নয়ন ॥
 যথা সরসার জল কম্পন-সময় ।
 গঙ্গাধন-প্রকম্পন ঘন ঘন হয় ॥
 ক্ষতি আশি মাতিল, মাতিল তাহে মন ।
 করিলাম ভিক্ষু-প্রায় প্রাচীর লঙ্ঘন ॥
 দাতা-দ্বারে দাঁড়াইয়া দীন দীর্ঘাশয় ।
 ভিক্ষা করি আশা যদি পূর্ণ নাহি হয় ॥

তবে আর কি ক'জ এখানে অবস্থান ?
 বিমুখ অতিথি করে স্বস্থানে প্রস্থান ॥”
 এত বলি করে সাধু পূর্ণপথে গতি ।
 নিরখি নৃপতি-বালা সচক্ষু অতি ॥
 শাবিরায়ে সঙ্কোচিয়ে কহেন বচন ।
 “আলো আলি কি করিলি কহনা এখন ॥
 অবিনয়ে নাথের করিণি ভাবান্তর ।
 হায় হায় ভাবনায় অস্থির অন্তর ॥
 অকুণ্ঠিত প্রেম-তরু এমন সময় ।
 আঘাত করিল প্রভঞ্জন অবিনয় ॥
 অকুরে অঘাত পেয়ে বৃদ্ধি হয় নাশ ।
 কি হবে নাহিক আর আশ্বাসে বিশ্বাস ॥”

মদালসা কহে “গুন ঠাকুর-কুমারি ।
 কুখারের এ বাক্যে আশা আছে ভাবি ॥
 কহিলেন বীর-বৃদ্ধি, আছে কি না আছে ।
 রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে ॥
 গুনিয়াছি কলা-প্রাতে হবে ঘটঘোষ ।
 দেখাবেন নানা শিক্ষা তব মনোচোর ॥
 কম্ব দিন মহাধুম হয় এ নগরে ।
 সুসজ্জিত রঙ্গ-ভূমি হতেছে প্রান্তরে ॥
 দেশ দেশ থেকে কত আসিতেছে বীর ।
 বনাশ বিপাশা কিবা নরনারী ভীর ॥
 সবে বলে এই কথা, রঙ্গভূমি-স্থলে ।
 জয়লঙ্ক হবে সাধু শিক্ষার কোশলে ॥
 গুনিয়াছি, অন্তঃপুরে আছে নিমন্ত্রণ ।
 মহিষী যাবেন তথা সহ স্বীয়গণ ॥
 সাধু প্রতি যদি তব একান্ত হৃদয় ।
 সেই স্থলে সেতাব প্রকাশ যোগ্য হয় ॥
 বিজয় লভিল বীর ওগো বীর বালা ।
 সভা সাক্ষি করি তাঁরে দিও বরমালা ॥
 ইথে অসদৃশ কিছু না হবে ঘটন ।
 বীরত্বের পুরস্কার মায়া-সমর্পণ ॥”
 শুনি “ভাগ ভাগ” বলি সবে বিল সায়া ।
 চলিলেন চাকরীলা বিশ্রাম-শালায় ॥

হে পথিক ! বিভাবরী অৰ্দ্ধগত হয় ।
 “হইয়াছে বিশ্রামের সুখদ সময় ॥”
 এত বলি যন্ত্র পরিহরে কবিবর ।
 শ্রোতৃগণ নিদ্রাদেবী পূজায় তৎপর ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ ।

—*—

তৃতীয় সর্গ ।

—*—

অপূৰ্ণ হইল শোভা প্রভাত-সময় ।
 বলিচক্রে উপনীত বহু লোক চয় ॥
 কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ বথোপরে
 সমবিক অবস্থিত চরণ নির্ভরে ॥
 একধারে মঞ্চোপরে পূৰ্ণারীগণ ।
 জিনিযে কুহুম-কুঞ্জ অপূৰ্ণ শোভন ॥
 বিকচ-কমল-দল-গৰ্ব্ব খরু করি ।
 হস্ত মুখে মুখে বাস সকল হৃন্দরী ॥
 বিকশিত ইন্দ্রাবর নয়নে নয়নে ।
 মদ-ভরে ঢল ঢল শ্রভাত-পবনে ।
 বাড়াইতে তার রাগ কি কাজ বজ্জলে ।
 অভিমানে দলিত অঞ্জন তাইগণে ॥
 বাধুলী ফুটিছে কত অধরে অধরে ।
 তাধুলের সাধ্য তাহে রক্তিম বিতরে ?
 কোথা বা প্রকুল মুখ মল্ল হাস্যমান
 শুচিস্থিত বিকশিত কিংকর সমান ॥
 কত কুল কুটজ-কোরক-বিমোহন
 বিমল দশন রুচি রুচির দর্শন ॥
 কাহারো কণোল-প্রভা তিনি নব জবা
 অর্থ্যলোভে লুপ্ত মনোভব মনোভবা

কঙ্ক-কষণে ঢাকা কুচ-সরোরুহ ।
 হরিত পল্লবে বকু পদ্মকলি বৃহ ॥
 কিবা অঙ্গ আভা মরি কি সৌরভ তার !
 কে আর গৌরব করে কেয়ার পাতার ?
 নিরমল সে আভায় আঁধি মনোভায় ।
 চেলিকার কিবা সাধ্য ঢেকে রাখে তার ॥
 লগু নীরধরে কভু ইন্দু থাকে ঢাকা ।
 জলদে করিয়ে ভের অবতীর্ণ বাকা ॥
 সবে অবগুণ্ঠবতী কিবা শোভা তার ।
 নীরধির নীলজলে ইন্দুছায়-প্রায় ॥
 পবন-হিল্লোলে দোলে বসনের ফাঁদ ।
 ঝগমল ঢলঢল নিরমল ঢাদ ॥
 নানা ভঙ্গিমুতা যত অনঙ্গ-ভঙ্গিনী ।
 রহস্ত-কৌতুক-কলা-রসেতে রঞ্জিনী ॥
 কেহ বেণীহস্তা, কেহ ব্যজনী হেলায় ।
 কেহ শিশুসহ মত্ত বিনোদ খেলায় ।
 কোন ধীর অতি-ধীর বিরলে বসিয়া
 একদৃষ্টে দেখে সভা, শিরে হাত দিয়া ॥
 আঁসবে নায়কবর আছে সমাচার ।
 বিদায় চাতকী সম আগমন তার ॥
 জাতী যুথী মল্লিকা মালতী গাথি হার
 বিজড়িত তাহে চারু কবরীর ভার ॥
 শ্রিয়-চিতে বাড়াইতে উৎসাহ লহরী ।
 আনিয়াছে ফুল-হার যত্নে শিরে ধরি ।
 বলীচক্রে বীরের বীরত্ব-প্রদর্শন ।
 করিবে নায়ক-শিরে কুহুম-বর্ষণ ॥
 অত্যাধারে বার দিগে ঔরিট-জিহ্বর ।
 দলে বলে উপবিষ্ট যেন পুরন্দর ॥
 কুলদেব ভাস্কর গরিমা অভিজ্ঞান ।
 উঠেছে কনক চাকী তপন সমান ॥
 ধরেছে আড়ানী বার ‘কিরণীয়া’ নাম ।
 প্রভাত-কিরণে জলে কত রত্ন-দাম ॥
 ব্যজনী হেলায় পাশে কোন অলুচর ।
 কবি কহে কবিতা বানানে বহুতর ॥

বন্দী করে স্তম্ভবান বংশ বাখানিয়া ।
 বিমোদক কহে কথা সময় জানিয়া ॥
 ভাঙে কয়ে ভাড়া মী বাফোর কত ছটা ।
 থেকে থাকে জেঁকে উঠে হাঙ্গরস-বটা ॥
 বসিয়াছে মল্লিগণ নিজ নিজ স্থানে ।
 গভীর স্থাধীর ভাব চিত্ত একতানে ॥
 এলম্ব একটু নেত্র মুছ হস্তধর ।
 লোলিত শশ্রু ভায় বকের উপর ॥
 উন্নত বিপুল মৌলী, বীরবোলা কাণে ।
 ধ্যান দেখি বোধ হয় পশ্চিমত জ্ঞানে ॥
 আর আর পারিষদ বসিয়া সকলে ।
 তার অস্তে পদাতিক খাড়া দলে দলে ॥
 আসা অসি খঞ্জর পরশু ভল্ল শূল ।
 শির টেড়া তাহে বেড়া লোহিত দ্রুত ॥
 অদ্বয়ে দাঁড়ায়ে শত মন্ত করিবার ।
 শূক নাড় মন খাড়ে করে ঘোর স্বর ॥
 মহাতেজী ভাজী বাজী, সাজি নানা সাজে ।
 ঘন ঘন হেঁচা রব কয়ে সভামণ্ডলে ॥
 থাকি থাকি মায়ে বাকি কর্ণ করি খাড়া ।
 খাড়া তুলে উঠে ফুলে বুকে দিয়ে চাড়া ॥
 সুগয়া আঁথেট রণে অতি কষ্টে কায় ।
 কিয় তাহে থাকিতে ক্ষণেক না হ' চায় ॥
 কুন্ড-পৃষ্ঠ হ্রাজ-যেহ সান্নি সান্নি উট ।
 চালকের ইচ্ছিত মাঝেই দেখে ছুট ॥
 কদাকার রূপ বাটে, গুণে নাট ক্রটি ।
 হুবহুতী তুলনার নাহি যায় যুটি ॥
 এতত্ত্ব প্রভুত পরোবিরহী প্রলেশ ।
 ভাঙ্গতেজ রেশু ক্ষেত্র কুয়াশ বিশেষ ॥
 বহে তাহে ঘোর বায়ু কালাস্তের কাল ।
 অসক্ত পরাধীন হেন কি আছে ভয়াল ?
 পরশমে অজ্ঞানে ইন্দ্রন সমান ।
 অজ্ঞানতত্ত্ব ভগ্নগত হুঁকট প্রাণ ॥
 কোষায় সিরজে কোষা 'জুহু' নামধর ।
 মহাহতভে মঙ্গদেশ শাসনে তৎপর ॥

হায় যেই তৃত্যেষ্ঠ জগতের প্রাণ ।
 যে হয় স্বরভি দ্রাণ প্রদান-নিদান ॥
 জীবগণ অরজালা শ্রান্তি ক্রান্তি হর ।
 মলয় অচলে যেই রয়ে নিরন্তর ॥
 তার পুনঃ একি ভাব, স্বরণেতে ভর ।
 পরশমে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয় ॥
 হেন ভীম-প্রভঞ্জন প্রভাব প্রদেশ ।
 ছায়া অল, তৃণ দল, নাহি মাত্র লেশ ॥
 মর্ত্তিও-ময়ূখ-মালা মৃত্যুর কিঙ্করী ।
 মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী ॥
 হেন দেশে অনায়াসে ভ্রমণে নিপুণ ।
 পশু মধ্যে উট তুল্য কার আছে গুণ ॥
 নিরাহারে নিরলস গমনে নিবেশ ।
 তিন দিন নিরন্তু উপাশে নাহি ক্লেশ ॥
 অতি দূরে প্রান্তিরে থাকে জলাশয় ।
 সেই দিগে ধায় যদি পানি ইচ্ছা হয় ॥
 জাহ্নবী সিন্ধু হ্রাদ উষ্ট্রের নিকটে ।
 দূরে থেকে বারিগহ নাম ত প্রবটে ॥
 আর এক অজ্ঞান অতি চমৎকার ।
 না হইতে সিন্ধুকোর প্রবাহ ইহার ॥
 লানিয়া আগত তায় হৃদয়া নয়ন ।
 চরণ প্রসারি করে ধরায় শয়ন ॥
 যতক্ষণ প্রভঞ্জন শান্ত নাহি হয় ।
 ততক্ষণ শুদ্ধভাবে ধরাসনে রয়ন ॥
 বহিয়া যাইলে বায়ু জানিয়া সময় ।
 পূর্বমত প্রাণে প্রয়ুত পুনঃ ভয় ॥
 হায় হেন কুৎসিত আকারে এই মত !
 অপ্রতিম অসৌম্য সদ্গুণ থাকে কত ।
 এইরূপ কতরূপ করি আড়ম্বর ।
 বায়ু দিগে বসিয়াছে গুণিট-জিহ্বর ॥
 করিপৃষ্ঠে নোবৎ বাজিছে স্বধাময় ।
 শুড় শুড় পরজিত দাকাদ্য-নিচয় ॥
 সান্নিভয় কিবা ধ্বনি, কিবা তান তার ।
 করিছে ইন্দ্রবী টোড়ী প্রকৃতি আদার ॥

স্বয়ং উদাল করে মধুর আলাপে ।
 সন্তান শোকার্ত কান্ত কণ্ঠে বিলাপে ॥
 বাজিছে তাহার সাজ, বাজ সান্তে সান্তে ।
 বিরামের ছন্দ-ভেদ, মন মাতে তাতে ॥
 অন্তধারে জনতার নাহি পরিশেষ ।
 মানবী-অটবী প্রায়, নাহি শূন্য লেশ ॥
 হুশোভিত শিরদ্বাগ প্রকার প্রকার ।
 উর্দ্ধথেকে দৃষ্ট হয় যেন একাকার ॥
 মাঝে মাঝে রথচর পতাকা ভূষিত ।
 চূড়োপরি রতন বস্ত্রা বিলসিত ॥
 লোহিত উকীয় শিরে, অঙ্গে অঙ্গরাগা ।
 ছদ্মবেশে উড়ানী প্রান্ত, যেন হই পাশা ॥
 বসিয়াছে রাধাগণ, গৌকে দিয়ে চাড়া ।
 আশে পাশে তাহুলী, তাহুল লয়ে খাড়া ॥
 মদক যোদ্ধক লগ্নে ফেরে ফিরি ঘুরি ।
 বরজী, অনুভী, পেড়া, ঘিওর, কচুরী ॥
 কোড়িরূপ রেউড়ী পিউরী স্তম্ভর ।
 শকরীর ঝাঁক যেন শোভে তরে তরে ॥
 খেলনা বিক্রেতা, লয়ে বিবিধ খেলনা
 কুটুম্বিনী সমাজে করিছে আনাগণা ॥
 মাটিতে রচিত মল্ল, মল্ল-সহ খেলে ।
 সমাদরে ক্রয় করে ক্ষত্রিয়েব ছেলে ॥
 কোথা বা আসিক-সহ আসিকে লড়াই ।
 ভক্তিদেশে বোধ হয়, করিছে বড়াই ॥
 যেদেশে বেক্রপ রত্তি, সেই রূপ মতি ।
 সেই রূপ জীড়ারস, সেই রূপ রতি ॥
 শৈশব হইতে সেই দিগে চিত ধায় ।
 অস্তরস, অস্তরূপ জীড়া, নাহি চায় ॥
 বধা, বান্দালার লোক নহেক সাহস ।
 নারীপ্রিয় কেলীকলা, কোতুক-বিলাসী ॥
 শিশুর পুতুলে, দেখে আভাস তাহার ।
 কামকলা, চলা, তাহে প্রত্যক্ষ প্রচার ॥
 পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহ বহ কেলী ।
 স্ত কৈশোরে বত বাল বালা মেলি ॥

ক্রীড়ে পৌরু-পথে বাইবে বালক ।
 তামাক খাওয়া বুড়া, প্রিয় খেলনক ।
 পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্ধ চার ।
 সেই মত দেখহ শিশুর খেলনায ।
 ধারে ধারে বসিয়াছে শব্দের আপণ ।
 তুপে তুপে অসজ্জিত নানা প্রহরণ ॥
 যুবাগণ ক্রয় করে করি নির্বাচন ।
 কেহ লয় লৌহ-জালময় সয়ন ॥
 কেহ লয় শিরোহী, ভুজালী জয়ঙ্কর ।
 চক্ৰমক্ বকমক্, করে নিরস্তর ॥
 কেহ লয় ক্ষিপ্ত খাড়া অতি খরতর ।
 কেহ লয় গঞ্জর পঞ্জর বিদ্যকর ॥
 কেহ লয় ক্রমাজিন পটুকা কবচ ।
 খড়্গী চর্ম্মে রচা চ ল বেচিছে স্বপচ ॥
 তরুপরে শোভে স্বর্ণ-বস্ত্র অমূল্যম ।
 রতনে রচিত রত ছবি মনোহর ॥
 শাদ্দুলের কুন্ডলি বিনির্মিত উপানহ ।
 দংশিলে দশনভ্রষ্ট ভাষণ বরাহ ॥
 আর আর কত জবা, কত লব নাম ।
 রাজপুত্র প্রিয় অস্ত্র শূলপী বস্ত্রাম ॥
 এই মত কত মত যুক্ত আয়োজন ।
 রাজস্থানে ক্রয় করে যত যুবাঙ্গন ॥
 আসিয়াছে বলীচক্রে দেখিতে তাহাঙ্গ ।
 মুখে মুখে, বীরত্বের ব্যাখ্যান সন্তোষা ।
 সাধুর চরিত্র কথা কহে কত জনে ।
 কেহ বলে হেন বীর না দেখি নয়নে ॥
 আসিয়াছে দলে দলে যত রাজপুত্র ।
 বীর-মদে মাতঙ্গলা, নানাঙ্গণ যুত ॥
 করিবারে সাধুসনে বলের পরীক্ষা ।
 দেখাইবে নিজ নিজ সামগ্রিক দীক্ষা ॥
 দূরতর দেশথেকে আসিয়াছে সবে ।
 আয়োজন করি তুরঙ্গ মনোজবে ॥
 বীকানের আজমের যেতন, মাড়বার ।
 হারাবতী যুববতী আর নীরবার ॥

আধুনিক মাছেরী প্রাচীন মন্ত্র দেশ ।
 জন্মে যাহে রত্নশিলা নিশেষ বিশেষ ॥
 কৃষ্ণগড়, কেয়লী শিবাব মিষ্টবাদী ।
 ঢোলপুর, অয়পুর যোধপুর, আদি ॥
 মাণিক্য তোষণে সবে যোগ সন্মাদরে ।
 বিন্দুশ্রাব স্থান নাই ঔরিন্ট নগরে ॥
 পড়িয়াছে েরা ডাঙা যেখানে সেখানে ।
 গীত, বাজ, মহে লাস সারঙ্গের তানে ॥
 আসিয়াছে কত মল্ল, কত লব নাম ।
 মালসাট, কতনাট, করে অষ্ট বাম ॥
 বীরধটা বটতটে গায়ে বঙ্গরজ ॥

ফুলতলু কিবা স্থাপু কিবা মজ গজ ॥
 স্থল পদ্মাকার আঁখি জীবৎ লোহিত ।
 অরুণ উদয়-কালে বেরূপ শোভিত ॥
 এক ভাগ লাল, অজ ভাগ খেতোজ্জ্বল ।
 শারদী উষার কিবা শোভা নিরমল !
 চটাপট পটুপট বাহুর আক্ষোটে ।
 কেঁপে উঠে বহুমতী পতনের চোটে ॥
 ঘুরায়ে মুগুর মাঝে বন্ধের উপর ।
 দেখিলে ভীরুর হয় সভয় অন্তর ॥
 এইরূপ মল্লসব আসিয়াছে সেজে ।
 আছে খাড়া, শির টেড়া, বিক্রমের তেজে ॥
 আসিয়াছে মল্ল-যোদ্ধা নিজ নিজ দলে ।
 বন বন ভাঙ্গে ভঙ্গ ভীষ্ম কুজবলে ॥
 ঘুরায়ে ছুড়িয়ে ফেলে অশ্বর উপরে ।
 চকিতে লখিতে পুনঃ লুফে লয় করে ॥
 আসিয়াছে শর যোদ্ধা বিচিত্র সন্ধ্যায়ী ।
 হেন ভঙ্গী যেন অতি শৌর্য্য রসশায়ী ॥
 সবে সব্যসাচী সম সন্ধানে নিপুণ ।
 উভয় কন্ধরে প্রলম্বিত হই তুণ ॥
 নানা রূপে বিরচিত শবের ফলক ।
 কোন শবে যেন অর্ধ-চন্দ্রের ঝলক ॥
 কোন শর-মুখ যেন ভুজঙ্গ-রসনা ।
 গরলে মঞ্জিত তহু বিষম ভীষণ ॥

কোন শর-মুখ হর-ত্রিশূল-আকার ।
 কোন শর, ইজের আয়ুধ-অবতার ॥
 মহিব-বিষাণে বিনির্মিত দলুচয় ।
 গুণদেয়া, বহুগুণ ভিন্ন সাধ্য নয় ॥
 আসিয়াছে আদিক, আসন তুরঙ্গমে ।
 লক্ষ্যভ্রম, কোন কাশ, নহে কোন ক্রমে ॥
 প্রমথেশ-প্রমদা পূজিত প্রহরণ ।
 দিনকর-ছাতি প্রায় অতি সুরশোভন ॥
 যত খড়্গী পুঠে, বুলে খড়্গ চর্ম্ম ঢাল ।
 অভয়, অচ্ছেদ, সেই বিষম করাল ॥

বীরবল দাঁড়াইল, নিজ নিজ গণে ।
 অপূর্ণ হইল শোভা, পরীক্ষা-সমনে ॥
 সেই স্থানে, অস্ত্রের গমনে বিধি নাই ।
 প্রভু-পাশে, পত্নীগণ * প্রস্থিত-সদাই ॥
 এমন সময়ে হই বণ-বাতকর ।
 করে করি হই তুরী হৈল অগ্রসর ।
 ক্ষেত্রকর্ম্ম-বিধানে সঙ্কত করে তার ।
 অতিদূরে তুরী নিনাদ দ্রুত ধায় ॥
 কোলাহল কমল হইল তাহে স্থির ।
 শুনি শব্দ শুক্ল-প্রায় সকল শরীর ॥
 হয় চয় শুনে তাহা, কর্ণ করি খাড়া ।
 আর কি স্থগিত থাকে, পেলে পরে সাজা ।
 প্রথমত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হয় ।
 মল্ল-ভূমে হই বীর হইল উদয় ॥ -
 এক দিগে সাধু, অজ দিগে বোধা-মল ।
 গরজিয়ে এলো যেন কেশরী-যুগল ॥

* ইয়ুরোপীয় নাইট-নামধের বীর-পুরুষদিগের
 সেবা পরিচর্য্যার যেরূপ ভঙ্গ-সজ্জানেরা বীর-বিহিত
 কার্যাদির শিক্ষা করিতেন, ভারতবর্ষে রাজতুল্যলোকে
 এই রূপ প্রথা ছিল । শিক্ষিতাবস্থায় বিরাট সজ্জানেরা
 পত্নী নামে বিখ্যাত হইতেন ।

মাল বাঁপ ।

—*—

ঠুকে ভাল, আঁখি ভাল, কি করাল মূর্তি ।
মহাকায়, হস্তি শ্রায়, যেন শায় ক্ষুধা ।
চলে যায়, পদ-ঘায়, বস্ত্রধায় বাস্প ।
কছু ধায়, ঠায় ঠায়, মেয়ে যায় বাস্প ।
টিটিকার, চীৎকার, নীৎকার, ক্রোধে ।
গর গর, কলেবর, পরস্পর-বোধে ।
জড়াকড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে ।
লুটপুট, দেয় ছুট, কালকুট, নেত্রে ।
মাতামাতী, হাতাহাতী, যেন হাতী, বন্দ ।
করে জোর, মহা শোর, হয় ঘোর স্পন্দ ।
যথালজ্জ, কি অজ্জ, চলে রক্ত গণ্ডে ।
নাহি তঞ্চ, ঘেরি মঞ্চ, যুদ্ধে পঞ্চ দণ্ডে ॥
নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন স্বৈদ অঙ্গ ।
হুই মাল, বেন কাল, নাহি তাল ভঙ্গ ॥
হাঁস ফাঁস, বহে খাঁস, তরি ত্রাস লাগে ।
হুই জন, পরায়ণ, বাহ-রণ-রাগে ॥
হুজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে ।
করে জাবি, ছুঁি ভারী, খেয়ে চারি ভিতে ॥
কত বোক, বড় বোক, দেখে লোক, বুঝে ॥
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় নিলে ॥
এই মত, নানা মত, প্রতি হত, কালে ।
সাধু ধরি, নিজ আঁরি, ধরা পবি টালে ॥
বেন ঝড়ে, নড়ে চড়ে, জোরে পড়ে শাল ।
ভার প্রায়, লম্বকায়, পড়ে যায় মাল ॥
যোখাশুর, দর্পচুর, যত ভুব ভঙ্গ ।
হরি হরি ! ধনি করি, সভা তরি রঙ্গ ॥
হুহুকার, চীৎকার, বার বার লক্ষে ।
সিংহাকার, অংতার, সাধু তার বক্ষে ॥
ধরে ঘাড়, দেয় চাড়, বুঝি হাড়, ভাজে ।
ছল ছল, চক্ষে জল, নাহি বল, জাজে ॥

ধড় ফড়, করে ধড়, মায়ে চড় ভারী ।
নাসিকায়, বক্তৃতা, বহুধায় হারী ॥
তারিলেক ঘোখা মল, দেখিল সকলে ।
জয় জয় জয় শঙ্ক হয় সভাস্থলে ॥
দণ্ডবৎ নাচে খৎ দিয়ে সাধু পদে ।
হেট মুখে যায় মল্ল, হীন বীর-মদে ॥
যেন করি কর্দ্দমে পড়িয়া, নত শিরে ।
মহুর গমনে বনে যায় ঘীরে ঘীরে ॥
নাহি চায় পশ্চাতে, না চায় অগ্রভাগে ।
আপনার অপমান মনে মনে জাগে ॥
মল্লযুদ্ধ পরে সাধু গিয়ে নিজ দলে ।
কিছুকাল বিশ্রাম করিল যথাস্থলে ॥

পুনরায় সাজিয়ে আইল অশ্বোপরে ।
সুশোভন শরাসন, ধনু ধরি করে ॥
হেম-তন্তু বিনিমিত্ত কবচ পিধান ।
ভালু করে জলে যেন অনল সমান ।
কিবা শিরে শিরজ্ঞান ইন্দুপু ছটা ।
পৃষ্ঠে অসিচর্ম, যন জলধর ঘটা ॥
পুনরায় তুরী-শব্দ হয় রঙ্গ-ভূমে ।
উল্ল ধূল ধূলমারী মহা ধাম ধূমে ॥
মনে হয়, এই বলে "কে আহ এস্থলে ।
সাধুসহ শরশিক্ষা দেখাও সবলে ॥"
তুরীনাট-শেষে, এলো এক বলবান ।
নামেতে অর্জুন সাংহ, অর্জুন সমান ॥
প্রথমত শর কাটা, কাটা কাঁকে কাঁকে ।
হুই বীর ঘোরে তথা শত শত পাকে ॥
এ মায়ে উহারে শর, স্থির লক্ষ্য করি ।
প্রতিপক্ষ কাটে তাহা অশ্বর উপরি ॥
অমনি সন্ধান পুন করি সেই জন ।
বরিষণ করিতেছে কত প্রহরণ ॥
কটাচুট কাটাকাটা, অগ্নি উঠে তার ।
জয়াজয় কিছুই না স্থির বরা ঘায় ॥
পরিশেষ, লক্ষ্য এক : না দিকপিত ।
জ্ঞোপরি জলপূর্ণ পাত্র-আবোপিত

সলিলে ভাসিছে এক প্রফুল্ল কমল ।
নয়নে না দৃষ্ট হয় সেই শতদল ॥
শত হস্ত অন্তরেতে লক্ষ্মী লইবে ।
পাত্র ভেদ পড়ে লক্ষ বিক্ষিপ্তে হইবে ॥
প্রথমে অর্জুন সিংহ করিল উত্তম ।
ভূঙ্গার হইল ভঙ্গ, লক্ষ্যে হলো ভ্রম ॥
স্তম্ভ বেয়ে, কমল কমল সহ ছুটে ।
হো হো করি, অনারণ্যে হস্তরস কুটে ॥

লজ্জা-নন্দ-মুগ, বর হৈল সত্যস্থলে ।
অর্জুনের নামের কলঙ্ক সবে বলে ॥
পুনরায়, পূর্ণ পয়ঃপাত্র প্রস্থাপিত ।
পুনরায়, পদ্মপুংস তাহে আয়োজিত ॥
শত হস্ত দুই, সাধু মারিগেল কতীর ।
বিবিল বারিজে ছেদী ভূঙ্গার শরীর ॥
না ভাঙ্গিল ভাঙ্গন, না পড়ে বিন্দু নীর ।
“যত যত যত সাধু” কহে যত বীর ॥

হেন যতে হৈল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ।
প্রথম হইল আসি দিনকর-কর ॥
ভগনের তাপনে তাতিল বহুমতী ।
ক্রমে ক্রমে মন্দগতি প্রাপ্ত সনাগতি ॥
বুম্বুম্য প্রাণবায়ু সদৃশ লক্ষণ ।
মণীকূত হাতাকৃত হয় প্রৌঢ়লক্ষণ ॥
হইল বিক্রম ভাব রমণী-পদনে ।
ক্রমকল বিন্দু বিন্দু উদয় বদনে ॥
ঐক্যভেদে পক্ষপাতে নীহারের হায় ।
আলা মরি মরি কিবা মাধুরী তাহার ॥
ভাবাবেছে সুধাধর গোহি অধর ।
ভালুকেরে যথা ভূতলক পুংসধর ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি অহুত নয় ।
বলিচক্র-প্রাপ্তি সবে স্থির নেত্রে বয় ॥
মহা কোতুহল মনে, একান্ত অন্তর ।
বীৰ্য্য বিক্রম, করে নরন-গোচর ॥
সেই রূপে পুরসিকা সকল মহিলা ।
পরাক্রমে এক এক প্রদাদা প্রমীলা ॥

বীৰ্য্য-বিশীন রূপে যতিপতি প্রায় ।
হেন জনে, কটাক্ষে কদাচ নাহি চায় ॥
অপূর্ণ সাধুর শিক্ষা দেখিছে সকলে ।
শোভিছে কুমার সম রত্নভূমি স্থলে ॥
তারকা অনুর প্রায় পরাক্রমযুত ।
কত কত প্রতিযোগী হৈল পরাভূত ॥
চাচিক চৌহান সঙ্গে অপূর্ণ কৌশল ।
হুই বীর উর্দ্ধ শির প্রচণ্ড প্রবল ॥

অসি হস্ত দুই মস্ত অশ্বে আরোহণ ।
ঘন পাকে বলিচক্রে করিছে ভ্রমণ ॥
মাধায় ঘুরিছে অসি, কত শত পাকে ।
কতু বা তর্জিন করি, ফেরে তাকে তাকে ॥
কতু চারি ভিতে, ঘুরাইছে তরবার ।
কিছুমাত্র দৃষ্ট নাহি হয় দেহ কার ॥
কতু তরবারে তরবারে ঘোর যণ ।
খচাখচ, বন বন, ভীষণ নিশান ॥
হেন স্থির লক্ষ্য করি, চালাইছে অসি ।
অতি বেগবতী, যেন তারা পড়ে বসি ॥
বোধ হয় কাটা গেল সাধুর শরীর ।
হের কিবা ব্যর্থ ভাবে করিতেছে বীর ॥
চকিতে ঘুরায়ে ঢাল ঢাকি নিজ শির ।
লাঞ্ছনা করিল প্রতিযোগীর অসির ॥
ঘুরায়ে আপন অস্ত্র হানে হান্ হান্ ।
খান্ খান্ তেজ পাত্রে তরবার খান ॥
মাগিতে উত্তত পুনঃ বঞ্জর পলারি ।
চৌহান, বিহত জ্ঞান, সহিতে না পারি ॥
মধ্যাহ্ন, সময় বুঝি মধ্যে খাড়া হয় ।
নিবস্ত্রিযা বায় সাধু শব্দ অর অর ॥
লোকাগণ্য, অগণ্য স্থন্য ধনি করে ।
“সাধু সাধু, সাধু সাধু,” কহে যত নরে ॥
বাণিক্য আসন থেকে করি পাছোপাশ ।
ইদ্রিতে আপন স্থানে করেন আবাসন ॥
মকোপরি বসি যথা সৌমভিনীপণ ।
সেই দিগ হয়ে, সাধু করিছে গমন ॥

বলে ভলে তুহন বাইছে ধীৰে ধীৰে ।
 আগাহ মন্তক হাত পহিষ্ম নীৰে ॥
 মেঘনাথ নাম তার, মেঘবর্ণ-ধর ।
 মহগর্বে মন্ত গতি, কুল কলেবর ॥
 বিষ্ণু ঐক্য জন্ম-লক্ষ সমর-শিক্ষায় ।
 মহানন্দে হেবা শব্দ করে উভয়ায় ॥
 সাধুঘে নিকটে তেহি, বরাহোহাগণ ।
 ধাৱাকারে করিছে কুহুম বহিষণ ॥
 গোলাব, বেবতি, নাগকেশর, কেশর ।
 তুতপ্পক, চম্পক, অশোক শোভাকর ॥
 কুহুমক নানাজাতি সিতাসিত, পীত ।
 গলাস, পুলাগ, পরা, পদ্ম প্রোম্মীলিত ॥
 মল্লিকা, মালাভী, মধু-মাধবী-মঞ্জরী ।
 আর আর কত মত কুহুম-বল্লরী ॥
 সুশীতল মলয়জে মাখা সব কুল ।
 ধরিল ধবল বর্ণ সাধুর হুকুল ॥
 এমন সময়ে দেখ অপূৰ্ণ ঘটনা ।
 হেমখাল করে, এক নবীন লালনা ॥
 কুহুমের মালা তাহে শোভে মনোহর ।
 ধাবে ধীবে গতি করে যথা বীরবর ॥
 তুহন বাখিল সাধু প্রমদা নিয়মি ।
 কহিতে লাগিল কথা কুমারীর সখী ॥
 ধর, ধর রাজপুত্র, এ কুহুম-হার ।
 কুমারী ঐকৰ্মদেবী কৃত পুংস্কার ॥
 যেথাইলে বন্ধ-ভূমে শিক্ষা চমৎকার ।
 তব যোধ্য পুংস্কার আছে কিবা আর ?
 করিলেন সমর্পণ পাণি সহ প্রাণ ।
 এই কুহুমের হার তার অভিজ্ঞান ॥”
 এত বলি সৌমন্তিনী মালা দেখ কয়ে ।
 উঠেঃবরে কহে সাধু অধর উপরে ॥
 তন তন লভাহ সমস্ত জনগণ ।
 কৰ্মদেবীকৃত এই মালা স্মরণে ॥
 সরলা তৃণতিবালা আৱারে বহিলা ।
 অবাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিলা ॥

কিন্তু এই পূৰ্ণাপর আছে ধৰ্ম্মনীতি ।
 এই শ্রুতি, স্মৃতি, এই সৰ্ব্বদেশে রীতি ॥
 পিতা-সন্তে হুহিতার স্বতন্ত্রতা নাই ।
 যার ধন, তার কৃত সম্পদান চাই ॥
 উদ্বিগ্ন-ঈশ্বর যদি দেন এই নিদি ।
 গ্রহণ করিতে পারি যথা শাস্ত্র-বিধি ॥
 নতুবা একাধে মম অভিমত নয় ।
 পরিণয়ে পাণিদান উপযুক্ত হয় ॥
 মানময়ী মনোলোভা মহীপ-কুমারী ।
 মান-ভঙ্গ করিতে তাঁহার নাহি পারি ॥
 অতএব মালানাথ শিরে ধরি পারি ।
 এই নিবেদন মম, তন সহচরি ॥
 যথাবিধি বিবাহের যদি পাই টীকা ।
 তবে সে বরিতে পারি ভূপতি-বাগিকা ॥
 এত বলি সমাদরে মালা ভুলে লয়ে ।
 ভূয়িলেক শিঃদ্রাণে শ্রিত-মুখ হয়ে ॥
 বলী-চক্ৰ হৈতে বীর হইল বাহির ।
 তিমির করিয়া ভেদ, যেমন মিহির ॥
 লোকারণ্য মাঝে উঠে মহা কোলাহল ।
 কত কথা কহে যত দৃঢ়কু সকল ॥
 কেহ বলে কি বলিল সব ভুলি নাই ।
 কেহ বলে এমন না দেখি কতু ভাই ॥
 কেহ বলে কেমনে এমন হবে বল ?
 কি ভাবিবে রাজপুত্র অরণ্য-কমল ॥
 কি বলিবে তার পিতা চণ্ডেবের দায় ।
 হইবে সময় ঘোর বুঝি অন্ধপ্রায় ॥
 হেন অপমান বড় সহিতে নাহিবে ।
 তার সহ এ বিবাদে সাধু কি পারিবে ?
 কেহ বলে কৰ্মদেবী করিল কি কাজ ।
 হাসাইল রাজস্থান, রাজসভা-সমাজ ॥
 প্রাচীন, কুলীন, ধনী, পরাজ্ঞান অতি ।
 প্রধান পদবী কার বাচ্যের সংহতি ?
 এমন বংশের বংশধর যেই জন ।
 কৰ্মদেবী সহ তার সম্বন্ধ ঘটন ॥

অনায়াসে সেই সন্ধি করিয়া ছেদন ।
 অজ্ঞেয়ে বরিলা বালা এতদ্ভ কেমন ?
 এইরূপ নানা কথা লয়ে নানা জন ।
 দলে দলে করে সবে স্বায়ে গমন ॥
 এখানে সংবাদ শুন, শ্রীমণিকা ভূপ ।
 উৎখলিত চিন্তা-জলে চিত্তরূপ কূপ ॥
 বিগ্ন বদনে পুরে করয়ে প্রবেশ ।
 নন্দিনীরে ডেকে আনি জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥
 “একি কহ গো কুমারি, একি কহ গো কুমারি ?
 কেমন তোমার কৰ্ম্ম বুঝিতে না পারি ॥
 কহ বাগ্‌দত্তা যেই, কহ বাগ্‌দত্তা যেই ।
 কেমনে অপরে আর বহিবেক সেই ?
 তাহে চণ্ডদেব রায়, তাহে চণ্ডদেব রায় ।
 দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রায় ॥
 একে অযশ সমূহ, একে অযশ সমূহ ।
 প্রবল প্রচণ্ড তাহে, তার সেনাবাহ ॥
 হবে অজ্ঞায় সময়, হবে অজ্ঞায় সময় ।
 বিগ্রহ তাহার সহ, নহে শোভাকর ॥
 মনে দেখহ বিচারি, মনে দেখহ বিচারি ।
 রাজ-পুত্র মার্ত্তজ হসে আশ সহকারী ॥
 যথা ধর্ম্ম তথা জয়, যথা ধর্ম্ম তথা জয় ।
 বুধ, বিপি, বেদ বর্গ, এক-বাক্যে কয় ॥”
 শুনি পিতার বচন, শুনি পিতার বচন ।
 কৰ্ম্মদেবী মোন মুখে বন কিছুকূপ ॥
 যথা দারাপাত কালে, যথা দারাপাত কালে ।
 কেতকী-কলিকা মুগ্ধ থাকে পুষ্পজালে ॥
 হলে মেঘের অত্যয়, হলে মেঘের অত্যয় ।
 তখন প্রকাশ করে আপন স্বরূপ ॥
 তার সৌরভ স্থায়, তার সৌরভ স্থায় ।
 মত্ত হয়ে মারুত অন্তরে দ্রুত বায় ॥
 সেইরূপ ভূপসুতা, সেইরূপ ভূপসুতা ।
 ক্লম পশে, কহিছেন কথা স্থায়তা ॥
 “নিবেদন শ্রীচরণে, নিবেদন শ্রীচরণে ।
 ক্রমাগুণে শ্রুতি দেহি, দাসীর বচনে ॥

কথা বেদের বিহিত, কথা বেদের বিহিত ।
 অত্ৰ বরে অনিহিতা বতি হুহিতা ॥
 কিন্তু এই বিপি কাল, কিন্তু এই বিপি কাল ।
 অবাধে চলিত কভু নহে সর্বকাল ॥
 কত পতিরতা সতী, কত পতিরতা সতী ।
 একে দত্তা পশে, পশে বরে অত্ৰ পতি ॥
 বাগ্‌দত্তান যক্ষ রীতি, বাগ্‌দত্তান যক্ষ রীতি ।
 ইহাতে হতেছে কত কুকীর্তি কুনীতি ॥
 পিতৃ স্বয়ং হুহিতায়, পিতৃ স্বয়ং হুহিতায় ।
 কিন্তু অত্ৰ স্বয়ং সহ, শ্রেষ্ঠ তুলনায় ॥
 নহে খেদ স্বয়ং ধন, নহে খেদ স্বয়ং ধন ।
 নহে ভূমি, নহে ভূমি, রজত কাঞ্চন ॥
 যার ধর্ম্মে অধিকার, যার ধর্ম্মে অধিকার ।
 ইহকাল, পরকাল, আচার বিচার ॥
 স্থখ দুঃখ ভোগাভোগ, স্থখ দুঃখ ভোগাভোগ ।
 চিন্তনীয় কিসে দূর হবে ভব-যোগ ॥
 তারে যতনে লালন, তাহে করিয়া পালন ।
 বহু দিন করি যোগা নহে বিসর্জন ॥
 দেখ অত্ৰ ধন দিলে, দেখ অত্ৰ ধন দিলে ।
 দাতা স্বয়ং গতে, নাহি উপস্বয় মিলে ॥
 কতানানে ভিন্ন মত, কতানানে ভিন্ন মত ।
 দাতা গ্রহীতা স্বয়ং কভু নহে গত ॥
 বিশেষতঃ অপুত্রকে, বিশেষতঃ অপুত্রকে ।
 সর্বথা পুত্রই আর্হ হুহিতা সূতকে ॥
 যেই জননে মরণে, যেই জননে মরণে ।
 কল্যাণ-দায়িনী হয় খাত জিভুবনে ॥
 যারে বলহ নন্দিনী যারে বলহ নন্দিনী ।
 সুরভী নন্দিনী প্রায় মানস বর্জিনী ॥
 কহ তারে না জিজ্ঞাসি, কহ তারে না জিজ্ঞাসি ।
 পরে সমর্পণে কত দুঃখ রাশি রাশি ॥
 কুল শীল রূপ গুণ, কুল শীল রূপ গুণ ।
 সর্বমতে যদি কেহ হয় স্মরণ ॥
 তবু নহেত শোভন, তবু নহেত শোভন ।
 কঙ্কার অমতে তারে অপরে অর্পণ ॥

বীর-ভোগ্যা এ যেদিনী, বীর ভোগ্যা এ যেদিনী ।
 সেই রূপ বীর-ভোগ্যা বীরের নন্দিনী ॥
 দেখ সীতা গুণবতী, দেখ সীতা গুণবতী ।
 যানসেতে বরিলেন রাম রত্নপতি ॥
 ধর্মুর্ভঙ্গ সুকোশল, ধর্মুর্ভঙ্গ সুকোশল ।
 রত্নপতি ভিন্ন ভাঙ্গে কার হেন বস ?
 দ্রোণদীর স্বয়ম্বরে, দ্রোণদীর স্বয়ম্বরে ।
 সেইরূপ পুংস্বয় পুংস্বয় ॥
 দময়ন্তী সেইরূপ, দময়ন্তী সেইরূপ ।
 দেবতুল্য করি বরিলেন নল ভূপ ॥
 এই নীতি অমূল্য, এই নীতি অমূল্য ।
 দম্পতি সুখের এই রাজ মনোরম ।
 যথা এ রীতি না চলে, যথা এ নীতি না চলে ।
 নানা বিড়ম্বনা প্রায় ঘটে সেই স্থল ॥
 আর কহিলে আপনি, আর কহিলে আপনি ।
 প্রতাপে মার্ত্তও চণ্ডদেব নৃপমণি ॥
 সাধু কভু নন নান, সাধু কভু নন নান ।
 রাজ-স্থানে তাঁর সহ কেবা সমগুণ ?
 দেখিলেন সাক্ষ্য তার, দেখিলেন সাক্ষ্য তার ।
 বড় বড় লেবান হত-অহঙ্কার ॥
 কেহ বাকী ন হি ছিল, কেহ বাকী নাহি ছিল ।
 কত দূর থেকে কত স্বপ্ন আইল ॥
 সতে মানিলেক হারি, সতে মানিলেক হারি ।
 সত্য সাধুর জয় দিল নর নারী ॥
 ধর্মপক্ষ কিবা হয়, ধর্মপক্ষ কিবা হয় ?
 বিচারিয়ে দেখুন জনক মহাশয় ॥
 লোকে এই পরিজ্ঞান, লোকে এই পরিজ্ঞান ।
 ধর্ম ভাণি পক্ষে, যারে কবে ব'গ্গান ।
 যনি ইহাই প্রমাণ, যনি ইহাই প্রমাণ ।
 কি হেতু অজ্ঞা বাদ প্রকাশে পুংস ?
 দেখ কল্লিণী-হরণে, দেখ কল্লিণী-হরণে ।
 হতা-বাক্য শিশুপাল পরাভূত রণে ॥
 আর সুভদ্রা-হরণে, আর সুভদ্রা হরণে ।
 সপমান হৈলসার মানী দুর্ধ্যোধনে ॥

অতএব নিবেদন, অতএব নিবেদন ।
 অশ্বের ঊষাপনে নাহি প্রয়োজন ॥
 এই শাস্ত্র সুশোভন, এই শাস্ত্র সুশোভন ।
 যার প্রতি রক্তি, মতি, পতি সেই জন ॥
 হলে অজ্ঞাচরণ, হলে অজ্ঞাচরণ ।
 “নিশ্চয় তোমার পদে ত্যজিব জীবন ॥”
 উন্নিবে কন্তার কথা, উন্নিবে কন্তার কথা,
 মনে মনে করেন বিচার ।
 যথা যুক্ত কথা সত্য, হইয়াছি হত রব,
 ইথে কথা কহিব কি আর ?
 বিশেষে যেরূপ মন, করিতেছি নিরীক্ষণ,
 না জানি, কি করিতে কি হয় ।
 সাধুপ্রতি স্বয়ম্বরা, ইথে আশা ভঙ্গকরা,
 কোন মতে উপযুক্ত নয় ॥
 নাহি আর পুত্র কন্তা, এক কন্তা ধরা-ধরা
 যদি এর আশাভঙ্গ করি ।
 ধর্মের ব্যত্যয় হবে, লোকে নিরীক্ষণ কবে
 অশয়্য হবে ভবে ভরি ॥
 পাত্র কেবা সাধু সম, যা থাকে কপালে মম,
 হিত মানি তারে বজ্রাঘনে ।”
 এত ভাবি মতিমান, তথা হৈতে গাজোথান,
 করি যান বাহির দেবানে ॥
 ডাকিয়া অমাত্য-বরে, কহিছেন মুহুরে,
 কর্মদেবী-বিবাহ-সম্বাদ ।
 সাধুসহ পরিণয়, হইবেক সুনিশ্চয়,
 অজ্ঞায় বিষম প্রমাদ ॥
 ডাক দিবে আন তাটে, ঢাকা লয়ে স্বর্ণ-টাটে,
 সাধুব নিবটে যাক সেই ।
 “কর সব অয়োজন, লিলম্বতে প্রয়োজন,
 নাহি আর সারোদ্ধার এই ॥”
 আজ্ঞা পনি মন্ত্রিবর, ডাকি সব পরিচর,
 উদযোগ করিছে নানারূপ ।
 পুং মধ্যো বাজে শাক, রমণী মণ্ডলে জাক,
 উৎখতি আনন্দের কূপ ।

ଡାଟ ଶୁଣ ବାଧାମିଆ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଟାଙ୍କ ମିଶ୍ର,
 ମାଧୁ ଯୁଗେ କରେଇ ଗ୍ରହଣ ।
 ଅକତ କୁହୁକ-ଫଳ, ଶୁଖିଲା ଚନ୍ଦ୍ର-ସର,
 ଧାତୁ, ଦୁର୍ଗା, ଅଶିଳ କାଞ୍ଚନ ॥
 ଡାକା ମୋର ବୀରବର, ଶେଷୋଽଞ୍ଜଳ କାଳବର,
 ଜିବ୍ୟ ଶସିତ ବିଦ୍ୟାଧର ।
 କୁଟ-ପ୍ରାୟ ପଦ୍ମବତୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଳୀ,
 ଶୁଖେର ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ॥
 ଶୁଖି ମହତରଫ, ହାତ-କଥା କତ କର,
 ବହୁକ୍ଷେତ୍ର ପରିମା ନାହିଁ ।
 କେହ ବଳେ ଶୁଭ ଯାତ୍ରା, ଶୁଖେର ନାହିଁ ଯାତ୍ରା,
 ଶୁଖିକ୍ଷେ କରେ ଡାକି ଡାକି ॥
 କେହ ବଳେ ଏ ଯାତ୍ରା, ତବ ଡାକା ଗତିକାର,
 ଧରିଲ ବିବାହ ପୁଷ୍ପବତୀ ।
 ଏକ ଯାତ୍ରା ଭିନ୍ନ କଳ, ପ୍ରୋକ୍ତାପତି କାର୍ଯ୍ୟ-ବଳ
 ଦୁର୍ଗାବେଶ ଡାକେ ସର କଳି ॥
 ଏହିକ୍ଷଣ ହାତ-ବଳେ, ଦିନକର ପାଟେ ବଳେ,
 ଆଇଲ କଣ୍ଠା ଶୁଖ-ପ୍ରାଣ ।
 ସନ ସନ ବାଢେ ଘୋର, କୁଟିଲ କୁହୁକ-କୋର,
 ହାତୁକାଞ୍ଚି ଚନ୍ଦ୍ରବୀ ପ୍ରାଣନା ॥
 ବହେ ମନ୍ଦ ସମୀରଣ, ସମୁଦିତ ଶୁଭକ୍ଷଣ,
 ମାଧୁ ଚାକ୍ର ବର-ବେଶ ଧରେ ।
 ମହିତ ବହୁକ୍ଷଣ, କଥା ମାନେ ଆରୋହଣ,
 କରି ସାଧ ବିବାହ-ଆସବେ ॥
 ବାଞ୍ଛେ ବାଞ୍ଛ ମନୋହର, ନୂଆ ଗୀତ ସର ସର
 ହାତ-ବଳ କୋହୁକ-ବଳାପ ।
 ବାପିଆ ତରୁଣ ତାନ, କାଳବର କରେ ଗାନ-
 କତ ମତ ଡାକେର ଆଳାପ ॥
 ଡାକେ ପଡ଼େ ବାହାର, ଅନ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କୁଳାଚାର,
 ବାଧାହି ବାଧାସ ବାଧାସନା ।
 ମତାୟା ପଞ୍ଚିକ୍ଷଣ, କରେ ବେଦ-ଉଚ୍ଚାରଣ,
 କୁଳ-ଦେବତାର ମାର୍ଚ୍ଚନା ॥
 ମଜଲ ମୁଖୀରୀ-ମୀତ, ମୋହିତ କରେ ଚିତ,
 ହୁଳୁକିର ସହିତ ଗାହନା ।

ସକଳ ଶୁଖେର ହସ୍ତି ବିବାହେ ଶୁଭକ୍ଷଣ,
 ବର କଥା ଚାହିନୀ ଚାହିନା ॥
 ଲଜ୍ଜା-ନନ୍ଦାଧି ବାଳା, ମନେ ପଡ଼େ ପୁଲ୍ଲୀନା
 ମନେ ପଡ଼େ ଡାକାର କଥା ।
 ଜିବ୍ୟ ହାତେର ରେଖା ଶୁଖାଧରେ ବାର ବେଶ,
 ଆବ-କୋଟା ବହୁକ୍ଷଣେ ବେଶ ॥
 କହୁ ବା ବିଶ୍ରାନ୍ତ ରମେ, ନେଇ ନୀଳ-ତାସରରେ
 ବିକାସ ମାଧୁରୀ ମନୋହର ।
 ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରମତ୍ତ ମତି, ଆଶାଳତା ପୁଷ୍ପବତୀ,
 ହାତ କୋର ନବ ଡାବ-ଡାବ ॥
 ପତି-ବାସ-ଡାବେ ମତି, ହେବେ ପ୍ରାୟ-ସୁଖ-ମତି,
 ବହୁକ୍ଷଣ ବସନେ ତାହାର ।
 ବାଧା ବେଶ ମନେ ମନ, କିବା ତଥା ପ୍ରୋକ୍ତନ,
 ବସନ-ବହନ କୋରୁ ଛାର ?
 ଶୁଭକ୍ଷଣ ଶୁଭକ୍ଷଣ, କଥା କରେ ସମର୍ପଣ,
 ମହୀମ ମାଣିକ୍ୟ-ଦେବ ବାସ ।
 ପ୍ରାକାଶତା ସମ ଧାନ, ଦିନ ବିଜୟରେ ଧାନ,
 ସବେ ଶୁଖେ ହୈଳ ବିଦାୟ ॥
 ପ୍ରୋକ୍ତ ହୈଳ ମିଶ୍ର, ପ୍ରୋକ୍ତାପତି ସମ ମିଶ୍ର,
 ଲଜିତ ପଦ୍ମ ମିଶ୍ର ଗାୟ ।
 କେଶର ହସ୍ତି ସହ, ପ୍ରୋକ୍ତାପତି ଗହ-ବହ,
 ଶୁଭ ଶୁଭ ସର ସର ତାସ ॥
 ଜୟର କମଳ-କୋଳେ, ସରସୀ ଗିଲେ ଲେ ଗୋଳେ,
 ପ୍ରୋକ୍ତାପତି ପତିତ ପ୍ରାଣ ।
 ଅବଗତ ତାହେ ଶୁଭ, ଟଳ ଟଳ ଟଳ ଟଳ,
 କିବା ଶୁଭେ ଶୁଭେ ଡାବ-ବାସ ॥
 ମତେତନ ମର୍ଦ୍ଦଜନ, ନାନା ମୃତ ଆରୋହଣ,
 ବର କଥା ବିଦାୟ କାରଣ ।
 ଯୋଡ଼ୁକେ ବୋହୁକ ମାନି, କତ ବହୁ ଦିଲ ଆମି,
 ଚତୁରଞ୍ଜ, ଚତୁରଞ୍ଜ ବାସନ ॥
 ଦ୍ରବ୍ୟ-ଜାତ କତ ମତ, ଦାସ ଦାସୀ ଶତ ଶତ,
 କତ କବ ବିଶେଷ ତାହାର ।
 ଶୁଭ ଶୁଭେ ବିଦାୟନୀ, ସେନ ଶୁଭ ସହଚରୀ,
 ମନେ ମନେ ଚଳିଲ ହାତୀର ॥

দীয়াধারী * নামধরা, বুদ্ধিবৃত্তি বয়ত্তরা,
কেশ বনাইতে সুনিপুণা ।
কত হল কলা জানে, জ্ঞানবতী নানা জানে,
বসে, মসে, তসে বহুগুণা ॥
বৃন্দ বোচ্চি বীণা, বাননেতে সুপ্রবীণা,
বয়সেতে কেবল নবীনী ।
কটাক্ষে কামের শর, কলকণ্ঠে শিকশর,
পীন পয়োধরা মধ্যক্ষীণা ॥
বিপুল কুন্তল ভার, নবীন নীরদাকার,
নিবিড় নীলোৎপল ভাতি ।
বে হেয়ে তাদের পানে, মাধুরী মাহক-পানে,
হতজ্ঞানে করে মাতামতি ॥
সদ্বিনীগণেতে যার, এত রূপ কবিতার,
তায় রূপ বর্ণিবে কেমনে ।
চলিল বঙ্গী রঙ্গে, প্রিয় প্রাণপ্রতি সঙ্গ,
রতি যথা স্বীয় পতি মনে ॥
ঔরিতে অস্তঃপরে, প্রসন্নতা গ্লান দূরে,
মহিষীর চক্ষে বাঁ-ধারা ।
সদ্বিনী রহিল যারা, কাতরা হইল তারা,
বিগলিত অশ্রু তারাপারা ॥
মাণিক্য পদভলে, লোটায় ধরণীভলে,
বর কড়া করিল প্রণাম ।
আমাত্য কর ধরি, বিকিত বিনয় করি,
কহিতেছে বচন লগাম ॥
তন বাপা মহাশয়, যদিও উচিত নয়,
ভব প্রতি উপদেশ বাণী ।
নিখিল কল্যাণ-ভূমি, গুণের নিলয় ভূমি,
জানি আমি, ভূমি অতি জ্ঞানী ॥
তথাপি কহিতে হয়, তন হে মঙ্গলময়,
এই বর কড়া কর্মদেবী ।
অমাত্য পূণ্যবলে, প্রসন্ন ললাট ফলে,
পাইয়াছি দেব দেবী সেবি ॥

*দীয়াধারী অর্থাৎ দীপ ধারণা, প্রভাত বিবাহ
কলায় প্রভাবিতা ।

অনিয়াছে যত মিল, হইয়াছে দুঃখহীন,
আনন্দে ভুলিল এই দেশ । ।
বিবিধ বিবোধ বৃষ্টে, সময়েতে হয় বৃষ্টে,
যেদিন হুহুে নাহি কোন বেশ ॥
নাহি আর হুত কণা, এই সর্ব তত্ত্বভূতা,
পূজ্যক-দায়িনী নবীনী ।
যথা জনকেয়ে সদা, বর পদিকর-প্রদা,
কলধিঙ্গা অগণ বসিনী ॥
পয়োধি-বহন পরে, যদি পদ্মালয়া করে,
কইলেন পুরুষ উত্তম ।
তদবপি পূণ্য-লোক, যেখানে ক পলকালোক,
সদ্যকিই সুখ সমাগম ॥
এখন সঙ্গিল-মিথ, পতিপূর্ণ নানা নিধি,
কিস্তি যদি কল্যাণ কোথায় ?
কর্মদেবী বিদে দেহে, তব হইবে ঘোষ,
হয়ে দুঃখ ভেদে প্রাণ যায়
আর কিছু ভিলা নাই এ দেশে এই চাই,
যথা যত্নে রাণিবা ইহারে ।
এত বলি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
দৃষ্টিপথ রাধ অশ্রু ধারে ॥
হেরিয়া পিতার গতি, মোহমুগ্ধ গুণবতী,
কর্মদেবী মোনমুগে বন ।
ললিত লালন-মেহ, বাগ্য-বিলসিত মেহ,
স্মরি স্মরি বিচলিত মন ॥
আখি মুদি চারুশীলা, বখোশরি আরোহিলা
যেবাভ্যমে নলিনী হেরুপ ॥
মুহুর্তেক বৃষ্টি পরে, ভাব প্রভা পদিকরে,
প্রতিপত্তে শোভা অপরূপ ॥
কত ভাব সমুদিত, তাহে চিত্ত সুমুদিত,
যেন নব কুম্ভা কুম্ভম ।
মোহন সুরভি তার, সময়গ সহকার,
আমোদিত করে পুষ্পভূম ॥
চলিল রমণী রঙ্গে, প্রাণপ্রিয় পতি-সঙ্গে,
কত দয় শয়ন সন্তোষ ।

কলবনে ফুলবাণে, বিমোহিত-গানে জ্ঞানে,
যে হইল বিশর বিাস ॥
তথা প্রেম সরসিত, হলো অকুরিত-বীজ,
মুকুণিত ললিত এখন ।
হইয়াছে ফুলমুখ, হবে তায় কত সুখ,
আমোগ হিলোলে সম্ভরণ ॥
এমন সময় শুন, তুণীনা দ পুনঃ পুনঃ,
অদ্বৈতে নিরাদিত হয় ।
তুরঙ্গের হেঁচা বর, প্রাণতরব পশু সব,
দলে দলে পলায় সভয় ॥
আসিতেছে এক দূত, বজ্রোত্তরী রজপুত,
দশার্ণ দেশের অশ্বে চড়ি ।
যথা সাধু বীরবর, তথা সেই অমৃতচর,
উপনীত হৈল দড়-বড়ি ॥
শির নোয়াইয়া কয় "শুন শুন মহাশয়,
রাজপুত্র অরণ্য-কমল ।
এই পত্র আপনারে, সমর্পণ করিবারে,
আখ্যারে দিলেন দূত-বল ॥
যথা বিধি তত্ত্বর, সত্ত্বরে হে গুণধর,
পত্রযোগ প্রদান করুন ।"
এত বলি পত্র দিয়া, রহে বোড়া থামাইয়া,
ভান্ন অগ্রে যেমন অরুণ ॥
মুদ্রা মুক্ত করি পরে, পত্র পড়ে কত্না বরে,
উভয়ের চঞ্চল নয়ন ।
হুই ভাব হজনায়, হুই মুখ-ভঙ্গিমায়,
বিভাসিত হইল তখন ॥

পত্র ।

"শুন হে পুণ্ড-পতি মোহিল-কুমার ।
কেমন আচার তব, কেমন বাভার ?

মুগ্ধজন নন্দ্য যাবে করিল বরণ ।
ফের হয়ে তারে চরিত্র হরণ ॥
কণী-মণি ধারণে, ডুগুড করে অশা ?
কৃপ-ভেক চাহে মন্দাকিনী-জলে বাসা ?
মানাইতে চাহ যদি ক্ষত্রিয় গুরস ।
দেখাও পৌরুষ বল, রাধ কুল-বশ ॥
পথ বন্ধ করি আমি মহিলায় এই ।
রণো মুক্ত করি যাবে বীর-বংশ যেই ॥
নতুবা কামর * বলি করিব বোষণ ।
ক্ষত্রিয় সমাজে আর না পাবে আসন ॥
সুখা, শুনী, শর, সাক্ষী, সাক্ষী তববার ।
রণ দেখি, বণ দেখি মোহিল-কুমার ॥"
পত্র পাঠ করি বীর গজিয়া উঠিল ।
সিংহের হৃদয়ে যেন নারচ ফুটিল ॥
প্রচণ্ড নয়ন যেন হোম-ছাত্তান
কিনা দিব্য দ্বিপ্রহরে নিদ্রাঘ-তপন ॥
থেকে থেকে ঘন ঘন কম্পিত শরীর ।
পত্র প্রতি উত্তর, লিখিছে মহাবীর ॥

প্রত্যুত্তর পত্র ।

"কি সাহস ! কারে কটু কহ কুলচ্যুত ?
ইথে মানাইতে চাহ ক্ষত্রিয়ের সূত ॥
ন্যায় ছেড়ে কটু কহে যেই কুলদার ।
থিক থিক নহে সেই ক্ষত্রিয়-কুমার ॥
যে নিয়মে লয়েছি মাণিক্য তনয়ার ।
গুপ্ত কিছু নহে তাহা বাজ-পুতনায় ॥
সকল দেশের লোক ছিল বর্তমান ।
ইহাতে কাতর আমি তুমি মতিমান ॥
অবশ্য করিব যুদ্ধ, প্রতি-বোদ্ধা কই ?
দেখা শুন হজনায় দণ্ড হুই বই ॥

* প্রতি-যোগিতায় প্রাণ-ভয়ে ভীক ব্যক্তির নাম কাতর ।

মম তরবার জ্বলি অরতীর ।
 পড়িয়ে পত্র প্রায় হবে ছারখার ॥”
 এই রূপ পত্র লিখি দূতে ধিল বীণ ।
 বাহুড়িগ অমুচর নোয়াইয়া শির ॥
 হেথা শুন সমাচার পত্র পাঠান্তরে ।
 যে ভাব উদয় হৈল সতীর অন্তরে ॥
 হস্তাগ্রে ছিল বালা পতিগ সহিত ।
 একেবারে বিষয় তা হিল বিরহিত ॥
 অকস্মাৎ পত্রপড়ি সে ভাব বিগত ।
 চারু বিধ সুধাধর আক্রিয়া হত ॥
 যেন মধুমাংস মন্দ মন্দ মরুতে ।
 বিহসিত বন্ধুজীব বিনোদ তরুতে ॥
 সহসা বায়ু ভাব তইল ব্যত্যয় ।
 আবার উত্তর থেকে শীত-বায়ু বয় ॥
 মুনি লম্বুল মুখ, লাবণ্য যাইল ।
 ললিত ললাম লাল বঙ্গ শুখাইল ॥
 নিঃশ্বাসে সে ভাব সাধু অধর ধরিয়া ।
 প্রবেশ প্রাণন করে আদর করিয়া ॥
 কেন কেন কেন শ্রিয়ে
 এমন হইল তব ভাব হে ?
 বীর-বালা বীরে মালা দান করি
 অভাব কি ভাব হে ?
 সাধ্যকাম সময়ে আমার
 কেহ করে অপমান হে ?
 তব প্রসাদাৎ আমি সবে ভাবি
 কীটের সমান হে ॥
 তব হস্ত-মুখ হেরি মম হৃদে
 কত ভেজ বাড়ি হে ।
 অমুপম সুখ পাই সব দুঃখ
 অঙ্গ সঙ্গ ছাড়ে হে ॥
 তাই বলি পরিহার কর সব
 মন মলিনতা হে ॥
 মম চিত্ত সরোবরে যাহে
 হেলে দোলে প্রেমলতা হে ।

তোমার বচন সুধা যত
 ক্ষতি-নিবরে প্রবেশে হে ॥
 ততই হৃদয়-দেবে মন নাচে
 মদমত্ত বেশে হে ॥
 কিছার সাহস করে ক্ষোভ-দগ্ধ
 অংগা-কমল হে ?
 অংগা-কমলে সাধ তাসে যথা
 স্বর্ণ শতদল হে ॥
 স্বর্ণ শতদলপতি ভাঙ্গিবে
 তাহার অংকার হে ॥”
 সুখে বসি হে প্রেমসি দেখিহ
 প্রতাপ কত কার হে ॥

এইরূপ প্রবোধ প্রদান প্রেমসীবে ।

মুখাঙ্কে চুম্বন করিবা ধীরে ধীরে ॥
 তুমি হে পথিকবর, এমন কি হবে ?
 শ পল্লট হয়ে তারা এসে ছিল ভবে ॥
 এ অমুখভরা ধরা বাস-যোগ্য নয় ।
 এই হেতু অন্নকালে তারা গত হয় ॥
 কঠিতে মিলন-কথা বাঙিল শরীরী
 আঞ্জিকার মত কথা হেথা সাজ করি ॥
 কল্য অবশেষ সব কহিব তোমারে ।
 নিজ্ঞা আসি উপনীত হৈল নেত্র-দ্বারে ॥
 এত বলি শারঙ্গের তান ধ্রুপ করে ।
 অমৃতের শেখ ধারা শ্রবণে নিঃস্বরে ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ ।

— — —

চতুর্থ সর্গ ।

— * —

দিবা অবসান হয়, নভোলোক তমোময়,
 ধূসর স্বর্ণা দিগন্তনা ।

হিব নেত্রে দেখা যায়, শোভাপায় বীণ প্রায়,
 হুই এক তারা খড়্‌খড়া ॥
 যেন নাথিকার আশে, প্রেমিকের হৃদাকাশে,
 টুট এক ভয়সার ভাতি ।
 একবার একবার, ভাবপথে অবতার,
 হয়ে পুন নিভায় সে বাতী ।
 পরে প্রিয়া আগমনে, দীপ্ত হয় সেইক্ষেণে,
 আর তারে মলিন কে করে ?
 অস্ত কোভ দিনপতি, আশা তারা দীপ্তিমতী,
 সুখশশী উদয় অন্তরে ॥
 তপনের তাপ মরে, হিমকর হিম করে,
 স্থলীতল করিছে সকলে ।
 বহে নিম্ন সমীপ, দিনে হিল হতাশন,
 সঙ্গুণে দেখে গুণ কলে ॥
 নিয়থিরে কান্তমুখ, হৃদয়েতে কত সুখ,
 হান্তমুখী কুমুদিনী সতী ।
 ছবিবাণে শশধরে, সৌভিত বিস্তার করে,
 দিনু দিগন্তরে সদাগতি ॥
 হুটছে রসাল ফুল, কুহরিছে পিককুল,
 প্রণোমিতে মকরঙ্গ পিয়ে ।
 বন-বিনোদিনী লতা, শশী করে প্রহুজতা,
 পাইয়ে প্রকাশ করে দিগে ॥
 গন্ধ বিতরণ করে, পথিকের মনোহরে,
 এমন সুগন্ধি চমৎকার ।
 অতি স্নেহ কলেবর, নাহি হয় সুগোচর,
 কিন্তু গুণে সম কেবা তার ?
 লয়ে নব দম্পতীরে, চন্দনা-তটিনী তীরে,
 রথ আসি উপনীত হয় ।
 সারাদিন শ্রমে অতি, হইল মন্থর গতি,
 রথ সংযোজিত হয় চম ॥
 বনীভূত স্বেদ-ধারা, অঙ্গে বহে কেশাকারা,
 নত ভাব কেশর লাজুল ।
 আর আর বহু জন, বাহক বাহন গণ,
 সবে সুধা ভূষায় আকুল ॥

কহিছেন সাধু বীর, “সুখম চন্দনা-ভাণ,
 কর সবে হেথায় বিক্রয় ।
 পর-পায়ে রাঠেরেরা, পেতেছে আপন ডেরা,
 এই মাত্র আমি তুলিয়া ॥”
 আত্মা পেয়ে সবে যায়, স্থান লয় বে বধায়,
 বিভাবরী করিতে বাপন ।
 পর দিন হবে যণ, পর পায়ে শত্রুগণ,
 সাজি আসিয়াছে অপশন ॥
 এমত সময়ে শুন, দড় বড় পুনঃ পুনঃ,
 অদূরেতে অর্থ পদ-কেশ ।
 ঔরিশের অহুচর, আসিতেছে ক্রুৎ-কুৎ,
 লয়ে তাঁর বচন সজ্জেশ ॥
 শুন বাপা মহাশয়, যা চায় তাই হয়,
 যা ভেবেছি তাহাই ঘটন ।
 ভবিতবা হিল বাহা, অবস্ত হইল তাহা,
 কাগগতি কেবল কুটিল ॥
 এখন উপায় চাই, আর ভ ফিল নাই,
 ভূমিয়ারি সব সনাচার ।
 মন্দ-গিরি* পরিহার, যোগ রণ বেশ ধরি,
 অরণ্য-কমল আগুসার ॥
 সময়ের সজ্জা ভারী, রাঠোর হাজার চারি,
 আসিয়াছে রণমণ্ডে স্বেতে ।
 তার যোগ্য অহুবল, এনেছে প্রবল দল,
 মিহিরজ নাগরিয়া জেতে ॥
 অতএব যোগ্য হয়, - বধা হেন শত্রু চয়,
 উপযুক্ত সেনা আয়োজন ।
 হবে তব অহুকারি, মোঘিল হাজার চারি,
 সত্বরেতে করিব প্রেরণ ॥
 যন্তরের পত্রোত্তরে, কালবাহু নাহি কয়ে,
 লেখে সাধু বীর নিবেদন ।
 অবগতি মহোদয়, শত্রুপ্রতি কিবা ভয়,
 ধ্যান করি তব শ্রীচরণ ॥

* আধুনিক মন্দেরের প্রাচীন নাম । কোদ প্রহকার
 লেখেন এই স্থানে ময়দানবের বসতি ছিল ।

আঁহুক হাজার শত, ককক বিক্রম যত,
শৃগাল স্বরূপ জ্ঞান করি ।
যে আছে আমার বল, তটী-কুল ডাহু-দল,
সপ্ত-শত বিক্রম-কেশরী ॥
ইহাই যথেষ্ট হবে, ঝাঠোর এ ভীম-হবে,
জাগনা পাইবে একজন ।
অত্যাচার প্রদান তব, পঞ্চাশ মোহিল লব,
এই মাত্র মম নিবেদন ॥’
পত্র লয়ে ধায় দূত, তারি-প্রায় গতি দ্রুত,
অভিনূরে নির্মিষে বাইল ।
হইল বাহিনী ঘোরা, বিগত অষ্টম হোরা,
সবনেজে সুর্য্যুত্তি ছাইল ॥
শশী অন্তাচলে চলে, বেন দিনে দীপ জলে,
অরুজুতি উদয় বিমল ।
শীতল সুগন্ধ বায়, চন্দনার কুলে ধায়,
তরল তরঙ্গ চল চল ॥
সেই সুমধুর স্ববে, সুম-ঘোর বুদ্ধি করে,
একেবারে স্তব্ধ বহুমতী ।
কিবা পণ্ড পক্ষী নয়, যুক্তকল কলেবর,
সকল জীবের এক গতি ॥
পায়ত্রেম হই দিন, কাতর নয়ন বীন,
কর্মদেবী-কোলে রাখি শির ।
বেন দমরভী কোলে, নল যুদ্ধ নিজ-ভোলে,
সুখে নিজা যায় সাধু বীর ॥
কত সুখ অগ্নোদর, ছন্দর মাঝারে হয়,
কতু হাত ছটা বিশ্বাসরে ।
বোধ হয় শ্রিয়া সহ, বিলসিত অহরহ,
সন্তুষিত সুখ সরোবরে ॥
আবার সে ভবি গত, বেন রোজ-রসে রত,
উজ্জ্বলি অপাক যুগলে ।
কপোলে অনল জলে, মধ্যাহ্ন-ময়ূখ ছলে,
বক্ত ছটা স্থল-শতবলে ॥
বেন লক্ষ্য করি আর, জ্ঞানক ভাব ধরি,
ভাসিছেহু সময়-তরঙ্গে ।

আবার সে ভাব গহ, বিগ্রহ-বিজয়ী মত,
অপরূপ শোভা তুল-তলে ॥
মহ-গর্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন,
প্রিয়া-সন্নিধানে মহোদল ।
অবগ্য-কমল রণে, হত গত সেনা সনে,
একেবারে বিরোধ-বিনাশ ॥
এইরূপ কত ভাব, ক্ষণে ক্ষণে আকর্ষ্য,
হইতেছে সাধুয় হৃদয়ে ।
হায়রে স্বপন মায়া, মিথ্যা-দৃষ্টি তোমার আঁখা,
কত দ্রাব্ধি দেখাও উভয়ে ॥
সবে সুখে নিজা যায়, শিখিল শীতল কাঁধ,
শুধু আগরিত একজন ।
কর্মদেবী নেত্রদয়, তিলেক মুদিত নয়,
নিজাবশ নহে এককণ ॥
হেরিয়ে নাথের মুখ, মনে মনে কত সুখ,
কতু হুংব সঞ্চারিত হয় ।
একবার ভাবে মনে, অনায়াসে এইরণে
প্রাপিত পাবেন বিজয় ॥
নিত্য নিত্য নব নব, অমুরাগ মহোৎসব,
মাতিবে তাহাতে মন প্রাণ ।
মনো আশা পূর্ণ হবে, প্রতি-শ্রেয় সুধাসবে,
শ্রেয়-ভুবা হবে অবসান ॥
কপোত দম্পতি মত, সোহাগ ব্যক্তিরে কত,
তিল আদ ছাড়াছাী
হইবে চন্দন চর, সাধুলয় সদাশয়,
ধীর বীর প্রসন্ন হৃদয় ॥
বীরের নন্দিনী আশি, বাবর মন দ্বারী,
বীর-প্রসবিনী হব শেষ ।
বাহবলে পুত্রগণ, কষ্টিবেক স্থশালন,
বাড়িবেক পুংলোর দেশ ॥
পুনঃ ভাবে অস্ত মত, রণে বাদি হন হত,
আমার-কন্দর-অধিকারী ।
কি হবে আমার দশা, কোথা রবে এতরসা,
কোথা রবে আশা মনোহারী ?

রাঠোরের বন্দী হব, দাসীবৃত্তি লয়ে রব,
ভাবিলে তা হৃদয়-বিনয়ে ।
হায় হায় হরি হরি, আর কি উপায় মরি,
কারে কব যে ভাব অস্তরে !
হায় কেন গুণ-গুনে, বাঁধা গেল প্রেম-গুণে,
অথল সরল মম মন ?
হায় কেন এর সনে, দেখা হলো ফুল-বনে,
প্রেম-দীপ তাহে সন্দীপন ?
হায় কেন সংগোপনে, প্রেম-ব্রত উদ্যাপনে,
না করিছ কানন-গমন ?
সাঁধুর মঙ্গলোচ্চেষে, ধ্যানের ধরি পরমেশে,
করিতাম জীবন সাপন ॥
হায় কেন সভাস্থলে, বরমালা বরগলে,
দিতে পাঠালাম সহচরী ?

যে কিছু আমার দোষ, ভেবে হয় হৃদি-শেষ
হায় হায় কি উপায় করি ?
হায় প্রেম-কিসলয়, সুখ-জলে উপজয়,
মম হৃৎ-জলে উপজিয়া ।
অকালেতে বুঝি তার, বিনাশ হইল সার,
প্রেম-হ্রস্ব যায় বাঁ মজিয়া ॥”
এইরূপ নানা রূপ, চিন্তাজলে চিত্ত-কূপ,
প্রাণিত হইছে মহিলায় ।
কভু আশা, কভু খেদ, হৃদে করে রাজ্যভেদ,
কভু বরুণার অধিকার ॥
নানা রূপ তার রাগ, শোভিছে বদন-ভাগ,
কিরূপে তা করিব বর্ণন ।
নিবন্ধিযে ইন্দ্র-ধনু, বিচিত্র তাহার তনু,
জিহ্ন করে কেবা হেন জন ?
যদি হেন থাকে কেহ, যথা ইন্দ্রধনু দেহ,
তুলী তুলি ডুবাইয়ে ওলায় ।
লেখে প্রতিকৃতি তার, তবে বুঝি সে শোভার,
কিঞ্চৎ প্রকাশ প্রতিভায় ॥
সেই রূপ কিবা আর, বর্ণিব সে ভাব তার,
কত ভাব কত রাগ ধরে ?

বাঁড়িল হৃদয়ে ব্যথা, গাভে ইন্দীবরে যথা,
বিন্দু বিন্দু নীহার নিঃসরে ॥
সেই রূপ অশ্রুধার, বিগলিত মুক্তাকার,
নিপতিত সাঁধুর বদনে ।
আগিযে উঠিল বীর, দেখি ভাব প্রেমসীর,
“কেন কেন?” জিজ্ঞাসে সঘনে ॥
“কেন কেন কেন পুনঃ, বিহগ বদনাধুজ ভব হে ।
হায় হায়, প্রাণ যায়,
আগিযে পোহালে নিশি সব হে ॥
অতি আদরের তুমি, যতন-বিরহে বুঝি মম হে ।
নিজা না যাইল প্রাণ,
আজ বাঁচি কাল-বাঁচি সম হে ॥
গত দিন নরপতি যে কহিল বিদায়ের কালে হে ।
মজন করিতে তোমা,

যণা উপযুক্ত ভূপ-বালে হে ॥
কিছার কুরীতি মম,
যেদিন পাইছ সেই তার হে ।
সেই দিন অনায়াসে
হেলন করিছ আমি তার হে ॥
কম অপরাধ মম, প্রিয় মে, প্রাণের আধার হে ।
তার হেন দোষ কভু
না হইবে, প্রেমসি, আমার হে ॥
এসো এসো মম কোলে,
প্রাণ্তি দ্ব্য কর কিছু ক্ষণ হে ।
আগরণে ঢুল ঢুল, ছল ছল, যুগল নয়ন হে ॥
তাহে মম অনাদরে,
ধারাকারে সজিল বহিছে হে ।
সহেনা সহেনা, সেই জলে মম হৃদয় দহিছে হে
খেঁচি দিবসে আজি,
তব দাস বিক্রম প্রতাপ হে ।
শুভ বাত্মা হয় বাহে,
কর প্রিয়ে তাড়িয়ে বিলপ হে ॥”
এত বলি কেলে সাধু লয়ে প্রমদায় ।
আপন বসনে তার নয়ন মুছায় ॥

কৰ্মদেবী কন, নাথ একি বাবহার ।
 কেন মিছে অনুযোগ কর আপনার ॥
 তুমি যথা আছ, মম বোধনে কি কাজ ।
 সত্য কথা কহি নাথ পরিহরি লাজ ॥
 তুমি নিদ্রা গেলে, সখে মম নিদ্রা নাই ।
 তাহে শত্রু নিকটেতে, মনে ভয় পাই ॥
 কি জানি নিশীথ-কালে বুঝিয়ে সময় ।
 ছলে কলে আসি যদি তব প্রাণ লয় ॥
 প্রহরী হইয়ে গেল তৃতীয় প্রহর ।
 নিদ্রা আসি নেত্রদ্বারে হলো অঙ্গশর ॥
 তেঁই সে অলসে আঁখি অশ্রু-ভারে নত ।
 মিছে আশ্র-অনুযোগ কর নাথ কত ॥
 নিদ্রা না হইবে, গন্ত-প্রায় বিভাবরী ।
 যাই গিয়ে জাগাই হে যত সহচরী ॥

চন্দনার চারু জলে করিব হে স্নান ।
 পুঞ্জিব তাহার তীরে দেব ভগবান ॥
 তোমার মঙ্গল নাথ লইব মাগিয়ে ।
 বিধিমতে ইষ্ট লাভ এনিশী জাগিয়ে ॥
 করিব মঙ্গলাচার মঙ্গল স্মরিযে ।
 দেখাব হে পূর্ণ ঘট নয়ন ভরিযে ॥
 আমারে আদর কর সুগাক্ষী বলিয়ে ।
 দেখিব সে মুগ, যবে যাবে হে চলিয়ে ॥
 বামে শব চাই শ্রু, বব শবাকার ।
 যদবধি চাঁদ মুগ না দেখিব আর ॥
 এত শুনি সাধুব নয়নে অশ্রুহার ।
 চুষি চন্দ্রমা মুখে অমৃতের ধার ॥
 উঠিলা হাসিতমুরী হিরণ্য-বরণী
 উদাতে উদার প্রায় প্রকাশে ধরণী ॥
 যায় যথা সখীকুল নিদ্রায় আকুল ।
 নিশায় মুদিত যেন দিবসের ফুল ॥
 কারু চারু কবরী লোটাই ধরাতলে ।
 নামিল নিবিড় মেঘ বুঝি ভূমণ্ডলে ॥
 নিদ্রাযোগে মুখে হাসি সৌদামিনী প্রায় ।
 ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, ক্ষণে লোপ পায় ॥

জীবৎ বিভিন্ন কারু বিষ ওষ্ঠাধর ।
 দেখা দেয় মুক্তা পাতি শোভার আকর ॥
 বাহরে বালিস করি রাখিয়াছে শির ।
 আশ্র যদি মুণালে কি রাতুল রুচির ॥
 কেহবা স্মৃষ্টি ভোগ করে উত্তরায় ।
 নাসিকায় নিশ্বাস প্রাশ্বাস ঘন ধায় ॥
 যথা দাব-দগ্ধ মৃগী মৃত-কল্প হয়ে ।
 ঘন ঘন নিশ্বাস বিহায় রয়ে রয়ে ॥
 কৰ্মদেবী সকলের শিরে হাত দিয়ে ।
 মধুস্বরে নাম ধরে দেন জাগাইয়ে ॥
 যেন ভাঙ্কর পরশনে পদ্মকুল ।
 জাগিল সজ্জনীগণ হস্ত সমাকুল ॥
 চলিল চন্দনা-স্নানে চঞ্চল চরণে ।
 মরালী-মণ্ডলী যথা যমুনা-জীবনে ॥
 লাক্ষ্মীয়া পড়ি জলে দিতেছে সাঁতার ।
 জল-কলী-কলা-যুতা অপরা আকার ॥
 কেহ স্রোতে অঙ্গ ঢালে পৃষ্ঠে রাখি ভর ।
 হেমলতা ভাসে যেন জলের উপর ॥
 হায়রে জগৎ লীলা বুঝে উঠাভার ।
 এক পারে হস্ত লীলা কোতুক অপার ॥
 অস্ত্র পারে সযশের সাজ ভয়ঙ্কর ।
 ছাড়িছে বিশাল দীপ্তি মশাল নিকর ॥
 দূরে থেকে দেখা যায় উড়িছে নিশান ।
 সংগ্রাম-পুঙ্খব-শিবে ভীষণ বিবাণ ॥
 বাজিতেছে বণতুরী ভেবী ঢাক ঢোল ।
 মাঝে মাঝে হর হর শব্দে মহাগোল ॥
 কিন্তু রাজপুত-পুত্রীগণে কিবা ভয় ?
 আর পারে কলী-কলা-রসে যথ রয় ॥
 প্রভাতের শভাকরে প্রাচী হস্তবতী ।
 জল তাজি স্থলে উঠে যতেক যুবতী ॥
 সেই দিন সবে কৰ্মদেবীরে সাজায় ।
 যার যত নিপুণতা প্রকাশিছে তায় ॥
 চমরীর দর্পহরা চাঁচর কবরী ।
 বিনাইয়া দেয় চন্দ্র-চূড়া সহচরী ॥

ভঙ্গনী তরলা সখী পুর্ণিত পুলকে ।
 ভাল ভূষিতেছে ভাল অঙ্কুর-তিলকে ॥
 অঞ্জনা নামেতে আলী লইয়ে অঞ্জন ।
 সাঝাইছে সুবঞ্জন নয়ন ধঞ্জন ॥
 মুক্তালতা নামে সখী লয়ে মুক্তামালা ।
 সমাদরে সাঝাইছে ভূপতির বালা ॥
 কি ছায় সে মোতী-হার, কিবা জ্যোতি তায় ?
 সে অঙ্গ সমীপে হলো মলিন আকার ॥
 বাহু-যুগে দিল সখী বলয় বিজুটা ।

করকান্তি কানে তার হারি মানে ছটা ॥
 হীরকের কর্ণস্থল শোভে কর্ণমূলে ।
 পাইয়ে উত্তম স্থান বুঝি হেলে দলে ॥
 কণক-কিঙ্কণী পেয়ে কটিতটে স্থান ।
 আনন্দে মাতিয়ে করে মধুস্বরে গান ॥
 আইলা স্নেহে সখী লইয়ে বসন ।
 বাঁধয়া ভক্তনা চোলা কঁচলা-বরণ ॥
 ঘন নীল চাকু পট্ট বসন-কলক ।
 মাঝে মাঝে স্বর্ণ পট্ট দিতেছে ঝলক ॥
 কত বা কোশল সব পিকুন-পিধানে ।
 যে চতুরা হয় তাহে, সেই ভাল জানে ॥
 অঙ্গের বলনী ছাদ লুকাতে প্রয়াস ।
 অঞ্চল সকল ভঙ্গী হইবে প্রকাশ ॥

যথা কবিতায় রস-ভূষণ প্রদান ।
 কখন না হয় যেন রস মূর্তিমান ॥
 চাকিবে উপরে কিন্তু রাখিবে একপ ।
 বাহে প্রকটিত প্রতি রূপ প্রতিদ্বন্দ্ব ॥
 হইল বিন্যাস বেশ বিনোদ বিশেষ ।
 যেন লক্ষ্মী ধরাধারে করিল প্রবেশ ॥
 বসিলেন বরাহোহা পূজার আসনে ।
 ধ্যানে ধরিলেন ধনী স্বাস্ত-বিনাশনে ॥
 মহাশাস্ত্রহারী ভেজ বেই স্বাস্তহরে ।
 প্রতিদিন চলাচল সুপ্রকাশ করে ॥
 ধীর শৈত্য সুধার কৃতার্ধ সুধাকর ।
 ধীর ধীসে সমীরণ বহে নিরন্তর ॥

ধীর তাপে হতাশনে ভাণন-স্ফায় ।
 ধীর কৃপা-বাতি-শব্দে তুষার স্নায় ॥
 সর্বজ্ঞ সমান তিনি সর্বজ্ঞ মঙ্গল ।
 বিস্তারিত সর্বস্থলে নির্ভল মিসল ॥
 হিন্দুধর্ম মর্ম এই সর্বকৃতে ধিনি ।
 যত্র তত্র কর পূজা জানিবেন তিনি ॥
 জল, স্থল, আকাশ, সমীর, বৈশানর ।
 দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্র-নিকর ॥
 ভুরু-লতা, পাখাণ, প্রতিমা নানা যত ।
 দৃশ্যমান এলপতে পক্ষীকৃত বত ॥
 উপাস্ত না হয় তারা উপাস্ত কেবর ।
 যিনি যেই সর্ব কৃতে ব্যাপ্ত নিরন্তর ॥
 রাজপুত্র পুজ্যে তাঁরে দিনকর-করে ।
 প্রভাত প্রদোষে ধেরে ভাব ভক্তি ভরে ॥
 পূজা অন্তে পদ্মসুখী প্রণবিলা পদে ।
 শুভ কয়ে মুহু মধুস্বরে প্রবপদে ॥

গীত ।

রাগ তৈষর ।

দিনকর, দয়াকর, ভবোহর,
 হয় মম ভাগ তর-নিকর ।
 তুমি হে প্রভু সবিভা জীব-শিব-প্রদায়িতা,
 সর্বস্বত্ব-প্রেরয়িতা, পোষয়িতা পদাংগর ॥
 তরুণ-অরুণাশ্রয়, করুণ-বরুণালয়,
 হেঁচি মে করুণাময়, করুণা-বাধি-শিকর ।
 তুমি হে কাল-জনক, মূর্তি ভগ্ন-কনক,
 সকল জগৎ-গণক, হুং হি জিজ্ঞাস্য কেবর ॥
 মনত প্রিয়বরে, পেয়েছি তোমার করে,
 অকৃত্রিম অধিকরে, রক্ষ প্রভো প্রভাকর ।”

তব অন্তে প্রেমদা প্রণত পূর্বমুখে !
 চাহিতে দেখেন পতি দাঁড়ায়ে সম্মুখে ॥
 গলগলীকৃত-বাস, মুখে মুহু মুহু হাস ।
 ভক্তিমূলে অপক্লপ রূপের প্রবাহ ॥
 নাথে হেরি বনোদিনী কন ধীরে ধীরে ।
 কি আশা আছে হে প্রিয় কহ এমাসীরে ॥
 এত বে পুরুষ ভাব পুরুষের মন ।
 দ্রবীকৃত অভিজ্ঞত ত্বনিয়ে বচন ॥
 প্রেমলীল কাছে সাধু লইতে বিদায় ।
 আসা-যাত্রা বচন-বিকাশ বড় দায় ॥
 মনেয়ে বৈরধ ডোরে বাঁধিয়ে যতনে ।
 কহিতেছে কথা বীর অমিয়-বর্ষণে ॥

আইলাম বিধুমুখি

বিদায় লইতে তব কাছে হে,
 মবেদন তব প্রীতি
 আমার আর কি বল আছে হে ?
 জয়াজয় বণে পণে
 নিশ্চয় কখন কিছু নয় হে ।
 প্রেম-দোষে যদি প্রিয়ে
 হয় বন বণে পরাজয় হে ।
 যদি আমি প্রাণে বরি,
 তব সতি, প্রিয়ে পতিপ্রাণা হে ।
 এই করে প্রাণেররি
 কুশোণরি সুশীলা-প্রধানা হে ॥
 হের বেধ হরণাক্ষি
 ঈশানে অচল শোভা পায় হে ।
 তব ভ্রাতা মেঘরাজ
 বসেনায় আছেন ভণায় হে ॥
 সবদান্তে ভণা গিয়া
 লবে প্রিয়ে তাঁহার শরণ হে ।
 শত্রুহন্তে কোন মতে
 না হইবে তোমার পতন হে ।
 অনন্তর সাবিজী-শেখরে পতি
 করি পতি তা হে ।

সুপবিত্র যতি-ধর্ম
 ধারণ করিহ স্বর্ণলতা হে ॥
 দেহ-ভ্যাগে পুনরায়
 মিলন হইবে সূর্যালোকে হে ।
 আর না ভুগিতে কভু হইবে
 বিরহ ঘোর শোকে হে ॥
 নিরন্তর জুড়াইবে,
 জুড়াইব, প্রেমামৃত-পানে হে ।
 নাহবে বিভিন্ন ভাব
 চিত্ত রবে সগ এক-তানে হে ॥
 নাহি তথা জন্ম জরা
 জব আলা যন্ত্রণা জড়িমা হে ।

অন্তহীন যৌবনের
 অধিকার অদীনা মহিমা হে ॥
 নাহি তথা পাপ-পঙ্ক,
 নাহি তথা দ্বিতাপ চিমির হে ।
 সদা কাল পুণ্যের প্রতাপে
 দীপ্ত বিমল মিহির হে ॥
 যদি আমি তোমা ত্যজি
 আগে যাই সেই স্বধ-ধামে হে ।
 ভেবনা, স্বগীয় সুখী
 হবে তুমি সিদ্ধ মনস্কামে হে ॥”

ত্বনিয়ে পতির কথা কহিছেন সতী ।
 যেমনে কহিলে নাথ এমন ভারতী ॥
 তুমি যাবে পর পারে হেথা রব আমি ।
 এমন কি হয় ? আমি হব অঙ্গগামী ॥
 নিকটে থাকিব আমি না থাকিব দূরে ।
 হেরিব ও মুখ-শশী মন-সাধ পূরে ॥
 যদি শ্রাস্ত হও নাথ ভূধিব সেবার ;
 শ্রম নিবারিব তব, অক্লেশে বার ॥
 যদি হে আহত রণে হও গুণধাম ।
 বিশল্য ঔষধে ক্ষত করিব আবার ॥
 ধুইব অশ্রু-ধারা নয়নের জলে ।
 মুছাইয়ে দিব অঙ্গ বিমুক্ত কুন্তলে ॥

রণস্থলে বাড়াইব উৎসাহ প্রবাহ !
 পরাইব মনসাথে পদে উপানহ ॥
 পরাইব শিরস্ত্রাণ সন্মাহ স্মন্দর ।
 বেগে দিব শরাসন সিংহাহী খবর ॥
 কি ভয় আমার নাথ সংগ্রামের স্থলে ?
 রাজপুত্র-ভেজ-অগ্নি মম দেহে জ্বলে ॥
 যদি মম ভাগ্যদোষে ঘটে অমঙ্গল ।
 তা ভাবিয়ে নহি আমি স্নেহে বিকল ॥
 তব অমুগামী আমি জীবনে মরণে ।
 চল নাথ এদাসীরে সঙ্গে লভে রণে ॥”
 শুনি প্রেয়সীর বাণী সাধু নিরুত্তর ।
 নদী-পারে যেতে সবে কহিল সত্তর ॥
 এমন সময়ে আসি অচ্যুত কয় ।
 রাঠোরের দূত এক শিবিরে উদয় ॥
 “এই পত্র আনিয়াছে শুন শ্রবাকর” ।
 পত্র লয়ে করে, পাঠ করে বীরবর ॥

পত্র ।

“শুন ওহে ভট্টী-কুল-ভূপাল-নন্দন ।
 তব সহ সন্মুখ-সংগ্রাম অশোভন ॥
 মম সহ সহস্র সহস্র দল বল ।
 অমূল্য মিহিরজ যেন আখণ্ডল ॥
 তব সঙ্গে আছে ভট্টী কতিপয় শক ।
 ইহাতে সন্মুখ-রণ নহে জায় মত ॥
 ইথে অশযণ মম ঘূষিবে সকলে ।
 অতএব হৃদয়ক * উচিত এ স্থলে ॥
 জানিতে বাসনা তব কিবা অভিলাষ ।
 বিলম্ব না হয় ; তাহে কার্য্যের বিনাশ ॥”
 পত্র পাঠ করি সাধু হসিত-অধর ।
 অমনি পাঠায় লিখি তাহার উত্তর ॥

* উত্তর পক্ষের সন্মুখে উত্তর পক্ষীয় দুই জন নির্বা-
 চিত প্রতিযোগীর যুদ্ধের নাম দল-যুদ্ধ ।

প্রত্যুত্তর ।

“শুন হে মন্মোর-পতি-রাঠোর-কুমার ।
 যাহা অভিক্রিষ্ট তব, তাহাই আমার ॥
 ফলে পূর্কল্পে নাহি দ্বিধাভাব মম ।
 সহস্র-রাঠোরসহ শত-ভট্টী সন্ন ॥
 তব তব লোক-লজ্জা বক্ষণ আশ্রয় ।
 তব মতে মত মম, অত্যন্ত নয় ॥
 আমার বিলম্ব নাই জানিহ বিশেষ ।
 নদী-পারে যাইবারে দিয়াছি আদেশ ॥
 চন্দ্রনার পুগিনে নেমেছে সেনা সবে ।
 অবিলম্বে পব পায়ে উপনীত হবে ॥”

ভাগি কুশ কাশ বেণী, পুগিনে নামিল সেনা,
 কিবা শোভা হেরি চন্দ্রনার ।
 প্রভাত-ভানুর-করে, কিবা ঝঙ্কঙ্ক করে,
 আয়স কবচ সব কায়ে ॥
 সকলের আগে আগে, বিমল অধর-ভাগে,
 উড়িতেছে ভট্টীর নিশান ।
 প্রভাত-পবনে বঙ্গে, উড়িছে এমন ভঙ্গে,
 বিপক্ষে কি করিছে আহ্বান ?
 বাহিনীর মধ্যখানে, আরোহী তুরঙ্গ-বানে,
 সাধু বান লয়ে বনিতাবে ।
 উর্দ্ধে কিছু দৃষ্ট নয়, কেবল বল্লম-চয়,
 শোভা পায় কানন-আকারে ॥
 অগ্রভাগে জঘন্ড, নয়নে লোহিত রক্ত,
 বীরমদে মত্ত অবিরত ।
 পাত্ৰ-বংশে অবতার, সিংহ-সম মহামার,
 শিরোদেশে বিশেষ আয়ত ॥
 ব্যাঘ্রসম ভয়ঙ্কর, সঙ্গে শত ধনুর্ধর,
 স্বল্প বটে, যুদ্ধে ধমদুত ।
 মরণে নাহিক ভয়, আরোহিছে হৃদ-চয়,
 নদী-পার হবে যায় দ্রুত ॥

তুরঙ্গের পদাঘাতে, ধ্বনি হয় তরঙ্গিতে,
 গভীর মধুর সেই ধ্বনি ।
 চপল চপল চপল, ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ,
 শ্রবণে শ্রবণে সুখ গণি ॥
 আবর্তে পড়েছে কেহ, অস্থির তুরঙ্গ-দেহ,
 ঘুরিয়া বেড়ায় পাকে পাকে ।
 কিন্তু সে সৈকত হয়, তথাপি বাতুল নয়,
 গরজিয়া উঠে ঘোর ডাকে ॥
 তুলিয়া বিপুল পুরু, আবর্ত করিয়া ভুঙ্ক,
 তেজে উঠে ধায় তুরঙ্গম ।
 লুতাতলু জালিকায়, বরটা কি ধরা যায়,
 বিষম তাহার পরাক্রম ॥
 অবিলম্বে সেনাচয়, পারে অবতীর্ণ হয়,
 বাছিয়া লইল নিজ স্থান ।
 পড়িল ছাউনী ঠাট, সমর-পশরা-হাট,
 ক্ষণমাত্রে হয় শোভমান ॥
 এই হলো নিরুপণ, পরাঙ্কে হইবে রণ,
 পূর্বাহ্নে ভোজন-পান-কাল ।
 বিশ্রাম-বিলাস-ভরে, সবে পরিশ্রম হরে,
 যথাকালে উদয় বিকাল ॥
 শ্রমেতে অবশ অঙ্গ, নিজা যায় জয়ভঙ্গ,
 যেন সুপ্ত ভুঙ্ক ভীষণ ।
 কাছে অশ্ব অভিরাম, শ্রীপঙ্ক-গ্যাণ নাম,
 প্রভুর প্রহরী অশুঙ্ক ॥
 হেন ভাবে খাড়া আছে, মক্ষিকা না যায় কাছে,
 কি সাধ্য শত্রু সমাগম ।
 দূরে থেকে নাগরিয়া, জয়তঙ্গে নিরখিয়া,
 আরোহিয়া নিজ তুরঙ্গম ॥
 উপহাস করণাশে, দেখে যায় তার পাশে,
 অমনি প'ছর অশ্ববর ।
 চরু উন্নত করি, উগ্রচণ্ড মূর্তি ধরি,
 বিঘোষণ করে ঘোরতর ॥
 আগিয়ে উঠিল পাছ, প্রসারণ করি বাছ,
 দেখে শত্রু অদূরে উন্নয় ।

জিজ্ঞাসিছে হান্য করি, “কি বাসনা অশ্বগরি,
 হেথায় আইলে মহাশয় ?
 হেরি মের নিজা ঘোর, গুপ্তচর কিবা চোর,
 সেইরূপ দেখি তব ধার ।
 ছিছি এক ক্ষাত্ত ধর্ম, ধিক্ ধিক্ হীন কর্ম,
 হইয়াছ বুদ্ধি শুদ্ধি হারা ॥”
 শুনি মিহিরজ বয়, “এ রহস্য মন্দ নয়,
 রণ-ব্রতে ব্রতী যেই জন ।
 নাহিক তাহার দায়, যুদ্ধকালে নিজা যায়
 নভূত নভাবী এগটন ॥
 নিকটে আইলে দোষ, দেখাও আক্রোশ রোষ,
 মিছে ঘুম ঘুমাইবে কত ।
 সুখদ সংগ্রাম ক্ষেত্রে, চির মিমীলিত নেত্রে,
 সুখে নিজা যাবে অবিরত ॥”
 জয়ভঙ্গ তত্ত্বতরে, কহিতেছে হাতাধরে,
 “দেখা যাবে কত শক্তি কার ।
 কে পারে পাড়ায় ঘুম, মিছে কেন ধাম ধুম,
 সে ঘুমের ময় তরবার ॥
 আমায় দিলশ নাই, এই সম্মতা ধরি ভাই,
 এক মাত্র প্রার্থনা আমার ।
 ফুরায়েছে পান পাত্র, অলস অবশ গাত্র,
 চাহি কিছু সুধার উপার ॥”
 বলা মাত্র মিহিরজ, যথা বক্ত সলিলজ,
 বর্ণধর মদিরা মোচন ।
 আপনি আনিয়ে দিল, অল্প পাত্র করে নিল,
 উভয়েতে করিল গ্রহণ ॥
 পানান্তে উভয় বীর বাহুড়িয়া যায় ।
 আপন আপন দলে প্রকাশে প্রভায় ॥
 দুই দল হৈতে আদি রণবাত্তকর ।
 বাজাইল ঘোর বাত্স বাজরা বাজর ॥
 বাত্স-অন্তে প্রতিহারী করিল ঘোষণ ।
 বিগ্রহেব ধেতুবাদ করিয়া বর্ণন ॥

অরণ্য-কমলের প্রতিহারী ।

“নাগর-পতির পুত্র মিহিরজ নাম ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্র শৌর্য বীর্য ধাম ॥
মন্দোরেবর যুবকাজ তাঁর বন্ধুবর ।
বন্ধু-অপমান-শোধ-হেতু অগ্রসর ॥
এই হয় ক্ষত্রধর্ম শাস্ত্রে হেন কয় ।
ধর্ম-যুদ্ধে দ্বিপুংগল পাইবেক ক্ষয় ॥”

সাধুর প্রতিহারী ।

“পাহ-কুল-দীপ এই জয়ন্ত বীর ।
পরাক্রমে প্রভঞ্জন, প্রতাপে মিহির ॥
বীর-চূড়ামণি সাধু সাধুর প্রধান ।
মানীর সম্মান বীর প্রাণের সমান ॥
কারো মান-নাশে তাঁর নাহি কভু মতি ।
যেই দেয় হেন দোষ সেই চুই অতি ॥
জায়েব বিপক্ষে যেই রণে মত্ত হয় ।
সেই রণে, পরাজয় তাহারি নিশ্চয় ॥
এই জয়ন্ত বীর জয়ের নিশান ।
কে আছে হে শত্রুদলে তাঁহার সমান ?”

মিহিরজের উক্তি ।

“সাজ হে সাজ হে যত সাজ বীরগণ ।
নিজ নিজ সযোগ্য সহকর বণ ॥”

জয়ন্তজের উক্তি ।

“জায়-ধর্ম্যে সকলে রাখিয়ে নিজ চিত্ত ।
প্রতি কুল-প্রতি ঘেহ শান্তি সমুচিত ॥”
আদেশ পাইল, অমানি ধাইল,
বাজিল সমর-কুরী রে ।
ভাগে ভয়াভূর, হিরা যুদ্ধ,
বজরী, বলরী ভূরি রে ॥
বাধিছে বগড়া, নাদিছে দগড়া,
কড়া কড়া কড়া করি রে ।
বাজিছে বাস্প, সহিত ডম্ব,
লক্ষ দস্ত ভরি রে ॥
বাজনের তাল, পরম রসাল,
সেই তালে তাল রাখি রে ।
কাপাইয়ে ঢাল, যায় সেনা-পাল,
শিরদেশ সব ঢাকি রে ॥
গোয়ুখে যেমতি, ভাগীরথী-গতি,
বাধা ছিল কিছুকাল রে ।
করিবল বলে, ভেদিল অচলে,
ধাইল শ্রোত বিশাল রে ॥
বাজনের বলে, সেই রূপ চলে,
উভয় দলের সেনা রে ।
শিরোপরে পর, উড়ে ক্ষয় কর,
তরঙ্গে উঠিল ফেলা রে ॥
দুই খর নদী, মিলে আসি যদি,
ভাবহ ভাবুক দল রে ।
ভাঙি বক্সা বোড়, ভয়ানক তৌড়,
শত পাকে ফেরে জল রে ॥
হর কাটাকাটি, নাহি কাজী বাটি,
সমরে উভয় সম রে ।
সবে সম-গুণ, কেহ নহে উন,
কেহ নহে কিছু কম রে ॥
আগন আগন, বাদী যেই জন,
তারি সহ সেই লড়ে রে ।

বশে আশা যায়, চিত্তে এই চায়,
 জ্বলন্ত বশন্তে পড়ে যে ॥
 সে বশ-বিভায়, কি বলিব আয়,
 ভবন ভবনকারি যে ।
 আমি হীনবতি, বিহীন ভারতী,
 স্বরূপ রচনে নারি যে ॥
 বুকে হুই বীর, কৰ্ম্মে শরীর,
 প্রাণিত হইল অতি যে ।
 ধর ভরবার, দাবিদী আকার
 কৰ্ম্মে কৰ্ম্মে পতি যে ॥
 পরাক্রমে পাহ; খ্যাত মহাবাহ,
 নিহিৰজ নিহিৰজ যে ।
 ছুলা হুই জন, কারভেছে বশ,
 যেন হুই নিগুঞ্জ যে ॥
 কিবা মনোহর, হুই হয়বর,
 ভীর ভারি সম ধায় যে ।
 বুকে বেশ লাল, খাড়া বেশ-জাল,
 যেন বহে সব কার যে ॥
 আখণ্ডক আয়, ছুটে ছুটে যায়,
 প্রভু মানস বুখে যে ।
 খুলে খাঁড়া খাপ, মারে কোপকাপ,
 সহিত প্রতাপ বুকে যে ॥
 শিখ হাড় ভাজি, বাহিতেছে টাজি
 লোহে বীর রাগি শরীরে ।
 উজ বর করি, কেহ কহে হরি,
 কেহ কহে বরি মরি যে ॥
 কাটা কারো শির, কাহার শরীর,
 বেঁধা শত ভীর-কলে যে ।
 কেহ পাঁধা খুলে, হুই আখি তুলে,
 পড়য়ে ধরণী তলে যে ॥
 এই রূপে সমর হইল ঘোরতর ।
 কৰ্ম্মের মোত বহে অবনী-উপর ॥
 কেউরবে কেঁরপাল কেঁরে পালে পাল ।
 মন-বদন-মাল ধায় আদম্বে বিশাল ॥

বশন্তে শকুনী গুণিনী দলে দলে ।
 পাকে পাকে কেঁরে কোলাহল কুতুহলে ॥
 জয়ভঙ্গে মিহিরজে বুদ্ধ অল্পম ।
 কারমাত্র কোনক্রমে নাহিক বিভ্রম ॥
 খুলায় ধূসর তরু যেন ধূময় ।
 তাহে কৰ্ম্মের ধায় যেন সহ বয় ॥
 হয় তাজি হুই বীর ধরণী-উপর ।
 অতি ঘোর অসি-যুদ্ধে হলো অঙ্গসর ॥
 কপে কপে সামালিয়া লইতেছে চোট ।
 কপে বসে জাহ্নপাতি, কপে দেয় বোট ॥
 চালেতে লাগিছে চোট পট পট রবে ।
 পটই বাজিছে যেন আনন্দ উৎসবে ॥
 কি চিকণ চালাকী চতুর-চুড়ামণি ।
 চপল চরণ কিবা চপল-চলনী ॥
 চকিতে পড়িছে ধরা; চকিতে উঠিছে ।
 চকিতে বুটিছে, পুনঃ চকিতে ছুটিছে ॥
 কতকপ পরে কৰ্ম্ম দেখহ বিধি ।
 জলিত চরণ হৈল মিহিরজ বীর ॥
 অমনি কপেক পাহ বিলম্ব না করি ।
 প্রহারিল কঠে তার অসি ভয়ঙ্করী ॥
 পড়িল বীরের চুড়া মিহিরজ নাম ।
 জয়নার ভট্টর-শিবিরে অবিশ্রাম ॥
 যাঠোর-শিবিরে সবে হলো বিধাদিত ।
 অরণ্য-কমল মুখ-কমল মুদিত ॥
 তবু রণে নাহি ভঙ্গ হৃদে হৃদে ভিড়ি ।
 সম্মুখ-সংগ্রামে সবে খুজে স্বর্গ-সিঁড়ী ॥
 কিবা চমৎকার বৃত্তি কিবা চমৎকার !
 পরদম্বে মেহ-নানে, পরহিত সার !
 শেষ-প্রায় সমুদায় বীরের প্রধান ।
 হইল সমর-ক্ষেত্র শশান সমান ॥
 অনন্তর সাধু সদাশয় ।
 অরণ্য কমল সহ সমরে অবিষ্ট হয় ।
 কৰ্ম্মদেবী হুই করে, সজ্জা লয়ে বদ্ধ ভরে,
 সাজাইল লম্বাদম্বে, স্বীয় প্রিয় মলয় ॥

রূপ হেরি রতি পায় লাজ ।
 বিধাতার আত্ম সৃষ্টি যুবতীগণ-সমাজ ।
 চকিত যুগ লোচনা, অমৃত মিত বচনা,
 কিবা ভূকর রচনা, বারিজে অলি-বিরাজ ॥
 কল্যাণী কমলা অবতার ।
 কুল-কমল-আকরে ফুল পদ্মিনী আকার ।
 গুণময়ী চাক্ষুশীলা, লীলা হেতু জনমিলা,
 প্রিয়বরে সাজাইলা, কিবা শোভা চমৎকার !
 কুরুবক নিভ ছুটি কর ।
 বিচित्र কবচ দানে ঢাকে নাথ কলেবর ।
 শিরে দিল শিরস্ত্রাণ, কৃপাণ করিয়ে দান,
 অশ্রুধলে করে দান, নয়ন নীলেন্দীবর ॥
 হেরি বীর হইল ব্যাকুল ।
 কোলে লয়ে প্রেমসীসে চুষয়ে মুখ বাতুল ।
 শিরে দিগে পদ্মপাণি, বহিছে আশ্বাস বাণী,
 ধৈর্য্য ধর হে কল্যাণি, কালী কুলাবেন কুল ॥
 রণে মারি রাঠোর দুর্জয় ॥
 অয় অয় হবে আমি কিরব সন্ধ্যা-সময় ।
 এত বলি পুনরায়, চুষ্টি প্রাণপ্রমদায়,
 রণস্থলে যায় স্বায়, আরোহণ করি হয় ॥
 শুদিগেতে অরণ্য-কমল ।
 বীরমদে ক্রোধমদে আরক্ত আখি-বুগল ।
 আরোহি তুরঙ্গবর, হইলেক অগ্রসর,
 হরি সহ যুঝিবারে, এলো যেন আখণ্ডল ॥
 মিলিল আসিয়ে দুইবীর ।
 বন্ধিম ভাবেতে চড়া উন্নত আয়ত শির ।
 যেন এক সিংহী তরে, দুই সিংহ রণ করে,
 গরজিত ঘোর স্বরে, কম্পিত দুই শরীর ॥
 কিল্লপে বর্ণিব সেই রণ ।
 বর্ণনায় বর্ণহারে, কে পারে করে বর্ণন ?
 কোন বীর নহে ষাটি, চটাপটী কাটাকাটা,
 ফুটী-সম কোটে মাটি, তুরগ-খুর-ঘাতন ॥
 ভীষণ গর্জন ঘন ঘন ।
 যেন দুই দ্বিপ-বক্ষে দিগন্তে করে ঘোষণ ।

কিবা অঙ্কু মুনি-কণ্ঠা, ধারা-গাতে ধরা-ধন্থা,
 আইলে প্রবল বন্থা, গজেন্দ্র আতি ভীষণ ॥
 জলে চারি চঞ্চল নয়ন ।
 যেন আসি চারিধেতে উদয় হলো তপন ।
 চারি চক্ষে রক্তছবি, অঙ্গ লভিত হবি,
 কিবা কালাস্তুর রবি, প্রকাশ করে গগন ॥
 হতচিত্র যত সেনা গণ ।
 দুই বীর পরাক্রম দূরে কথ্যে নিরীক্ষণ ॥
 বচঃবচ ছুইদলে, ধন্থ সাধু কেহ বলে,
 কেহ অরণ্য-কমলে, দেখ জয়-সম্বোধন ॥
 তরবার ঘোরে বন বন ।
 গিকুতটে শতপাকে আবর্ত ঘেঁরে যেমন ।
 এই সোজা এই বক, কটিতে ঝুলে টক,
 টুটে তরবার অঙ্ক, বরিষয়ে হত্যাশন ॥
 টপাটপ টপকে টানন ।
 নিজ নিজ প্রভু-প্রাণ রক্ষণেতে যখন ।
 বিপক্ষের অসী-সঙ্কে, স্থাপন করিয়া চক্ষে,
 বাঁচাইছে নিজ পক্ষে, চালনা করি চরণ ॥
 অজ্ঞাঘাতে অরণ্য-কমল ।
 যেন দিবা দ্বিপ্রহর লোহিত সহস্রদল ।
 প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু রণে জ্ঞান-হত,
 বিবম বিক্রমে রত, ছদে জলে ক্রোধানল ॥
 হের দেখ এমন সময় ।
 হয় ছেড়ে সাধুবীর স্বরায় পতিত হয় ।
 পুনঃ না উঠিতে বসি, অরণ্য-কমল পশি,
 হৃদয় উপরে করি, মারিল অসী দুর্জয় ॥
 যেন যজ্ঞ-পবিতের প্রায় ।
 মুহূর্তেকে কাটিলেক সাধুর কাঞ্চন কাঁয় ।
 রণ-ভূমে ডাকে শিবা, বিগত হইল দিবা,
 ভান্ন অন্ত শোভা কিবা, সিন্দূর হৃদে লুকায় ॥
 ভট্টি-শিবিরে হাহাকার ।
 কি হইল কি হইল, মুখে মাত্র সবাকার ।
 আমাদের সবে ফেলে,
 কোথা সাধু কোথা গেলে,

বিষম শোকাগ্নি জ্বল, কবিলে হে ছার খার।

কর্মদেবী কনক-লতার ।

সুখাইল চাকমুখ প্রদোষ-কমলাকার !

ছিন্ন-মুগা যেন লতা, নিপতিতা পতিব্রতা,

কণেক চৈতন্য-হতা, নয়নে সহস্রধার ॥

কণেকে হইয়ে সচেতন ।

প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-বঙ্ধন ।

পূর্বকথা সত্যতরে, শোক-মগ্ন ভগ্ন স্বরে,

কহিছেন সহোদরে, পরিহারিয়ে রোদন ॥

আর মম জীবনে কি ফল ভাই,

আর বল বাঁচিয়ে কি ফল ?

নাথ-শোকে জন্ম বিকল ভাই,

জলে যেন প্রবল অনল ॥

এ অনল জুড়াইতে আছে ভাই,

কেবল স চিন্তার অনল ।

দেহ তার আয়োজন,

এই শেষ-ভিক্ষা ভাই করহ সফল ॥

পতিরতা পত্নী যেই,

পতিব্রতে রতি তার, জীবনে মরণে ।

হারাইয়ে পতিধন,

যতি-ব্রতে ব্রতী সেই, হইবে কেমনে ?

একান্ত বাহার রতি মতি

সেই পতি-পদ-পঙ্কজ পূজনে ।

কেমনে ধ্যাইবে বিভূ বিশ্বপতি ধ্যানে,

নিদিধ্যাসনে, মননে ?

কপোতিনী কপোত বিষায়,

হায় ! বিধি আনি ঘিলাইল তার ।

হইতে না হইতে মিলন-স্বপ্ন,

ঘটিল বিরহ ঘোর মায় ॥

কোথা থেকে আইল নিষাদ জ্বর,

কপোতে মারিল বিষবাণে ।

কাতরা কপোত-বধু ! বরহের বাণে,

কিবা আশাস পরাণে ?

উদয় অচলে দিনকর,

হেদি হাতমুখী হয় কর্মজিনী ।

হ দিতে, না প্রকাশিতে মুখ,

মেঘরাশি আসি কবিল মতিনী ॥

কোথা লুকাইল দিন করে,

হায় ! সরোজিনী বাঁচিবে কেমনে ?

জীবনে জীবন-আশা ছাড়ে সেই,

তার মাত্র জীবন ভগনে ॥

তাই ভাই বাই সে ভগন-লোকে,

যথা মম জন্মের ঘন ।

আর মিছে প্রবোধে কি কাজ হায় !

বিহনে সে জীবন-জীবন ॥

মন সাধু সামান্য মায়া ভাই ।

শাপ-ভ্রষ্ট জনমিলা কাম ।

কিছু দিন করি খেলা চলি গেলা নিজহানে,

যথা যোগ্য ধাম ॥”

এত বলি শারদ সরোজ-মুখী,

অভিযুক্ত অশ্রু হিমহারে ।

পতি খর কৃপাণ লহায় করে,

স্বীয় বাম বাহুতে প্রহারে ॥

ভিন্ন কর ভূষণ সহিত,

সহোদর-হস্তে কটিসমর্পণ ।

“কহে শুন শুন ভাই,

করিহ পালন, মম চরম বচন ॥

আমাদের কুলকবিরে,

দিশু এই হস্ত রতন-মণ্ডিত ।

সতীত্বের সঙ্গীত-আখ্যানে ভাই,

গান যেন দাসীর চরিত ॥”

অনন্তর ভ্রাতারে কৃপাণ দিয়ে

কহিতেছে বিনত বচন ।

“করবালে ছেদহ দক্ষিণ বাহু,

হোক মম স্রুণেতে মরণ ॥

“এই হস্ত পাঠাইও আমার

জন্ম-নাথ-পিতার নিকটে ।

জানিবেন এই কথা তিনি ভাই,

বধু তাঁর স্বত-যোগ্য বটে ॥
 পিতা হানে দাসীর এশেষ ভিক্ষা,
 সাধুসহ দহি কলেবর ।
 এই হানে সরসী খনন করি,
 নাম দেন কর্ণ-সদোবর ॥”
 বাণী-শেষে ধরাসনে বসাননা,
 পতি-পাশে পতিতা হইলা ।
 সেনা-মার্কো উঠিল রোদন-ধ্বনি,
 সবে কহে “দত্ত পুণ্যশীলা ।
 দ্রষ্টবৃত্ত কজিয় হৃদয় সব,
 বাহাদেব ব্যবসা সময় ।
 বাহাদেব রুধিরে পুলক,
 বহে তাহাদের নয়ন-নির্ঝর ॥
 শোকস্বর উঠে, উভয় সেনায়,
 নিরাশ্রাস অরণ্যকমল ।
 কর্ণদেবী জীবন তেজিলা তনি,
 হলো অতি হৃদয়ে বিকল ॥
 শত শত আঘাত শরীরে,
 তবু তাহে কিছু না ভাবে কাঁদনা ।
 কর্ণদেবী-শোকে দহে প্রাণ,
 কোন মতে আর না মানে সাধনা ॥
 ভাবে “আমি পাপী নরাধম,
 পতিপ্রাণা সতী প্রাণনাশ-হেতু ।
 রতিপতি অনর্থের মূল,
 বিক্ ! বিক্রে বিক্রে মানকেতু ।
 এ রমণী-বতন-অযোগ্য আমি,
 বীরবর সাধু যোগ্য বর ।
 এ প্রেম-পঙ্কজ-বনে আমি জুয়াচাঁর,
 ছায় বিরদ-সোসর ॥
 হেথা মেঘরাজ মতিমান,
 চিত্তা সাজাইল মহা আড়ম্বরে ।
 তুণে তুণে চন্দনের সার,
 চন্দনার তীরে, শোভে স্তরে স্তরে ॥
 সর্বদাস স্তম্ভস্ত প্রভৃতি,

নবনীত যুগ্ম, শত শত ভার ।
 গুণ্য-পদমিনীর সলিল,
 বিধিমত বত, প্রয়োজন আর ॥
 সাজাইল নেতের বসন চাক্র,
 রজতের পালক পুন্দর ।
 শোয়াইল তাহাতে যুগল তরু,
 প্রাণগতে দৃষ্ট মনোহর ।
 বিহসিত উভয় শবের মুখ,
 মরণেতে এতরূপ ঘটে !
 সেই ভাব বর্ণিব কি আর আমি,
 ভাবহ ভাবুক চিত্ত-পটে ॥
 সাধু, সাধু-প্রিয়া মগ্ন প্রেমহৃদয়ে,
 ভাবয়ে ভাবুক জনগণ ।
 সেভাবের ভাবুক কোথাব হয় !
 কে ভাবে সে ভাবের কারণ ?
 জল বিসম হৃৎশিন,
 কালানল সম সেই বৈশ্বানর ।
 দহিল কাকন তরুণর চাক্র,
 কোথা বা সে মাধুরি নিকর ?
 এই দেখে মিছা অভিমান হয় !
 ইথে লোক যত কেন করে ?
 মাটির শরীর এত, মাটি হবে পরে,
 কথা জানে সব নয়ে ॥
 বিচেতন শোকে মন প্রাণ,
 কর্ণদেবী-প্রিয় সহচরীগণ ।
 ক্ষিপ্ত-প্রায় ভ্রমে, জানহারা,
 দাবা-দত্ত সুগী বরুণ লক্ষণ ॥
 বেড়ে চিতানল, সুখেরব,
 কোথা গেলে দেবি ! দেখা দেহ সতি ।
 তোমা তির কিকাজ জীবনে.
 হয় ! আমাদের কি হইবে গতি ?

সহচরাদিগের উক্তি গাঁত ।

—*—

ললিত ।

হায়, এ সময়ে সতি, রহিলে কোথায় ? হায় !
তোমা ভিন্ন চাক্ষুশীলে, কি কাজ এ শূন্য কায় ?
খন্ড খন্ড পুণ্যবতী, দেবী-অংশ তুমি সতী,
পাবক এ বহুমতী, তোমার কুপায়, হায় !
তুমি নিজ পুণ্যবলে, দিব্য-লোকে গেলে চলে,
হাসীনের স্নেহছলে, আর কে শুধায় ? হায় !
আমাদের ঐশীত অস্ত, নাহি ছিল ভাব অস্ত,
সবে সহোদর গণ্য, করিতে মায়ায় ? হায় !
চাষি মাল অস্তে হয়ে-অস্তরে বিকল ।
ঐশত্যাগ করিলেন অরণ্য-কবল ॥

সাধু হইল যেই দিনেতে পতন ।
সেই দিনে কমলের চৌমাসী ঘটন ॥
সেই বৈদ্য-শোধনার্থ পুরুষাক্রমে ।
ভট্টাসহ রাঠোর যুঝিল পথাক্রমে ॥
অবশেষে ভট্টাদের হইল বিজয় ।
গ্রাম্য-গীতে সে সকল বাক্ত দেখময় ॥
যেই সর্বোবর-কথা कहিলে ধীমান ।
সেই কৰ্ম-সর্বোবর পুণ্য-তীর্থ-স্থান ॥
বহুশিলা বিহচিত সতীর আকৃতি ।
ধরাধামে অবতীর্ণা যেন দেবী স্থতি ॥
সতীত্ব সাধনীত্ব গুণে বরগীয়া অতি ।
অমুনা তাহার তুল্য আছে কেবা সতী ?
এ হেন অমূল্য নিধি ধরায় কি ধরে ?
দিব্য লোকে পতি সহ স্তব্ধে কাল চরে ।
এত বলি নিশাফিলা সারঙ্গের তান
শ্রোতৃগণ যেন মুগ্ধ মধুপ-সমান ॥

সমাপ্ত ।



শূরসুন্দরী ।

রাজস্থানীয় বীরবাল-বিশেষের

চরিত্র ।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক

অনুকীৰ্ত্তিত ।

মঙ্গলাচরণ ।

—*—

কবিতাশক্তির প্রতি ।

কোথা গো কবিতা সতি সুধাস্বরূপিণী ।
 কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী ॥
 তুষাপদ সরসিষ পরিহরি আমি ।
 হইয়াছি বিফল চিন্তার অলুগামী ॥
 সে চিন্তাগলে শ্মশন মন জ্বর জ্বর ।
 স্থির নহি ঠাকুরাণি । কঁপি থর থর ॥
 বহু দিন দোধি নাই শান্তি মুখশশী ।
 দিবানিশি ঘেরিয়াছে মলিনতা মসী ॥
 অহুতাপে অহুদিন কাদি উভরায় ।
 ভাবি আমি কি কর্তব্য করিহু হায় হায় ॥
 তুমি মম কিশোর কালের সহচরী ।
 তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী ॥
 বিজনে তটিনীতটে শম্পশয়া করি ।
 উরুজ্বারে মুহুরীয়ে সুখে শ্রম-হরি ॥
 তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি ।
 দেখাইতে নিসর্গের বস্তু রূপরশি ॥
 ফলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাধুরী ।
 বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী ॥
 তুমি চাক্র মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন ।
 আভি পুরাতন বস্তু হইত নূতন ॥
 দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি ।
 বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্যলহরী ॥

এই যেন নব জবা কুহুম-সকাশ ।
 এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভা প্রকাশ ॥
 সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব রসান ।
 নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান ॥
 প্রদোষে পশ্চিম দিগে সিন্দূরের রাগ ।
 যেন সোম করে তথা অগ্নিষ্টোম যাগ ॥
 বিন্দু বিন্দু হিম-পাতে স্নিগ্ধ দিক্ দশ ।
 সোম-মুখ হতে কিবা চ্যুত সোমরস ॥
 উদয়ে তারকাবলী, তব সহোদরা ।
 শিয়রেতে বাসি প্রজ্ঞা, দেবীকপধরা ॥
 কহিতেন কত কথা সীমা নাহি তার ।
 ব্রাহ্ম অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার ॥
 স্তম্ভিত হইত তম্র অভিভূত মন ।
 সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখন ॥
 শেখর সাগর শোভা প্রথমে যখন ।
 নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন ॥
 দর দর প্রশান্তি প্লকাক্ষ-বারি ।
 সে ভাবের কণামাত্র বর্ণিতে কি পারি ॥
 কিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন ।
 নিরমল নীলনিভা-নিমজ্জিত মন ॥
 বেলাকূলে অপরূপ শোভার সঞ্চার ।
 উপজিত অগণিত হীরকের হার ॥

ইন্দ্রনীল তিরোলেতে বিদদ ঝলকে ।
 অমানি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে ॥
 হৃদয়ময় মাহুঘের মানসে যেমন ।
 বিজ্ঞান বিমল বিভা দেয় দরশন ॥
 এখন সে সব ভাব বল গো কোথায় ।
 ইতর ধাতুর লোভে ক্ষোভে প্রাণ যায় ॥
 কোথায় আছ গো দেবি দেহ দরশন ।
 আর আমি পাব না কি শান্তি সংমিলন ॥
 কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয় ।
 অঙ্গুরি বেষে মুগ্ধ কর গো হৃদয় ॥
 জাগ্রতে ছায়ায় প্রায় কভু দেহ দেখা ।
 শূন্তে জাত যথা মন্মথিকিনী ফেনলেখা ॥
 ধরি পায় রূপা কবি হৃদি সিংহাসনে ।
 বসো গো বিনোদদাত্ত লয়ে স্বীয়গণে ॥
 ভাবামুতে মুগ্ধমন কর এক বার ।
 রচিব পুরাণ কথা অধার ভাঙার ॥

করিয়াছ মম প্রতি রূপা বাবুদয় ।
 এবারেও যেন মম লজ্জারক্ষা হয় ॥
 তোমা বিনা জ্ঞান হয় সব অন্ধকণা ।
 ছেড়ো না গো মম সঙ্গ থাকিতে অজ্ঞা ॥
 দেহ ভাবরূপিণি গো ! লেখনীতে বল ।
 এইমাত্র আশা মম কর গো সফল ॥
 স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অধলা ।
 জ্ঞানবলে বুদ্ধি বলে কর গো সবলা ॥
 ছল বল কোশলের কভই বিস্তার ॥
 হরন্তের হাতে নাহি তাবের নিস্তার ॥
 এইমাত্র কর, শুব্রসুন্দরীর মত ।
 ছটফট অভিসন্ধি করিয়া বিহত ॥
 গৃহমেধি ফলদাত্তী হউন সকলে ।
 ক'রতে ভাবিনী ধন্য লোকে যেন বলে ॥
 কটক ।

১লা আশ্বিন ১২৭৫ বঙ্গাব্দ ।

শরসুন্দরী ।

সূচনা ।

এক দিন কর্ণদেবী-কথা সাক্ষ পবে ।
কহেন বিজ্ঞেজ্ঞ-কবি, পথিক-প্রবরে ॥
“মহারাণা লিখেছেন, শুন মহাশয় ।
বাইতে উদয়পুরে যদি ইচ্ছা হয় ॥
তব আগমন আর বিনোদ উদ্দেশ ।
লোকযুখে হইলেন বিহিত বিশেষ ॥
দোষে সে রাজধানী অতি মনোহর ।
পেশলা নায়েতে যথা রম্য সরোবর ॥
গিরিকূটে উচ্চতর প্রাসাদনিকর ।
চারু বেষ্ট উপলেতে গ্রীথিত বস্তর ॥
কি বর্ণিব ত্রিপোলিয়া শোভন তোরণ ।
বাদল-মহলগুহী পরশে গগণ ॥
যজ্ঞ শাহাজাহা খ্যাতি লভি মহাবীর ।
ধরাধীশ পদপ্রাপ্ত গতে * জাহাজীর ॥
ঐশ্বর্য্য-মহলে বার দেন মহারাণা ।
বিচিত্র বিভব তথা নিরখিবে নানা ॥
অপরূপ কেলীগৃহ জগৎ-মন্দির ।
চাঁদিধারে বহে চারু সরসীর নীর ॥

* কথিত আছে উদয়পুরে মহারাণার বাদল-মহলে
আতিথ্য গ্রহণ-করণ-কালে স্বরাজ্য পুরস্কৃত পিতৃ-বিরোগ
সমাসায় প্রাপ্ত হওনান্তে শাহাজাহা নাম ধারণপূর্ব্বক
এখনিভিহিত হন ।

প্রস্তুতি সহস্র সহস্র শতদল ।
কনকপরাগে জল বহে ঢল ঢল ॥
পবন-মোদিত হয়ে তার পরিমলে ।
ধীরে ধীরে ফিরে সেই বিচিত্র মহলে ॥
যথা নির্ঝাসনে ছিল আকুবরসুত ।
মহারাণা-প্রেম-শুণে হয়ে হর্ষযুত ॥
চল চল চল হে পথিক শুণাকর ।
দেখিবে উদয়পুর নগর সুন্দর ॥
আর তব উদ্দেশ ফলিবে বহুমত ।
তুনিতে পাইবে সত্য ইতিহাস কত ॥”
পথিক কহেন “যদি এইরূপ ঘটে ।
অবশ্য উদয়পুরে যাবা যোগ্য বটে ॥
আপনি যত্নপি যান তবে করি গতি ।
নয়ন সার্থক করি, তেরি হিন্দুপতি ॥
জানিলাম এইবারে সিদ্ধ মনোরথ ।
কৃতার্থ হইবে আসা এই দূরপথ ॥”
এইরূপে দুইজন কথা স্থির করি ।
প্রকৃত্ত হৃদয়ে চলে উদয়নগরী ॥
বিগত পথের প্রম গিবিধ কথায় ।
কত দিনে উপনীত হইল তথায় ॥
বিহিত আদরে রাণা তুলিা দোঁহায়ে ।
নিত্য নিত্য নব কথা হয় দরবারে ॥

রাণাকুলকাণ্ড কথা গাঁথা গ্রন্থ কত ।
 গ্রন্থাগারে পথিক দেখেন শত শত ॥
 হেমন্তে একদা এক পত্র পাঠ পরে ।
 জিজ্ঞাসা করেন প্রিয় বন্ধু দ্বিজবরে ॥
 “কহ কবি এ পত্রের মর্ম্ম সবিস্তার ।
 কেবা এই পৃথ্বী মিহ্ন কবি গুণাধার ॥
 লিখেছেন, মহারাণা প্রতাপ নিকটে ।
 ‘কাহারো নিস্তার নাই নোবাজা সঙ্কটে ॥’
 কিবা এ নোবাজাকাণ্ড বুঝিতে না পারি ।
 কহ কহ অহুগ্রহে বিশেষ বিস্তারি ॥
 অচিরপ্রভার প্রায় দীর্ঘ বিভাবরী ।
 বিগত হইবে সুখে দীপ্তি দান করি ॥”
 শুনিয়ে কবোজ আরম্ভলা ইতিহাস ।
 শারদে সারদা আসি হইলা প্রকাশ ॥
 নাচিতে লাগিলা যত রাগিণীর সঙ্গে ।
 স্বপ্নিল সুরস-রঙ্গ গানের প্রসঙ্গে ॥

প্রথম সর্গ ।

ভ্রমভরা এই ভাবে মানুষের মন ।
 কবে কোন ভাবে থাকে নহে নিরুপণ ॥
 এই শান্ত দান্ত, কান্ত ভ্রান্তির প্রলোভে ।
 এই পাপপঙ্কে যথ, ভয় চিত্ত-কোভে ॥
 এই ঋষি বিবেকের উজ্জ্বল অতি ।
 এই মোহমাদকে প্রেমন্ত ঘোর মতি ॥
 এই ছিল বিভায়সে বসিক সূজন ।
 এই অবিভার বশ মূর্খ অভাজন ॥
 এই প্রিয়া পরিণীতা বনিতার বশ ।
 এই পরকীয়া প্রেমে পিয়ে সুধারস ॥

এই মন্ত মাতঙ্গের মত বলবান ।
 এই ক্ষীণ ক্ষুধাতুর কিখীর সমান ॥
 তড়িৎ জড়িত যথা জলদঘটাণ ।
 শশলেখা দেয় দেখা শশীর ছটায় ॥
 কমলে কণ্টক যথা সাগরে লবণ ।
 স্থান বিবেচনা যথা না করে পবন ॥
 সেইরূপ মানুষের গতি স্থির নয় ।
 এই এক রূপ, এই অস্তর রূপ হয় ॥
 এক ক্ষণে পাপজ্ঞানে যার প্রতি যোষ ।
 পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিতোষ ॥
 কে বুঝিতে পারে এই ভবের মরম ।
 কিছুই নহেক স্থির ইহার চরম ॥
 এ সুধায় কেন বিষ-সঞ্চার ঘটিল ।
 এ ক্ষীর কলস কেন কুরসে নটিল ॥
 বিমল হইবে কবে কেহ বা জিজ্ঞাসে ।
 ঘনঘটা মোহ-মেঘ হৃদয়-আকাশে ॥
 ভেবে ভেবে পরিহার করিয়া আশ্রম ।
 কেহ যায় বনে, সেও ব্যর্থ পরিশ্রম ॥
 মনে ভাবে ত্যজিয়াছি প্রবৃত্তিসঙ্গম ।
 সঙ্গী সব পাপহীন স্থাবর জঙ্গম ॥
 কিন্তু হায় এ কথার মীমাংসা কোথায় ।
 বনে কেন বিবেকী পাতক-পথে ধায় ॥
 সুরগুরু বৃদ্ধে বৃহস্পতি মহাযশ ।
 এমন নিকামী কেন কামেতে বিবশ ॥
 ধর্ম্ম ধ্যান দ্বত পরাশর বীতভাগ ।
 মীনগন্ধ-প্রতি কেন তাঁহার সোহাগ ॥
 বৃন্দা বিলোকনে কেন ধর্ম্ম ধর্ম্মহীন ।
 সতীশাপে কলিকালে হইলেন ক্ষীণ ॥
 কামিনী-কুহকে নারদের নানা গতি ।
 হরিল হরিণনেত্রা হরিণদে রতি ॥
 কিছুই না থাকে বোধ সম্বন্ধ-বিচার ।
 ভ্রাতৃশ্রেয় বন্ধুশ্রেয় হয় ছার ধার ॥
 অধিনীকুমার সম এক তম্ব মন ।
 হৃদ উপহৃদ নামে দহজ হজন ॥

তবী তিলোত্তমা তরুণীর তরুণলে ।
 ব্রাহ্মভেদে গৃহচ্ছেদ বিলীন বিপলে ॥
 কোথায় স্নেহকচুড়া স্নেহপতন ।
 রক্তাশাশে রাবণের সবংশে নিধন ॥
 কোথা গেল হস্তিনার বিপুল বিভূতি ।
 যাজ্ঞসেনী-রোহানল-যজ্ঞের আছতি ॥
 যত দিন মাহুয়ের ধর্ম্মে থাকে মতি ।
 তত দিন সব দিগে উদ্ভিত উল্লসি ॥
 অধর্ম্মে ধাইলে রতি অমনি সংহার ।
 কীরণে কুন্তে যথা অয়লসঞ্চার ॥
 ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায় যত কিছু সার ।
 বিনাশের হাতে আর না থাকে নিস্তার ॥
 যথা ফুল ফলনল পল্লব-শোভন ।
 বনের ভ্রমণ তরু নয়নলোভন ॥

অন্তরে লাগিলে কষ্ট ক্রমশঃ শুথায় ।
 সহসা বাহিরে কিছু দেখা নাহি যায় ॥
 দিল্লীর দোর্দণ্ড দর্প দীপ্ত দশ দিশি ।
 যোগলমার্ভণ্ডে নষ্ট নৃপনিন্দা নিশী ॥
 বিচার বিজ্ঞান বীজ করিয়া বিস্তার ।
 করিল হিতের সৃষ্টি অশেষ প্রকার ॥
 ভৈল যথা ভোয় সহ সংযিলিত নহে ।
 হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে ॥
 ভূতদেব প্রতি যথা বিরাগী নকুল ।
 হিন্দু মুসল্মানে হেন ভাব প্রতিকুল ॥
 এমন বিবম বৈর করি সংহরণ ।
 হমায়ুন বংশ যশে ভরিল ভুবন ॥
 কত কীর্তিকলাধর কহিতে কে পারে ।
 বিবিধ বিবুধ রক্ত দিল্লীরূপ হারে ॥
 মহাকবি মহলবী আমীর প্রধান ।
 অতাপি বাহার গান রসের নিধান ॥
 অতাপি বাহার পুণ্য-প্রবাহ কুপায় ।
 নান পান করি লোক দেহে প্রাণ পায় ॥
 গোপাল নায়ক গুণী কলিতে ভূষক ।
 খোসককে মানিল বলিয়া গানগুরু ॥

আর সেই ছই ভাই গুণের সাগর ।
 বিভ্রান্তে পতন করিল কলেবর ॥
 প্রবেশিল বারাগসী বিশ্ববেশ ধরি ।
 অসাধ্য সাধিল শ্রুতি স্মৃতি শিক্ষা করি ॥
 যথা ভীমার্জুন ধরি ব্রাহ্মণের বেশ ।
 দুর্গম মগধ দুর্গে করিল প্রবেশ ॥
 আর সেই ধীর বীরবর বীরবর ।
 যায় ঋণ শুধিতে নারিল আকবর ॥
 যার বুদ্ধিকোশলের যাই বলিহারি ।
 যবন দানবদল গর্জি খর্ব্বকারী ॥
 হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে ।
 ছই দলে প্রতিপত্তি তুল্য পরিমাণে ॥
 দিয়ে দান হিন্দু রাজবালা দিল্লীধরে
 রাজপুরে স্বদেশের বলবুদ্ধি করে ॥
 জয়পুত্র-অধিপতি করি কত্মানান ।
 দিল্লীপতি-কৃত প্রাপ্ত অতুলসন্মান ॥
 তাঁর স্নাত মানসিংহ বিক্রমে বিশাল ।
 বান্ধালায় নবাবী করিল কত কাল ॥
 যোগলসেনার ছিল প্রধান সেনানী ।
 ভগিনীর প্রসাদাৎ মান হৈল মানী ॥
 সেই পথে পশ্চিম মরুর অধিকারী ।
 অকলঙ্ক কুলে পঞ্চপ্রদ দ্রাচ্যারী ॥
 কেবল মিবার-পতি প্রতাপকেশরী ।
 বিজয় রাখিল কুল প্রাণপণ করি ॥
 যোগলের ছলে বলে না হইল বশ ।
 প্রকাশিল অশ্রুপম বীরত্ব গুজসু ॥
 প্রাচীতে রেকান, পশ্চিমেতে তুর্কস্থান ।
 একচ্ছত্রা শাসন করিল সেই মান ॥
 বাইতে যবনদেশে মন নাহি সরে ।
 যবন প্রবাহ একে কুলশশধরে ॥
 আবার আটক পারে রাজাদেশ যেতে ।
 কোনরূপে আশা আর না রহিল যেতে ॥

মোগলগতির চাক উপদেশ বাণী ।*
 লজ্জিতে নারিল মান মিল মনে মানি ॥
 কিন্তু কুলকলহেতে হুঃখী সদা মান ।
 জাতি নাশে হতমান, সদা শ্রিমাণ ॥
 বল বল, বুদ্ধি বল, ধন যশ বল ।
 কুল গেলে কেন হয় মানুষ বিকল ॥
 কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি-অভিমান ।
 যথা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দান ॥
 কবে হবে একজাতি করিবে স্বীকার ।
 এক ভাবে জাতীশ্বরে দিবে নমস্কার ॥
 এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল ।
 ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল ॥
 দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ তার ।
 উদয় উদয়পুরে জাতির আশ্রয় ॥
 রাণার সহিত করি একত্র ভোজন ।
 পুনর্বার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপণ মনন ॥
 প্রোতাপ পাঠায়ে দেন আপন কুমারে ।
 মানসিংহে যথা সমাদরে আনিবারে ॥
 রাণারে না দেখি মান ভোজন-সময়ে ।
 কুমারে জিজ্ঞাসা করে স্নানমুখ হয়ে ॥
 “কহ তাত মহারাণা কেন অনাগত ।
 তদভাবে ভোজন না হয় সুসঙ্গত ॥”
 কুমার কহেন “পিতা অসুস্থ শরীর ।
 আপনি বসুন ভোজে হইয়ে সুস্থির ॥”
 মান কহে “বুঝিয়াছি অসুস্থ কারণ ।
 কহ তাত ভবিষ্যৎ কে করে বারণ ॥

* আক্‌বর শাহের আদেশানুসারে মানসিংহ আটক
 পার হইয়া স্নেহদেয়ে যাইতে প্রথমে অধিকার পাইয়া-
 ছিলেন, কিন্তু সত্ৰাটের নিয়ন্ত্রিত জানপূর্ণ বাক্য
 তাঁহার আর আটক থাকিল না, যথা,

“সব হি ভূম গোপাল কা, ঐন্ মে অটক কহা।”

জিসকা মননে অটক হৈ, “বহি অটক-রহা।”

রাণার প্রোতাপ ভিন্ন এবে গতি নাই ।
 তিনি যদি জাতি দেন তবে জাতি পাই ॥”
 শুনিয়ে সে কথা রাণা আসিয়ে নিকটে ।
 কহিলেন “যা কহিলে সব সত্য বটে ॥
 কিন্তু কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে ।
 তোমার ভগিনী গত বন-ভবনে ॥
 বিষ বিসর্পণে হলে কাঁধের বিকার ।
 কেমনে ধরিবে পুনঃ কান্তি আপনার ॥”
 সে কথায় শুধাইল মানের বদন ।
 পঞ্চগ্রাস অন্ন শিরে করিয়া ধারণ ॥
 ভূয়স্বে উঠিয়ে কহে সরোবর বচন ।
 “আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ ॥
 তমুজা অমুজাগণে দিয়ে বিসর্জন ।
 করিয়াছি তব দেশে শান্তির স্থাপন ॥
 এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার ।
 দেখা যাবে কেমনে রাধিবা অধিকার ॥
 তবে জেন যম নাম মানসিংহ নয় ।
 যদি তব সর্বনাশ অচিরে না হয় ॥”
 প্রোতাপে প্রোতাপ কন “আচ্ছা দেখা যাবে ।
 আহবে আমায় কতু বিষুখ না পাবে ॥”
 পারিষদ কহে এক দিগে টিটকারী ।
 “সঙ্গে করি আনিও হে দিল্লী-অধিকারী ॥
 তব বুনায়ের বল হইবে পরীক্ষা ।
 দেখা যাবে সময়ে কে কায়ে দেয় দীক্ষা ॥”
 ক্রোধে মন কম্পবান করিল পয়ান ।
 ক্ষত্রিগণ নদীজলে করে গিয়া স্নান ॥
 তি হেতু খোত বদ্ধ করিল পিধান ।
 উৎখাতিল ভূমি যথা বসেছিল মান ॥
 সেই স্থলে পবিত্র করিল গজাজলে ।
 স্নেহবৎ জানে মান মানিল সকলে ॥
 জ্ঞানকের হৃদিশা শুনিয়ে দিল্লীপতি ।
 একেবারে ক্রোধানলে জগিতাজ অতি ॥
 বল মেধি ভবলীলা একি চমৎকার ।
 যে আক্‌বর করুণার সাগর অপার ॥

যে আকবর হুবিচারে ধর্ম-অবতার ।
 যে আকবর বহুবিধ জ্ঞানের আধার ॥
 যে আকবর ভেদজ্ঞান বিহীন সজ্ঞান ।
 সকল জাতির ঐতি সমান দর্শন ॥
 সেই গুণসিদ্ধ শাহ শ্রীলকবচনে ।
 হিন্দুধর্ম সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে ॥
 না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা ।
 অসতী হইবে গুণ্যভূমি পতিব্রতা ॥
 বড় বড় রাজপুত্র কুলকন্ডা ঘরে ।
 বড় বড় শব্দ দাব সেবা পরিচরে ॥
 পার্শ্বগীতা নহে শুধু শব্দদীঘা বালা ।
 নহে পীত সে সিদ্ধ নিঃসৃত চারু হালা ॥
 নহে বশীভূত রূপ উদয়-নন্দন ।*
 এই অমৃতানন্দাধে দহে তম্ব মন ॥
 শাস্ত্র এই, যুক্তি এই, ঘেই হয় বীর ।
 অধর্মের পদে কড়-না নোয়ায় শির ॥
 সহস্র শত্রুতা থাক্ প্রতিবেগী সহ ।
 বিগ্রহ ব্যাসনে সদা অধর্মবিরহ ॥
 কিন্তু বীর আকবরে সে ভাব কোথায় ।
 করিল কুকীর্তি শেষ শ্রাণার কথায় ॥
 সাজিল উদয়পুর দর্পচূর চেতু ।
 উড়িল আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রকেতু ॥
 ইতি প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

যৌবনে যুবতী যথা পতিহীনা হয় ।
 সকল সম্পদ হত ব্যাকুল হৃদয় ॥

বসন ভূষণ ভোগ বাগে বীতরাগ ।
 দিবা নিশি গত লয়ে ব্রত পূজা বাগ ॥
 সেইরূপ তরুণী যতিনী প্রায় ভূমি ।
 প্রতাপের রাজ্যকালে ছিলে মেরুভূমি ॥+
 তব দুর্গ দেহে আর নাহি পূর্নশোভা ।
 যেই শোভা শূর বীরগণ মনোলোভা ॥
 উদয়ের * সহ যবে যবনের রণ ।
 তাহে অন্তগত তব প্রতিভাতপন ॥
 একবার আলার প্রবল কোপানলে ।
 কত কীর্তিকলা তব গেল রসাতলে ॥
 তার পর বেয়াজীদ করে আক্রমণ ।
 পুনঃ তাহে তোমার লাংগ্য সংহরণ ॥
 অনন্তর আকবর সাজিয়া আসিল ।
 যে কিছু বা ছিল বাকী সকলি নাশিল ॥
 কে বলে অগদগুরু সে মোগলবরে ।
 কেন বা তাহার মুদ্রা লোকে সমাদরে ॥
 কোন রূপে নহে ক্ষান্ত অশান্ত মোগল
 শ্রীলকের অপমানে হইল পাগল ॥
 বিশেষতঃ প্রতাপের প্রতাপ হুঃসহ
 পাঠাইয়া দিল পুত্রে সেনা সিদ্ধ সহ
 সঙ্কেতে আইল মানসিংহ মহাবেত ।
 হায় ভিন্ন ধাতু এসবিল এক ক্ষেত ॥
 এষ্ট মহাবেত রাণাবংশেতে সজ্জত ।
 প্রতাপের কনীয়ান্ সাংগরের স্তত ॥
 ধনলোভে ধর্মচ্যুত হৈল দিল্লীপুরে ।
 ঘেযানল যথা কাশ্মীরে হুয়াহুরে ॥
 প্রতাপের অস্ত্র ভাই শক্তিসিংহ নাম ।
 সেও বীর জাতি জাতি ভ্রাতৃ প্রীতি বাম ॥
 মোগলের অমুগত, তারি সেবাকারী ।
 বদেশ বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণধারী ॥

+ যিবাদের প্রাচীন নাম !

ধনহীন, উপায়বিহীন, ভাতৃহীন ।
 মনে কর প্রতাপের কি রূপ হুর্দিন ॥
 কিন্তু যথা সাগর-তরঙ্গ-প্রতিঘাতে ।
 মহেঞ্জ অচল কভু শরীর না পাতে ॥
 প্রতি প্রতিঘাতে তার মূলবন্ধ হয় ।
 সেরূপ হৃদচৈত্যা উন্নতনয় ॥
 এই পণ সভাস্থলে করে মহাবল ।
 “জননীৰ স্তম্ভ হৃৎ করিব উজ্জল ॥”
 সেই পণ পালন করিল মহাশয় ।
 হেন কীৰ্ত্তি হয় নাই, হইবার নয় ॥
 সকল সাম্রাজ্য শুদ্ধ বিরুদ্ধ তাহার ।
 একেশ্বর সহিল, রাখিল অধিকার ॥
 কত শত শত্রুভূমি দিল ছারখারে ।
 কভু বনে বাস, কভু পর্বত-মাঝারে ॥

আহার বনের ফল, পেয় নদীজল ।
 সুখের শয়ন, কাননের ভূগদল ॥
 বস্ত্র পশু বস্ত্র নর সহিত বসতি ।
 এক্ষণে পালিল দায়া স্তম্ভ মহামতি ॥
 মনে ভাবে, আমি শিলাদিভ্য বংশধর ।
 নমস্ত কে আছে মম ভুবন ভিতর ॥
 দূরে থাক্, যবনের স্ত্রী সম্প্রদান ।
 প্রাণসম্বন্ধ না মানিল বলিয়া প্রদান ॥
 অতাপি প্রতাপ-নাম শ্রুত মুখে মুখে ।
 কীৰ্ত্তিকলা লেখা যত রাজপুত্র বৃকে ॥
 কহিতে সে কথা কবি-নেত্রে বহে নীর ।
 সত্য সেই প্রাপ্ত করিল মাতৃকীর ॥
 কেবল ঠাকুর পঞ্চ প্রতাপের বল ।

প্রাণপণে প্রভুসেবা* হৃদয় সরল ॥
 হিন্দু রাজ-চক্রবর্তী-কীৰ্ত্তি হয় শেষ ।
 ভাবিয়া অস্থির কিসে রক্ষা পাবে দেশ ॥
 প্রভু পাশে সময়ে জীবন যদি যায় ।
 সেও শ্রেয়ঃ যোগলদাস্ত্র ঘোর দায় ॥

প্রভুপদ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ উপদেশ ॥
 অমিয় তাহার সহ নহে উপদেশ ॥

হোঁধা শুন সমাচার সময়সমিধে ।
 আইল সলিমা* যৌৱন-পূর্ণ-জুধে ॥
 আরাবলী-পর্বত-পশ্চিম দিগে দায় ।
 প্রবেশিল মেরুদেশে কালানল প্রায় ॥
 হলদীঘাটে প্রতাপ-পাতিল নিজ থানা ।
 অমরের সাধ্য নহে তথা দিতে হানা ॥
 বাইশ হাজার মাত্র সেনার বোগান ।
 গিরিকূটে অসজ্জিত রাখে মতিমান ॥
 গিরিত্রঞ্জে রাজধানী ঘেরা অল্পশয় ।
 জরাসন্ধ হর্গসম বিষম দুর্গম ॥
 কিবা উপত্যকা কিবা অধিত্যকা স্থলে ।
 নিবিড় কানন প্রায় শোভা সেনাদলে ॥
 অট্টালিকা শিখরে কি পর্বত-শিখরে ।
 কোষমুক্ত অগ্নি, নিষ্করের ভাতি ধরে ॥
 কৃতান্তকিঙ্কর সম দেখিতে করাল ।
 প্রহরণ প্রস্তর ধতুক শরজাল ॥
 প্রভুভক্ত অমরক ভীল নামা জাতি ।
 সকলের আগে ভাগে বহে থানা পাতি ॥
 বনেবাস সভ্যতা ভব্যতা নাহি জানে ।
 কিন্তু প্রভুভক্তি যোগসার জানে মানে ॥
 শশদায়া-বিপদ-সাগর-পার সেতু ।
 কত শত হত, প্রভু-পরিজ্ঞাপ হেতু ॥

* মহারাণী বিজয়িনী সা মন্ত্রাঙ্গের সহিত ভোক্তনে
 উপবেশনান্তর বীর পাত্র হইতে কিয়দূর দূরীত তদন্থে
 প্রধান মধ্যাধিবান ব্যক্তির প্রতি প্রসাদ করেন, এই
 প্রসাদের নাম ‘হুনা’ বা ‘হুয়া’ । এই সম্রাট প্রাপ্যার্থ
 সাহস্বেগ অতীব লোলুপ, বানসিংহ এই পত্রাবশিষ্ট
 উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত না হইবাতেই যিবাদের সর্বদাশ
 উপস্থিত হয় ।

† কাহ্নিকীরের বাল্য নাম

হইল বিধম বৃদ্ধ, কি বলিব আর ।
 স্বধর্মপালন ব্রত, সর্বত্রতসার ॥
 এক এক রাঙ্গপুত্র কুলের জৈশ্বর ।
 ক্রমে ক্রমে স্বদলে হইল অগ্রসর ॥
 নির্ভয় হৃদয়ে যায় কেশরীর প্রায় ।
 হৃৎকায় হর হর শব্দ উভরায় ॥
 মহাবীৰ্য্যবান্ সবে মদমত্ত হিয়া ।
 বরিতে বরবে ভ্রমী অশেষ আরোহিয়া ॥
 আপন সেনায় হেরি বিক্রম বিশাল ।
 আনন্দরসেতে ভোর হইল ভূপাল ॥
 সমবত্তরকে ভাসে সকলের আগে ।
 বণা যায় শক্রভটা ভঙ্গ দিয়ে ভাগে ॥
 উড়ে বৈজয়ন্তী ভানু-ভাসিত লোহিত ।
 বাজীরাজ চাতকের * পৃষ্ঠে আরোহিত ॥
 রৈব-শোধ গ্রহণার্ধে বাকুল অন্তরে ।
 কুলের কজ্জল মানসিংহে তত্ত্ব করে ॥
 সন্ধান না পেয়ে তার ঘন ঘন ফেরে ।
 সমুখে পাইল শাহ-সুত সলিমেঘে ॥
 শত শত ববনেয় করিয়া সংহার ।
 মহাতেজে তথায় হইল আশুশাব ॥
 যেখন দেবতা, যান ভূষণ তেমনি ।
 ঘন ঘন চাতক করিয়া হ্রস্বাধ্বনি ॥
 সলিমেঘ করি শুভে করে খুদাঘাত ।
 বলকে বলকে হয় রুধির সম্পাত ॥
 ভাগ্যবশে আয়সে হাউদা ছিল আঁটা ।
 তাই বাদশাহসুত নাহি গেল কাটা ॥
 তুরুকসোবারগণ দিয়েছিল হানা ।
 কমলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণা ॥
 কাটা গেল বাহত, মাতঙ্গ মাতোয়াল ।
 চাতকের পদাঘাতে ক্ষেপিল বিশাল ॥
 পলায় আপন সেনা-শিবির-সঙ্কানে ।
 তাহে তৈমুরের বংশ রক্ষা প্রাণে প্রাণে ॥

* রাণা প্রতাপের অশ্বের নাম ।

ঘোরতর সময় হইল সেই স্থলে ।
 দুই দল সমভুল কেহ নাহি টলে ॥
 সলিমেঘ রক্ষা হেতু যবনে বতন ।
 রাণা-রক্ষা-হেতু রাজপুত্রের পতন ॥
 মহামার-মদে মত্ত মেরুদেশপতি ।
 শরে শরে জর জর কলেবর অতি ॥
 খরতর করবালে বিকৃত শরীর ।
 কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ বিকল নহে বীর ॥
 তিলেক না ছাড়ে রাজচ্ছত্র শিরোপরে ।
 শক্রসেনা তার প্রতি একলক্ষ্য করে ॥
 সেই দিগে খেয়ে সবে বর্ষে প্রেরণ ।
 প্রায়ুটের মেঘমালাে তপন যেমন ॥
 প্রতাপে প্রতাপ বার বার তিন বায় ।
 শক্রসেনা মধি করে আপন উদ্ধার ॥
 ঘেন ঘোর আখেটে ভীষণ সিংহবরে ।
 পাল পাল গৃহপাল ঘেরি শব্দ করে ॥
 বাহভেদ করি হরি যত যায় দূরে ।
 ওতই তাহারে বেড়ে আখেটা কুকুরে ॥
 সেই রূপ অবসন্ন হৈল মহোদয় ।
 পরিজ্ঞাপণ আর দৃশ্য নাহি হয় ॥
 হেন কালে ঝালবর দেশের জৈশ্বর ।
 প্রভুর উদ্ধার-হেতু হন অগ্রসর ॥
 ছত্র দণ্ড নিশান অস্ত্রাধা তথা করি ।
 ধরাইল হেমচান্দ্রী স্বীয় শিরোপরি ॥
 মোহিল মোংগলসেনা দেখি ছত্র দণ্ড ।
 সেই দিকে প্রেরণ প্রহারে প্রচণ্ড ॥
 সেই অবকাশে রাণা অস্ত্র পথে যায় ।
 ধন্য ধন্য ঝালবরপতি মহাকায় ॥
 প্রভুরে বাঁচায়ে দিয়ে স্বীয়গণ সহ ।
 শক্রদলে সময় করিল ছুঁকিহ ॥
 অনন্তর আয়ুধ আঘাতে হতবল ।
 প্রাণ পরিহরে ঝালী সহিত স্বদল ॥
 অমুপম প্রভুভক্তি, দেহ দিল ডালী ।
 রাখিল অপূর্ব কীর্তি নিজ ধর্ম পালি ॥

কীৰ্ত্তিকলা পুরস্কার থাকে মাত্র শেষ ।
করিলা প্রতাপ এই নিয়ম নির্দেশ ॥
বংশ-অনুক্রমে রাণবরপতিগণ ।
রাণচ্ছত্র দণ্ড আর নিশান শোভন ॥
নিজ ধামে ধরাইবে ধরাধীশ প্রায় ।
রাণার দক্ষিণে স্থান পাইবে সভায় ॥
অতাপি উদয়পুরে আছে এই রীতি ।
ভক্তির তনয় স্নেহ কহে ধৰ্ম্মনীতি ॥
ভিত্ত বল, একের বীরত্বে কি উপায় ।
মোগলের সেনা সীমাহীন সিন্ধু প্রায় ॥

চারিদিকে অগ্নি উঠিলে হত্যাশন ।
ঘটপূর্ণ জলে কড় হয় নিবারণ ॥
লক্ষ লক্ষ মোগল করিল আক্রমণ ।
অগণিত কামানে অনল বরিষণ ॥
দল দল উটের উপরে বাঁধা তোপ ।
যেই নিগে বর্ষে গোলা সেই নিকে শোপ ॥
কি কহিব হৃদয়ীঘাতে হুঃখের কাহিনী ।
বাইশ হাজার ছিল রাণার বাহিনী ॥
থাকিল হাজার অষ্ট চরম প্রহরে ।
বাহিল রুধিরনদী কন্দরে কন্দরে ॥
প্রভুভক্তি-প্রশ্রবণ জাত তরঙ্গিনী ।
বশোরূপ আবুদ রেগু প্রসবিনী ॥
শৌর্য্য সুখাময় ফল ফলে যার জলে ।
যে পায় আশ্রয় সেই পক্ষ ধরতিলে ॥
প্রদোষে প্রতাপ পুরে করিলা প্রস্থান ।
নির্ভয় চাতক-গতি পবনসমান ॥
পুরোভাগে পঞ্চদশী বহিছে বন্ধারে ।
এক লাফে ভূরঙ্গ যাইল তার পারে ॥
অধে ছুটে যুগল মোগল তার পাছে ।
ধমকিল তারা সেই তটিনীর কাছে ॥
প্রভু-প্রায় চাতক আহিত অভিশয় ।
নিকট হইল শত্রু জানিল নিশ্চয় ॥

থুরের আঘাতে শৈলে উঠিছে অনল ।
জলধরে যেন ক্ষণপ্রভা বলমল ॥
এমন সময়ে রাণা করেন শ্রবণ ।
কহিতেছে স্বদেশ ভাষায় এক জন ॥
কহে ঘন “ওহে নৌল ঘোড়ার চালক ।”
তুনি সযোদ্ধন রাণা কিরান মন্তক ॥
দেখিলেন অঝোরোহী আর কেহ নয় ।
আপন অগ্রজ শক্তিসিংহ মহোদয় ॥
পিতা দিল অনুজেরে নিজ রাজ্যভার ।*
ফোভানলে স্বদেশ ত্যজিল গুণধার ॥

* রাণা উদয় সিংহের ভোগ্যাক্রান্ত পুত্রনিকর
ব্যতীত পঞ্চবিংশতি বিবাহিতাক্রান্ত পুত্র ছিল, মিবার-
দেশে কোঠামুক্রমে সিংহাসন প্রাপ্তের নিয়ম নব্বৈত
রাণা উদয় সিংহ তাহা ভঙ্গ করিয়া বীর সর্বস্বপেক্ষা
শ্রেষ্টনী গর্ভজাত জগৎমরকে রাজ্যভার এদান করেন ।
অশৌচকাল মধ্যে জগৎমর সিংহাসনোপবেশন করিলে
শোণিত গড়ের অধিপতি আপন ভাগিনের প্রতাপ
সিংহকে রাণা পদস্থ করণ মানসে চণ্ডাবৎ শ্রেণীর
প্রধান ও মিবারের রাজমন্ত্রী কৃষ্ণ সিংহের নিকট উপ-
স্থিত হইয়া জগৎমরের অত্যয় রাজ্য গ্রহণের কথা উল্লেখ
করিলেন, তাহাতে সচিববর কহিলেন, “মুর্খ ব্যক্তি যদি
হুকপানেচ্ছা করে, তবে তাহাও এদান করা উচিত,
কলতঃ আমি প্রতাপের পক্ষ, এই কথা কথনামন্তর
উদয় রাজ্য রাজমন্ত্রীর বাইরা জগৎমরকে রাজ-
সিংহাসন হইতে উঠাইয়া তন্নীর ভাগিহিত এক আসনে
বসাইয়া কহিলেন, “বহাউজ! আপনাতঃ ব্রহ্ম হইয়াছে,
সিংহাসন আপনাতঃ জাত প্রতাপ সিংহেরই জর্মে ।”
নাফুল এবং মন্ত্রী প্রসাদেই প্রতাপ সিংহাসন প্রাপ্ত ।
শক্তি বা শক্তা সিংহ প্রতাপের অগ্রজ বৈমাত্রেয়
ছিলেম ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে ধনাশা হরাশয় ।
 ভ্রাতৃশ্রেয় অমৃতং গরল উপায় ॥
 শাহের সেবায় শক্তি তদবধি রত ।
 স্বদেশের প্রতিকূলে সম্প্রতি আগত ॥
 যোগলেননায় থাকি করে বিলোকন ।
 একেখর প্রতাপ করিছে পলায়ন ॥
 সেইকণে ঘেযানল নির্বাণ পাইল ।
 পুনঃ আসি ভ্রাতৃশ্রেয় হৃদয় ছাইল ॥
 মনে ভাবে হায় ধিক্ আমি হরাচার ।
 আমার স্বরূপ কেবা আছে কুলাঙ্গার ॥
 ভ্রাতৃভেদে বিচ্ছেদে স্বদেশ পরিহার ।
 পরের প্রসাদ-লোভে প্রবৃত্তি আমার ॥
 জন্মভূমি আর নিজ ভ্রাতৃপ্রতিকূলে ।
 আসিয়াছি মনে যেতে ধর্ম্মনীতি ভুলে ॥
 এই রূপ ভিত্তিকর হয়ে দ্রবমনা ।
 স লয়ে কহিল “অবগান জহাঁপনা ॥
 আর কারো কার্য্য নহে প্রতাপেরে ধরা ।
 আমি বাই, তাহারে আনিয়া দিব স্বরা ॥”
 এই রূপ কৌশল করিয়া বীরবর ।
 যুগল যবন সহ ধাইল সত্তর ॥
 পথে সেই তুঙ্গক তুরঙ্গদ্বয়ে নাশি ।
 অমুজসমীপে শক্তি উত্তরিল আসি ॥
 ছই ভেদে দেখামাত্র কোথা থাকে দেখ ।
 পরস্পর আলিঙ্গন, প্রণয় অবেশ ॥
 হায় হায় ভ্রাতৃভাব বুঝে উঠা ভার ।
 কখন কি ভাবে হয় আবির্ভাব তার ॥
 সস্তাবে গীতল যথা উদার তুষার ।
 অতাবেতে যেন কালানল অবতার ॥
 ধরাসনে চাতক পড়িল সেই খানে ।
 এক দৃষ্টে নয়ন আরোপি প্রভুপানে ॥
 শক্তি বীর তুরঙ্গ স্বকার নামধর ।
 অমুজেরে অর্পণ করিল বীরবর ॥
 যেই স্থলে চাতক ছাড়িল নিজ প্রাণ ।
 সেই স্থলে হৈল এক যুগপ নির্মাণ ॥

অত্যাঁপিত চাতকের চরিত্রা নামে ।
 প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হৃদয়ীঘাট গ্রামে ॥
 হাসি ভ্রাতৃপ্রতি শক্তি কহে “এ কি রীতি ।
 রণভূমি ত্যাগ করা কোন ক্ষত্রনীতি ॥
 হেন কার্য্য যেন ভাই আর নাহি হয় ।
 কুলের অযশ তাহে হইবে নিশ্চয় ॥
 যা হবার হইয়াছে তনু মহোদয় ।
 এখানে বিলম্ব আর সুবিহিত নয় ॥”
 এত বণি হত তুরঙ্গীর অশ্ব চাড়ি ।
 সলিম সমীপে ফিরে গেল দড়বড়ি ॥
 কহে “জহাঁপনা পথে প্রতাপের করে ।
 মরিল সর্দারের তুমুল সমরে ॥
 মরিল তাহার করে তুরঙ্গ আমার ।
 একা আমি কি করিতে পারি বল তার ॥”
 শুনি শাহনুত হৃদে করি অবিশ্বাস ।
 শক্তিসিংহ প্রতি কহে মুখে মন্দ হাস ॥
 “রাজপুং ধর্ম্ম নহে অসত্য কথন ।
 কেন রাণাবৎ হেন কর বিড়ম্বন ॥
 সত্য কথা কহ দেখি নির্ভয় হৃদয় ।
 বীর যেই কভু সেই ভীত নাহি হয় ॥”
 শুনি শক্তি কহে যথার্থ সমাচার ।
 “নিবেদন করি ওহে সত্রাটুকুমার ॥
 রাজ্যভারে ভারাক্রান্ত অমুজ আমার ।
 গুরুভারে চঞ্চল চরণযুগ তার ॥
 ভারাক্রান্ত ভাই যদি ভূমিশায়ী হয় ।
 কেমনে দেখিব আমি, কহ মহোদয় ॥
 ভ্রাতৃহুখে হুঃখী নহে যেই নরাধম ।
 বিফল তাহার দেহ, বিফল জনম ॥”
 শুনি কথা সলিম কহেন তাঁর প্রতি ।
 “কহ বীর, কৃতঘ্নের কি হয় হুর্গতি ॥
 দেশ ত্যজি, ভ্রাতৃ ত্যজি, ত্যজি আত্মজন ।
 দিল্লীর আসনতলে লইলা শরণ ॥
 যে দিল আশ্রয়, কর অহিত তাহার ।
 কহ রাণাবৎ কোন ধর্ম্মের বিচার ॥

অতএব এহান তোমার যোগ্য নয় ।
 প্রহ্লাদ করহ যথা অভিরুচি হয় ॥
 কথামাত্র শক্তিসিংহ লইল বিদায় ।
 বীর দলে বলে চলে ছেটিতে রাণায় ॥
 উপহার রূপ কিছু দান সমুচিত ।
 কি দিব অমুজ্ঞে এই চিন্তায় চিন্তিত ॥
 চারি দিগে মোগল যুড়েছে অধিকার ।
 মিবারের পূর্বরূপ নাহিক বিস্তার ॥
 উইশোর নাম দেশ করিতে উদ্ধার ।
 পড়িল যবনসৈন্তে অনল আকার ॥
 দুই দিনে দেশোদ্ধার করি মহামার ।
 উদয় উদয়পুরে উদয়কুমার ॥
 উদার হৃদয় রাণা পেয়ে পরিতোষ ।
 অগ্রঞ্জে সে দেশ দিল সহ রত্নকোষ ॥
 অতাপ শক্তির বংশ বিরাজিত তথা ।
 অয়তের খনি রাজপুতনার কথা ॥
 “ধোরাপানী মূলতানী আগল” * আখ্যান ।
 কুলকবি করিলেন শক্তিসিংহে দান ॥
 তনি শাহ হই ভেয়ে স্থখ সংমিলন ।
 ক্রোধে অলে যেন যুগান্তের হতাশন ॥
 রাজ্য অধিকার তত মনে নাহি লাগে ।
 ঙালকের অপমান অন্তরেতে লাগে ॥
 কবে হবে মিবারের কুলগর্বনাশ ।
 শশদীয় সীমন্তিনী সহিত বিলাস ॥
 কিরূপে হইবে ক্ষত্রকূলের রক্তন ।
 অমুক্ষণ নানা রূপ উপায় চিন্তন ॥
 নৈববশে একদা শুনিল আকবর ।
 ভিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বী কবিবর ॥
 শক্তিসিংহ স্ত্রী সতী বনিতা তাহার ।
 রূপে গুণে অমুপমা রমা-অবতার ॥

* এই উপাধি ঐদানের তাৎপৰ্য্য এই, যে দুই মুসল-
 মান রাণা প্রভাপের পশ্চাদ্ধাবন হইল। তাহার
 ধোরাপান এবং মূলতান দেশের আশীর্বাদ ছিলেন ।

মনে ভাবে পৃথ্বীসিংহ মম অমুগত ।
 দিল্লী-দরবারে কাব্যকলায় নিরত ॥
 আনিব অন্তরে আঁমি তার প্রমদারে ।
 দেখিব কেমনে রাণা রাখে এই বারে ॥
 সতী নাম ধরে সে রমণী রত্নকলা ।
 প্রভাপের ভ্রাতৃহতা প্রবলা অবলা ॥
 প্রবলা হতীক বাল্য, জাতিতে অবলা ।
 কতক্ষণ সহিবেক পুরুষের ছলা ॥
 ধনের পিপাসা আর প্রভুত্বের আশা ।
 রমণীর ধর্ম্য কর্ম্ম শর্ম্ম মর্ম্ম নাশা ॥
 প্রলোভের দামী তারা, স্তবের কিতরী ।
 ইথে বশীভূত নহে কে আছে স্তবরী ॥
 এত ভাবি ষড়যন্ত্র চাহরে সন্মতি ।
 অন্তঃপুরে বসাইব যুবতীর হাট ॥
 দিল্লীপুরে আছে যশ ধনীর গেহিনী ।
 কিবা মহারাজা রাজ্য মানসমোহিনী ॥
 কিবা গুম্বা আমীর বণিক কি সৈনিক ।
 দরবারে নিয়োজিত ষাহারা দৈনিক ॥
 সকলে পাঠাবে দারা বেগম-মহলে ।
 নানারূপ বাগিচা বসিবে সেই স্থলে ॥
 গোপনে ভ্রমিব তথা ছদ্মবেশ ধরি ।
 নিরখিব নানা নারীনিধি নেত্র ভরি ॥
 অবশ্য আসিবে তথা শক্তির নন্দিনী ।
 লীলা কল্ললতামূলে রস নিঃস্যান্ধিনী ॥
 ভাঙ্গিলে রসের হাট রক্তনী সময়ে ।
 যখন যাইবে সবে আপন আলয়ে ॥
 কোশলে করিব তারে নিষ্করগত ।
 সাধিব সকল সাধ অভিমত বত ॥
 ইহা ভিন্ন কেমনে হইব চক্রেবর ।
 এখনো তারতে আছে এক নরবর ॥
 প্রভাপের তারা প্রায় এখনো এদেশে ।
 আছে রাণা হিন্দুপতি জয়-অবশেষে ॥
 বার বার কুটুম্বতা করণ কারণ ।
 তাহার নিকটে কত দূতের প্রেরণ ॥

কহিলাম কত বার তন্ত্র মন্ত্র নানা ।
কোনরূপে বশীভূত না হইল রাণা ॥
এ বার কি হবে গতি শুনিবে যখন ।
বিক্রীত নোরোজা-হাটে তন্তুজারতন ॥
মানের থাকিবে মান নিষ্কণ্টক পথ ।
এক কার্যে সিদ্ধ হবে সব মনোরথ ॥
পরদিন দিল্লীপুরে ঘোষণা প্রকাশ ।
হইবে “নোরোজা” পূর্ব প্রতি মাস মাস ॥
ভাগ্যধর-ভাষিনীর বসিবেক হাট ।
মহলে মহলে হবে নানা রূপ নাট ॥
বিবিধ বিদেশী নারী বাক্য আলাপন ।
তাঁহে হবে নবরূপ ভাষার সৃজন ॥
সকল জাতির মধ্যে না থাকিবে ঘেঁষ ।
জানা বাবে রাজ্যের সংবাদ সবিশেষ ॥
নারীমুখে কোন কথা অগুপ্ত নাহি হবে ।
সব কথা বাদশার সুপাগর হবে ॥
শুনি দিল্লীপুরে বুদ্ধি আনন্দ উৎসাহ ।
নতুত নভাবী কীর্তি করিলেন শাহ ॥
কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাহি কোন ক্রমে ।
বজ্রকে সকলে যায় প্রথমে প্রথমে ॥
নোরোজা আশ্বাসদানে মত্ত অবিরত ।
এই রূপে কত কাল হইলে বিগত ॥
একদা দিল্লীশ এই চিন্তা করে মনে ।
হইয়াছে অসময় সতী-আকর্ষণে ॥
সতীর ভাগুরজা ভিকানের রাণী ।
আগে তারে কোন রূপে করতলে আনি ॥
প্রপল্লভা প্রমদা সৈত শ্রোতা গৌড়মতি ।
অনায়াসে ভিকানেরী ভিক্ষা দিবে রতি ॥
পরে কনীরসী সেই রূপসী সতীরে ।
সুযোগে আনিবে দিবে বিলাস-মন্দিরে ॥
যথা গৃহপালিত মাতঙ্গ বিচক্ষণ ।
ঔসোতে ভুলায়ে আনে যনের বারণ ॥
বা ভাবিল তা ঘটিল রায়মঙ্গল রাণী ।
আকবরে দেহ দিল মনে ধন্য মানি ॥

* ভিকানের দেশাধিপতির দ্বারা ।

নারীধর্ম অমূল্য রতন বিনিময়ে ।
লজ্জিত অশেষ খনিজাত মণিচয়ে ॥
এক দিন সতীরে প্রলোভ দেয় চলে ।
কহে “সই এমন দেখিনি ধরাতলে ॥
অপরূপ হাট বসে না যায় বর্ণন ।
দেখি শোভা যদি পাই সহস্র লোচনে ॥
কত রূপ রঙ্গ, কত ভাবার কথায় ।
নাহি মাত্র পুরুষের সম্পর্ক তথায় ॥
অজি প্রিয়বাদিনী মহিষী ঘোষণাবাই * ।
ভুবনে এমন বুঝি চাক্ষুশী নাহি ॥
দিল্লীপুর দাস সম সাহার নিকটে ।
পদানত হয় যার পেশোয়াজতটে ॥
হেন রামা গুণধামা, নাহি অহঙ্কার ।
সরলতা শীলতার যেমন ভাণ্ডার ॥
চল চল চল সই তথা লয়ে যাই ।
চক্ষু-কর্ণ-বিবাহ মিটিবে তথা ভাই ॥”
জায়ের কথায় সতী পাইল বিশ্বাস ।
রজনীতে বিবরণ কহে পতিপাশ ॥
সাধুশীল পৃথ্বীরায় দিল অমুমতি ।
গুণবতী ভাষ্যাত্তর নহে কোন পতি ॥
সতীর সত্য পরীক্ষিত বাবে বাবে ।
কার সাধ্য সতীরে অসতী করিবারে ॥
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সেই সত্য কবচ ।
পাপ-অঙ্কে সাধ্য নাই স্পর্শে তার স্বচ্ছ ॥
ভাসি হাসি কহে পৃথ্বী “শুন গিয়ে সতি ।
নোরোজার হাটে যেতে হইয়াছে মতি ॥
তোমার পসরা ভারী থেকো সাবধানে ।
লুটেরায় লুটে পাছে তাই ভয় প্রাণে ॥
জানি তব পসরা অমূল্য এ সংসারে ।
কেবা পারে মুহ্যদানে ক্রয় করিবারে ॥
কিন্তু লুটেরার ভয়ে ভীত মহাজন ।
নির্বাতি বজের প্রায় তার আক্রমণ ॥”

* মামসিংহের ভগিনী, আকবরের প্রধান মহিষী ।

ওনি স্মিতমুখী সতী নম্রবনে কয়।
 “হাটে পাটে যে দ্রবো মৃত্যু নাহি হয়।
 হেন দ্রব্য পুষে বড় বখা চিরকাল।
 লুটেবায় লুটে পুষে বড় ভাল ॥”
 কথা শুনি কবি হুজু হইল সর্বোজ্ঞ
 জাম্বাবে বিদায় দেন যাইতে নোবোজ্ঞ ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

কিবা অপরূপ শোভা নাগরীর হাট।
 নভূত নভাবী কীর্তি করিল সম্রাট ॥
 বিবিধ কুসুম যেন কুসুম-কাননে।
 কুসুম-সময়ে হাসে প্রকল্ল আননে ॥
 কোন পুষ্প প্রভায় প্রকাশে পরিপাতি
 শূন্য থেকে তারা কি আইল পুষ্পবাতি ॥
 কোন পুষ্প লালিত্য রসের চাক্ষুধাম।
 ভাবুকরে ম্লানমুগ্ধ হয় অবিশ্রাম ॥
 কোন পুষ্প কবিত কাকর কান্তিধর।
 কাকর বর্ণ যেন সুশীতল বৈশ্বানর ॥
 কেহ শোভে নবীন নীরদরেখা প্রায়।
 কেহ বা তুষার-ছবি অমলিন কায় ॥
 নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে।
 এ বলে আমার দেখ, ও বলে আমারে ॥
 ষা'র দিগে পড়ে দৃষ্টি, তা'বি দিগে রয়।
 পালাটিতে পলকের প্রমাদ নিশ্চয় ॥
 কাহার সৌরভে মন প্রাণ করে চুরি।
 নয়নেরে দাস করে কাহার মধুরী ॥
 এই রূপ নাহি শ্রীজাত নানা নারী।
 বসাইল মনিহারী সুনিম্নে-হারী ॥
 কোন নারী গারজিয়া * নাম দেশে জাত।
 জনমিয়া জানে নাই কেবা পিতা মাতা ॥

জম্বা দেশের পারস্ত নাম।

কুমার কুমারকালে পরকরগত।
 বিকীত শরীর পণ্য পুতুলের মত ॥
 ইন্তু শূল ক্রয় করে যত বিলজ্জিত।
 অনঙ্গ যজ্ঞের বলি স্বরূপ সজ্জিত ॥
 বড় রূপে বড় মূল্য হয় ডাকাডাকী।
 দক্ষিণা দানার দানে নাহি রাখে বাকী ॥
 ধিক্ ধিক্ দ্রবিশাশা দূরিত এমনি।
 অপত্যের রেহ ছাড়ে জনক জননী ॥
 ধিক্ পুষ্পশরাহত পামরনিকরে।
 যুবতী জাতিরে যারা পশু-জান করে ॥
 বসিযাছে বিলাতীয় বরাদ্ধনাগণ।
 শিশির-সময়ে বখা সরোজকানন ॥
 রূপ বড় বটে কিন্তু লাভ্যবিহীন।
 পিঞ্জরে কোথায় সুখী বনের হরিণ ॥
 নানা ভোগ রাগ বটে দিল্লী-অন্তঃপুরে।
 কিন্তু তাহে মনের মানস নাহি পূরে ॥
 হীওকশ্চাল পদে, হেমদণ্ডে নাস।
 সারিকা তাহাতে জুড়ে লভে কি উল্লাস ॥
 না বসিলে নয় তাই বসিযাছে হাটে।
 মনোজ্ঞে আবিরিয়া কাপটা-কপাটে ॥
 বসিযাছে আরাগন্ প্রদেশের নারী।
 অপাদ্ধের শরে পঞ্চশর মানে হারী ॥
 স্বর্ণ বর্ণ চিকন চিকুর কমনারী।
 বসিযাছে রোমক রুমণী রমণীয়া ॥
 আরক্ত কশোল কিবা প্রকাশে প্রভায়।
 গোলাব তাজিয়ে আলি তা'ব দিগে ধায় ॥
 বিক্ষুরিত বিপুল বিনোদ কলেবর।
 যুগল মরালবর চাকু শযোধর ॥
 হৃদয় সুরস সরোবরে মোদমান
 লোহিত চূচপট চঞ্চুর সমান ॥
 বসিযাছে আর্ম্যানী গত আর্ম্যান।
 যোগলমন্দিরে কোথা থাকে আর মান ॥
 মস্তকে মুকুট ধরা অমরী-আকার ॥
 অঙ্গের আভাষ হারে রক্ত অলঙ্কার ॥

বসিরাছে বিহীন অলস অপ্রবল ।
 বসিকা বসনা, ছলা কলায় চঞ্চল ॥
 অলসে অলসে হেমমুদ্রা থরে থরে ।
 বিজড়িত মুক্তামাল স্তনপরিসরে ॥
 বসিরাছে দ্বৈতী তুরাণী কত আয় ।
 কি বর্ণিবে বিশেষ বর্ণন করা ভার ॥
 সহস্র সহস্র নারী অপদ্রবী-আকার ।
 দেশে দেশে বাছিয়া এনেছে সার সার ॥
 যথা নানা দেশীয় কুতুমবিমোহন ।
 শোভা করে পাদশায় প্রমোদকানন ॥
 কিন্তু কহ কেবা নাহি জানে এই কথা ।
 বিদেশীয় পুঙ্গু নহে হান্তমান তথা ॥
 কুতুম দিগ্ধক কভু মালবে না হয় ।
 কাশ্মীরেতে দেখ-পুঙ্গু কভু জাত নয় ॥
 স্থানভেদে হলে আর শোভা নাহি হয় ।
 বিদেশের বায়ু তার আয়ু করে ক্ষয় ॥
 অতএব নিগর্গের বিপত্নীত এই ।
 যে করে এমন কাজ হরাচারী সেই ॥
 বসিরাছে তার কাছে যোগলমোহিনী ।
 কয়েক কাষিনি কিবা চাঁদের বোহিণী ॥
 প্রহস্ন দাড়িমী সব লোহিত অধর ।
 মানকে ঘূর্ণিত-প্রায় আঁবি ইন্দীবর ॥
 সুবর্ণ ঘূর্ণুর পদে বাজে পদে পদে ।
 বিষদ মেহেদী রাগ করকোকনদে ॥
 বলমল পেশোয়াজ টলমল কায় ।
 আভরেতে তর করে ঘেপানেতে যায় ॥
 জরীতে জড়িত বেণী বিনোদ বন্ধন ।
 মেঘে ঘেন সৌদামিনী দেয় দরশন ॥
 মানসদে মাতমালা গুমান গরবে ।
 হীন হেন বোধ করে অস্ত্র নাহী সবে ॥
 রাজ-রাজেশ্বর পতি পৃথিবী প্রধান ।
 যোগেশ্বর পদানত সব হিন্দুস্থান ॥
 বতেক আমীর পত্নী অহঙ্কারে ভোর ।
 অস্ত্রদশী অবদারা ঘেন সবে চোর ॥

বিনোদ আরাম সেই শোভার ভাণ্ডার ।
 স্থানে স্থানে পড়িয়াছে বজ্রের কাণ্ডার ॥
 বেশমী পশমী খোপ মুকুতার ঝাড়া ।
 চন্দ্রাতপে শোভে কত সুবর্ণের তারা ॥
 মাধবীমণ্ডপমাঝে কোন মনোরমা ।
 বসিরাছে সাজায়ে পসরা অনুপমা ॥
 কনকচঞ্জিক পাত্রে লিপি মনোহর ।
 প্রেমময় কবিতা গীতিকা তর তর ॥
 নৃত্যনিক প্রভৃতি হরক হরবীজে ।
 বেড়া তায় হীরক পল্লব সরসিজ ॥
 কোথা রক্ত-শিলাময় বহিছে ফুহার ।
 উগরিছে গোলাব বাসিত বারিধারা ॥
 তারতলে মণিময় কমলের দলে ।
 নানা রসে গেলে নানারঙ্গী মীনদলে ॥
 সফর হইতে অ'না সুবর্ণ শঙ্কর ।
 তার সহ গেলে মীন নীলনিভাধর ॥
 ঘেন ক্ষুদ্র মেঘমালা গগনে বিস্তার ।
 অন্তগত ভানু করে শোভা চমৎকার ॥
 উঠিয়াছে সর্ব * তরু নিব্বরের কাছে ।
 তার তলে কোন রামা পসরা দিয়াছে ॥
 বিহঙ্গ পসরা তার পিঞ্জরে পিঞ্জরে ।
 পড়িতেছে কাকাতুয়া সুগভীর স্বরে ॥
 বাদ্ বলিছে তোতা বিনাইয়ে কত ।
 শুনিতেছে হীরামন শিব করি নত ॥
 গুম্বা শুনিতে ঘেন মৌলবীর বাণী ।
 বিবী সাজে লোহী আসি করে কাণাকাণি ॥
 জলদে জগদে বসি ড'কে কপিঞ্জল ।
 হোসেন মবিল ঘেন করি জল জল ॥
 বুল বুল হাজারা হাজার ছাড়ে তান ।
 একেবারে কেড়ে লয় মন আর প্রাণ ॥
 প্রমদে পাণীহা পাখী পিউ পিউ বটে ।
 বিদ্যোগী বিদ্যোগ ব্যাধা বুদ্ধি তাহে বটে ॥

কুহকুহ মুহমুহঃ ডাকে পিকবর ।
 ললিত পঞ্চম স্বরে সেরে পঞ্চশর ॥
 বলিছে বিবিধ বোলা মদন-সারিকা ।
 ঘটকের মুখে যেন মিশ্রের কারিকা ॥
 পুষিয়াছে পারাবত নানরূপ সাজ ।
 সেরাজু লোটন লকা মুখখী গিরবাজ ॥
 অগ্নয়ের দূত-কার্যে পটু বিলক্ষণ ।
 চকুপুটে লিপি লয়ে করয়ে বহন ॥
 আর সেই বিহঙ্গ চতুর চড়ামণি ।
 ইন্দিতে হরিয়ে আনে নায়িকার মণি ॥
 নিকটে দাঁড়ায়ে মেঘশ্রিয় মেঘনাদ ।
 পুচ্ছে যার শোভিত হাজার স্বর্ণ চাঁদ ॥
 আর এক নারী বসে বকুলের মূলে ।
 সাজাইয়ে আপন আপন নানা ফুলে ॥
 ফুলের স্তবক শুদ্ধ তোরা ভাতি ভাতি ।
 মল্লিকা মালতী যুখী নাগেশ্বর আতি ॥
 কামের করাত তীক্ষ্ণ কুহুম কেতকী ।
 কুরুবক ভূষ্মক পুরাগ ধাতকী ॥
 কুহুম কল্লার আর কেশর কন্তুরা ।
 কামিনী স্বরূপা সৈত কামিনী ভঙ্গুরা ॥
 বসবার গর্ক-পর্ক গোলাব স্তম্বর ।
 পুষ্পরাশ্যে কেবা আছে তাহার সোমর ॥
 মালিনীর প্রায় ধনী পুষ্পবিভূষণ ।
 দোনায়ে দোনায়ে ভাগা দেয় সুবদন ॥
 গাঁথিয়াছে ফুলের হার শতধরা ।
 ফুলচক্রহার আর ফুল-সাত-লরা ॥
 ফুলময় বলয় বিজটা কর্ণফুল ।
 ফুলময় ভূষ্মক ফুলময় ফল ॥
 ফুলময় ব্যজনী ফুলের দণ্ড তার ।
 ফুলময় ঝাল র শোভিত চারি ধার ॥
 ফুলময় আসন বসন বিভূষণ ।
 রচিয়াছে ফুলময় কাঁচলীকরণ ॥
 কি কল করিল ফুলে কুমার স্তম্বর ।
 এ নী পাবে তারে শিখাতে স্তম্বর ॥

কাজ কি ফুলেতে লেখা কাব্য রসময় ।
 প্রতি পুষ্পে মনোভাব দেয় পরিচয় ॥
 জলিতেছি বহু দিন অগ্নয় অনলে ।
 রঙ্গ সে ভাব ব্যক্ত করে বন-স্থলে ॥
 অধীরা অবলা আমি চাহি হে আশ্রয় ।
 চূতে আলিঙ্গন দিয়ে মাধবিকা কয় ॥
 অন্তর অসার মুখে কথাব করাত ।
 কুলটা কেতকী করে পুষ্পবন মাত ॥
 অশোক অশোক ভাব প্রকাশছে কিবা ।
 মধুর মধুর মাসে হাসে নিশা দিবা ॥
 প্রথর প্রেভাব নাহি সহে কলেবরে ।
 কুমুদিনী আমোদিনী হিমকর করে ॥
 পর পরশনে ম্লান, সলজ্জলীলতা ।
 আ মরি কি ভাব ব্যক্ত করে গজ্জালতা ॥
 এই রূপ প্রতি পুষ্পে প্রকৃতিব ললা ।
 মাহুঘের মনোভাব স্বভাব লিখিলা ॥
 দম্পতীর প্রেমোলাপ সাধন কারণ ।
 কত রূপ হার ধনী গাঁথিছে শোভন ॥
 কেলিশৈলে সুরাগুহে অপর তরুণী ।
 পসরা সাজায়ে বেচে বিবিধ বান্ধনী ॥
 সুবর্ণ সুবর্ণধরা সিরাজী মদিরা ।
 পানমাত্র দোলে গাজ সুধীরা অধীরা ॥
 গোস্তুনীর গন্তুভাতা লোহিত বরণী ।
 রসাইল রসদানে নিখিল ধনুণী ॥
 চবকে চবকে চাক শোভা চমৎকার ।
 মোহিনীর পুনঃ কি হইল অবতার ॥
 অস্তরের কোভ শান্তি করিবার ভরে ।
 সুধা বুঝি জনমিল ত্রাসার উদরে ॥
 হেন অপকূপ শক্তি কে রাখে সংসারে ।
 দূর কবে সকল সন্তাপ একেবারে ॥
 হুঃখভরা ধরা-হুঃখ বিপলে বিলয় ।
 নন্দন-কানন সুখ অমৃত হর ॥
 বসিয়াছে তার কাছে আর এক নারী ।
 নানামত স্তমধুর কলের প

স্ববল নারক করে সৌরভে আকুল ।
জামীর সভায় যার নবরত্ন কুল ॥
আর সেই চার ফল বীজপুর নাম ।
হুসনমোদর তুল্য শোভা অভিরাম ॥
এমনি প্রচুর বস ধরে কলেবরে ।
সময় হইলে পরে আপনি বিদরে ॥
রাখিরাছে আর কত মত ফল মূল
তুলে তুলে বিনিময় লয়ে বহু মূল ॥
আর এক নারী বেচে গন্ধ মনোহর ।
অগুরু চন্দন চুয়া কুন্দুরু কেশর ॥
কালীয়ক কুঙ্কম কপূর কস্তুরিকা ।
মধুঘটি চন্দ্রকষ আর মধুরিকা ॥
তর তর আতর অসীম শক্তি তার ।
রতি ভবজিণী তরণের সে আভার ॥
পায়ড়ী সঙ্কলী বুহী গোলাবী চামেলী ।
মোতিরার আমোদে মদন করে কেলি ॥
মজাভরা মজ্জুয়া মধুর রচনা ।

তিলে তিলে যেন তিলোত্তমার সূচনা ॥
কিছুই আপন নহে পণ্থনে ধনী ।
অখট সৌরভ আর গোরবের ধনি ॥
বসিয়াছে বর্ণক বনিতা বরাননী ।
সাজাইয়া বিধিমত নিধির বিপনী ॥
সুখ্যকান্ত, প্রভাকর প্রভা প্রতিযোগী ।
চন্দ্রকান্ত, যাবে ছু লে শীতল বিয়োগী ॥
পদ্মবাগ, পুষ্পবাগ, ইন্দ্রনীলোপল ।
সরসত, গোমেদক, হীরক উজ্জল ॥
বৈদূর্য্য বিখ্যাত মণি বিদর্ভে বিজাত ।
পাকা বহরীর মত মুকুতা বিভাত ॥
সর্ব্ব রত্ন গর্ব্ব খর্ব্ব বেণেনার কাছে ।
তার রূপ প্রতিভায়, হার মানিয়াছে ॥
পদ্মবাগ হভরাগ অধর নিকটে ।
গর্ভে হেরি প্রবালের প্রভা কি প্রকটে ॥
নয়নের নীলিমায় হারে ইন্দ্রনীল ।
দন্তছাতি দেখি মুক্তা পরান্ত মানিল ॥

আর ধারে এক রামা নিবাস বসরা ।
কোষের রাঙ্কব বস্ত্রে দিয়াছে পসরা ॥
মুকুতা জড়িত চোলী কাঁচলী কাক্তান ।
বক্মক্ তারকস্ অতি দৌণ্ডমান ॥
রবি শশী ছবি আলোহিত মখমল ।
চীনজাত সূচীন শাটীন নিরমল ॥
বিশালা দোশালা জুকা জেগা জামেয়ার
গনুবন্ধ কটাবন্ধ প্রকার প্রকার ॥
চিকণের চিকণীয়া চারু চর্চিকায় ।
নয়ন নিষ্পন্দ অস্ত্র দিকে নাহি ধাঘ ॥
মখন মখন করে প্রকৃতির জারি ।
ধন্ত ধন্ত সূচিকার যাই বলিহারি ॥
ধন্ত কান্দীরের তাঁত তোমার গোরব ।
অত্যাধি শ্বেত শিল্পী মানে পরাভব ॥
আর এক নারী বেচে কার্পাসের বাস ।
বেশে দেয় পরিচয় ঢাকায় নিবাস ॥
বিমল বাতির শ্রোত নাম আবরণে ধরা ॥

পূরাধান বংশাবলে সুখে যায় থোয়া ॥
অনুপম শব্দম স্তম্ভ অতিশয় ।
নিগীর শিশিরে যাছা দৃশ্য নাহি হয় ॥
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পদাম বিখচিত ।
জাম্ভান কাম্ভান রমণী রচিত ॥
মজাঘ বিলীন সেই বুক মজ্জলীন ।
সন্তানক কুঙ্কম স্বরূপ অমলিন ॥
শাবাশ্ শাবাশ্ তোরে ঢাকা জনপদ ।
শিল্প চাতুরীতে তোর অতুল সম্পদ ॥
পরাত্ত সবে বটে কৈল বাস্পকল ।
কিন্তু জয়া তব শিল্প চাতুর্য্য, কোশল ॥
এই রূপ নানা রূপ লইয়ে পসরা ।
বসিয়াছে পুষ্পবনে যত মনোহরা ॥
এক ধারে যত সব রাজপুতদারা ।
অমরী কিনরী পরী অপ্সরী আকারা ॥
ইন্দু ভানু কুবাপু কুলে তে অবতার ।
রূপের ছটায় সত্য সাক্য দেয় তার ॥

যোগলের মধ্যে মজি হেঁট চন্দ্রানন ।
 ভাতিহীন ভস্মে বধা দৃশ্য হতাশন ॥
 অথবা শ্রেনের করে কপোতিকা প্রায় ।
 সশঙ্কিত ভীতচিত নীহরিত কাষ ॥
 কারভাগ্যে কোন্ দিন কি হয় ঘটনা ।
 অবিরত অন্তরেতে ইহাই রটনা ॥
 ভিকানের ভাবিনীর সতীত্ব ভঞ্জন ।
 চৌহান কুলেতে কালী-গঞ্জন-অঞ্জন ॥
 অনেকতে জানিয়াছে সেই সমাচার ।
 ভয়ক্রমে আলাপন নাহি করে তার ॥
 নিদাঘ-নীঃস্র মত নাহি বরিষণ ।
 মুগ্ধ রব কভু শ্রুত, নহে গরজন ॥
 হেনকালে ভিকানের ভাবিনী যুগল ।
 উদয় হইল যেন জ্যোতির মণ্ডল ॥
 প্রগল্ভা প্রথম যেন প্রকুল কমল ।
 প্রকাশিত বিস্তারিত পল্লব সকল ॥
 বিতরিত মকরক্ক রূপগতাহান ।
 দানে দানে ভাণ্ডার হয়েছে বিছু ক্ষীণ ॥
 কিন্তু যাহা আছে শেষ তার লালসায় ।
 কলি তালি অলৌকুল সেই দিগে ধায় ॥
 দ্বিতীয়ার রূপ সহ কি দিব তুলনা ।
 ধৌবনের উপক্রম ললিত ললনা ॥
 হাটেতে বসিয়েছিল হাচারে হাজার ।
 সাজাইয়ে নিজ নিজ রূপের ভাণ্ডার ॥
 সতীর উদয়ে সবে হইল মলিনী ।
 দ্বিবেশ দরশে বধা প্রদোষে নলিনী ॥
 বিচিত্র ভাবিল রূপ কবি দরশন ।
 নিজ নিজ রূপে ধিক্ মানে নারীগণ ॥
 নানাদেশী রমণীর গরু ছিল ভারী ।
 পূর্বচোরে পশ্চিমের রূপবতী নারী ॥
 সে গরু হইল খরু সতীরে নিরখি ।
 কহে কোন বরাননা সর্বোবিদ্যা সখী ॥
 আঁহা মরি একি হেরি রূপের মহিমা ।
 ক দিয়ে গড়িল বিধি এ চারু প্রতিমা ॥

লাষণ্য বয়সি যেন ষাইছে রূপসী ।
 যত রূপ-গর্ষিতার মুখে দিগে মসী ॥
 হায় এরে হেরে শাহ হইবে পাগল ।
 হের দেখে মানসুখী মাহবীমণ্ডল ॥
 যখন দেখিবে যোধ্যা এই যুবতীরে ।
 তখন তাহার বক্ষঃ কাটিবে অচিরে ॥
 যে জানে সন্ধান সেই করে কাণাকাণি ।
 বলে কি রাক্ষসী এই ভিকানের রাণী ॥
 অবলা অথলা এই সল্লা রূপসী ।
 শশনীয়া সিদ্ধজাত অকলঙ্ক শশী ॥
 ইহারে এনেছে ছলে নোয়োজার হাটে ।
 পরশিরে বাজ মাঝি তুঘিবে সন্নাটে ॥
 ডঙ্কিনী রাক্ষণী এই শঙ্কিনী পাশরী ।
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ মায়াবিনী নিশাচরী ॥
 এই রূপ কাণাকাণি হয় নারীমলে ।
 হেন কালে তপন চলিল অন্তাচলে ॥
 ইতি তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

কিবা শোভা অপরূপ হেরি দিল্লীপুরে ।
 নিরখি নয়নযুগ তমঃ বায় দুরে ॥
 ইন্দ্রের অমরাবতী বিরাজে গগনে ।
 নহের অসাধ্য তাহা নিরখে নয়নে ॥
 বুঝি বিধি সেই ক্ষোভ হরণ কারণে ।
 ইন্দ্র সভা প্রতিষ্ঠিত আদিল-ভুবনে ॥
 এই হেতু পূর্বে ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নাম ।
 জগতে বিজয়ী পঞ্চ পাণ্ডবের ধাম ॥
 জগতের যত কীর্তি সকল ভঙ্গুরা ।
 তথাপি অতাপি দৃশ্য দিল্লীর বঙ্গুরা ॥
 হিন্দু আর সারসেনী কীর্তির প্রকাশ ।
 তন্মাল বিদ্রোহ-কালে না পাইল নাশ ॥

গগনপবনশী স্তম্ভ পাষাণে রচিত ।
 বেহে তার বহুময় চিত্র বিখচিত ॥
 কোথা সেকেন্দর সহ দারার সমর ।
 বিলেপিত ইষ্টকার বিচিত্র নগর ॥
 কোথায় রক্তম বীর প্রকাশে বিক্রম ।
 গুজ্জর সোহরাব সহ বিগ্রহ বিষম ॥
 কোথায় তৈমুরলঙ্গ চতুরঙ্গ দলে ।
 অগণিত অরি-দেহোপরি দলে বলে ॥
 কোথায় লিখিত যৌনক গুণধামা ।
 হেন চিত্রভঙ্গী যেন কথা কহে রামা ॥
 কোথায় জেলেথা যুসুফের প্রেমলেখা ।
 কি কণে মিসরপুরে হয়েছিল দেখা ॥
 কোথা লয়লার প্রেমে মজ্জ মগণ ।
 কি লগণ আ মরি কি মনের লগণ ॥
 আদিরস বীররস গৌরব প্রধান ।
 এ জগতে এই হুই সূতের আধান ॥
 প্রেম ছাড়া বীর কোথা, বর্ষা ছাড়া প্রেমী ।
 ধুরা ছাড়া কভু স্থির নহে চক্রনেমী ॥
 প্রবেশে নিগম-পথে* দৃশ্য মনোহর ॥
 একাণ্ড পাষাণময় যুগ্ম বীরবর ॥
 যুগল ভূজরোপরে সমর-ভঙ্গিম ।
 অফুল্লনয়নপদ্ম জীবৎ রক্তিম ॥
 বিনয়ে পথিক লিজাসেন সমাচার ।
 "কহ বিজ্ঞ সেই হুই প্রতিমা কাহার ॥"
 তনি বাণী কথকের লোমাক্ষ শরীর ।
 কহিতে সে কথা নয়নেতে বহে নীর ॥
 কহে, "হে পথিক দেখ নাই কি এ দেশে ॥
 ঘরে ঘরে লেখা সেই হুই বীর-বেশে ॥
 অমরঙ্গ নামধর তার এক বীর ।
 উজ্জল করিল সেই জননীর ক্ষীর ॥
 বাঠোর বংশীয় বীর বেদনোর-পতি ।
 কুলকুবলয়ে স্নধাকর মহামতি ॥

* বিগমদ্ব্যর্থ ইতি অপভ্রংশ ।

চিতোরের তিজোশকে* বীরত্ব তাহার ।
 স্বকরে ছেদিল শত্রু হাজারে হাজার ॥
 অত্যাঘ সমরে তারে মারে আকবর ।
 আগন্তুক গোলাঘাতে হত বীরবর ॥
 যে বন্দুকে মরিল শূরেঞ্জ গুণধাম ।
 "সংগ্রাম" বলিয়ে শাহ রাখে তার নাম ॥
 নিজ গ্রন্থে গুণ তার গায় বারে বারে :
 প্রতিমূর্তি আঁচোপিল দিল্লীপুরদ্বারে ॥
 দ্বিতীয় প্রতাপ নামা, চণ্ডবংশ জাত ।
 অগবৎ শ্রেণীর ঠাকুর সুবিখ্যাত ॥
 ষোড়শ বধায় শিশু সিংহের সোঁসর ।
 চিতোর হুর্গের দ্বারে ত্যজে কলেবর ॥
 কতিপয় দিন পূর্বে জনক তাহার ।
 রণক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধে পাইলে সংহার ॥
 জননী কুমার প্রাতি করিল আদেশ ।
 পিতৃবৈর শোধে ধর অরুণিত বেশ ॥
 গুজ্জর পাঠাইয়ে সেই বীরপ্রসবিনী ।
 কুঙ্কম-রঞ্জিত বস্ত্র পরিল ভাবিনী ॥
 সাজাইল বধুরে বিবিধ প্রহরণে ।
 সহচরী দলে বলে প্রবেশিল রণে ॥
 আগপ্রিয়তমা আর আপন জননী ।
 সমর-তরঙ্গে দেহ ঢালিল যথনি ॥
 জীবনেন্দ্র আশা ছাড়ি প্রতাপ তখন ।
 মোংগল সহিত আরামিল ঘোর রণ

* চিতোর হুর্গ বীরব্রত মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রথমতঃ আলাউদ্দিন পাঠান ভীমসিংহের সহিত যুদ্ধোপস্থিত করে, তালা দখলিচিৎ পদ্মিনী উপাখ্যানে বিস্তৃত আছে, দ্বিতীয়তঃ, বেরাজীদ নামক ঘোরতর পরাক্রান্ত বীর কর্তৃক তাহা আক্রান্ত হয় এই বেরাজীদকে ইউরোপীয়েরা বাজাজেট কহেন, তৃতীয়তঃ আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইয়া সর্বস্বান্ত হয়, এই তৃতীয় আক্রমণকে রাজপুতেরা 'চিতোর বা তিজোশক' কহেন ।

+ রাজপুতদিগের যুদ্ধবাস লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত ।

সেই সেনা মত্ত মাতঙ্গিনীর সমান ।
 চলাইল শিশু বীর ধীমান্ জীমান্ ॥
 স্বপ্নে হইল হত বাণীর কলাপে ।
 অতাপি ভাহার গুণ গীত নানা গানে ॥
 সেই ছই বীরেন্দ্রের প্রতিমা ভীষণ ।
 অতাপি দিল্লীর দ্বারে আছে স্থশোভন ॥
 বীরের সন্মান জানে বীর যেই জন ।
 আক্বেবে ছিল এই উদার লক্ষণ ॥ *
 রবি শশী ঔপহাসে সিংহদ্বারচূড়া ।
 অতাপি নহিল কাল-দশনেতে গুঁড়া ॥
 কিছার বাণপুত্রী দিল্লী তুলনায় ।
 প্রবেশিতে কঁপে যায় কুতাস্তের কায় ॥
 কত কাণ্ড কি বর্ণিব বার্থ আকুঞ্চন ।
 কত দেশে কত কবি করিল বর্ণন ॥
 তিন ধারে স্তম্ভের পরিধানিচয় ।
 কলিন্দ-নন্দিনী রঙ্গে এক ধারে বয় ॥
 লোহিত উপলে বস্ত্রবাহ বিরচিত ।
 স্থানে স্থানে গুঞ্জ গুঞ্জ কুঞ্জ স্থশোভিত ॥
 নোরোজার দিনে ঘোর ঘটা আড়ম্বর ।
 দেবানী-আমেতে * বার দিলা আক্বেবর ॥
 কিবা সেই সিংহাসন মণি-বিবচন ।
 অলঙ্কিত বাসব বিরিঞ্চি বিরোচন ॥
 কুবেবের ধনে তার মূল্য নাহি হয় ।
 মহেন্দ্র স্বরূপ শাহ তাহাতে উদয় ॥
 প্রসন্ন প্রসন্নতর উন্নত ললাট ।
 যেন তাহে লেখা পাঠ ধ্বজ-রাক্ষ্য-পাট ॥
 হোমাগুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ কিরীটে কলিত ।
 সুখে তার বিন্দু বিন্দু হীরক ফলিত ॥
 ললিত ললিত লোল পবন হিল্লোলে ।
 বাগ্নি-বিন্দু দোলে যেন তুষারের কোলে ॥
 বসিয়াছে ওমরা আমার মীরগণ ।
 রাজ্য মহারাজ্য বড় বড় মহাজন ॥

* শাহজাহান নির্মিত দেবানী আমি যতন্তু । অ.ক্-
 বারের সময়েতেও উক্ত নাম খের প্রাসাদ ছিল ।

স্বকবি সুধীর বক্তা পণ্ডিত প্রায়ক ।
 মিয়া-তান-শেন আমি বিবিধ নায়ক ॥
 কোথায় সঙ্গীত বাজ্য সুরস লহরী ।
 জনগণ মন প্রাণ জ্ঞান লয় হরি ॥
 কোথায় তর্কের সিদ্ধ তরঙ্গিত হয় ।
 জায়েতে অতায় ঘটে, বিতণ্ডার জয় ॥
 খৃষ্টিয়ানী হিন্দুয়ানী মুসলমানী লয়ে ।
 মিছে বাদ বিবাদ সময় যায় বয়ে ॥
 বালকের দন্দ মত নাহি আগা গোড়া ।
 জ্ঞানী হাশে বলে ধর্ম্মনাশে যত গোড়া ॥
 এক দিকে মল্লযুদ্ধ মহা মালসাট ।
 আর দিকে হইতেছে ভেড়ুয়ার নাট ॥
 আর দিকে মাতঙ্গে মাতঙ্গে ঠেলাঠেলা ।
 আর দিকে রণসজ্জা চমুচয় মেলি ॥
 আর দিকে তুরঙ্গে তুরঙ্গী শোভমান ।
 দেখাইছে হয়শিক্ষা বিবিধ বিধান ॥
 এত যে কৌতুক কাণ্ড একের কারণ ।
 কিন্তু তার অন্তরেতে জ্বলে হতাশন ॥

কিছুতে না হয় শিব, মানস অস্থির ।
 বুঝিতে না পারে ভাব খোসকু-আমীর ॥
 পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে স্থশোভন ।
 সেই দিকে আরোপিত শাহের নয়ন ॥
 উচাটন অলুক্ষণ ঘন ঘন চায় ।
 ক্ষণ বোধ হয় যেন-যুগীন্তের প্রায় ॥
 ভায় যায় অন্তর্গিরি, প্রদোষ আগত ।
 বহে ধীর বায়ু বিবহীর স্বাসমত ॥
 বিরহীবাশনা সম শশধর-বেধা ।
 প্রোচী শিবে অচিরে আসিয়ে দিল বেধা ॥
 চেনকালে উদবাটিত হইল সে দ্বার ।
 বাহির হইল আসি খোজার সদাঁর ॥
 পরিণত জম্বুপ্রায় অসিত বরণ ।
 দীঘল ব্যাদান বস্ত্র, দীঘল চরণ ॥
 শালুক সমান বেত নয়ন যুগল ।

মত মত সমুন্নত গওস্থল ॥

মেঘলোম সম বেশ কুটিল বিশেষ ।
 ওষ্ঠাধরে যুগল কদলী সমাবেশ ॥
 কটমট বিকট দশন পরকাশ ।
 হিয়া কাঁপে হেরি সেই হবশীর হাস ॥
 ইঙ্গিত করিল খোজা থাকিয়া অন্তরে ।
 দরবার ডাকি শাহ চলিল অন্তরে ॥
 গুপ্ত গৃহে কহে খোজা “তু ন জঁহাপনা
 আসিয়াছে পুরী মাঝে সতী স্তবদনা ॥
 সেরূপ স্বরূপ কথা কি কহিব আমি ।
 হেন নারী দেখ নাই হে ধরণীস্বামি ॥
 ক্রীষ আমি নিরখি যোহিত মন মম ।
 সে রূপেতে মুগ্ধ হয় স্বাবর অঙ্গম ॥
 তার সমতুল নাই তোমার আগারে ।
 চল জঁহাপনা স্বরা হেরিতে তাহারে ॥”
 কি বেশে যাইব তথা ভাবে দিল্লীপতি ।
 কোন রূপে সংশয় না করে মনে সতী ॥
 সাত পাঁচ চিন্তা কার ধরে যোগীবেশ ।
 পরিহরে রাজবেশ ভূষণ নববশ ॥
 শিরে ধরে জটাত্ম ধরণীচুম্বিত ।
 পরিহিত মুগচন্দ্র আভাঙ্গলম্বিত ॥
 ভ্রম-বিত্ত্বিত কাণ তুঘার বরণ ।
 প্রচুর রত্নাকমাল। কণ্ঠে আভরণ ॥
 ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন লোহিত চন্দনে ।
 মুখে ক্রবপদ গীত ত্রাঘক বন্দনে ॥
 করেছে ত্রিভঙ্গী বীণা বিনোদ স্বকার ।
 নানা সন্ধ্যা রাগিণীর হয় অবতার ॥
 অপরূপ ছন্দবেশ বলিহারি যাই ।
 সাক্ষিল মোগল ভাল গুণের গোঁসাই ॥
 কে বনিতে পারে তারে যবনাধিপতি ।
 মহেশ স্বরূপ মনোহর সে মুরতি ॥
 দেবানী-খাসেতে শাহ যায় ধারে ধীরে ।
 মুখে শিব রব, হৃদে বিষায় সত্যেরে ॥
 ১৭। শুন সমাচার, প্রধানা মহিষী ।
 রূপে গুণে যোধ্যা বাই কমলাসদৃশী ॥

পিতা ভ্রাতা ধনলোভে যোগলে অপিতা ।
 কিন্তু রাজপুং-কুল-দর্পেতে দর্পিতা ॥
 বিবিধ সন্ধানে জানি শাহের ছলনা ।
 সতীর সত্যের রক্ষা চিন্তিল ললনা ॥
 বড় বড় কতিস্থতা দিল্লীধরে ডালী ।
 কোন রূপে রাণাকুলে নাহি পড়ে কালী ॥
 বিশেষে রমণী-মনে অভিমান রাজা ।
 রূপগরুর সিন্দূরেতে মন মণি মাজা ॥
 মনে ভাবে সতী পেয়ে মত্ত হবে শাহ ।
 তার প্রতি দাইবেক প্রণয়প্রবাহ ॥
 আমার প্রভুত্ব আর থাকি হবে তার ।
 জাতি দিয়ে লাভ মাত্র কুলের থাকার ॥
 এই বেলা কবি তার উপায় চিন্তন ।
 বিষ বল্লা অঙ্কুরে উচিত নিকুন্তন ॥
 শুনিতে পাইলে শাহ যোগীবেশ ধরে ।
 আপনি যোগিনী বেশ পরিধান করে ॥
 পরিহারি পোশোয়াজ, রক্তপট্ট শাটি ।
 পরিণ প্রমদা, তাহে শোভা পরিপাটি ॥
 ত্যজি মুগমদ-মিশ্র-অঙ্কুর চন্দন ।
 মুখেতে ধরিল ধনী বিভূতি ভূষণ ॥
 আলুয়িল চাকুবণী, লোটাঁইল ধরা ।
 মণিময় অলঙ্কার তাজে মনোহরা ॥
 এক কর কমলেতে ত্রিশূল বিরাজে ।
 অত্র করে অপরমালা অপরূপ সাজে ॥
 সহচরীগণ ধরে সেই রূপ বেশ ।
 দেবানী-খাসেতে আসি করিল প্রবেশ ॥
 দেখে শাহ বসিয়াছে এক তরুতলে ।
 যেহি তারে দাঁড়ায়েছে নারী দলে দলে ॥
 কোন রামা দেখাইছে আপনার কর ।
 কর ধরি ভুত ভাবী কহে যোগীবর ॥
 কায়ে বলে অচিরে হইবে পুত্রবতী ।
 কায়ে বলে প্রবাসে রহেছে তব পতি ॥
 স্বয়ং আসিতে পারে যদি ইচ্ছা করে ।
 কিন্তু পড়িয়াছে বাঁধা, পরকীয়াকরে ॥

কারে বলে পতির সোহাগ তুমি চাহ ।
পরে হবে তব ধন, তাহে অঙ্গ-বাহ ॥
পতিবে কিরাতে যদি থাকে প্রয়োজন ।
সন্ন্যাসীবে দেখে কিছু পূজা-আয়োজন ॥
দিল্লীতে অধিক কাল আমি না বাহিব ।
আমার কুটীবে যেও উষধ করিব ॥
কারে কহে তোমার সতীনে বড় রোষ ।
কিছু যদি কথা শুন, খণ্ডিবেক দোষ ॥
নিত্য নব নব বেশ করিয়া ধারণ ।
করিলে প্রবেশে ছাদে চরণ চারণ ॥
সে ভাব দেখিয়া যদি কান্ত কাছে আসে ।
হারবোধ তখন করিব নিজবাসে ॥
জনমিয়া দিবা দৈবী তাহার অন্তরে ।
দেখিবেক ক দিন আর অবহেলা কবে ॥

নিকটে আইলে মুখে মানাস্বর তাঁক ।
না কণ্ঠে তরা তার সহ তাকাতাঁক ॥
হইলে বিহিত নম্র রোমন করিয়া ।
আদায় লইবা বাকী শ্রবণে পরিয়া ॥
এই রূপ নানা রূপ গগন গাধন ।
হস্ত পরিহাসে বত বত নারীগণ ॥
দূরেতে দাঁড়ায়ে সতী দেখেন কোতুক ।
প্রাণানন্মুখী প্রাণ করে ধুক ধুক ॥
জায়ে কন “চল দিদি গৃহে ফিরে যাই !
এখানে বিলম্বে অ’র কোন কার্য্য নাই ॥
বলে ছিলে পুরুষ-নিষিদ্ধ এই স্থান ।
তবে কেন এ সন্ন্যাসী হেরি বিহ্বলান ॥
না জানি সন্ন্যাসী এই হয় কোন জন ।
চল দিদি এখানে নাহিক প্রয়োজন ॥”
প্রথমা কহিছে “সতি কাপে ভয় কর ।
সংসারবিরাগী এই মহা যোগীধর ॥
দেখ, যোগী-দেহ পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোময় ।
তুমি যুগ্ম হেন সন্ন্যাসীবে কর ভয় ॥
এই দেখ যাই আমি দেখাইতে কর ।
এসো সঙ্গে কিছুই করো না মনে ডর ॥”

এত বলি হাত ধরি করে টানাটানি ।
তইল বিগুণ বালা সতী-পদপাণী ॥
অশ্রুধূষী হয়ে সতী চোখে কন বাণী ।
“কি হুঃখে কেলিলে দিদি এখানেতে আনি ॥
হাসাইতে চাহ না কি রমণীসমাজ ।
‘হাঃ আদি মাদী খেয়ে’ বদিল কি কাজ ॥
কেন মজিলাম আমি তব প্রলোভনে ।
কি কবে দেবর তব এ কথা শ্রবণে ॥
বিনয়েতে ধরি ছুটী তোমার চরণে ।
চল চল চল দিদি যাই নিকেতনে ॥”
এমন সময়ে তথা আইল যোগিনী ।
দেখে দ্বন্দ্বপরয়ণা ছই সৌমভিনী ॥
“কহে এ আনন্দধামে কি হেতু বিবাদ ।
শুনিলে দিল্লীর নাথ ঘটবে প্রমাদ ॥”
বিবরণ শুনি পরে কহিছে বচন ।
“অনিচ্ছায় প্ররক্তি প্রদান অশোভন ॥
বিশেষতঃ জানি আমি শুন লুবদনি ।
এই যোগীবর হয় ভগুচূড়ামণি ॥
কেমনে আইল হেথা বৃদ্ধিতে না পারি
প্রমোদা-প্রমোদবনে কেন বামাচারী ॥”
শুনি কথা সন্ন্যাসী উঠিল রোষভরে ।
আরাধের অস্ত্র দিগে চলি সত্বরে ॥
যায় যথা মধুরিকা বেচিত্তেছে সুরা ।
বিনায়ে বীণাধ গায় গীতিকা মধুরা ॥

গীত ।

কালঃড়া ।

দেখ কমলিনী কলী প্রভাতে উদয় ।
নব বধু সম কিবা লালিত্য-নিলয় ॥

অর্দ্ধ বিকসিত মুখ,

নয়নে বিতরে স্তম্ভ,

অক্ষুট কারণে হুঃখ

ভাবে অলিঙ্গ্য ।—(১)

রাখে রূপ আবরণে,
তাহে ক্ষোভ পেয়ে মনে,
ফিরে যায় অগিগণে

ব্যাকুল হৃদয় ॥—(২)

পরদিন দেখে আসি,
নলিনী হয়েছে বাসী,
যামিনী গিয়েছে নাশি

রূপ রসময় ॥—(৩)

অন্তএব বাক্য ধর,
কেন বৃথা কাল হর,
যৌবন সকল কর,

ধাকিতে সময় ॥—(৪)

গীত শুনি হাসে যত সুবত-ওজিগী ।
অরুণ উদয়ে যথা সূর-তরঙ্গিণী ॥
হেসে কহে কোন ধনী “ভাল দেখি যোগী ।
গীত দেয় পরিচয়, প্রকৃত সম্ভোগী ॥
প্রণয় বিয়োগে বুঝি যোগে দিলা মন ।
কহ হে নবীন যোগী শুনি বিবরণ ॥”
উত্তরে সন্ন্যাসী ধরে দ্বিতীয় সঙ্গীত ।
মোহিনীমণ্ডল মহা পাইল পীরিত ॥

গীত ।

বাহার ।

প্রেম-যোগে আছি নিরন্তর ।

ধ্যানে ধরি সবা প্রিয়া-মুখ-সুধাকর ॥

সে মুগ্ধ হুঁ ধান

তাহে সোমরস পান,

করিয়া পবিত্র কবে হবে কলেবর ॥—(১)

তার পদ রক্ত: অঙ্গে,

মাখিব পরম রঙ্গে,

এমন বিভূতি কোথা ভুবন ভিতর ॥—(২)

বিনোদ কবরীজাল,

হবে রস মৃগ ছাল,

মনোহর মণ্ডল হৃদয় উপর ॥—(৩)

হৃদি কুণ্ডে স্নেহ হবি,

প্রণয় অনল ছবী,

করি হে সোহাগ ষাণ যামিনী বাসর ॥—(৪)

হন কালে তথ য় যোগিনী উপনীত ।

নিরখি অমনি যোগী সমাপিল গীত ॥

কহিছে যোগিনী যোযে “বে রে ভণ্ড বতি ।

ভাল ভাল এই বটে যোগী যোগ্য রতি ॥

যেমন দুর্গতি তব সেক্রপ দুর্গতি ।

পূর্ব জয়কথা মনে কর চুইবতি ॥

জাতিশ্বর বলিয়া করহ অহঙ্কার ।

চিন্তা নাহি হয় কিসে পাইবে নিস্তার ॥”

কথা শুনি সন্ন্যাসী চলিয়া গেল দূরে ।

অন্য পথে যোগিনী প্রবেশে অন্তঃপুরে ॥

হেতা সতী সীমন্তিনী কিছু কাল পরে ।

প্রথমায়ে না হেরিয়া কাতর অন্তরে ॥

তুখাইল সুখশশী ভাবে মনে মনে ।

পরিহরি গেল দিদি আমার গঞ্জে ॥

আব বার ভাবে বুঝি লুকাইয়া আছে ।

অভাগীর রক্ত দেখে দাঁড়াইয়া কাছে ॥

যারে হেরে সঙ্গুখেতে জিজ্ঞাসে তাহারে ।

দেখেছ কি ভিকারের রাজপ্রমদারে ॥

কেহ বলে সে কেমন না দেখি কখন ।

কেহ বলে উপবনে কর অবৈবণ ॥

কেহ নিরন্তরে যায় মুগ্ধ হস্তাধরে ।

কেহ বা অন্তরে অতি পরিতাপ করে ॥

ঃ অপ্রকাশ নহে এতদেশে এক প্রাণ প্রবাহ আছে,

আকবর শাহ পুর্কজ্ঞে এক ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন,

কর্মদোষে শাপত্রষ্ট হইয়া যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করেন ।

অপর আকবর শাহ জাতিশ্বর ছিলেন; যোয হত,

মুচতুর আকবর এইরূপ প্রবাদ প্রচার দ্বারা বীর হিন্দু

প্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা পাইয়া

থাকিবেন ।

বাকুল হইয়া বালা ডাকে উঠকঃ ব ।
 কভু কুঞ্জে কুঞ্জে তার অন্বেষণ করে ॥
 প্রমত্তল বিন্দু বিন্দু ললাটে উদয় ।
 সিন্দূর চন্দন বিন্দু পরিভ্রষ্ট হয় ॥
 গলিত নয়নজলে দলিত অঙ্গন ।
 কপোল কমলে যেন দ্বিরেক রঞ্জন ॥
 ‘আকুল হইয়ে যসে বকুলের তলে ।’
 ঘন ঘন বহে ঝাঁস প্রতি পলে পলে ॥
 যেন কীরাতের জালে কপোত মহিলা ।
 মুক্তি-লাভে বহুক্ষণ হয়ে যত্নশীলা ॥
 পরিশেষে শ্রান্ত দেহে পড়ি এক ধারে ।
 মুহমূর্ছঃ ঝাঁস ত্যজে নারে উড়িবারে ॥
 তরুতলে বসি এই স্থির করে সতী !
 যে পথে এসেছি সেই পথে করি গতি ॥
 শুনিয়াছি কাত্যায়নী অগতির গতি ।
 অবশ্য আমায়ে-রক্ষা করিবেন সতী ॥
 এত ভাবি পূর্ণপথে করিল গমন ।
 প্রবেশে পুরীর মধ্যে সচকিত মন
 দেখে রত্ন স্ফটিকের কত দীপাধার ॥
 নানারঙ্গে তাহে গাঁথা প্রভাপুন্দর ॥
 হেম-পাত্রে স্বাহানাথ জীবৎ উদয় ।
 ধূপচূর্ণ চারুগন্ধ বহে গৃহময় ॥
 অগ্নিছে ভিত্তির গাত্রে প্রকাণ্ড মুকুট ।
 মন্দিরাকিনী যথা দীপ্ত করে স্বরপুর ॥
 এই রূপ নানা সজ্জা নিরখে নয়নে ।
 কিন্তু জন প্রাণী নাই সেই নিকেতনে ॥
 দূরে দূরে মধুর বীণার ধ্বনি হয় ।
 কোথায় সারঙ্গ-তানে সুধা বরিষয় ॥
 কোথায় মুরলীস্বরে মন কবে চুরী ।
 সতী ভাবে মায়াবী রচনা এই পুরী ॥

মুরলীর গীত ।—১

ঝিঝোঁটা ।

কেন মত্ত হলি রে এমন ।

হেন মদ কোথা পান করিলিয়ে মন ॥

সুধার ভাণ্ডার যার সূচাক বদন,
 সে ত নাহি করে তোরে বিন্দু বিতরণ,
 জ্ঞান হারাইলে তুমি, করি দরশন ॥—(১)
 দরশন করি সুধা হলে অচেতন,
 না জানি করিলে পান কি হবে তখন,
 অবোধ না হেরি আর তোমার মতন ॥—২
 সব শুনে ভাবে সতী এই দিকে বাই ।
 দেবীর দয়ায় যদি সহপায় পাই ॥
 এত ভাবি সেই দিগে করিল পদান ।
 অমনি স্থগিত তথা মুরলীর গান ॥
 অত্র দিগে বাজিতে লাগিল মূহ স্বরে ।
 শুনিয়ে শঙ্কায় সতী-শরীর লীহরে ॥

মুরলীর গীত ।—২

বাহার ।

ধৌবন মাদকে তব ঘৃণিত নয়ন ।
 নিকটে অধীন, নাহি কব দরশন ॥
 মিলন শীতল বারি,
 এ মাদকে হিতকারী,
 পান কর প্রমোদিনি, ধরহ বচন ॥—১
 মত্ততা হইবে গত,
 পথ পাবে মনো মত,
 সুস্থির হইবে তব স্মৃচঞ্চল মন ॥—২
 সঙ্গীতের ভাব শুনি ভয়ান্ত ভাবিনী ।
 ভাবে কোথা অভাবে সত্যই সত্যবিনী ॥
 নাহি পায় পথ ধনী যেই দিগে যায় ।
 কপালে কঙ্কণ মাঝে করে হায় হায় ॥
 বাবণের ঘোর-চক্র স্বরূপ ভবন ।
 যত ঘোরে তত ঘোরে পড়ে ভ্রান্ত জন ॥
 কুটিল তটিনী যথা বাকে বাকে রয় ।
 দণ্ডকের পথ দিনে সাজ নাহি হয় ।
 পথিক ভাবনা করে আইলাম দূরে ।
 শেষে দেখে পূর্ব স্থানে আসিয়াছে দূরে ॥

সেই রূপ পথ সতী সন্ধান না পায় ।
সেই দ্বার মুক্ত, যেই দিগে ধনী যায় ॥
রক্ত রচিত দ্বার শোভে শত শত ।
কাঞ্চন কবজে ঝুলে সুবিচিত্র কত ॥
হতাসে হতশ হয়ে পড়িল বসিয়া ।
বিনোদ কবরী-ভার গিয়াছে খসিয়া ॥
তুষাঘ তাপিত কণ্ঠ নাহি সবে রব ।
মৃদু স্বরে আরন্তিল কুলদেবী স্তব ॥

স্তোত্র ।

রাগ ভৈরব ।
ভব-চিত-অলি পদ্মিনি !
ভকট-হৃদয় সদ্মিনি !
ভব-ভয়-চয় হারিণি !
জনম-জলধি তারিণি !
সুব দল-বল রূপিকে !
সব শুভ শিব কুপিকে !
হিম গিরিবর নন্দিনি !
হরি হর বিধি বন্দিনি !
বৃকতি বৃকতি ধারিণি !
স্বর-হর যদি শায়িণি !
দূরিত দম্বজ দামিনি !
কুলপতি কুল-কামিনি !
পশুপতি অনুগামিনি !
ভুবন-ভরণ ভামিনি !
নরক-নিগড় মোচনি ?
শতদল দল লোচনি !
ত্রিপুর মধন মোহিনি !
ত্রিপুর জদয় রোহিণি !
মহিষ মদ বিমর্দ্দিনি !
অগণিত গুণ নন্দিনি !
মুহি তুহি পদ কিকরী !
জয় জয় জয় শঙ্করি !

যবন ভবন অন্তরে !
মরি মরি ডরি অন্তরে !
তম্বকুহ ঘন শীহরে !
ভয়-চয় সব ধী হরে !
ঐগত চরণ সোবিকে !
বিতর শরণ দেবিকে !

প্রসাদ সিদ্ধ ঈশ্বর !
প্রভাত ভানু ভাস্বর !
মহেন্দ্র নাথ মুকুরি !
ধরাধরা ধূরুরি !
নিশুস্ত শুভ ষাতিনি !
প্রচণ্ড চণ্ড পাতিনি !
প্রশান্ত দান্ত পালিনি !
প্রসাদ মুণ্ড মালিনি !
শশাঙ্ক খণ্ড তালিনি !
সুধা সমস্ত শালিনি !
কৃতান্ত যন্ত্র খণ্ডিকে !
কুপাণু দেহি চণ্ডিকে ।
প্রলয় হার লখিকে ।
প্রসাদ মাতরম্বিকে !
দ্রবস্ত দুঃখ জাহি মে ।
উপায় শীঘ্র দেহি মে ॥

এই রূপে এক মনে করে নতি স্তুতি ।
প্রসন্ন হইলা তাহে দেবী শিবদুতী ॥
পার্শ্বগৃহে নরাক্রিত হয় দেববাণী ।
মাতৈ মাতৈ রবে ভৈরবী ভবানী ॥
কহিছেন মেহ ভরে "স্তন কন্তে সতি ।
তোর অমঙ্গল করে কাহার শকতি ॥
সতীহ কবচে তোর আবৃত শরীর ।
প্রকাশে প্রভাব যেন মধ্যাহ্ন মিহির ॥
কায় সাধ্য অতিচার করিতে তাহার ।
কোন তুচ্ছ আকবর ধবনকুমার ॥

ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর ।
 এই লহ ভববারি প্রসাদ আঁয়াব ॥
 হৃদয়ে গোপনে রাখি করহ গমন ।
 সাহসে নির্ভর সতি, দৃঢ় কর মন ॥”
 শুনিয়া স্তম্ভিত চিত কিছু ক্ষণ সতী ।
 উদ্দেশে চণ্ডিকাপদে করিল প্রণতি ॥
 দেখে জালনায় এক সুতীক্ষ্ণ ভুজালী ।
 হৃদয়ে রাখিল মুখে বলি ভয় কালী ॥
 কদম্বকুম্ভম প্রাণ সোমাক্ষিত কাঁয় ।
 চাকত স্থগিত নেত্রে এই মনে ভায় ॥
 “যে স্ববে ভবানী-বাণী শুনিলাম কাণে ।
 যেন তাহা শুনিয়াছি আর কোন খানে ॥”
 অনেক চিন্তিয়া সতী করিল নিশ্চয় ।
 “যোগিনীর স্বর শ্রীর অমুভূত হয় ॥

বাঁয়লাথ কালিকার করুণা এখন ।
 আমায়ে বাধিতে দেবী দিলা দরশন ॥
 যোগীর নিকটে যেতে করিলেন মানা ।
 নিবারণা প্রথমার প্রলোভন নানা ॥
 বুঝিতে না পারি কিছু অভিসন্ধি তার ।
 প্রবৃত্তি প্রবন্ধ কত দিল বার বার ।
 এখন আমায় তাজি অদৃষ্ট হইল ।
 সভা-ভঞ্জে কেন ঘোরে সঙ্গে না লইল ॥
 দেখেছি ক দিন আসে এই নোরোজায় ।
 নানা রত্ন অলঙ্কারে গৃহে কিরে যায় ॥
 কোথায় পাইল সেই সকল বসন ।
 কেন হেন কেমন কেমন করে মন ॥”
 ভাবিতে ভাবিতে বালা যায় দ্রুতগতি ।
 সহসা ভেটিল শুখা আসি বিলীপতি ॥
 রাজপরিচ্ছদধর মনোহর বেশ ।
 রূপেতে করিল আলো প্রোঙ্গণ-প্রদেশ ॥
 কোহীমুর রত্ন ভেট দিয়ে সতীপদে ।
 জাহ্নু পাতি কহে যুক্ত কর-কোকনদে ॥
 “তন রাজকন্তে মহাযত্নে বরাননি ।
 ভব রূপ গুণ যশে করিল ধারণী ॥

নয়ন-শ্রবণ-বান-ভঞ্জন-কারণ ।
 করিলাম যজ্ঞরূপ নোরোজা সৃজন ॥
 তব অধিষ্ঠানে পূর্ণ হলো সেই বাণ ।
 লহ এই কোহীমুর তব যজ্ঞভাগ ॥
 তোমার অযোগ্য এই খনিজাত মণি ।
 হৃদয়ে দ্বিতীয় ভেট আছে সুবদনি ॥
 যদি তুমি অমুমতি দেহ অকিঞ্চন ।
 বৃক চিরে সেই মণি দেই ত্রীচরণে ॥
 বাক্যপায় বিকিয়েছি প্রাণ আর দেহ ।
 প্রসন্ন হইয়ে দৌন কৃপাদৃষ্টি দেহ ॥”

যেন কোন পথিক পতিত ঘোর বনে ।
 পথ হারা দিক্ হারা ভ্রমে ভ্রান্ত মনে ॥
 অকস্মাৎ করে দৃষ্টি নির্গম সময় ।
 ভীষণ শাব্দ ল আসি সম্মুখে উদয় ॥

তরঙ্গে গরজে ঘোর স্রগভীর স্বরে ।
 সেই রূপ দেখে সতী দিল্লীর ঈশ্বরে ॥
 প্রথমতঃ প্রকম্পিত হইল শরীর ।
 প্রবল পবনে যেন কদলী অস্থির ॥
 কিন্তু ক্রান্তিয়ার তেজ থাকে কত কণ ।
 শরদ জলদে কড় ঢাকে বিকর্তন ॥
 কেন্দ্রী-কুমাবী প্রায় বিষম বিক্রম ।
 কহে সতী শুন “রে মোগল নরাধম ॥
 তুমি না ধার্মিক বীর বীর বাহশাহ ।
 তুমি না জগৎগুরু ব্রহ্ম যশ চাচ ॥
 তুমি না অভেদ-জ্ঞানী সর্ব ধর্ম প্রীতি ।
 তুমি না সাধুর শ্রেষ্ঠ সুরতি সুরতি ॥
 এই কি তোমার ধর্ম, রে রে ছরাশয় ।
 এই কি বীরত্ব তব যবন-তনয় ॥
 এই কি তোমার পুণ্যব্রত-পরিচয় ।
 এই কি তোমার কীর্তি, কলুষনিলয় ॥
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মোগল ছরাচার ।
 মনে ভাব পরলোকে কিসে পাবে পার ॥”

কথা শুনি আক্কেবর হইল অবাচ্ ।
 মানস চঞ্চল যেন কুলালের ঢাক্ ॥

ভাবে, “হুনিচয় পতিব্রতা এই নারী ।
 এত দিনে অবলার হাতে হৈল হারী ॥
 ভুবনের ভামিনী ভাবিনীগণ যত ।
 আমার প্রণয় বাচে কাঙ্গালিনী মত ॥
 এ নারী কেমন নারী নারি চিনিবারে ।
 নারিলাম কোহীন্সর রত্নে কিনিবারে ॥
 যে হোক সে হোক এরে ছাড়া কভু নয় ।
 চলে বলে বশীভূত করা যুক্তি হয় ॥
 শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক বটিবে ।
 রাজোড়া-মণ্ডল সহ বিনাদ বটিবে ॥”
 এত ভাবি যায় শাহ প্রসারিত করে ।
 পরিত্যক্ত ধীর, পর থর কলসবরে ॥
 হেরিয়ে হরিণেন্দ্রা হরিণারা প্রায় ।
 কঠে ধরি দূবেতে ফেলিল বাদশায় ॥
 অবশ নরেন্দ্রনাথ অরশপ্রাধাতে ।
 ত্রিমূল ক্রম-প্রায় পঙ্কিল ধরাতে ॥
 অমনি রমণী হলে পদাঘাত করি ।
 কহিতে লাগিল। কবে করবাল ধরি ॥
 “অরে বে গোলামপুত্র গোলাম দুর্জয় ।
 এত বড় সাধ্য তোর শূকরনন্দন ॥
 কোথায় করেছ আশা পাণ্ডিত পাশর ।
 শৃগাল হইয়া চাহ সিংহহস্তা-কর ॥
 জান না ভাতুর বংশ ভাতু অংশধর ।
 শশদীর পুরুষ প্রবদ। পরিকর ॥
 রে দুর্গতি আমরা মোগলহস্তা নই ।
 বাহুরের বানরী স্বরূপ বাঁধা রই ॥
 আমাদের অস্ত্র নহে হুচিকা কর্তরী ।
 এই দেখ করে করবালী তরুকারী ॥
 এই দেখ পরীক্ষা তাহার হরাচাব ।
 এই রে তৈমুর বংশ করি রে সংহার ॥”
 এত বলি উঠাইল করাল রূপাণ ।
 নিরথিয়া আকবর হৈল হতজ্ঞান ॥
 অকস্মাৎ পুষ্পবৃষ্টি সতীর উপরে ।
 ধস্তা ধস্ত বলি দৈব-বাণী ঘোর স্বরে ॥

ভাবে শাহ ভীমা মুক্তি করি নিরাক্ষণ ।
 নিরথিয়া আনিলাম আপন মরণ ॥
 দূর-গত পূর্বভাব কহে সবিনয়ে ।
 “গুন শক্তিমতী সতি শক্তির তনয়ে ।
 জানিলাম তুমি সতী সত্য পতিব্রতা ।
 ক্ষত্রকুল পবিত্রকারিণী কল্পলতা ॥
 ধন্ত বীরাক্ষনা তুমি বীরের নন্দিনী !
 বীরগণ অস্ত্রবেতে আনন্দ সান্নিধ্য ॥
 করিয়াছি অপবাধ মাগি পরিহার ।
 যোব পরিহার, হর দুর্গতি আমার ॥
 করিলাম মাতৃরূপে তোমাংরে স্বীকার ।
 স্বচ্ছন্দে সুখেতে যাহ গৃহে আপনায় ॥
 এক মাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার ।
 প্রকাশ না হয় যেন এই সমাচার ॥”
 শান্ত হয়ে সতী কহে “তবে কুমি আমি
 যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ কিত্তিবাসি ॥
 সত্য কর কোরণ শরীক শিরে ধরি ।
 লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি ॥
 যদবধি তুমি কিছা তব বংশধর ।
 ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর ॥
 ছলে বলে কি কোশলে দিল্লী-অধিকারী ।
 না আনিবে নিজপুরে রাজপুংনারী ॥”
 তখনই বলিয়া শাহ কবে অঙ্গীকার ।
 লিখে দিল সেই কথা আজ্ঞা অমুসার ॥
 পুনরায় বহুতর করিল বিনতি ।
 প্রসন্ন হৃদয়ে গৃহে কিরে গেল সতী ॥
 হেথা পৃথ্বী প্রিয়া-হার্য পারাবত-প্রায় ।
 যামিনী-যাপন করে ছট্‌কট্‌ কায় ॥
 কভু আসি কাকতল্লা নয়নে উদয় ।
 সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তার কুশল তনয় ॥
 মিথ্যাটুটি মহিলা তাহার প্রেমোদিনি ।
 মানস-প্রমত্ত-বনে ভ্রমে প্রেমাদিনি ॥
 কুশলে দেখিছে পৃথ্বী মহা পারাবার ।
 প্রিয়ল পবনে তরঙ্গিত অনিবার ॥ ॥

ভুল তুফানে এক তরণী চঞ্চল ।
 টল টল শতদলদলে যেন জলে ॥
 কখন আকাশমার্গে উঠিছে যেমন ।
 কখন পাতালে যেন করিছে গমন ॥
 ভেঙ্গে পড়ে গুণবৃক্ষ, কাণ্ডারী বিকল ।
 তুতকে দাঁড়ায়ে কাঁপে আরোহী সকল ॥
 তার মাঝে এক নারী রোদন বধনে ।
 গগণের প্রতি দৃষ্টি উন্নত নয়নে ॥
 ছিন্ন ভিন্ন অলকা উড়িছে সমীরণে ।
 কণে কণে দৃশ্য কণ-প্রভাব কিরণে ॥
 আইল প্রবল ব্যাভা কুলিশ কল্লোলে ।
 , প্রতরী মগ্ন করে সাগরহিল্লোলে ॥
 তরঙ্গে বনিতা সেই, হয়ে নিপতিতা ।
 কতু নিমজ্জিতা হয় কতু সমুখিতা ॥
 দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয় ।
 প্রাণ প্রিয়া সতী সিদ্ধগর্ভে পায় লয় ॥
 জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি ।
 দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী ॥
 মনোহুঃখে বসি তথা ভাবে পুনর্বার ॥
 “এখনো এলোনা কেন প্রেমসী আমায় ॥
 না জানি কি অমঙ্গল ঘটিল তাহার ।
 ছায়ে ধারে থাক্ ছার নোরোজা বাজার ॥
 কেন তথা যাইবারে দিলাম বিদায় ।
 এখন ভাবিয়ে মরি প্রেমদার দায় ॥”
 দাসীরে ডাকিয়ে পৃথ্বী জিজ্ঞাসে সঘনে ।
 “ভ্রাতৃবধু এসেছেন কিংবে কি ভবনে ॥”
 দাসী কয় “মহাশয় অনাগত তিনি ।
 না জানি বিলম্ব কেন করেন ভর্তিনী ॥”
 পুনরায় ভাবনায় তন্ত্রার তুহিন ।
 মুজিত করিল তার নয়ননলিন ॥
 পুনরায় কুস্বপন করে নিরীক্ষণ ।
 যেন সুবিশীর্ণ এক নিবিড় কানন ॥
 দাবানলে প্রজ্জলিত তার চারি ধার ।
 নানা জাতি জীবজন্তু করে হাহাকার ॥

তার মাঝে গরজে ভূঙ্গ ভয়ঙ্কর ।
 সহস্র ফণায় করে বিবটেশ্বানর ॥
 তার পুরোভাগে এক পলায় রমণী ।
 ঘন বেগে পশ্চাতে ধাইছে সেই ফণী ॥
 শীহরিভা বরাজনা চেতনা-রহিতা ।
 নিপতিতা ধরায়, হইল বিমোহিতা ॥
 দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয় ।
 ভোগীভয়ে ভাষ্যা সতী ভ্রাতী-মতি হয় ॥
 জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি ।
 দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী ॥
 বশে হায় একি দায় ঘটিল আমায় ।
 ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পায় উপায় ॥
 এক বার ভাবে মনে যাই অবেশণে ।
 কখন হইবে দেখা প্রেমসীর সনে ॥
 আর বার ভাবে তাহে হইবে কি ফল ।
 গুপ্তের কোড়ে নীত মনুষ্যমণ্ডল ॥
 কেহ নহে জাগরিত এমন সময় ।
 হতভাগ্য আমি ভিন্ন কেহ দুঃখী নয় ॥
 জিজ্ঞাসিব এখন কাহারে সমাচার ।
 বাদশার মহলেতে পড়িয়াছে দ্বার ॥
 ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ লাগিল নিমালী ।
 পুনরায় হৃদে বহে কুস্বপ্ন প্রণালী ॥
 দেখে এক অতি উচ্চতর গিরিবর ।
 পরশিছে ভূঙ্গ-শৃঙ্গ নীরদনিকর ॥
 কন্দরে ভ্রমিছে এক ভীষণ শাদ্দুল ।
 ঘন ঘন ধরাপৃষ্ঠে আছাড়ে লাকুল ॥
 নবীন ললনা এক দুরেতে পালায় ।
 বহে স্রোতস্বতী সেই গিরির উলায় ॥
 পলাইতে প্রমদা পতিতা ভৃগুদেশে ।
 অধোভাগে ঘোর বেগে পড়ে স্তম্ভ কেশে ॥
 দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয় ।
 প্রাণপ্রিয়া সতী স্রোতস্বতী-গত হয় ॥
 জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি ।
 দেখে গৃহে দাঁড়াইয়ে জায়া গুণবতী ॥

বিভাবরশ্মিযে সতী আসিয়ে উদয় ।

য়ে কবিবর চঞ্চল ছায় ।

কহে" প্রাণপ্রিয়ে সতি কহ বিবরণ ।

কোথায় করিলে এত যামিনী-যাপন ॥

মনে কি ছিল না গৃহ বঙ্গ রস পেয়ে ।

সর্ববীর শেষে এলে যোঁর মাথা খেয়ে ॥

কিঞ্চিৎ ভাবিতে যদি যাঁতনা আমার ।

তবে কি থাকিতে ভুলে আপন আগার ॥

চিন্তানলে দাহন করিলে মম তনু ।

নারীধর্মে সার কথা কহিলেন মনু ॥

কুলবধু অবিহিত পরগৃহে গতি ।

অনারণ্যে গমন না করে কভু সতী ॥

তোমায়ে বিদায় দিখে দূর্ভাবনা কত ।

কুবপনে বিভাবরী তইল বিগত ॥"

কহে সতী স্মিতমুখে বচন অমিয় ।

" যা কহিলে তাহাই ঘটিল প্রাণপ্রিয় ॥

যে রতন তোমার আদৃত অভিশয় ।

আজ নিশী হরিল তব্বর ছয়াশয় ॥

কি কাজ এ দেহে আর বল প্রাণ ধরি ।

দেহ ধর করবাল প্রাণ পরিহারি ॥"

তনি পৃথী ভাব কিছু বুঝিতে না পারে ।

কহে "পরিত্রাস হর প্রেয়সি আমারে ॥

কহ সত্য বাণী , কহ সত্য বাণী ।

তোমার বচন কভু অত্থা না মানি ॥"

প্রকৃত বন্ধু প্রায় হসিত অধরে ।

স্বীকৃতি-পত্রিকা সতী দিল পতি-করে ॥

কহিল সকল কথা গোপন না ক

করি কহে "এক কথা জিজ্ঞাসি, শুনরি ॥

শাহের নিকটে তুমি করেছিলে পণ ।

সদাকাল রাখিবারে কথা সংগোপন ॥

সে সত্য করিলে ভঙ্গ প্রকাশিয়ে কথা ।

সতীর একুপ কার্য অযোগ্য সর্বথা ॥

তুমি যদি লজ্জিলে আপন অঙ্গীকার ।

কহ এ স্বীকৃতি পত্রে আস্থ। কিবা আর ॥

দেখ রণে এক পক্ষ যদি ভাজে সন্ধি ।

অস্ত্র পক্ষে কিবা দায় থাকে সত্য-বন্ধি ॥"

সতী কহে "কিসে সত্য লজ্জিলাম আমি ।

বেদে বলে এক তনু পত্নী আর স্বামী ॥

তবে জানিলাম নাথ তুমি এবে পর ।

পরিণয়ে দেহ নাই অঙ্গ বলেবর ॥"

এই রূপ হাস্য রসে পোহায় সর্বস্বী ।

প্রত্যাঘে চলিলপৃথী দিল্লী পরিহারি ।

সজ্জীক পুঙ্কর তীর্থে করিলেক ত্রান ।

কত দিন থাকি তথা করে দান ধ্যান ॥

সেই সে লিখিল পত্র বাণার নিকটে ।

"কাহারো নিস্তার নাই নোরোজাসঙ্কটে ।"

রাজ্য নাশে সেই কালে কাননে কাননে ।

ভ্রমেণ প্রতাপ সিংহ পরিবার সনে ॥

জনরবে গুলিলেন পৃথী কবিবর ।

রাজ্যলাভ হেতু পুনঃ মেরু নরেশ্বর ॥

দিল্লীশ্বর আহুগতা করিবে স্বীকার ।

পত্র পাঠাইলা জানিবারে সমাচার ॥

সেই পত্র এই পত্র শুন হে সুনন ।

ইতি শূরভূন্দরী কথা, সমাপন ॥

କୁମାର-ସମ୍ଭବ ।



ନାମକ

ମହାକାବ୍ୟ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

କଟକ

ବନ୍ଧ୍ୟାୟ ବିବିଧ ଛନ୍ଦୋବନ୍ଧେ ଅନୁବାଦିତ ।



বিজ্ঞাপন ।

যে সকল কারণে কুমার-সত্ত্ব অমুবাদিত হইল

তাহা এই স্থলে বিজ্ঞাপন করা কঠব্য :—

১। বালাকালাবধি যাহা অভ্যস্ত হয়, তাহা অধিক বয়সে পরিহার্য্য নহে ; পূর্বের জ্ঞান আমার অবকাশ নাই,—বিষয় কর্ণে সমস্ত দিবস ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রাতে এবং প্রমোদে যে হই এক দণ্ডকাল নিশ্বাস-পরি-ভাগের সময় আছে, তাহাতে নূতন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া লেখা হুইকহ, অথচ অভ্যাস-রক্ষার অনুরোধে আমি এই মহাকাব্যের অনুর-বাদ করণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু পশ্চাৎ দেখি-লাম, নূতন রচনাপেক্ষা পুরাতন অনুরবাদ করা অধিকতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ—কি কার, আরম্ভ করিয়া কোন কর্ম পরিভাগ করলে মৃঢ়তা প্রকাশ পায়, সুতরাং অনুরবাদ সমাপ্ত করিলাম।

২। অনেকে এইকণে পণ্ডময় কাব্যের অনুরবাদ গন্তে সম্পাদন করেন, সহস্রদ্ববর্গ কহেন তাহাতে অত্যন্ত রসভঙ্গ হয় ; চম্পক-পুষ্পের প্রতিকৃতি স্বর্ণ-সহকারে নির্মিত হই-লেই স্নান্য দেখায়, রজতে রচিত হইলে তাড়ন শোভনীয় হয় না, অতএব কোন কোন বন্ধু সংস্কৃতপ্রধান পদবীহ কাব্যনিচয়ের পণ্ডা-নুরবাদ করণে আমাকে অনুরোধ করিতে আমি সেই অনুরোধ-রক্ষার প্রথম আদর্শস্বরূপ তাহাদিগের হস্তে এই গ্রন্থ সম্প্রদান করিতেছি।

৩। আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বার অধীনতাশৃঙ্খলে বন্ধ বিবাহ, ক্রমে ক্রমে সনা-তন রীতি নীতি আচার ব্যবহারাদি পরিহার পূর্বক বহুরূপীয় গ্রাম বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্বের কি ছিলাম, এইকণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্যালোচনা করণে স্বদেশ-হিতৈষী-মায়েত্রই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণ করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সর্বশেষ শক্তি রাখে ; প্রায় হই সহস্র বৎসর পূর্বে আমা-নিগের পূর্বপুরুষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিঃস্নেহ বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের গিণিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; যাহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাহারা তাহার অনুরবাদ পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত, অভিল্য কথঞ্চিদ্রূপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তে আমি এই মহাকাব্যের অনুরবাদ করণে প্রবৃত্ত হই। উপরিভাগে অনুরবাদ করণের হেতু প্রদ-র্শিত হইল ; অনুরবাদ-সম্বন্ধেও কিঞ্চিদ্রব্য আছে :—

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমু-দয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুরণ করিয়াছি। অনবরত এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে

জড়তার প্রাচুর্য হয় ; জলযন্ত্র-নির্গত অন-
 র্গল একাকার ধারা-পাত-শব্দ নির্জীববর্ণের
 উপযোগী বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নির্দ্রাক্ষণ্যের
 জ্ঞান নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন
 রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ববাদি সম্মত।
 প্রতি সর্গের সমাপ্তিতে বাঙের পদ্মজের ছায়
 মহাকবি ২।১ শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে রচনা করি-
 যাছেন, আমি সঠিক ভিন্ন সমুদায় সর্গে ত্রি-
 যম অবলম্বন করিয়াছি

মহাকবি এই কাব্য উদ্যোগে সর্গে
 সমাপ্ত করিয়াছিলেন এমত কিয়দন্তী,—কিন্তু
 কুমার-সম্ভব অর্থাৎ কাৰ্ত্তিকেশ্বর জন্মের পূর্বে
 হরপার্বতীর পরিণয় বর্ণনাত্মক সপ্তমসর্গ পর্য্যন্তই
 কালিদাস-রচিত বলিয়া সৰ্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ।
 অনেকে কহেন উত্তর সর্গ সকল তাঁহার প্রণীত
 নহে, তত্বেও ভোজরাজের সভা-সদ্য কালি-
 দাস খ্যাত অল্প এক কবি কর্তৃক রচিত, ফলতঃ
 সপ্তমসর্গ পর্য্যন্তে যেসকল কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ
 আছে, তাহার সহিত অবশিষ্ট সর্গ সকলের
 রচনার তুলনা করিলে এই কথা অসঙ্গত বোধ
 হয় না। অনেকে আবার কহেন অষ্টম সর্গে
 হরপার্বতীর বিশ্রান্ত-বিহার-বর্ণনায় মহাকবি
 অত্যন্ত অশ্লীলতার অবলম্বন করিয়াছেন,
 সুতরাং ধার্মিকগণ সপ্তমসর্গ পর্য্যন্তের সমাদর
 করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন,
 এ কথাও অতি সঙ্গত, ইহাতে হিন্দু জাতি যে
 একান্ত অশ্লীলতার পরবশ নহেন, ইহাই
 সঙ্গম্য হইতেছে। সম্প্রতি পণ্ডিতবর ভারি-
 নাথ তর্কবাচস্পতি কতক এবং বারাহস্পতি

প্রকটিত পণ্ডিতাখ্য পাত্র উত্তরসর্গ-
 সমুৎ প্রচারিত হইয়াছে, এতদ্বিন্ন আমি
 উৎকল দেশে ছই খানি হস্তলিখিত কুমার-
 সম্ভব গ্রন্থে ঐ সকল সর্গ পাঠ করিয়াছি,
 তাহাতে অষ্টম সর্গে যত অশ্লীলতার আশঙ্কা
 ছিল তত পরিমাণে দৃষ্ট হয় নাই, যাহারা
 নৈষধকাব্যে নলরাজার বাসর পাঠ করিয়া
 থাকেন, তাঁহাদিগের নিকটে অষ্টমসর্গের
 বিহার-বর্ণন চক্কানাদ-সমীপে ডমকুধনিবৎ
 উপলব্ধ হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঐ
 সর্গে সঙ্ক্যাবর্ণনাটির স্থানে স্থানে অতি যোজ্য
 কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহা অহু-
 বাদ পূর্বক পুস্তকপরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

আমি এই গ্রন্থরচনায় অনুবাদের অনুরোধে
 কোন কোন স্থানে ২।১ অতিরিক্ত শব্দ
 সংযোগ করিয়াছি, কোথাও বা ২।১ শব্দ
 পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছি, ফলতঃ
 সাধ্যমতে মহাকবির ভাব সংরক্ষণ করিতে
 যত্নের ক্রটি রাবি নাই।

মহাকবি কালিদাস কোন সময়ে বর্তমান
 ছিলেন, তাঁহার কবিত্বের চমৎকারিতা, তাঁহার
 মনুষ্য-প্রকৃতিতে সমীচীন জ্ঞান এবং নৈসর্গিক
 শোভা-বর্ণনে অপরিমিত শক্তি প্রভৃতি সমা-
 লোচনা পূর্বক এই স্থলে দিবার বাসনা ছিল,
 কিন্তু তৎপ্রবন্ধ রচনা করিতে করিতে গ্রন্থ-
 প্রামাণ হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহা স্বতন্ত্ররূপে
 প্রকাশ করা যাইবে।

—হুগলী।

১লা ভাদ্র ১২৭০ শকাব্দা

কুমার-সম্ভব

প্রথম সর্গ

উত্তরেতে আছে দেবাত্মক দেবধাম
অচলের অধিবাসি হিমালয় নাম,
পূর্বাপর ভাগ যার পয়োনিধি-গত,
বহিরাছে মেদিনীর মানদণ্ড-মত ॥ ১ ॥

দোহনেতে দক্ষ মেরুবরে পরিহরি,
যারে শৈলগণ বৎস প্রকল্পন করি,
দীপ্তিমান্ মণি মহৌষধি সবিশেষে
হুহিরাছে ধরনীকে পৃথু-উপদেশে ॥ ২ ॥

পরিমাণ শূন্য রত্ন-রাজীর প্রভব,
হিম হেতু নহে তার গৌরব লাঘব ;
শুণলমূহেতে এক দোষ লুপ্ত করে,
কলঙ্ক নিমগ্ন ইন্দু করে নিজ করে ॥ ৩ ॥

শেখরের ধাতু-আভা লাগি মেঘচয়ে,
অকালেতে সন্ধ্যা বোধ হয় হিমালয়ে ;
মনোহরা অপসারণ তাহে মন হরে
বিজমেতে অসময়ে বেশ ভূষা করে ॥ ৪ ॥

যার কটিটোরাবি গিবে যেঘচয়
নিম্ন সম-ভূমিভাগে ছায়া বিস্তার ;
স্নিগ্ধ ছায়ে থাকি বৃষ্টি-সন্ত সিদ্ধগণ
ভাঙ্গ-করোজ্জল শূন্য করেন গমন ॥ ৫ ॥

সংলগ্ন সিংহগণ ঘিণ দলে দলে,
করিবাক্ত পদচিহ্ন খোঁত হিমজলে,
সে চিহ্ন-অভাবে নখে মুক্ত মুক্তাচয়,
কেশরী কোথায় গেল কিরাতেরে কয় ॥ ৬ ॥

যথার ভূজের স্বচ্ছ পত্রিকা সুন্দর,
কুঞ্জবের বিন্দু সম, শোণ বিন্দুধর ;
বিজ্ঞাধর বালাগণ তাহে অম্লরাগে
লিখয়ে অনঙ্গলেখ্য ধাতু রস-রাগে ॥ ৭ ॥

যেই গিরি-দরীমুখ জাত সমীরণ,
বংশের বিবর-ভাগ করি সম্পূরণ,
গানে রত গন্ধর্বগণের সঙ্গিধান
স্বর-সংমিলন হেতু চড়াইছে তান ॥ ৮ ॥

করিগণ ঘরঘণ করিয়াছে হনু,
সরল-বিত্তী বৃক্ষ তাহে ছিন্নতনু,
ক্ষয়িছে ক্ষীণধারা গন্ধে মনোহর
ভরিয়াছে স্রাবিতে কন্দরক্ষিকর ॥ ৯ ॥

কিরাক্ত দম্পতী প্রেতি গত-অন্ধকার,
কন্দরের অভ্যন্তরে প্রভার সঞ্চার,
রজনীতে বিনা হৈলে ওষধিনিকর
হইয়াছে অজ্ঞের প্রদীপ জ্বলর ॥ ১০ ॥

যেখানে তুষাররাশি পথে শিলীভূত,
সে কারণে পদাঙ্গুলি সরা কেশযুগল,
শ্রোণি পদ্যোধর ভারে ভাঙ্গা ক্রান্ত তায়,
কিন্নরীর গতি-মান্য কখন না যায় ॥ ১১ ॥

দ্বিবাভীত অন্ধকার নিবসি কন্দরে,
রাক্ষস প্রায়, বক্ষা পায় ভাহু করে ;
শরণ আগত অতি ক্ষুদ্র জন প্রীতি
নিভান্ত মমতাশীল মহতের মতি ॥ ১২ ॥

চমরী-লাঙ্গল-ক্ষেপ কিবা শোভাকর,
নিম্নিমা চক্রেয় ছাতি অতি শুভ্রতর ;
গিরিবাক্র নাম গিরি ধরে সত্যাবটে
এ হেন চামর ব্যার ঢুলায় নিকটে ॥ ১৩ ॥

কাচলী হরিছে কান্ত তাহে স্নগজ্জিতা
কিন্নর কামিনীকুল বিভ্রম-মজ্জিতা ;
দৈবী, মেঘমালা প্রলম্বিত কলেবরে
গুহাগৃহঘারে যবনিকা * কার্য্য করে ॥ ১৪ ॥

অঙ্গে ধরি ভাগীরথী নিৰ্ঝর-শীকর
কাঁপাইছে বার বার মন্দারনিকর ;
হেন সমীরণ সেবে, যুগ-অবেষণে
চকল ময়ূরপুঙ্খ-ধারী ব্যাধগণে ॥ ১৫ ॥

অখোভাগে বিভাকর করেন ভ্রমণ,
গিরিশিখরে সরোবরে সরোরুহগণ,
সপ্ত ঋষি চয়নান্তে বাহা ছিল শেষ,
উদ্ধ'করে বিকসিত করেন দিনেশ ॥ ১৬ ॥

যেই, বজ্রসাধনীয় বস্তুর নিধান,
ধরণী ধরিয়া ব্যার বল ফলবান,
বাগ-ভাগ দিয়ে তারে আপনি বিধাতা
করিয়াছে শৈল-আধিপত্যে অধিষ্ঠাতা ॥ ১৭ ॥

* বিলাসগৃহ ঘারে যবনিকা অর্থাৎ পর্দা ব্যবহার করা অতি পুরাতন রীতি সম্ভব নাই। যবনিকা শব্দ দুষ্ট বোধ হয় যেন এ ব্যবহারটা দেশান্তর হইতে অনু-সৃত হইয়া থাকিবে। কলে পুনর্বার এতদ্বন্দে এ রীতি প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পিতৃগণ, অতিশয় মান পুরঃসরে
সুজিলা মানসী কন্যা কুল-রক্ষাতরে ;
নিজ যোগা সেই মুনিমান্য মেনকায়ে
বরিনেন মেরুমিত্র বিধি-অনুসারে ॥ ১৮ ॥

কালক্রমে দুইজনে মাতিলেন রঙ্গে,
স্বরূপ সুরতে রত বিবিধ প্রসঙ্গে,
মনোরম যৌবনের প্রভাব সুসার,
মহীধর-মহিলার গর্ভের সকার ॥ ১৯ ॥

মৈনাক নন্দনে রাণী করিলা প্রসব,
নাগবধূঁধু সেই সিন্ধুর বান্ধব,
ইজ্রকোপে নহে যার পক্ষের ছেদন,
কভু না জানিল সেই বজ্রের বেদন ॥ ২০ ॥

মহেশের পূৰ্ব্ব পত্নী দক্ষের হুহিতা,
পিতৃকৃত অপমানে হইয়া হুঃখিতা,
যোগভবে তনুত্যাগ করি গুণবতী
গিরীশ-গৃহিণীগর্ভে সমুদিত সতী ॥ ২১ ॥

ভূধর-নিকর-অধীশ্বর পতিসনে
সমাধি-সংঘতা রাণী সদাশুচি মনে ;
যথা নীতি উৎসাহেতে সম্পদ সকার,
সেইরূপ মঙ্গলার হৈল অবতার ॥ ২২ ॥

সুপ্রসন্ন দিক্, রক্তোহীন সমীরণ,
শুভ্র স্বন অনন্তর পুষ্প বহিষণ,
স্বাবর জন্ম বত দেহধারিণ
ভায় শুভ জন্মদিনে সবে স্থখী মন ॥ ২৩ ॥

পূর্ণ প্রভা-পুঞ্জ পুত্রী জন্ম লইলা,
সে প্রভায় প্রসুতিও প্রদীপ্ত হইলা,
নব মেঘববে যথা জন্মি রত্নশলা
বিদ্য ভূমিরে ঘেষ প্রতিভা বিমলা ॥ ২৪ ॥

দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল গিরিবাসা,
সুধাকরে বাড়ে যথা ময়ীচির মালা,
এক কলা পরে যেন ব্যক্ত অস্ত্র কলা,
সেই রূপ হইলেন লাবণ্য-উজ্জ্বলা ॥ ২৫ ॥

আদরিণী বালিকারে যত বজ্রজনে
ডাকে পিতৃ পূর্বক পার্শ্বতী-সম্বোধনে,
উমাবলি বারিভ মা ভপো-আচরণে,
উমা-নাম পরেতে লভিলা সে কারণে ॥ ২৬ ॥

পুত্রবান্ হইয়াও গিরি হিমবান্
উমা দেখি নাহি তার তৃপ্তি অবসান ;
বিকসে অনন্ত পুষ্প বসন্ত-সময়ে,
একা চূতকলিকায় ভ্রমরে বময়ে ॥ ২৭ ॥
প্রভাবতী শিখা সহ দীপ যথা সাজে,
ত্রিদিবে ত্রিধারা যথা শোভায় বিরাজে,
দেবভাষা করে যথা পণ্ডিতে মণ্ডন,
পুত বিভূষিত গিরি, লভি উমাধন ॥ ২৮ ॥
মন্দাকিনী পুলিনেতে বেদি নিরমিয়া,
কন্দুক কৃত্রিম পুত্র পরিবার নিয়া,
সন্ধিনীগণের সঙ্গে বিনোদ বিহার,
বাল্যলীলা-রসে রত হন অনিবার ॥ ২৯ ॥

শরদে মরাল যথা ভাসে গজাঙ্জলে,
নিশাগমে মহৌষধি যথা স্তব্ধজলে,
সেইরূপ সমাগমে শিক্ষার সময়,
লভিলেন পূর্ব জগ্মার্জিত বিদ্যাচয় ॥ ৩০ ॥
বীনা যত্রে আভরণ-শোভা কলেবরে,
আসব নহেক কিন্তু তার কার্য্য করে,
পুষ্পবাণ নহে কিন্তু মদনের শর,
এহেন যৌবন প্রাপ্ত বাল্য অনন্তর ॥ ৩১ ॥
তুলিকায় করে যথা চিত্রের বিকাশ,
দিনকর-করে যথা অরবিন্দে হাস,
সেই রূপ উমা-দেহে নবীন যৌবন
সম চতুরাংশে কিবা করে বিভাজন ॥ ৩২ ॥
অম্লষ্ঠ বর্জুল স্থল, নখর-কিরণ
নিষ্কপেতে রক্ত আভা করে উদ্গিরণ ;
স্থল কমলের* শোভা করিয়া হরণ,
অবনীতে অবতারণ উমার চরণ ॥ ৩৩ ॥

শিথিতে কি মঞ্জীরের মধুর নিশ্বন
চরণ-চারণে শিক্ষা দিল হংসগণ ?
নহে কেন ধরিলেন নত কলেবরা
বিভ্রম বিক্রম-যুক্ত গতি মনোহরা ? ॥ ৩৪ ॥
নহে অতি দীর্ঘ, ক্রমে স্থলতার হ্রাস
সুহৃদ জাহ্নব শোভা বিশেষে বিকাশ ;
সৌন্দর্য্যের শেষ বিধি করিয়া তথায়
শেষাঙ্গ রচিত্তে রূপ সঙ্কে পুনরায় ॥ ৩৫ ॥
করিবর-কর-চন্দ্র বিশেষে কর্ণশ,
রামরক্তা-তরু অতি শীতল পরশ,
কেবল বিশাল ভাব ধরিলে কি হবে ?
উমা উরু উপমান নাহি দেখি ভবে ॥ ৩৬ ॥
তাঁরপর, নিরুপম কাকীশুণ-স্থান,
কি আর বর্ণিব তাহা করি অহুমান ?
অন্তনারী মোহিবারে নাহিল যে হবে,
তিনি তাঁরে নিজ অঙ্কে স্থাপিলেন পরে ॥ ৩৭ ॥
তদুত্তর নব রোমরাজি শোভাধার
প্রবেশিল নতনাতি বিবরে তাঁহার,
নীবি অতিক্রম করি অপরূপ সাজে,
নীলমণি-ছটা যেন কাকীশুণ-মাজে ॥ ৩৮ ॥
বেদিসম কুশোদরী-কটি শোভাকর,
ধরিলেন তাহে বালা জিবলী স্তম্বর ;
মদনের আরোহণে সোপান সমান
নব যৌবনের যোগে হইল নির্মাণ ॥ ৩৯ ॥
কমলনয়নী-কুচষয় পরস্পর
ঘরষণে, পাণ্ডুবর্ণ বাড়িল স্তম্বর ;
শ্রামমুখ স্থল কুচযুগল মাঝারে
মৃণালের স্তম্ভ মাজ সঞ্চারিতে নায়ে ॥ ৪০ ॥

তাহার শোভা হরণ পূর্বক উমার চরণ প্রতিভা প্রকাশ
করিত ।

বিদর্শনালকার ।

উম'-বাছবুগে, এই বিতর্ক আমার,
শরীর কুম্ভমাদিক হবে সুকুমার ;
মনোভব পরাভব কবিলা যে ভব
জাহার কঠোর পাশ যে বাছ-সম্ভব ॥ ৪১ ॥

সমুদ্রত পয়োধরে কণ্ঠ সুবদ্রব,
মুক্তামালা শোভা তথা বাড়িল প্রচুর ;
উজ্জয়েই উভয়ের শোভার জনন,
ভূষা আর ভূষা ভাব হৈল সাধারণ ॥ ৪২ ॥

চন্দ্রে গিয়ে সরোজ-সুভতি প্রাপ্ত নহে,
পদ্ম-গতা তথা চন্দ্র-সুখা নাহি রহে,
চপলা কমলা তাই উমার বদনে
উভয়ের গুণগতি রহে প্রীত মনে ॥ ৪৩ ॥

নবীন পরবে যদি কুম্ভম ক্ষতিত,
প্রবাণেতে মুক্তাফল যদি প্রকটিত,
উমা অরুণিত ওষ্ঠে স্থিত নিরমল,
তবে সে হইত তার উপমার স্থল ॥ ৪৪ ॥

মধুরতাবিগি উমা সুমধুর স্বরে
আলাপেতে অবিরত অমৃত-নিঃসরে,
কঠোর কোকিল-রব তাহার নিকটে,
বিতস্তী বীণায় যথা কর্ণে কটু রটে ॥ ৪৫ ॥

আরত নয়নে চারু কটাফ চপল,
প্রবাস্ত-সময়ে যথা শোভে নীলোৎপল,
মৃগাঙ্কনা সহ এই বিবাদ বিষয়
কে কাহার নেত্র নিল হইল সংশয় ॥ ৪৬ ॥

দলিত অঙ্গনে কি লিপ্তিত মনোহর
দীর্ঘ রেখাযুক্ত চুটি ভুরু শোভাকর ?
বিলাস-চতুর শোভা নিরখি মদন,
স্বধন-সৌন্দর্য্য-গর্ভে দিল বিসর্জন ॥ ৪৭ ॥

যতপি থাকিত লজ্জা পশুদের মনে,
পার্কীতীঃ স্তচাক চিকুর দরশনে,
অসংশয় চমরীর কেশের গোবৎ
একেবারে শিথিল হইত তবে সব ॥ ৪৮ ॥

সকল উপমাদ্রব্য করিয়া সংগ্রহ,
যথাস্থানে নিবেশিত করি পিতামহ,
স্বজন করিল বৃষি শৈলেন্দ্র-সুতাবে
দেয়িবারে সকল সৌন্দর্য্য একাধারে ॥ ৪৯ ॥

কামচর নারদ একদা তথা আসি
দেখিলেন পিতৃপাশে কন্তারূপ-রাশি,
কহিলেন, ইনি এক-পত্নী-ভব ধরি
হরের অর্কেক অঙ্গ লইবেন হরি ॥ ৫০ ॥

শুনিয়া নিশ্চিন্ত গিরি, বয়স্ক সুতার,
শিব ভিন্ন অন্তবরে রিতে নাহি চায়,
কৃষ্ণাণুর যোগ্য মন্ত্রপূত হন্যচয়
অপর তেজোতে কল্প যোগ্য নাহি হয় ॥ ৫১ ॥

প্রার্থনাবিহীন দেবদেব মহেশ্বর,
সুতাদানে সমর্থ না হয় গিরিবর ;
অভ্যর্থনা-ভঙ্গ-ভয় করিয়া স্বজন
উদাসীন ভাবে করে কালসম্বরণ ॥ ৫২ ॥

যদবধি পূর্ব জন্মে শোভনা স্মৃতি
দক্ষ-রোষে কলবর ত্যজিলেন সতী,
তদবধি সঙ্গহীন হয়ে পশুপতি
পত্নী-পরিগ্রাহে সদা উদাসীন মতি ॥ ৫৩ ॥

মৃগনাভি-সুভতি, কিম্বর-কণিত,
গন্ধাজল-সিক্ত-দেবদাক চর্চাবিত,
হেন কোন হিমালয়-প্রাঙ্ঘে করি বাস,
তপস্বী করেন যজ্ঞচিত্ত কুন্তি বাস ॥ ৫৪ ॥

নমেক-কুম্ভমে চূড়া বাঁধি ভূতগণ,
সুখ-স্পর্শ ভূর্জ-ত্বচে কল্পিয়া বসন,
কলেবরে দিখে মনঃশিলার বিলেপ,
শৈলজের শিলাতলে করে কালক্ষেপ ॥ ৫৫ ॥

থুরেতে ধনিয়া শিলা হিম ঘনীভূত
মদগর্ভে বৃষভ গৈষ্যার ববযুত
না সহি সিংহের নাদ গর্জ্জে ভয়ঙ্কর
ভয়ান্ত্র হইয়া দেখে গবয়নিকর ॥ ৫৬ ॥

হোম-হতাশন আলি সমিধ্ প্রহিত,
নিজ অষ্ট-মুর্তিগত-মুর্তি-সমিহিত,
তপসার ফলের বিধান যেই করে
কি ফল উদ্দেশে সেই তপস্য! আচরে ? ॥৫৭॥

বন্দারক-বন্দ-পূজ্য মহার্ঘ্য মহেশে,
অর্ঘ্য-দানে অচর্না করিয়া সবিশেষে,
শুকাচার্য্য তনয়্যারে সহচরী-সাথ
হর-আরাধনে আরোশিল অজিনাথ ॥ ৫৮ ॥

যদিও সমাধি বিয়কারিণী পার্কীতী,
তবু তাঁর সেবা গইলেন পশুপতি,
বিকারের হেতুসত্ত্বে অকীর যে নহে,
প্রকৃত স্মৃতির ধীর তাহাফেই কহে ॥ ৫৯ ॥

সাক্ষাইয়া নানা ফুল, বিধিবৎ ফল মূল,
মার্জ্জনা বরিয়া পূজ্যস্থল,
নত্যা কৃত্য-সহকারী, ভঙ্গ্যারে ভরিয়া বারি,
উপচিয়া যজ্ঞ-তৃণ দল,

হরশিরে স্বধাকর, তাঁর স্মৃতিতল কর,
পার্কীতীর ক্রান্তি দূর করে,
অহুদিন এই রূপে, বিনোদনীর বিধরূপে,
সেবা করে, যথা উক্তি-ভরে ॥ ৬০ ॥

ইতি উমোৎপত্তি নাম প্রথমসর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

॥ ১ ॥

ভারক হানব, করে উপদ্রব,
কাতর যতেক স্তব,
শচীনাথে অঙ্গ, লয়ে অনুরাগে,
চলিছেন ব্রহ্মপুত্র ।

॥ ২ ॥

মলিন সকল, শ্রীমুখমণ্ডল,
চতুর্দশন গোচরে,
হইল স্যস, স্তম্ভ ভাবস,
প্রসূত ভাবন করে ।

॥ ৩ ॥

স্বজনকারণ সর্বভেদে আনন,
বচন অধীপ প্রীতি,
দেবতাসকলে, পড়ি পদতলে
স্তুতি করে অর্গবতী

॥ ৪ ॥

‘নমো জগৎপতি, ‘ত্রিবিধ মূর্তি,
একমাত্র সৃষ্টি-আগে,
পরে গুণলয়, নিজগুণত্রয়,
প্রকাশিলে তিন ভালে ।

॥ ৫ ॥

‘তুমি হে অমেঘ, নিজ বীজ শুধ,
বর্ণিলে জল-ভিতরে,
তাহাতে উদয়, চরাচর চয়,
ভণিত বেদনিকরে ।

॥ ৬ ॥

‘একমাত্র ছিলে, দ্বিভাগ হইলে,
মহিমা-প্রচার-হলে,
স্বজন পালন, আর সংহরণ
করণ-কারণ ফলে ।

॥ ৭ ॥

‘তুমি হে বিধাতা, সর্ব পিতা মাতা,
বিঘোষিত চরাচরে,
নিজ কলেবরে, ভাগ করি পরে,*
বিবচিলে নারী নয়ে ;

* বলা বাহুল্য এই উক্তির সহিত ব্রহ্মদেব নন্দারী-
কটির কথাঞ্চিৎ নাদৃশ্য অর্থাৎ, মূর্ত্তা ইধরাকারে আদি-
পুরুষের সৃষ্টি এবং ভগবৎ সত্ত্বাৎ সৃষ্টি-আগে
বর্ণন করিয়াছেন ।

॥ ৮ ॥

“নিজ পরিমাণে, রাত্রিদিনমানে,
করিয়াছ বিভাজন ;
হও যবে স্তম্ভ, সব হয় লুপ্ত,
জাগিলে হয় স্বজন ।

॥ ৯ ॥

“জগতের তাত, আপনি অজাত,
সর্বক্ষয় হে অক্ষয় !
জগতের আদি। আপনি অনাদি,
জগদীশ নিরীশ্বর ।

॥ ১০ ॥

“প্রভাব আপনি, জান বিলক্ষণ.

আত্মরূপ সৃষ্টিকর,
করিয়া সৃজন, করহ নিধন,
ওহে সর্ব শক্তিদয় ।

॥ ১১ ॥

“তুমি দ্রবরস, নিবিড় কর্কশ,
লঘু গুরু সূক্ষ্ম স্থল,
ব্যক্ত ব্যক্তের, তুমি কামচর,
সকল বিভূতিমূল ।

॥ ১২ ॥

“যেই বাক্য সব, প্রথমে প্রণব,
ত্রিভয় স্বরে ভাণত,
বজ্র স্বর্গ ধর্ম, বাহাদের কর্ম,
তাহারা তব প্রণীত ।

॥ ১৩ ॥

“পুরুষার্ধে প্রীতি-দায়িনী প্রকৃতি,
তোমাকেই কৃতি জানে,
তোমাকেই পুনঃ, বিচলিত গুণ,
পুরুষ বলিয়া মানো ।

॥ ১৪ ॥

“তুমিহে সবিতা, পিতৃগণ-পিতা,
দেবাবিষ্ণুব্রহ্মা পাতা,

তুমি পরাংপর, পরমার্থ পর,
তুমি হে ধাতার ধাতা ।

॥ ১৫ ॥

“তুমি হে শাস্ত, হাব হোতাশ্রয়,
ভোজ্যআর ভোগকারী,
তুমি জ্ঞেয় চয়, জ্ঞাতা মহাশয়,
ধোয় পুনঃ ধ্যানধারী ।”

॥ ১৬ ॥

এইরূপে ঋতি কবি দেবস্ততি,
হৃদয়-সঙ্গত আতি,
প্রসাদাভিমুখ হয়ে চতুর্মুখ,
কহিছেন সুরপ্রতি ।

॥ ১৭ ॥

যেই পুরাতন করিব আনন্দ চতুর্দরে চতুর্দয়,
শব্দ অবয়ব, প্রযুক্তি প্রভব,
অর্থগহ ব্যক্ত হয় ।—

॥ ১৮ ॥

“কি মহৎ কার্য্য হেতু অনিবার্য্য
শক্তিদয় সুরগণ !
স্ব স্ব অধিকারে, প্রভাব-সঞ্চারে,
সুখে হেথা আগমন ?

॥ ১৯ ॥

“তুমার-পতনে যথা তারিগণে,
প্রকাশিত হয় দুঃখে,
তোমাদের হায়, দেখি তার প্রায়,
পূর্ব রাগ-ভ্রষ্ট মুখে ।

॥ ২০ ॥

“প্রথমেতে কহ এ অঙ্গ-নিবহ,
কি কারণে ছটাহীন,
এই বৃত্ত-হর বজ্র ভয়ঙ্কর,
ইজ্রকরে কেন কীণ ?

॥ ২১ ॥

“কেবা সে দ্ব অরি ছাচার,
যাতে প্রচেষ্টার পাশ,
ময়ে বীৰ্য্যহত কুজঙ্গের মত,
পাইতেছে পরকাশ ?

॥ ২২ ॥

“কেন ধনেশ্বর, গদা হীন কর,
ভগ্নশাখ তরু প্রায়,
দেয় পরিচয়, তব পরাজয়,
মনের বেদনা তায় ?

॥ ২৩ ॥

“অহে যম তুমি লিখিতেছ ভূমি,
আপন অমোঘ দণ্ডে,
নির্দোষ অক্লার সম দশা তার,
কেন গত লঙ্কা ভণ্ডে ?

॥ ২৪ ॥

“অহে ভানুগণ, হেরি কিকারণ,
হুশীতল তাপক্ষয়ে,
“চিহ্নলেখ্য-প্রায় হইয়াছ হায়,
হেরে সবে স্থির হয়ে ?

॥ ২৫ ॥

“কেন পর্য্যাকুল, হে মরুভকুল,
বেগভঙ্গ হয় বোধ,
প্রতীপ গমনে, তরঙ্গ-স্বজনে,
জলে যথা গতিবোধ ?

॥ ২৬ ॥

“হুঙ্কারবিহীন, অতিশয় দীন,
রুদ্ধগণে যায় দেখা,
পর্য্যভবে ভালে, মুক্ত জটা-জালে,
বিলম্বিত শশিলেখা ।

॥ ২৭ ॥

“কেবা সেই পর, বলবানবর,
ফেলিয়াছে সবে কেবের,

বিশেষ নিয়ম, করে অভিক্রম,
যথা নিত্য নিয়মেব ?

॥ ২৮ ॥

“কহনা কারণ, অহে বৎসগণ,
প্রয়োজন আসিবার,
স্বজন অন্তরে, তোমাদের করে,
দিয়াছি পালন ভার ।”

॥ ২৯ ॥

ধীরে সমীরণ ভয়ে পদ্মবন,
হয় যথা কম্পবান,
তথা শচীপতি, বৃহস্পতি প্রতি,
সহস্র নয়নে চান ॥

॥ ৩০ ॥

সহস্র নয়ন, হতে বিচক্ষণ,
বাসবাক্ষি বৃহস্পতি,
যথাভক্তিভরে, কহে বন্ধকরে,
দিনয়ন অজ-প্রতি ।—

॥ ৩১ ॥

“অহে ভগবান, একথা প্রমাণ,
অধিকারচ্যুত সব,
সর্ব-অন্তর্যামী, হও তুমি স্বামী,
কিবা অগোচর তব ?

॥ ৩২ ॥

“আপনার বরে, ভুবনভিতরে,
তারকাখা মহাসুন্দর,
যথা ধুমকেতু, স্থষ্টিনাশ হেহু,
হইয়াছে বিভাগ্যব ।

॥ ৩৩ ॥

“তার পুবে রবি, খরতর ছবি,
একেবারে পরিহরে,
অধু সরোবরে, কমলনিকরে,
বিকসে বিহিত করে ।

॥ ৩৪ ॥

“সর্বদা সফলা, কল্যাণ-কলা,
‘স্বৈচ্ছামতে ভোগ কয়ে,

কেবল যে কলা, হর-শিরোজ্জ্বলা,
তাহারেই নারি হবে ।

॥ ৩৫ ॥

“কুসুমহরণ দোবে সমীরণ,
আরামে বিরাম ডরে,
ধাকি দৈত্য-পাশে, যুহনন্দ স্বাসে,
বাজনীর কন্মথরে ।

॥ ৩৬ ॥

“ক্রম অনুসার, ত্যজি অধিকার,
তয়ে সব ঋতুকুল,
মাগীর সমান, দিতেছে যোগান,
অকালে বিবিধ ফল ।

॥ ৩৭ ॥

“তার উপায়ন, বিবিধ রতন,
জন্ময় নিজেদরে,
পুষ্ট বদবধি নাহয় জলদি,
প্রতীক্ষায় কালহরে ।

॥ ৩৮ ॥

“প্রথর নিকর রত্নরাজি-ধর,
বাসুকী ভুজঙ্গরাজ,
সারা বিভাবরী, স্থিরভাব ধরি,
করে প্রদীপের কাজ ।

॥ ৩৯ ॥

“আশি অনুক্ষণ, তার দূতগণ,
বল্লক্রমে হরে কুল,
অনুগ্রহ-আশে, ইন্দ্রভাবে আসে,
কিসে হবে অকুল ।

॥ ৪০ ॥

“এরূপে আরাধ্য হয়ে সে অবাধ্য,
গীড়িছে ভুবনত্রয়,—
প্রতি-অপকারে, দুর্জনে নিবাসে,
উপকারে শায়্য নয় ।

॥ ৪১ ॥

“যে নন্দনবনে, সুরবধুগণে,
দয়ায় ভূগিত দল,

সেইচক্রগণে, কর্তনে পাতনে,
নিপাত করিছে খল ।

॥ ৪২ ॥

“দুয়ালে অধম, যুহুখাস সম,
বাজনী-বীজনে রম,
নয়নের বারি, নয়নে নিবাবি,
সুরনারী বন্দীচয় ।

॥ ৪৩ ॥

“রবির তুরঙ্গ-খুর কৃত ভঙ্গ,
সুমেধ-শিখরাবলী,
আপন আসরে, রচিয়াছে লয়ে,
উপগিরি* কেজিহনী ।

॥ ৪৪ ॥

“দিক্হস্তী মদ, য হয় আশ্পদ,
হেন মল্ল্যাকিনীজলে
জাত হেমপদ্ম, হরি নিজ সঙ্গ-
বাপীতে, রূপেছে বলে ।

॥ ৪৫ ॥

“তার আসাভয়ে, স্বর্ণপথ চয়ে,
খিল ভাব আবির্ভাব,
জুবন লোকন স্তম্ভ দেবগণ,
নাহি করে অনুভাব ।

॥ ৪৬ ॥

“যাজ্ঞিক অধবতে, হব্যাদান করে,
বুধা আমাদের ততে,
হুঃখে মরি দেবে, অগ্নিস্থ থেকে,
যাগভাগ্য সব হবে ।

॥ ৪৭ ॥

“ইন্দ্রের অজিত, বহুকালার্জিত,
যণ উচ্চৈঃপ্রবা হয়,

* উপবনমধ্যে কেজিহনী রচনা করা ভারতবর্ষের

পুরাতন প্রথা, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অধুনা প্রচলিত
হইয়াছে ।

উচ্চ কলেবর, বাজি-বন্ধ-বর,
হরিয়াছে ছুয়াশয় ।

॥ ৪৮ ॥

“যথা সন্নিপাতে, বিকার-উৎপাতে,
মহৌষধ ব্যর্থ হয়,
তাতে সেই মত, আমাদের যত,
উপায় সফল নয় ।

॥ ৪৯ ॥

“হর প্রতিঘাতে, তেজ জাত যাতে,
জয় আশা দেবতার
সেই সুদর্শন, হয়েছে শোভন,
ধুকধুকী গলে তার ।

॥ ৫০ ॥

“তার যত কুরি, পরাভূত কুরি,
ঐরানত গজবরে,
পুঙ্কর আবর্ত, আদি মেঘবর্ত-
মানৈ বপ্রকীড়াকরে

॥ ৫১ ॥

“কর্ম-বন্ধ-নাশী, ধর্ম অভিলাষী,
যেক্রপ মুমুকু জানী,
অমর আশাসে, তারক বিনাশে,
স্বজন দেব-সেনানী ।

॥ ৫২ ॥

“স্বর সেনাপতি, কবিতা সজ্জি,
পুরোভাগে লয়ে তাঁরে
নমুচিস্থন, জয়শ্রী মোচন,
পারিবেন করিবারে ।”

॥ ৫৩ ॥

বাক্য অবসান, পরে ভগবান,
বিধির রুচির কথা,
গরজন পরে, বরিষণ করে,
সুভগ জলদ যথা ।—

॥ ৫৪ ॥

“দেব-মনোরথ, সিদ্ধ যথামথ,
হবে কিছুকাল পরে,

নাশিতে এ রিষ্টি, না করিব স্থষ্টি,
আমি সেনাপতিবরে ।

॥ ৫৫ ॥

“আমাহতে ছুটে, হইয়াছে পুটে,
ক্ষয়যোগ্য নাহি হয়,
বির-তরুণের, স্থষ্টি করি পরে,
ছেদন উচিত নয় ।

॥ ৫৬ ॥

“পূর্বে দৈত্যবর, নিগ এই বর,
প্রতিশ্রুত সেকারণ,
তপঃ ছাশনে, দহে জিভুবনে,
বরে করি নিবারণ ।

॥ ৫৭ ॥

“অমর সহিত সমর গ্রহিত,
সে তারক ছুয়াচার,
শিবতেজ অংশ বিনা করে স্বাস,
বল বল আছে কার ?

॥ ৫৮ ॥

“তমোঃগুণ-পারে, মহাদীপ্ত্যাকারে,
আছেন সে মহাপ্রভু,
আমি, ত্রিবিক্রম, জানিতে সক্ষম,
প্রভাবের সীমা কতু ।

॥ ৫৯ ॥

“সংযগন্তিমিত, মহেশের চিত,
উমারূপে আকর্ষণে
হও যজ্ঞবান, চুষক সমান,
লৌহপ্রতি আক্রমণে ।

॥ ৬০ ॥

“সহিবারে ক্ষম, শিব আর মম,
মহাবীরা নিজাধারে,
নগেন্দ্রকুমারী, অথবা এ বারি-
মহেশের একাকারে ।

॥ ৬১ ॥

“শিতিকণ্ঠস্থ, বিভূতি প্রভূত,
হবে দেব-সেনাপতি,

স্ববলিগণে, বেণী* বিমাচনে,
পাবে তবে অব্যাহতি ।*

॥ ৬২ ॥

বলি এবচন, অগৎ-জনন,
করিলেন তিরোধান ;

যথা সুবিহিত, অন্তরে আহিত,
দেবদল স্বর্গে যান ।

॥ ৬৩ ॥

একার্থ্য সাধন, করিতে মদন,
যোগ্য ইতি স্থির পরে,

পাকনিস্থান, কবেন স্বরণ,
ফুলময় পঞ্চ শরে ।

॥ ৬৪ ॥

অনন্তর স্থলিত ভামিনী ক্রলতাচিত,
শৃঙ্গধরধনুমনোহর,

রত্নর বলয়-পদ, চারুচিহ্নে শোভাঙ্গার,
কণ্ঠতটে ধরি নিবস্তুর,

ঋতুপতি সহচর, কবে যার শোভাকর,
মাকন্দমঞ্জরী প্রহরণ,

শচীনাথসুগোচরে, প্রাজ্ঞা-আবদ্ধকরে,
সমুদিত হইল মদন ।

ইতি ব্রহ্মাভিগমন নাম
দ্বিতীয়-সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

সুখগণ পরিহরি রতিপতি প্রতি,
সহসা সহস্র দৃষ্টি দেন শচীপতি ॥—
প্রায় দেখা যায় প্রভুদেব প্রয়োজনে,
আদরের অস্থিরতা অনুরক্ত জনে ॥ ১ ॥

আনি আপনার সিংহাসন সন্নিধানে
স্থান দিয়া, কহিলেন ‘বসো এইখানে ।’
প্রভুর প্রসাদ শিরে বন্দিয়া, মদন,
গুপ্ত যুক্তি জানি করে বচন বচন ॥ ২ ॥

‘আজ্ঞা কর যেরা হয় হে পুরুষধব !
সংসারেতে কোন কার্য্য করণীয় তব,
অনুগ্রহ, বৃত্তিপথে সমুদিত যবে,
আজ্ঞা-যোগে তাহারে হে বাড়াইতে হবে ॥৩॥

‘অতিশয় তপোবলে কিবা কোন জন,
তব পদাঙ্কাজ্ঞী হেতু জৈয়ার তাজন ?
শায়ক-সঙ্কিত এই আমার কোমল
লক্ষে শক্তি যদবধি নহে লঙ্ঘ্যত ॥ ৪ ॥

‘তোমার অমতে পুনর্জন্মে ভীতুমন,
মুক্তি-মার্গ প্রাপ্ত-বল হবে কোন জন ?
কামিনীর কটুতর কটাক্ষের জোরে
চিরকাল বদ্ধ হয়ে রবে ভর-ঘোরে ॥ ৫ ॥

‘পড়ুক হাজার নীতি উশনার কাছে,
বিষয়ে মজাতে তায় মোরে তার আছে,—
তরল ভরঙ্গ যথা তোরধির তটে,
অর্থ-ধর্ম্ম প্রাপ্তি আবার নিকটে ॥ ৬ ॥

‘বল, কোন একপত্নী-ব্রত* হুঃখশীলা,
চারু রূপে তব মন মোহিলা মহিলা,
চাহ কিহে সেই যুক্তলজ্জা প্রেমদারে,
কণ্ঠধরি আশ্রয় দিবেক তোমারে ? ॥ ৭ ॥

‘সুখতাপরোধে তব কেবা সে কামিনী,
পদানত হইলেও, নিদয়া ভামিনী ?
অনুরাগে তাপ আমি বাড়াইব তার,
করাইব কোমল-পল্লব-শয্যা-সার ॥ ৮ ॥

বেণীরকা করা রীতি ছিল ; স্বামী পুনঃ নাথিলন
ব্যতীত তাহার সেই বেণী মোচন বা কবরী বন্ধনাধি
করিভেন না ।

এতদ্বারা ইন্দ্র কর্তৃক অহম্যাহরণের কথা বুঝা
হইতেছে ।

* পূর্বকালে ভারতবর্ষে পতিবিরহিগণের এক

“সংহর আপন বজ্র, প্রসাদ করহ,
মমশরে কোন দহুজের রক্ষা কর ?—
বাহুবল হয়েছে বিকল যাব তরে,
কামিনীর কোপরক্ত গুঠ দেখে ডবে ॥১০॥

“তব অমুগ্রেহে হয়ে কুলশব-ধর,
লইয়ে সহায় মাত্র ঋতুর জৈষ্ঠ,
পিনাকী হরের ধৈর্য হরিবারে পারি,
কি আর গণনা করি অস্ত্র ধনুধারী” ॥ ১০ ॥

উরুহতে উত্তোলন কারয়া চরণ,
মহামূল্য পাদপীঠে করিয়া স্থাপন,
কাম-বুধে ব্যক্ত গুণ নিজ অভিপ্রায়,
আখণ্ডল এই রূপে করিছেন ভায় ॥ ১১ ॥

“অহে সখে । যা করিলে যথার্থ সকল,
তুমি আর বজ্র মধ্যে তুমিই সকল—
কুলশ বিষম কুল তপোবীর্য কাছে,
সর্বগামী তব শর অসাধ্য কি আছে ? ॥ ১২ ॥

“তব বল জেনে শুনে—সমুচিত তার—
গুরুভার-নিয়োগেতে বাসনা আমার,—
ভূভার-ধারণে ধুই নিরখিয়া শেষে,
সভার-বহনে বিষ্ণু নিয়োজিল শেষে ॥ ১৩ ॥

“হর প্রতি শর-ক্ষেপে সাধ্য আছে তব,
এই কথা যখন বলেছ, মনোভব !

বিষম বৈরিতে ব্যস্ত বুদ্বারকগণ
মনোরথ-সিদ্ধিপথ প্রাপ্ত সেইক্ষণ ॥ ১৪ ॥

“হর-ভেজে সমুত্ত হবেন সেনাপতি,
তাহে হবে দেবতার বিজয়-সঙ্গতি ;
ব্রহ্ম-ধ্যানে লীন চিত্ত, ব্রহ্মাঙ্গ-নিধান,
হেন হরে শর-ক্ষেপে তুমি ক্ষমবান ॥ ১৫ ॥

“নগেন্দ্রনন্দিনী উমা, সদাকাল শুচি,
চালহ তাঁহাতে ষড়চিহ্ন-শিব-রুচি,—
বিধির নির্বন্ধ এই রমণীমাঝারে
উমা মাত্র ক্ষমা হর-ভেজ ধরিবারে ॥ ১৬ ॥

‘হিমালয়-সাহুদেশে পিতার আদেশে,
হর আরাধনে উমা বরের উদ্দেশে,—
অঙ্গরার মুখে সব আছি সুগোচর—
আমার স্বজন তারা হয় গুপ্তচর ॥ ১৭ ॥

“অতএব দেবকার্য্য কর হে স্বজন !
ইহাতে অপর অর্থ * আছে প্রয়োজন,
তথাপি তুমি হে হও উত্তম কারণ,—
বীজাকুর পূর্বে যথা সলিল-সেচন ॥ ১৮ ॥
‘অমরের জয়ের উপায় এই, কাম !
হরে করি শরাঘাত রাগ নিজনাম,
সামান্য-কঠিন-কার্য্যে যশ লভে নর,
তুমি কৃতী—অসামান্য কার্য্য তার স্বর ॥ ১৯ ॥

“দেবতার প্রার্থনীয় এই প্রয়োজন,
ত্রিগোকেয় কার্য্য তাহে, শুন হে মদন,
চাপের স্তোত্র ইথে সিংসা নাই অতি,
স্পৃহণীয়-বীর্য্য তুমি অহে রতিপতি ॥ ২০ ॥

“শুন মনোভব, তব মাধব বান্ধব,
বিনা আবাহনে, তব সহায় সম্ভব,—
যথা আবির্ভূত মাত্র হলে হতাশন’
অমনি প্রোজ্জ্বল তারে করে প্রোজ্জ্বল ॥ ২১ ॥

প্রভুর প্রসাদ-পুষ্প-মালা তার পরে,
আজ্ঞাসহ মদন ধরিলে শিরোপরে,
করীন্দ্র-তাড়ন জন্ত কর্ণশিত করে

শচীনাথ, স্বরতনু, পরশে সাদরে ॥ ২২ ॥

সঙ্গে লয়ে সশস্ত্র সঙ্গী রতিপতি—
শ্রিয় বন্ধ ঋতুরাজ, শ্রিয় দ্বারা রতি—
দেবকার্য্য-সাধনায় শরীর-পতনে,
চলিল তুহিন-গিরি-স্থিত স্থাপ্ন-বনে ॥ ২৩ ॥

সেই বনে সমাধিহু তপোধান গণ,
তপস্তার কলসিদ্ধি বারণ-কারণ,
মদনের অভিমান সুখের বিষয়,
স্বরূপ প্রকাশি আসি বসন্ত উদয় ॥ ২৪ ॥

কুবের-রক্ষিতা দিক্ উদৌচির সঙ্গে
অসময়ে দিনকর মাতে প্রতিবেশে ;
দক্ষিণা দক্ষিণা সভী গন্ধবহ-মুখে,
পতি প্রতিকূল হেতু নিশ্চিন্ত হুঃখে ॥ ২৫ ॥

সত্ত সত্ত মঞ্জরিত অশোক সুন্দর,
আপাদ মস্তকে নব পল্লব নিকর, -
সুন্দরীর সুশিক্ষিত চরণ-পদশ
অপেক্ষা না করি সেই হইল সরস ॥ ২৬ ॥

নিরামিমা শর, সর মাকন্দমঞ্জরী,
নবদল পুষ্প পুঞ্জ তাহে মুক্ত করি,
মধুকরশ্রেণী মধু বুড়িয়া শোভায়,
মদনের নামাক্ষর লিখেছ কি তায় ? * ॥ ২৭ ॥

বর্ণে বটে বর্ণনীয় কর্ণিকার ফুল,
গন্ধহীন হেতু হয় ছদয় বাকুল,—
সকল বিকল, দেখি, বিধি-সৃষ্টি বিধি,
কাহাকেও করে নাই সর্ব গুণনিধি ॥ ২৮ ॥

বালশশী সম বক্র, আর বিলোহিত,
পলাশ-মুকুলপুঞ্জ হলো পরোহিত,
বনভূমি-বরাজনা গণের শরীরে
বসন্ত নথরে ক্ষত করে কি অচিরে ? ॥ ২৯ ॥

ভাল সজ্জা ধরিলেক বাসন্তীয় শোভা,—
নয়নে অঞ্জন হলো মস্ত মধুলোভা,
চিত্রবর্ণ তিলকে তিলক পরিপাটী,
নবচূড়-প্রবালেতে আলতার পাটী ॥ ৩০ ॥

পিয়াল-ফুলের রঞ্জে বিধিত লোচন,
কাননে কাননে, মদমত্ত মুগগুণ,
জীর্ণ পর্ণপাতে মধুরিত বনস্থলী
হেলে ছলে বাহু-প্রভিকূলে যায় চলি ॥ ৩১ ॥

* অন্তের অঙ্গে নাম লিপি করা ভারতবর্ষের পুরা-

তনী রীতি ।

রসাল রসাল ফুলে করি রসপান,
কল কোমিলার বর্গে বাড়িল সুতান,—
মানবতী মহিলার মান-পরিহারে
কামের আদেশ কিবা কোঁকল ফুকারে ॥ ৩২ ॥

দিশদ হইল কিনরীর বিদ্যাবর,
বঙ্গ-ডটা-শূত্র মুগ পাণ্ডুরণধর, *
পত্রাবলি মুছে গেছে কপাল ফলকে,
হিমাগতে শ্রবজল তথায় বলকে ॥ ৩৩ ॥

অসময় বসন্ত হয়,—
স্থাপু-বনবাসী যত যতি সমুদয়,
ঋতুর প্রভাবে পূর্ব-ভাসের বিলয়ে,
বহুযত্নে শাম্য করে ইজিয় নিচয়ে ॥ ৩৪ ॥

ফুলধর, ফুসফুস ধরি, স্থাপুনে
উদয় হইল আসি, প্রিধা রতিগনে,
তাহাতে, আসক্তচিত্ত প্রণয়-সঙ্গমে
হইল দাম্পত্য-বন্ধ, স্বাবর অঙ্গমে ॥ ৩৫ ॥

একপুঙ্গ-পানপাত্রে মত্ত মধুকরে
প্রিয়ার উচ্ছিন্ন মধু পিয়ে প্রেম ভরে ;
কুবঙ্গ স্বশূঙ্গ কেবে অঙ্গ কণ্ঠ-যন—
সুখেব পরশে মৃগী মুদিছে নয়ন ॥ ৩৬ ॥

সরোরুহ-সুরভিত-বারি লায়ে করে
করিণী সাধরে দানকরে করিবরে ;
মৃগালের শুক্লভাগ করিয়া আঁধার
ক্রোবাক্ প্রেরয়ীরে দেয় উপহার ॥ ৩৭ ॥

* ইয়ুরোপীয় অজনাগণের ভায় ভারতবর্ষীয়

ভাদিনিগুণ শীতকালে শীতজনিত বিকারণ নিবারণ
জন্তুসমূহের ত্রাণ যৌর বিলোপন করিতেন। অপিচ
মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা উৎপাদন করণার্থ কৃষ্ণাদি চূর্ণক
গ্রহণ করিতেন। বসন্তাগমে, যৌর রাসিত্য বেতু
অথর বিশদ এবং রক্তচূর্ণ-বিরহে মুখমণ্ডল আভাবিক
পাণ্ডুর অকৃত্যৎ ইন্দ্রপীত স্তলপ্রতিভা পুং:প্রাপ্ত হইত।

কিয়রকামিনীমুখে—গীঃ-উপরমে—
পত্রলেখা ঈষৎ মুচোচে হেদ্যাপাম,
পুষ্প-মধু * পানে তার ঘৃণিত নয়ন—
কিয়র স্তোত্র মুখে করিছে চূপন ॥ ৩৮ ॥

ঘন পীন পুষ্পগুচ্ছ-স্তন মনোহর,
প্রবাল-প্রবোহ কিবা মোহিত অধর,
এহেন লাবণ্যবতী লতাবধুগণে
শাপা-ভজ নমি শাখা বাঁধে আলিঙ্গনে ॥ ৩৯ ॥

পশ্চিমে অঙ্গরার সংগীতপ্রবণে,
অঙ্গর সন্ধানে হর স্থিত সেইক্ষেণে,—
অঙ্গর যাব, তার বিষ যদি ঘটে,
সমাধি না ভঙ্গ হয় তাহার নিকটে ॥ ৪০ ॥

লতাগুচ্ছ দ্বারে নন্দী দাঁড়াইল বাগে—
শোভিত সুবর্ণ দণ্ড বাম বাহুভাগে—
মুখেতে তর্জনী রাখি ইঙ্গিত তর্জনে
“স্থির হও” বনি আদেশিল শিবগণে ॥ ৪১ ॥

অমানি স্তম্ভিত তরু, নিশ্চল ভ্রমর,
নৌ ব এগুজ, শান্ত কুরঙ্গিকা,
নন্দীর শাসনে প্রাণমিত সর্বজন
চিত্র-লিখিতে ব্রহ্ম হইল কানন ॥ ৪২ ॥

হর-শ্রেয়-অন্তরালে, চলিল মদন,
প্রাণে সন্মুখ শুক্র * সম যে নয়ন,
নিবিড় নমেরু-তরু-প্রান্ত্র স্নেহভন,
হেন ধানস্থানে কাম করিল গমন ॥ ৪৩ ॥

দেবদাক-মূল স্নেহভন স্থানসন—
শাৰ্দ্ধুলের চর্মে আচ্ছাদিত আয়তন—
সমাধিস্থ হরে তায় করে দরশন,
আসন্ন-মরণ-মুখে পতিত মদন ॥ ৪৪ ॥

বীণাসনে স্থিত—স্থির পূর্ব কলেবর,
বিনত কন্ধর, ধঞ্জু তরু পরিসর,
উত্তান যুগল পাণি—অঙ্গ-অন্তরালে
প্রাঙ্গণ কমল ঘন শোভিত মৃণালে ॥ ৪৫ ॥—

প্রাণমিত জটাজূটে ভুজঙ্গ শিরালে,
প্রাণেতে ছুঁ ছুঁ অক্ষুহর নাভে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-স্বচ্ছ নীলমাসংকাশ,
কুকাঞ্জিন প্রাপ্ত তাহে বিশেষে বিকাশ ॥ ৪৬ ॥

ঈষৎ একটু নেত্র তারকা স্তিমিত
ভুরুর বিক্ষেপ সঞ্চালন-বিরহিত,
ত্বিনয়নে পদ্মপুঞ্জ স্পন্দন-বিরত,
নাসালক্ষ্যে অক্ষিতেজ অধোদিকে নত ॥ ৪৭ ॥

যথা বর্ষাভাবে স্থির মেঘের বিস্তার,
সেইরূপে প্রাণ আদি বায়ুর সঞ্চার,
তরঙ্গবিহীন হৃদে অপান-নিরোধ,
নিবৃত্ত শিষ্প দীপ সমান উর্বোধ ॥ ৪৮ ॥—

উজ্জ্বল দিকে ললাটস্থ নেত্রের উজ্জ্বল,
ব্রহ্মরূপ পথে তার জ্যোতির প্রকাশ,
হরিতেছে শিরস্থিত বলশশিশোভা—
মৃণাল হৃদে তায় অতি মনোহরোভা ॥ ৪৯ ॥

নিগম, অগম, বিরহিত নবদ্বার,
সমাধিতে বশ চিত্ত হৃদয়ে প্রচার,
যেই নিত্য ধনে ভাবে তত্ত্বনিগম
সে আশ্রয় স্ব আশ্রয় করেন দর্শন ॥ ৫০ ॥—

এই রূপ বিরূপাক্ষে, অতরু অদূরে
নিরীক্ষণ করে, হৃদে সাহস না ক্ষুরে,
প্রথমে গেছে হস্তে শব শরাসন,
ভয়েব প্রভারে স্তম্ভা নহে দর্শন ॥ ৫১ ॥

নষ্ট-প্রাণ মদনের বল বাঁধা পুনঃ
যেন বপুগুণে বাড়াইতে বহুগুণ,
বিনয়েব দায়াগণ-সংজ্ঞেতে সন্ধিনী,
উত্তরিতা তথায় আসি নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ ৫২ ॥

* উজ্জ্বল-পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ মধুক অর্থাৎ মটল
ফুলের মধ্য ঋতুতে আদ্যব।

* বাজা কালে শুক্রগ্রহ সন্মুখস্থ হওয়া অশুভ।

পদ্মবাগে উপেখিয়া অশোকের হার—
কর্ণিকায়ে সুবর্ণ সুবর্ণ-সমাহার—
সিন্ধুবান-কলিকার মুকুতার মালা*—
মধু-পুষ্প-ভূষণে ভূষিতা গিরিবালা ॥ ৫৩ ॥
তরুণ-অরুণ বর্ণ কাঁচলী-করণ—
ঈষৎ খলিত ত্বনে সে চাক্র বসন—
সপল্লব পুষ্পগুচ্ছে নভা লতা-প্রায়,
হেলে ছলে শৈলসুতা উদ্ভিতা তথায় ॥ ৫৪ ॥

নিভয়ে গম্বিত বকুলের চন্দ্রহার,
থেকে থেকে সরে আর ধরে বার বার—
যথা-হান-পরিজ্ঞানে বিজ্ঞ বটে কাম,
অন্ত্রতর ধনুগুণ সেই কাঞ্চীদাম ॥ ৫৫ ॥
সুগমিত নিখাসেতে প্রবল পিপাসী,
বিশ্বাধর-সমীপে চক্ষুরী চরে আসি,
চমকে চক্ষুস দৃষ্টি তাহে প্রতি পলে,
নিবারণ করিছেন লীলা-শতদলে ॥ ৫৬ ॥

নিরখি সে সকলক চাক্র রূপবতী,
লজ্জা-অশ্রুভবে পরাভব মানে রতি ;
জিতেজ্জিয় হর-পরাজয়ে আর বার,
হইল কামের মনে কামনা-সঞ্চার ॥ ৫৭ ॥

ভাবি পতি পশুপতি-প্রেম অমুরাগে,
দাঁড়াইলা শৈলসুতা দ্বার-পুরোভাগে,
দেখিলেন—ধ্যানে ধরি পরমাশ্র-ধনে,
সার জ্যোতি দরশনে সুখী শিব মনে ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর, অনন্ত কম্পিত কলেবরে
বহুবলে ধরাতলে ধরে শিরোপরে,—
প্রাণ-রেখ করি যিনি করেন মোচন,
শিখিল হইল সেই শিবের আসন ॥ ৫৯ ॥

প্রণমি সভয়ে নন্দী করে নিবেদন,
“এসেছেন শৈলসুতা সেবিতে চরণ,
আজ্ঞা যদি হয় প্রভো করেন প্রবেশ,”
ক্রভঙ্গীতে অঙ্গমতি দিলেন মহেশ ॥ ৬০ ॥
পরে শৈলনন্দিনীর সঙ্গিনী-আবলি,
প্রণমিয়ে শিবপদে, বেন পুষ্পাঞ্জলি—
হেমন্তের অন্তকারী বসন্ত-শ্রবন,
অভঙ্গ-পল্লব-পুঞ্জ নিষ্ক হস্ত-লুন ॥ ৬১ ॥

উমার চিকণ চাক্র চিকুরের মাজে,
নব কর্ণিকার কুল শোভিত সুসাজে,
বৃষভ-বাহন-পদে করিতে প্রণাম,
কর্ণ হতে খসিয়া পড়িল পুষ্পদাম ॥ ৬২ ॥

প্রণতাবে সম্বোধিয়ে কন পশুপতি,
“অনন্ত প্রাণী পতি প্রাপ্ত হও সতি”
সেইরূপ পার্শ্বতীর হলো কলোদয়,—
মহাপুরুষের বাক্য কভু মিথ্যা নয় ॥ ৬৩ ॥

শর-সন্ধানের কাল বুঝিয়া অনঙ্গ—
বহুমুখে যেতে যথা লোলুপ পভঙ্গ—
উমার সম্মুখে হরে লক্ষ্যবদ্ধ করি,
মুহুর্ভুজ আকর্ষিল ধনুগুণ ধরি ॥ ৬৪ ॥

সেইকালে আরক্ত ত্রীকরে গিরিবালা
অর্পিলেন তপস্বিরে পদ্মবীজমালা—
দিনকর খর করে বিশোধিত-রস,
মন্দাকিনী-জলে জাত সেই তামরল ॥ ৬৫ ॥

ভক্তিমতী পার্শ্বতীর প্রীতির কারণ,
শিব সমুদাত মালা করিতে গ্রহণ,
অমনি কুন্তমধু করিয়া-সন্তান,
নিয়োজিল সে অমোঘ সম্মোহন বাণ ॥ ৬৬ ॥

হরের হইল কিছু দৈর্ঘ্য পরিগত,
চন্দ্রের উদয়কালে অধুষাশিমত,—
উমামুখে অপরোষ্ঠ যুগ্ম বিষকল,
ত্রিলোচন-ত্রিলোচন তাহাতে বিহ্বল ॥ ৬৭ ॥

* ইহার মুকুল বর্জলাকার এবং রক্তাভ, ভাবা
নাম দিবালা ।

নগনন্দিনীর কিছু হলো ভাব-ভঙ্গ,
কোমল কদম্ব-কন্ড শিহরিল অঙ্গ,
বিলম্বেতে ত্রীড়ানত হইল লোচন,
সাতীকৃত করিলেন স্বেচ্ছা আনন ॥ ৬৮ ॥

পরেতে পবেত-পতি, প্রোজ্জ্বল সহ
বলবান্ ইন্দ্রিয়ের করিষা নিগ্রহ,
চিত্তবিকারের হেতু, অন্বেষণ হেতু,
দশ দিকে দৃষ্টি করিলেন বুধকেতু ॥ ৬৯ ॥
দেখিলেন মনোভবে,—আলীঢ় আসনে,
দক্ষিণ অপাকৃতটে মুষ্টি-আকর্ষণে,
আকৃষিত সব্যপাদ, কক্কর বিনত,
চক্রীকৃত চাপ চাকু মারিতে উজ্জত ॥ ৭০ ॥

তশোভকে কোণের প্রভাব ঘোরতর,—
বিকট জড়ঙ্গীযুত মুখ ভয়ঙ্কর,
তৃতীয় লোচন হতে হইয়ে প্রোজ্জ্বল,
সহস্র উদয় হাসি হইল অনল ॥ ৭১ ॥

“সংহর সংহর ক্রোধ প্রভো শূলপাণি !”
আকাশে মরুৎগণ কহে এই বাণী,
না হইতে ভূভাগে এ বাণী অবতার,
হর-নেত্রানলে কামভঙ্গ ছার খার ॥ ৭২ ॥

অতি ঘোরতর শোকে অচেতন মতি,
একেবারে মূৰ্ছাগত হইলেন রতি ;
পতির দুর্গতি ক্রমে না জানে অন্তরে,—
মঙ্গল-দায়ক মোহ, মোহিনীরতরে ॥ ৭৩ ॥

ব্রজে যথা তরুভঙ্গ, সেই ভাব ধরি,
ভূপোষিকারী কাম-অঙ্গ ভঙ্গ করি,
অবলার-সঙ্কত্যাগ করণ-কাণ্ডে,
পলায়িত প্রেমবেশ সহ স্বায়গণ ॥ ৭৪ ॥

উজ্জত পিতার আশ, সকল হইল নাশ,
লগিত লাষণ্য-গর্জ হইল বিগত,
আনিল সন্ধিনীচয় তাহে লজ্জা অতিশয়,
গৃহেতে চলিল গোঁরী হয়ে আশাহত ॥ ৭৫ ॥

রুদ্র-রোদ্র-রসে ভীতা, নেত্রদ্বয় নিমীলিতা,
দয়াম্পদ ছহিতারে রাখি বাহুপরে—
দস্তে ধরি সলিলজ, যথা শোভে স্নেহগজ—
দীর্ঘদেহে ধায় গিরি দ্রুত বেগতরে ॥ ৭৬ ॥

ইতি মদন-দহন নাম তৃতীয়সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

মোহপরয়ণা রতি, বোধবিবহিতা সতী,
বশ নহে ইন্দ্রিয়নিবহ,
ভর্তাভাব-ভব নব অসহ যাতনা সব,
জানাতে আগান পিতামহ ॥ ১ ॥

মোহভাব পরিহারি, আঁখি উন্মীলন করি,
সচকিত চারিদিকে চায়,
নাথে নিরথিয়ে যাব, তৃপ্তি নাহি একবার,
লুপ্ত হেতু দেখিতে না পায় ॥ ২ ॥

“ওহেপ্রোণেশ্বরামার, জীবিত আছ কি অ'র ?
উঠিলেন এই উক্তি করি,
দেখেন পুরুষাকার, হর-কোণে ছার খার,
নিপতিত ধরণী-উপরি ॥ ৩ ॥

ভস্মে হেরে পুনরায়, বিহ্বলাঙ্গী বহুধায়
লুটায় ধূসর পয়োধরা,
এলাইয়া কেশভারে, হাটাকায়ে নিজাকারে,
অটবীরে করিল কাতরা ॥ ৪ ॥

“তব তনু কান্তিযুত, উপমার মূলীভূত,
যাছে লোক বিলাসে বিতোর,
তার দশা দেখি হেন, না বিদরে হিয়া কেন
নারীর ক্ষয় স্মৃকঠোর ॥ ৫ ॥

“তবাধীন মমপ্রাণ, কোথা রেখে গেলে প্রাণ,
তব মেহশূন্য করি ক্ষণে ?

সেতুভঙ্গে বহে নীর—হয় যথা নলিনীর
প্রাণাকুল জীবন-বিশ্রম ॥ ৬ ॥

“আমার অশ্রিয় কভু, কয় নাই তুমি প্রভু,
আমিও তা করিনি কখন,
তবে কেন অকারণ, কাদাইছ এতক্ষণ,
বতিরে না দেহ দরশন ? ॥ ৭ ॥

“স্মরিছ কি হে প্রাণেশ, কাঞ্চী-বন্ধনের ক্রেশ,
পরনামে ডাকিলে আমারে ?
কিহা চ্যুত-রাজ্য রুষ্টি, দূষিত করিত দৃষ্টি,
বর্ণ-ইন্দীবরের প্রহারে ? ॥ ৮ ॥

“তব ক্ষেদে মম বাসা, সে কেবল ছল ভাষা,
আমারে তুমিতে অভিলাষ,
বথার্থ হইলে পরে, কহ তব মেহান্তরে,
আমি কেন না পাইলু নাশ ? ॥ ৯ ॥

“হে নাথ অবশ্য আমি হব তব অমুগামী
অহে নব পরলোক-বাসী !
বিধি তব সংহরণে, বঞ্চিতাছে জীবগণে,—
তবাধীন দেহী-সুখরাশি ॥ ১০ ॥

“তোমার অভাবে আর, কে করাবে অভিসাণ,
প্রিয়গুণে প্রাণেশ-মন্দিরে ?—
মেঘরবে ভীত চিতা, বাজপথে সচকিতা,
আবরিতা নিশির বিম্বিরে ॥ ১১ ॥

শীথুপানে আর নাকি, ঘুরিবে অরুণ আঁধি,
পদে পদে স্থলিত বচন ?

প্রমদা-সভায় এবে, আর তাহে কেবা সেবে ?
বাক্যীর হলো বিড়ম্বন ॥ ১২ ॥

“প্রিয় বাক্যধর গাত্র কথায় রহিল মাত্র,
জানি নিজ বিফল বিকাশ,
ইন্দু কৃষ্ণপক্ষ-গতে, করিবেক কোনমতে,
নিজ ওহু তত্ত্বতা বিনাশ ॥ ১৩ ॥

“কলপিক হবে কত, আর কার তরে চূত,
অধুনা নবীন মনোহর
প্রসবি মুকুল গগন, বহিবেক প্রহরণ,
হরিত লোহিত বসুধর ? ॥ ১৪ ॥

“মধুকর শ্রেণী নিয়ে, গুণ গুঞ্জ নিরমিয়ে,
যুড়িতে হে চাপ পরিকরে,
গুরুশোকৈ শোকাকুল, আই শুন অলিকুল,
মম সঙ্গে সঙ্গে খেদ করে ॥ ১৫ ॥

“পুনরপি কলধর প্রাপ্ত হয়ে মনোহর,
প্রসাদ করহ কোকিলাতে,
স্বভাবে সে সুপণ্ডিতা, মধুস্বর-বিমণ্ডিতা,
বতি-দতি-পদ দেহ তাহে ॥ ১৬ ॥

“আমার চরণ ধরি, শীহরিত ধর ধরি,
আলিঙ্গন-ভিক্ষায় কাতর ;
সে নিভৃত লীলা স্মরি, মরি নাথ মরি মরি,
হয় মম অস্থির অন্তর ॥ ১৭ ॥

“হে বতিপণ্ডিত নাথ ! বসন্ত-কুমুম-সাধ,
আমায় ভূষিতে রসময় !
এখনো সে পুষ্পচয়, বহিয়াছে তুময়,
তব চাকু দেহ দৃশ্য নয় ॥ ১৮ ॥

“দারুণ হেবতাগণে, ডেকে নিল তোমাধনে,
মম সজ্জা না করিতে শেন,
অলক্ত আঁক্ত রাখে, মম বামপদ-ভাগে
রঙ্গ-দানে সাঙ্গ কর বেশ ॥ ১৯ ॥

“বহুক্ষণ স্মরণায়, চতুর্থা স্মরণা চরে,
তব প্রতি না দেয় লোভন,
ততক্ষণ আমি গিয়ে, হত্যাশনে প্রবেশিয়ে,
তব অক্ষ করিব শোভন ॥ ২০ ॥

“শুন প্রাণ-প্রিয় স্বামি, আমি তব অমুগামী,
হব ইহা যদিও নিশ্চয়,
একক্ষণ কামগতে, বতি ছিল এজগতে,
রহিল অধ্যাত্তি অতিশয় ॥ ২১ ॥

“লোকান্তর-গত ধব, কেমনে করিব তব,
মৃত দেহ-উচিত মণ্ডন,
ইহাত ছিলনা বোধ, একেবারে সব বোধ,
দেহসহ বাইবে জীবন ? ॥ ২২ ॥

“অপাঙ্গে চাহনী বাঁকা, মুখে মধু হাস্য মাথা,
মুসহ মধুর আলাপ,
শর ঋজু অভিমত, ফুল-ধনু অঙ্গগত,
স্মরি মোর হৃদে বাড়ে তাপ ॥ ২৩ ॥

“কুসুম কান্দুক চাক, বসন্ত বিনোদ কাক,
কোথায় সে প্রাণ বন্ধ তব ?
পিনাকীর উগ্রকোপ, তারেও কি কৈল লোপ,
বন্ধুগতি-গত কি মাধব ?” ॥ ২৪ ॥

অনন্তর সাক্ষর রতি প্রবেশিতে রমা,
পুরোভাগে বসন্ত উদয়,—
বিলপিত শোক-স্বরে, বিষ-বিলেপিত শব্দে,
বিক্র যেন তাহার হৃদয় ॥ ২৫ ॥

তারে নিরবিচ্ছেদ সতী, দিশুণ বোদনবতী,
হৃদয়েতে করাঘাত করে,—
বন্ধু-অগ্রে হৃৎ-ভার বৃদ্ধি হেতু হিয়াধার,
প্রহারিত বিমোচন তরে ॥ ২৬ ॥

কহিতেছে করুণায়, “হের অহে ঋতুরায়,
কি দশা পাইল বন্ধু তব ?
ভয়ে পরিণত তর্ক, কপোত কর্কর চূর্ণ
উড়াইছে অজ্ঞানাবাক্রব ॥ ২৭ ॥

এসো ওহে মীন-কেতু, তব দরশন হেতু,
মাধবের মানস চক্ৰ,—
পুরুষের নারী-প্রতি, কভু নহে সম রতি,
বন্ধুজনে প্রণয় অটল ॥ ২৮ ॥

“তোমার এ সহচর, রচি দিত কুল-শর
বিসতক্কে চাপে সংযোহন—
করিতে হে দ চূর্ণ, কি অম্বর কিবা জ্বর,
আজ্ঞাকরী এ ভিন ভুবন ॥ ২৯ ॥

“ বাতাহত দীপ-মত, সে সখা হইল হত,
রাখিতে নািলে তুমি তারে,
দেখ শা দশা* প্রায়, পড়ে আছি আমি হায় !
গুরু শোক-ধূমের সঞ্চারে ॥ ৩০ ॥

“পতি-অর্দ্ধ-অঙ্গ আমি, তবে কেন গতে স্বামী,
বিধাতা রাখিল প্রাণ খড়ে ?—
করিকরে তরুর, ভূমিসাৎ হলে পর,
নিরুপায় লতিকাপ পড়ে ॥ ৩১ ॥

“তাই বলি ঋতুরাজ, এখন করহ কাষ,
বন্ধুজন সার প্রয়োজন,
হেরি মোরে শোকাবিতা, সাজাইয়ে দেহ চিতা
পাব তাহে পতি প্রাণধন, ॥ ৩২ ॥

“শশী যবে অস্তে যায়, জ্যোৎস্না তার সঙ্গে যায়,
মেঘসহ তড়িৎ প্রয়োগ,
পতি-পথ-পরা সতী, পতি-ভিন্ন নাহি গতি
জড়িতেও দিতেছে প্রাণ ॥ ৩৩ ॥

“পরে হয়ে অগ্রসর, পতিভ্রম শোভাকর,
পয়োধরে শোভা করি তায়,
নবপত্র-শয্যা প্রায়, অনলে ঢালিব কাষ,
বিভাবহু প্রভাব কোথায় ? ॥ ৩৪ ॥

“রতি কামে কতবার, দিতে অহে সনাতার,
সাজাইয়ে কুসুমশয়ন,
প্রণতি তোমার পায়, এই ভিক্ষা ঋতুরায়,
দেহ আশু চিতা-আয়োজন ॥ ৩৫ ॥

“অনন্তর মম দেহ, তর্জননে জালি দেহ,
সঞ্চারিয়ে মলয় পবন,—
জানত হে গুণধাম, আমার বিরহে কাম
বহিবারে নারে এক্ষণ ॥ ৩৬ ॥

“এ দেহ উঠিলে জগি, দিও এক জলাঞ্জলি
আমাদের কুশল-কারণ,—
তব সখা লোকান্তরে, মম সহ স্নানান্তরে
করিবেন সলিল-সেবন ॥ ৩৭ ॥

“তব সখা প্রিয়ঙ্গুর চূতাকুর পরিকর,
লোল পল্লবিত শাখা তার,
বিতরিয়া অরোদেশে, এই তুমি করো শেষে,
পরলোক-বিধ ক্রিয়া সার” ॥ ৩৮ ॥

তন্ন-ত্যাগে স্থির মতি, এই রূপে স্থির রতি,
আকাশে সমুত্তা সরস্বতী,*—
যথা সফরীর প্রাণ, হৃদশোষে স্নিগ্ধমাণ,
প্রথম বরষা কৃপাবতী ॥ ৩৯ ॥

“অগো ফুলশরদারা, চিরদিন পতিহারা,
রবে হেন ভাবিভনা মনে,
শুন শুন যেই হেতু, শলভের মীনকেতু
প্রাপ্ত হয়-কোপ হত্যাশনে ॥ ৪০ ॥

“বিচলিত প্রজাপতি, তব পতি তাঁর রতি

টলাইল নন্দিনীর প্রতি,
ইন্দ্রিয় বিকার পরে, নিগ্রহ করিতে অরে,
শাণিলেন তাই এ দুর্গতি ॥ ৪১ ॥

“পার্কতীর তপোবল, হবে যবে দিগ্ধ-কল
হর-পরিণয়ে সুখভোগ,
অবসান তাহে শাপ, পরিগত পরিভাপ,
অতনুর তনুর সংযোগ ॥ ৪২ ॥

“ধর্মের প্রার্থনা মত, অর শাপ-অভিগত,
বিধাতা দিলেন এসংবাদ,—
বশী-ক্রোধ রূপাপর, অশনি অমৃতাকর,
মেঘসম ঘোষান্তে প্রসাদ ॥ ৪৩ ॥

“তাই শুন ক্রশোদয়ি, ভাবি সুখ আশা ধরি,
রাখহ আপন বলেবর,—
রবি পীত তরঙ্গিণী, বরষায় সুরঙ্গিণী,
পুন বহে প্রবাহ প্রথর” ॥ ৪৪ ॥

সেই অলঙ্কিত রূপ, কামিনীর এইরূপ
মৃত্যুচিন্তা মন্দীভূত করে,
সেআখ্যানে ঋতুরায়, আখ্যানে প্রমদায়
সুসজ্জত বচননিকরে ॥ ৪৫ ॥

* বাক্য ।

অতঃপর অর-দারা, লাবণ্য-লহরী-হারা,
দুঃখশেষ দিন গণে দুঃখে,—
যথা নিশানাথ-রেখা, দিবা ভাগে দেয় দেখা,
ধ্যানে ধরি বিভাবরী-মুখে ॥ ৪৬ ॥

ইতি রতিবিলাপ নাম চতুর্থ সর্গ ।

পঞ্চম সর্গ ।

এইরূপে পুরোভাগে রুদ্র-কোপে কাম,
দগ্ধ দেখি, পার্কতীর ভগ্ন মনস্কাম,
আপনার রূপে দিক্ মানে মনে মনে,—
সফল সৌন্দর্য্য, প্রিয় হলে প্রিয়মনে ॥ ১ ॥

সার্থক করিতে রূপ, শৈলরাজসুতা,
তপস্যাচরণে মনে অতি নিষ্ঠা-যুতা,
সেইরূপ পতি-প্রেম, সেইরূপ পতি,
তপস্যাবিরহে বড় হয় কি সংগতি ? ॥ ২ ॥

মহেশে মানসমুগ্ধ প্রাণের নন্দিনী,
মুনিব্রতে রতা শুনি, নগেন্দ্র-মোহিনী,
সুমহৎ সমাধির নিবারণ-তরে,—
কুমারীরে কোলে করি কহে স্নেহভরে ॥ ৩ ॥

“আছেন আমার গৃহে কুলদেব দেবী,
করহ কামনা পূর্ণ তাঁহাদিগে সেবি,
কোথা ওপ, কোথা তব তন্ন অকুমার ?—
শিরীষে ভ্রমর সহে, নহে, পক্ষী-ভার” ॥ ৪ ॥

তপস্তায় স্থির-বুদ্ধি নন্দিনীরে বাণী,
নিবারিতে না পারিল কহি হেন বাণী,
ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠা, আর নিয়্যামী পয়,
বেগ ফিরাইয়া দিতে কেবা ক্ষম হয় ? ॥ ৫ ॥

হবে যাঁহে ফলোদয় হেন ব্রতে, সতী,
বনবাসে রত হতে দৃঢ় অভিমতি,
মনোরথবিক্ষিপ্তা পিতৃ-স্থানে, চারুমতি,
শ্রিয় সখী দ্বারা চাহিলেন অমুমতি ॥ ৬ ॥

অমুরূপ অভিমতে প্রীত সবিশেষ,
গরীয়ান্ গিরিশঙ্কর দিলেন আদেশ,
চলিলেন গোবী, শিখি-শোভিত শিখরে,
তীর নামে* খ্যাত যারে করে লোক পরে ॥ ৭ ॥

অনিবার্য ইচ্ছামতী গিরিবরবালা,
চন্দনবিলোপকরী লোল মুক্তামালা,
ভ্যাজি, বালাকরণ বর্ণ স্তন-পরিসরে
বাঁধিলেন ছিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন পরিকরে ॥ ৮ ॥

উমাধুখে মধুর চিকুর চিকণিধা,
বাঁড়িল মাধুর্য্য তার জটা বিনাইয়া,—
নিকর ভ্রমর বটে বিভ্রাত কমল,
শৈবালেণ্ড তার শোভা প্রকাশে অমল ॥ ৯ ॥

কাকীশুণ-স্থানে গোবী, ব্রতের বিহিত,
মুগ্ধময়ী ত্রিগুণা মেখলা পরিহিত,
না পরিতে আলোহিত হইল জঘন,
বোমাবলী শীহরিত হয় ঘন ঘন ॥ ১০ ॥

নিঃশেষেতে মুছিলেন অধরের বাগ,
স্তনরাগে অরুণিত যার দেহভাগ,
হেন ক্রীড়াকন্দুকে তাজিলে গিরিবালা,
কুশকত অঙ্গুণীর সখী অক্ষমালা ॥ ১১ ॥

পার্ব পরিবর্তে, যার কেশচ্যুত ফুল,
মহামূল্য শয্যাতেও, কবিত আকুল,
সেই দেবী বাহুলতা করি উপধান,
বালুময় যজ্ঞভূমে পড়ি নিদ্রা যান ॥ ১২ ॥

* অধুনা হিমালয়ের যে অংশে গৌরীশঙ্কর অথবা
মোট এবরট নামে খ্যাত, তাহাই গৌরীশিখর হইতে
পারে। অপর গন্ধোত্তরীর নিয়ে কেশদারগঙ্গা নামী নদী
গৌরী-কূট হইতে প্রবাহিত।

শৈশবরাজ-ভ্রতা, ব্রত-ধারণ-কাণ,
হুই স্থানে হুই বস্ত্র করিলা স্থাপন,—
মুগে লোল-দৃষ্টি, আর বিলাস লভায়,
তপো শেষে পুন তাহা গ্রহণ-আশায় ॥ ১৩ ॥

অবজিতা হয়ে উমা ক্ষুদ্র-তরুণণে
বর্জন করেন ঘটস্তন-প্রস্রবণে ;
কুমার অগ্রজ এই কুমারনিকরে
কুমার নারিলা স্নেহ কমাইতে পরে ॥ ১৪ ॥

ল'লনা করেন দ্বিয়ে বস্ত্র বীজাঞ্জলি,
তাহে এত বশ হলো কুণ্ডল-আবলি,
তাঁহাদের নেত্র সহ কোতুক অন্তরে,
জুঁকিতেন সখীগণ-নয়ননিকরে ॥ ১৫ ॥

স্নানসমাপন-পরে, হোম সমাধান,
জ্বরের উত্তরী করি অঙ্গেতে পীধান,
শ্রুতিপাঠে নিবেশিতা ; আসে ঋষিগণ,
ধর্ম্মজ্যোত্বে কনিষ্ঠতা না মানে কখন ॥ ১৬ ॥

খাদ্য জীবে খাদকের পূর্কভাব গত,
অতিথিসেবায় প্রাপ্ত ফল মনোমত,
নব পর্ণ-কুটিরেতে সজ্জত অনল,
পবিত্র হইল সেই তপোবন-স্থল ॥ ১৭ ॥

যে সময়ে পূর্ক তপ সমাধি-আশ্রয়ে
ফল লাভ হৃদয়, দেখি সে সময়ে,
নিজদেহ শোকুমার্য্যে সমাদর হত,
অতি ঘোর তপস্তায় হইলেন রত ॥ ১৮ ॥

কন্দুক-ক্রীড়ায় * যার শ্রম উপজিত,
সেই দেবী ভীততর মুনিত্রতে রত—
কনক-কমলে ধ্রুব স্রষ্ট তত্ত্ব তাঁর,
যেমন প্রকৃতি যুগ, তেমনি সসার ॥ ১৯ ॥

* গোলা লইয়া ব্যায়াম ক্রীড়া করা পূর্ককালে
ভায়তবর্ষীয় বালিকাবিশিষ্টের মধ্যে নিয়ম ছিল।

চাড়িলেক প্রজলিত করি হুতাশন,
 শুচিকালে* শুচিস্নিহা তার মাঝে ঘন ;
 জয় করি খর কর নয়ন-মর্যণ,
 অনন্ত দৃষ্টিতে ভ্রম করেনে দর্শন ॥ ২০ ॥

তপনের তাপে তপ্ত শ্রীমুখমণ্ডল,
 সরোজের শোভা ধরি করে ঝলমল,
 কেবল অপাঙ্গ তাঁর দীঘ অম্বতন
 মন্দ মন্দ শ্রাম রেখা করে বিসর্পণ ॥ ২১ ॥

অযাচিত উপস্থিত আকাশের জল,
 স্বধাময় সুধাধর-কিরণ কেবল,
 এই দুই মাঝে তাঁর রহিল পারণা,
 ধরিয়ে, বৃক্ষের বৃত্তি, দ্যানের ধারণা ॥ ২২ ॥
 দিনকর খরতর কর-বরিয়ণে,
 ইক্ষন প্রজ্ঞাত অজ্ঞাধি হুতাশন,
 জতিরাপে তপ্তা জিহা, নিদাঘ-অণ্ডায়ে,
 ধরা-সহ-বাপ ত্যজে ধারাসিক্ত হয়ে ॥ ২৩ ॥

প্রথম বাহিদ-বিন্দু* পঙ্কেতে পতন,
 ক্ষণে থাকি ক্কা, গুণ্ড করিয়া ঘাটন,
 পদোদয়ে পড়ি চূর্ণ, বলীতে স্নানিত,
 এত পরে নাভিকূপে হইল স্নানিত ॥ ২৪ ॥

বায়ুয়ু* রুষ্টি বরনিত অনিবার,
 শিলাতে শয়না উমা বিনে আগার ;
 চপলা স্বরূপ চক্ষু উন্মীলন বরি,
 হেন ঘোর তপস্তার সাক্ষীবিভাবরী ॥ ২৫ ॥

হিম বায়ুয়ু* সহস্রের তুমস্বিনী,
 বারিধরূপ বাসে অবস্থিত তপস্বিনী,
 বিরোগেতে বিলপিত বর্ষাধম্পতি†
 পুরোভাগে দেবি, উমা হন রূপ বতী ॥ ২৬ ॥

* গ্রীষ্মকালে ।

* এই শ্লোকে মহাকবি পার্শ্বতীর নেত্রলোমের
 সাজসজ্জা, অধরের সুকুমারতা, পদোদয়ের কঠিনতা, উদর-
 রেখার নিম্নোন্নততা, এবং নাভির গভীরতা, অপূর্ণ
 কৌশলে বর্ণন করিয়াছেন ।

† চক্রবাক্ সম্পতির রাতিসংগে বিব্রত-সংঘটন

নিশায নলিনী-গন্ধযুক্ত সে আননে,
 কম্পিত অধর-পত্র শীত সমীরণে,—
 তিম-বরিয়ণে পদ্ম-শোভা না টুটিল,
 সগিলেতে যেন চকু সরোজ কুটিল ॥ ২৭ ॥

স্বভঃ বিগলিত পত্র, আছিল আহার—
 তপস্তার শেষে তাহা করে পরিহার ;
 প্রিয় বাদিনীয়ে তাই, পুরাবিদ গণ,
 অপূর্ণ অপর্ণানাম করিল অর্পণ ॥ ২৮ ॥

কমলিনী-কন্দ তক সুকুমার কিবা,
 হেন দেহে হেন ঘোর তপ নিশিদিবা,—
 দৃঢ়-দেহ মুনিগণ সঙ্কে যেই ব্রত,
 বহুদূরে উমা তা'বে করে অবনত ॥ ২৯ ॥
 হেন বালে বাণ্যে পটু, অগ্নি-অম্বর,
 ব্রহ্মভেজে দীপ্ত, গলাসের দণ্ডধর,
 মূর্তিমান ব্রহ্মচর্যা, জটাবজ-কেশ,
 কোন যতি তপোবনে ক'হিলা প্রবেশ ॥ ৩০ ॥

আতিথা-পালিনী উমা বিহিত সংকারে
 পূজিতে প্রবৃত্ত, যথা পর্যা-অঙ্গুসারে ;
 শাহুর নিয়ম এই, হইলে সমান
 পাত্রভেদে দেয় তার বহুতর মান ॥ ৩১ ॥
 যথা বিধি পূজা যতি করিয়া স্বীকার,
 অণকাল পরিশ্রম করি পরিহার,
 নিরবিধি শৈলজারে সলন নয়নে,
 আরন্তিলা বিধিবৎ বচন-বচনে ॥ ৩২ ॥

বিহঙ্গ বিজ্ঞাবিৎ ইয়োরোপীয় কোন কোন মহাশয়
 উল্লেখ করিয়াছেন; অঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ নিম্নোক্ত কবিতা
 অতি মনোজ্ঞঃ—

“ চক্রবাক্ চক্রবাকী একই পিঞ্জরে ।

নিশাযোগে নিষাদ আনিল নিজ বরে ॥

চকী বলে চকী প্রিয় দেবড় কৌতুক ।

বিধি দিতে মান ভাল এক দুখে মূখ ॥”

“সমিধ-কুশাদি হেথা স্থলভ ত বটে ?
জ্ঞান-উপযুক্ত বারি আছে ত নিকটে ?
তপস্যা-বিহিত তব আছে ত হে বল ?—
ধর্ম-সাধনের মূল শরীর কেবল ॥ ৩৩ ॥

“তব-সিদ্ধ-জলে কিবা এ লতা সফলে
পরম্পর আলিঙ্গিত নব দলদলে ?
অলঙ্ক-সুত্যক্ত স্বতঃ রক্ত ত্বাধারে
অমরূপ হইবারে বৃদ্ধি চেষ্টা করে ॥ ৩৪ ॥

“কমল-নয়নে ! কহ, এ যুগনিকর,
ভব চক্ষু-চঞ্চলতা অভিনয়কর,
প্ৰীতিভরে হরে তব করে তৃণচয়,
তবুত আছে হে তব প্রসন্ন হৃদয় ? ॥ ৩৫ ॥

“লোকে কহে পাপাচারে রূপ নাহি হয়,
সত্য সত্য, হে পার্শ্বীতি ! একথা নিশ্চয়,
উদার দর্শনে ! দেখ কি শীলতা তব,
তব-স্থানে উপদেশ-প্রাপ্ত মুনিসব ॥ ৩৬ ॥

“সপ্ত ঋষি-পরিভ্রাক্ষ প্রসূনাকৃতিরে
প্রহসিত গঙ্গাঙ্গল পড়ে গিরিশিবে,
তাতে যত পবিত্র না হলো মেনাধব,
সবংশে ততই পূত, পূতাচারে তব ॥ ৩৭ ॥

“আজ্জ হোহইল এই নিশ্চয় আমার,
ত্রিবর্গের মাঝে মাত্র ধর্ম হয় সার,
নহে কেন অর্থ কাম করি পরিহার,
এক মাত্র ধর্ম সেবা হয়েছে তোমার ? ॥ ৩৮ ॥

“যথা উপচারে পূজা করিলে আমার,
পরভাবে ভাবিতে হে নাহি পার আর,—
জন, সন্ন্যাসী ! কহে স্তম্ভাবনিকর,
সতেম্বের সখ্য সপ্ত বখার অন্তর ॥ ৩৯ ॥

“এই হেতু, মম প্রতি বহু ক্ষমাবতী
স্বভাবে দ্বিজাতি আমি অধিষ্ঠিত মতি,
কিছু দ্বিজাতিতে মম ইচ্ছুক অন্তর
বহুস্ত না হয় যদি দাঁও হে উত্তর ॥ ৪০ ॥

“সকলের আদি বিদি তাঁর কুলে জাত,
ত্রিলোক-সৌন্দর্যে তব তত্ত্ব প্রতিভাত,
বয়সে যৌবন, ধনে কি ভাবনা বল ?
এর বাকী আছে বা ধি তপস্কার ফল ? ৪১ ॥

“যখন অনিষ্ট* আর সহ নাহি হয়
তপে তপে রত হয় ধীর নারীচয়,
বিচার-মার্গেতে চিত্ত করিয়া প্রহিত,
নাহি দেখি স্তম্ভরি, তোমাতে সে অহিত ॥ ৪২ ॥

“শোক-নিদর্শন কিছু নাহি তব দেহে,
নন্দিনীর অনাদর কোথা পিতৃগেহে ?
তব প্রতি কে হৃৎবে কুর্ভাব অন্তর
কণীশিরে মণি নিতে কে বাড়ায় কর ? ৪৩ ॥

“অলঙ্কার পরিহার করিয়া যৌবনে
বুদ্ধোচিত বাকল পরিলে কি কারণে ?
তাবা তারাপতি স্ত্রী প্রদোষ-সময়,
তখন কি ভাল লাগে অরুণ উদয় ? ৪৪ ॥

“স্বর্গ অভিলাষ যদি, বুধা এই শ্রম,
তোমার পিতার পুত্রী অমর-আশ্রম,
পতি ইচ্ছা যদি, তপে কিবা প্রয়োজন ?—
লোক চাহে রহে, লোকে না চায় রতন ॥ ৪৫ ॥

“তপ্ত স্বাসে বেদন করিছ নিবেদন,
তব মম সংশয় না হইল ছেদন,—
তোমার প্রার্থনা যোগ্য না দেখি সংসারে,
প্রার্থিত হুল ভ তবে হলো কি প্রকায়ে ? ৪৬ ॥

“কেবা সে কঠিন যুবা, বাঞ্ছিত তোমার,
হায় হেন দশা দেখি, উপেক্ষা তাহার !
উৎপলবিহীন কর্ণ, কলমা-পিঙ্গল
শ্লথ জটাজালগ্রস্ত কপোল-মণ্ডল ৪৭ ॥

* পূর্বকালে অমরেন্দ্রীয় দরিত্রাগণ পতি-কর্তৃক
পাড়িত হইলে তপস্তাচারে কালহরণ করিতেন, পতির
প্রতি কদাচিৎ প্রতিকূলতাচরণ করিতেন না, ইহা
উপেক্ষা আর পাতিব্রত্য কোথায় ?

“তপতাপে তব তনু অতিশয়,
ভানুকরে কালীবর্ণ ভূষাঙ্কন চয়,
দেখি তোমা, দিনে শশীরেখার আকার.
নাহি দয় সহনয় হৃদয় কাহার ? ॥ ৪৮ ॥

“তবানন-বন্ধু, চাকু চতুর লোকন,
কুটিল কটাক্ষযুক্ত চঞ্চল নয়ন,
ধিক্ ধিক্ তোমার বল্লভ-রূপমদে,
অনিবার না হেরিল এ শোভা-সম্পদে ॥ ৪৯ ॥

“আর কত কাল, গোরি ! যাবে এই প্রমে ?
আছে হে সঞ্চিত মম তপ পূর্ণাপ্রমে,
তার অর্দ্ধভাগ লয়ে লভ প্রিয় ধব,
বিশেষে জানিতে চাহি কে বাঞ্ছিত তব” ॥ ৫০ ॥

এইরূপে বিজয়গে মনো-অভিলাষ
গুনি উমা, নন ক্ষমা, করিতে প্রকাশ,
অজ্ঞানবিহীন নেত্রে সঙ্গিনীর প্রতি
ইজিত ভঙ্গীতে দৃষ্টি করেন পার্শ্বতী ॥ ৫১ ॥

সখী কহে “গুন তবে, অহে ব্রহ্মচার ।
জানিবারে যদি তব ইচ্ছা এত ভারী—
যে কারণে, শতপত্র-আতপত্র-প্রায়,
এই তনু নিয়োজিত তপঃ সাধনায় ॥ ৫২ ॥

“বাসব, বরুণ, যম, আর যক্ষপতি,
বিভবেতে অবমতি করি মানবতী,
মদন-নিগ্রহে রূপ ব্যর্থ হয় ধাত্রে,
হেন হরে ইহাঁর বাসনা বরিবারে ॥ ৫৩ ॥

“দধুতনু অতনুর শিলামুখ বাণ,
হরের ছঙ্কারে হয়ে বিহত-সন্ধান,
উমার হৃদয়ে গিয়ে পশিয়ে গভীর,
ক্লশ করিতেছে এর কোমল শরীর ॥ ৫৪ ॥

“ওদধি স্রব-শরে তপ্ত কলেবরা,
ললাটিকা-চন্দনেতে অলকা ধূসরা,
পিতৃ-গৃহে শিশির-সংঘাত শিলাভল,
তাহাতে শ্ময়ন করি না হন নীতল ॥ ৫৫ ॥

হিনে টিকা, ইতি প্রসিদ্ধ ।

“চক্ষুচুড়-সুচরিত রচি বনান্তরে
গিরিবালা গান গান গদ গদ স্বরে
কিন্নর-কুমারীকুল সহচরীগণ
করুণা-কাতর হয়ে কয়ে রোদন ॥ ৫৬ ॥

“দ্রিষ্যামার শেষভাগে ক্ষণেকের তরে
নেত্র মুদি, অমনি জাগিয়ে তার পরে,
‘কোথা যাও নীলকণ্ঠ’—বলি সযোধন,
বৃথা কণ্ঠ লক্ষ্য ক’রে, কর প্রসারণ ॥ ৫৭ ॥

“অন্তর্ভামী তোমায়ে হে কহে বৃথগণ
অধীনীর ভাব জ্ঞাত নহ কি কারণ ?
শিবমূর্ত্তি লিখি উমা, বিজনেতে বসি,
ভ্রমে তারে এই কথা কহেন রূপসী ॥ ৫৮ ॥

“ভুবনেশ ভর্তা-সাভে কতই ভাবনা,
অথ কিছু উপায় না দেখি বরাননা,
আমাদের সঙ্গে, লয়ে পিতৃ-অনুমতি,
তপোবনে তপস্তায় প্রবৃত্ত পার্শ্বতী ॥ ৫৯ ॥

“সখী-হস্ত-জাত তপঃ সাক্ষী তরুণ,
সাক্ষাতে দেখহ, ফল করিছে ধারণ,
কিন্তু তাঁর মনোরথ, মহেশে আশ্রয়,
অতাপি অজুর তার দৃষ্ট নাহি হয় ॥ ৬০ ॥

“তপতাপে তনু তনু ইহাঁর নেহারি
সবীগণ নিবারিতে নায়ে নেত্র-বারি,
কবে সে হৃদ ভ দয়া করিবেন তাঁর,
ইন্দ্র-প্রায় অনাবৃষ্টি-পীড়িত সীতার ॥ ৬১ ॥

গিরিজার গূঢ় ভাবে সখী বিচক্ষণা,
বর্ণনীয় বর্ণী-প্রতি, করিলে বর্ণনা—
মনোহর গুপ্ত করি জিজ্ঞাসেন যতি,
“একথা কি সত্য, না কি বহুস্ত ভাবতী” ॥ ৬২ ॥

হস্ত-অগ্রে মুকুতিত অঙ্গুলিতে, বালা,
সমর্পণ করি ক্ষতিকেব অক্ষমালা,
বহুকণ্ঠে-বহুকাল-ব্যবহৃত কথা,
মিত ভাবে সন্ন্যাসীয়ে কাহিছেন যথা,— ॥ ৬৩ ॥

‘যা শুনিলে যোগীবর, সেই কথা সার,
টুট পদ আক্রমণে উত্তম আমার,
মামার এ তপ সে দ্রলভে পাইবারে,—
ছারি অগম্য কিছু না দেখি সংসারে’ ॥ ৬৪ ॥

‘রতি কন “ সে মহেশে ভাল জানি আমি,
জেনে শুনে পুন তুমি তার অল্পগামী ?
স্বরণ করিয়া তার অমঙ্গলে রতি,
তব আত্মকুল্যে মম নাহি যায় মতি ॥ ৬৫ ॥

“ থাকুক পদের কথা, প্রা’ য়েতে ধনি !
জাননা কি হয়-করে বলমতি ফণী ?
হে তুচ্ছ-পদার্থ-প্রিয়ে ! কেমনে সে কর,
সহিবে তোমার কর শুভহৃদয় ? ॥ ৬৬ ॥

“ ভাল-মতে মনে মনে কর বিবেচনা,
যদি এ সংগত কত হয়, স্ত্রলোচনা !
কলহংস-বিলেখিত বধূর বসন
আর গজাজিন, যাহে শোণিত বরণ ? ॥ ৬৭ ॥

“কুসুম রচিত চারু চতুঃ ভবন*
যে চরণ-অলঙ্করে রঞ্জিত সুশোভন,
শব-কেশ ক্লিপ্ত শ্মশানেতে সে চরণ !
শক্রেরো মনেতে ইহা ছিলনা কখন ॥ ৬৮ ॥

“ তব স্তন-যুগ, হরিচন্দননিধান,
ত্বিনয়ন ছদয়েতে হবে তার স্থান,
যে ছদয়ে চিতা ভস্ম চূর্ণ পূর্ণ অতি,
কেমনে অযুক্ত হেন করিবে পার্কতি ? ॥ ৬৯ ॥

“ বিবাহের আর এক দেখি ঝিড়না,
গজেক্স বাহন তব যোগ্য, বরাননা !
বুদ্ধ বৃষোপরে তোমা করি দরশন,
স্নেহানন হবে নাকি যত সাধুগণ ? ॥ ৭০ ॥

“ পিনাকীর প্রেমে পড়ি এখন হুজ্জন
লোকের শোকে’র ভাল হইল ভাজন,—
প্রথমেতে কলানাথ-কলা কাস্তিমতী,
দ্বিতীয়ে জগৎ-নেত্র-কৌবদী পার্কতী ॥ ৭১ ॥

* চক্ষুশিলান বাটী ।

“ রূপেতে বিরূপনেত্র, কুল লক্ষ্য নয়,
ধন যত দিগম্বর-ভাবে পরিচয়,
বরে, বরাননে ! যাহা চাহে জনগণে*
কিছুই কি আছে তাহা সেই ত্রিলোচনে ? ॥ ৭২ ॥

“ অতএব গরিবর এ অসৎ রতি,
কোথা সে অভাগা, কোথা তুমি ভাগ্যবতী ;
শ্মশানের শূল-নিয়ে কত সাধুজন
বেদের বিহিত বৃণ না করে স্থাপন” ॥ ৭৩ ॥

এইরূপ শুনি উমা, প্রতিকূল ভাব,
কম্পিত অধরে কোপ করেন প্রকাশ,
উপাত্ত জেহৎ রক্ত বন্ধিম নয়ন,
জগতা-কুক্ষিত করি করেন ক্ষেপণ ॥ ৭৪ ॥

উমা কন, “ স্ননিশ্চর তাঁরে না জানহ,
তাই পরমার্থ হবে হেন কথা কহ,
আলোক-সামান্য আর অচিন্ত্য কারণে
মহাত্মা-চরিতে দেব করে মৃত জেনে ॥ ৭৫ ॥

“ সম্পদের মদে, কিবা বিপদ-বারণে,
সুমনস্ক দ্রব্য সেবা হয়, ধন গণে,
জগৎ শরণা পিব, শৃঙ্খল-অভিলাষ,
আত্মার দুঃখ, ইথে তাঁর কিবা আশ ? ॥ ৭৬ ॥

“ বস্ত্রহীন হইলেও সম্পদ-কারণ,
জিভুবনপতি কিন্তু শ্মশান-ভবন,
ভীমরূপ ভীম, পুন শিব মূর্তি-ধর,
কেবা জানে তাঁর তত্ত্ব ভুবনভিতর ? ॥ ৭৭ ॥

“ ভূষণে ভূষিত, কিবা ভূজঙ্গ-ভূষণ ;
গজাজিনধারী, কিবা হুকুল-বসন,
কপালে কপাল, কিবা কলানাথ-কলা
কি মূর্তি সে বিশ্বমূর্তি নাহি যায় বলা ॥ ৭৮ ॥

* “কহা বরমতে রূপং যাতা বিত্তং পিতা ঐতম্ ।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে, জনাঃ ॥”

অসার্থ ।

কন্যা চাহে রূপ, পিতা বিত্তা, মাতা ধন ।
কটুধেরা কুল, অস্তে মিষ্টার জোজন ॥

“ সত্য বটে আছে চিত্তা ভয়বিলেপন,
সে যে শুকু তাঁর অঙ্গ করি পরশন ;
নৃত্য-অভিনয়ে চ্যুত সে চিত্তা-পরাগে
দেবগণ বিলেপন করে-শিরোভাগে ॥ ৭৯ ॥

“ মানিলাম শিবের সঙ্গল মাত্র হৃষ,
বিস্ত ঐরাবত-গামী হয় যেই বৃষ,
সেহ শিব নমি ফুল মন্ডারনিকরে,
তাঁর পদাঙ্গুলি গুলি অরুণিত করে ॥ ৮০ ॥

“ অনেক নিন্দিলে তুমি, স্বভাব বিপথ,
কিন্তু এক কথা কহিছাচ্ছ যথার্থ,
আত্মজন্ম বিধাতার যোজন কারণ,
তাঁর জন্ম কেমনেতে হবে নিন্দা-পণ ? ॥ ৮১ ॥

“ ফলে এ অববাদে কবো প্রয়োজন আর ?
তুমি যাহা জান হোক সেই কথা মার,
তাঁতে আত্মরস-বশ আমার জন্ম,—
স্বচ্ছাচারে কেবা করে কলঙ্কে ভয় ? ” ॥ ৮২ ॥
উত্তর-বিধানে পুনঃ স্মৃতি অধর
বুটু কই ভাসে সবি । নিবারণ কর,
মহাত্মা নিন্দক শুধু নহে পাপভাগী,
সেহ দোষী যেজন শ্রবণে অমরাগী ” ॥ ৮৩ ॥

গমনে চকলা বালা, বলে ‘যাই চল,’
বকল বসন তাহে হৃদয়ে চকল,
অমনি স্বরূপ ধরি মুহুঃ হস্তাধর,
ধরিলেন প্রমথেশ পার্শ্বতীর কর ॥ ৮৪ ॥

তাঁরে হে র হৈমবতী,
শীঘ্রি উঠিল সখী,
সরস শরীর অতি,
পদ নাহি পড়ে উল্টে স্থিত একেবারে,
যথা অবতোর ঘাট,
গমনে না পথ পাট,
আকুলিত নদী প্রাচ,

যাইতেও না রে বালা থাকিতেও না রে ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর কুন্ডিবাস,
কহেন যথু ভাষ,
“ আজ হতে তব দাস
তপস্রায় ক্রীত আমি হইলাম সতি ” ।

ব্রতজাত ক্রেশ যত
তখনি হইল গত,
ফলভাতে মনোমত
শ্রম-অপগমে নবভাবের সঙ্গতি ॥ ৮৬ ॥

ইতি ফলোদয় নাম পঞ্চম-সর্গ ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

অনন্তর হৈমবতী, সংগোপনে সখী-প্রতি,
আদেশিলা কহিতে ঈশানে—
“ আমারে করিতে দান, গিরিরাজ ক্ষমবান
ইহ-মাত্র রাখুন প্রমাদে ” ॥ ১ ॥

যেক্রপ বসন্ত-মুখে, মুখরা কোকিলামুখে
চূতশাখা ভাব ব্যক্ত করে,
সখী-মুখে সেইমত, প্রকাশিয়ে মনোগত,
প্রগাঢ় প্রসক্ত চিত্ত হরে ॥ ২ ॥

“ তাই হবে ” ইতি পণ, করি হর নিক্রপণ,
সম্ভাপিত উমা পরিহরি,
মহিমা মন্থারিত ঋষি সপ্তা বিগণি,
অরণ করেন অর-অরি ॥ ৩ ॥

তপস্রায় তেজস্তোম, তাহে দীপ্ত করি বোম,
অরুদ্রতী সহিত শোভন,
অরণে অমনি আসি, পুরোভাগে পরকাশি,
বহিলেন তপোদেবগণ ॥ ৪ ॥

প্রবাহ উড়লে কুলে, নিকর মন্দারকুলে,
মন্দাকিনী-নীর মনোহর,
খেলে দিগ্ হস্তিদল, মদ-গন্ধযুক্ত জল,
হেন জলে ঘোত কলেবর ॥ ৫ ॥—

মুক্তামালা উপবীত, তরুণাজি স্তম্ভোত্তিত
হেমঘর বাকল বসন,
রত্ন অক্ষমালা করে, শোভাশ্রমে শোভা করে
কিবা করতল স্তম্ভোত্তিত ? ॥ ৬ ॥—

যে মূনি-মণ্ডলহলে, ধামাইয়ে অশ্বদলে,
নমাইয়ে বধের নিশান,
হইয়ে প্রণতিপর, প্রয়াগাধ, প্রতাপক,
আজাববি উজ্জ্বলিগে চান ॥ ৭ ॥—

যাহারা কল্পের অন্তে, মহাবয়োরের দণ্ডে
শ্রান্তি দূর করিলেন কাণ্ড,
তথায় নির্ভর করি, ধরাধরা রাখিলা ধাঁড়,
আকর্ষিয়া বাহু-লতিকায় ॥ ৮ ॥—

বন্যধোনি অনন্তর, এই সপ্তকানবর.
সর্গ-শেষ করেন রচন,
তাই পুণ্যবিদগণ, বলি ধাতা পুণ্যতন,
তাহাদিগে করেন কীর্তন ॥ ৯ ॥

পূর্ক-জন্মে সুবিমল তপস্তার যত ফল
পরিণত হইল সকল,
সেই সব ফল-তোগী হইয়াও সপ্ত-যোগী
তপস্তা করেন অবিচল ॥ ১০ ॥

তাহাদের মধ্যভাগে, বিস্তৃত বিমল রাগে,
পতি-পদে অর্পিত-নয়না,
সাক্ষাৎ তপের ফল সিদ্ধি রূপা অবিরল,
অরুন্ধতী ব্রত-পরাধরা ॥ ১১ ॥

সহ সম সমাদর, দেখিলেন মহেশ্বর,
মুনিগণে সতীর সহিত,—
এই নারী অই নর, এ বিচার ভারতপন,
পূজ্য সাত্র সত্তের চরিত ॥ ১২ ॥

অরুন্ধতী-দর্শনে, বাড়িল মহেশ-মনে
গৃহিণী-গ্রহণে ইচ্ছা ভারী,—
জগতে যে কিছু ধর্ম হোম আদি যত কর্ম,
মূলমাত্র পতিব্রতা নারী ॥ ১৩ ॥

যথাধর্ম-অনুসারে গ্রহণার্থ গিরিজারে
সমুদ্রত দেখি মহেশ্বরে,
পূর্বপাপে ভীত তি, পুন অতনুর অতি
আশ্বাসের উচ্ছ্বাস অন্তরে ॥ ১৪ ॥

ঋষিগণ তার পরে, যথোচিত ভক্তি-ভরে,
পূজা করি দেব দিগম্বরে,
সাক্ষবেদ-পরায়ণ নীলকণ্ঠ-প্রতি কন,
প্রীতি বণ্টকিত কলেবরে ॥ ১৫ ॥

“ অবিবর্ত হয়ে যত, বেদাভ্যাস হৈল যত,
হুতাশনে হত অনর্গল,
তপে তপ্ত বিধিমত, তবু নহে পরিণত,
আজ্জ্বেহে পাকিল সেই ফল ॥ ১৬ ॥

“ জগতের অধীশ্বর, মানসের অগোচর,
তাঁহার মানসে পেয়ে স্থান,
আমাদের আর বল বাকী কি রহিল ফল ?
সকল হইল সমাধান ॥ ১৭ ॥

“ এ সংসারের যেই নরে তোমার স্মরণ করে
সেই হয় রত্নার্থ-প্রবর,
ব্রহ্মবীজ তুমি হব, তুমিহে বাহাবে স্মর,
তার চেয়ে কেবা ভাগ্যধর ? ॥ ১৮ ॥

“ দিনকর নিশাকর উপরেতে শোভাকর,
সত্য বটে আমাদের স্থান,
অন্ত স্মরণেতে তব, বিবু ভাহু পরাশ্রব
করি, পদ আবেদ গরীয়ান ॥ ১৯ ॥

“ তোমার আদরে অত, চরিতার্থ হয়ে সন্ত,
মানসেতে মানি বহুতর,
আপনার গুণ-যোগে সাধু-সাধুবাদ-ভোগে,
আত্মার প্রত্যয় করে নর ॥ ২০ ॥

“ তব অহুধ্যানে, নাথ ! যে স্মৃৎ হৃদয়-সাথ,
কি আর করিব নিবেদন,
তুমি এডো অন্তর্গামি, সকল দেহের স্বামি,
সকলি করিছ দরশন ॥ ২১ ॥

“ কিছু ভয় নাহি জানি, যদিও হে শূলপাণি,
দেবিতেছি সাক্ষাতে তোমাঘ,
বুদ্ধির গোচর নহ, আপন স্বরূপ কহ,
অহুগ্রহ করি এ সভায় ॥ ২২ ॥

“ এই রূপে কোনরূপ প্রকাশিছ বিশ্বরূপ !
একি মূর্তি জগৎজনন ?
না কি হে পালন-মূর্তি ধরিয়ে পাইছ ক্ষুণ্ণি,
কিবা বিশ্ব-হরণ-কারণ ? ॥ ২৩ ॥

“ অথবা হে পশুপতি ! এ প্রার্থনা স্মমহতি,
ধাক সে প্রার্থনা শুভতয়া,
স্মরিয়াছ কি কারণে, সমাগত জনগণে,
আজ্ঞাকর করিব আমরা ॥ ২৪ ॥

ইন্দুমৌলী তার পর দিতেছেন প্রত্যুত্তর,
প্রকাশিয়ে দশন-কিরণ,
যে কিরণ শুভ্রতর, ললাটস্থ সুধাকর
ক্লীণকরে করিল বর্জন ॥ ২৫ ॥—

“ জানত হে মূনিগণ ! হয়ে স্বার্থ-পরায়ণ,
প্রবৃত্তি ক্ষুরিত মম নয়,
লক্ষ্য পর-উপকার; প্রমাণ দেখহ তার,
অষ্টমূর্তি দেয় পরিচয় ॥ ২৬ ॥

“ যথা কপিঞ্জলদল, শিণাসায় সুবিমল,
জলদেবের ‘ জল দেবের ’ কয়,
সেইরূপ অরিক্ত দেবদল বিপ্রকৃত,
মন স্থানে কুমার প্রার্থয় ॥ ২৭ ॥

“ তাই হে তাপসগণ ! হইয়াছে মম মন,
গিরিজারে করিতে গ্রহণ,—
যথা যজমান-করে অরুণি শরণ করে,
হতাশন-জনন-কারণ ॥ ২৮ ॥

“ এ হেতু তোমরা ষাণ্ড, হিমালয় স্থানে চাও
পার্বত্যীয়ে আমার কারণ,—
সদাশয় সমাপ্রিয়া হয় যে সম্বন্ধক্রিয়া,
তাহে বিষয় না হয় ঘটন ॥ ২৯ ॥

“ উন্নত শেখরধর, সেই হিম গিরিবর,
প্রতিষ্ঠিত ধরি ধরা-ভার,
সম্বন্ধ তাহার সহ যোজজন কি দোষ কহ ?
বঞ্চনা না হইবে আমার ॥ ৩০ ॥

“ বা কহিবে হিমবানে ছহিতার সম্প্রদানে
প্রয়োজন শূন্ত শিক্ষা-দান,—
তোমাদের সদাচার অহুসায়ে সদাচার
গণে করে নীতির বিধান ॥ ৩১ ॥

“ পূজনীয়া অরুন্ধতী, এবিবাহ কার্যে, সভী
হউন আমারে অহুকুল,
হে হেতু একরূপ কার্য্য করিবারে অবধার্য্য
সুচতুর্য়া সীমন্তিনীকুল ॥ ৩২ ॥

“ আমার সন্দেশ লয়ে, যাও সবে হিমালয়ে
নগর ওষধিপ্রস্থ যাতে,
পুনরায় মূনিগণ ! আমদের সংমিলন
হবে মহাকোশীর প্রপাতে ॥ ৩৩ ॥

মহাযোগী মহেশ্বর পরিণয়ে অগ্রসর,
নিবধিয়ে তপস্বী নিচয়,
পরিণয়-ত্রীড়ারস তাজি যত মহাংশ
হইলেন স্বচ্ছন্দ হৃদয় ॥ ৩৪ ॥

চলিলেন মূনিদলে, অঙ্গীকার ব্যক্তহলে :
প্রণবের করি উচ্চারণ,
তথা দেব পশুপতি করিলেন স্মৃথে গতি
মহাকোশী-প্রপাত সদন ॥ ৩৫ ॥

অসী সম নীল ভাস, আকাশেতে স্তপ্রকাশ
হয়ে সপ্ত তপস্বীপ্রবর,
নগেন্দ্র-নগরে অতি সত্বরে করিলা গতি
মানসিক গতির পোশর ॥ ৩৬ ॥—

রত্নখনি ভূবি ভূবি সহিত অলকাপুরী
 তুলে আনি এ পুরি-বচনা,
 যেন স্বর্গ অতিরেক অংশ লয়ে করিলেক
 এই উপনিবাস *স্থাপনা ॥ ৩৭ ॥

পরিখা গন্ধার স্রোত, প্রাকারেতে উত স্রোত,
 প্রজলিত ওষধিনিকর,
 বৃহৎ বৃহৎ মণি-শিলা যার সাল গাণ,
 অকৃত্রিম হুর্গ মনেহির ॥ ৩৮

যথা নাই সিংহ-ভয়, স্থখে চরে করীচয়,
 বিলযোনী † যথা হয় হয়,
 গুহক কিম্বদন্তি যথানেতে পৌরজন,
 যোষা বনদেবতা নিশ্চয় ॥ ৩৯ ॥—

মনেতে সন্দেহ হয়, গরজিত মেঘচয়,
 আছে তারা শিখরেতে যুড়ে,
 কেবল তালের ঘায়, এই মাত্র বুঝা যায়,
 সুবজা বাজিছে গৃহ-চূড়ে ॥ ৪০ ॥

যথা কলতরু-প্রায় তরুচয় শোভাপায়,
 বিলোপিত অংশুক নিবহে
 গৃহ-যন্ত্র-পতাকার শোভা করে সুবিতার,
 পৌরজন-প্রয়াস-বিরহে ॥ ৪১ ॥—

যথায় ক্ষটিক হস্ত্য, সুরাপান-স্থান রম্য,
 নিশাকালে করে বলমল,
 আকাশে উদয় তারা, প্রতিবিম্বে হারাকারা,
 উপহার দেয় নিরমল ॥ ৪২ ॥

যেখানে যামিনীকালে, প্রতীপ ওষধিভালে,
 সঙ্কেতের পথ প্রকাশয়,
 তাহে অভিসারিকার নাহি থাকে অন্ধকার,
 হুদ্দিনেও হুদ্দিন উদয় ॥ ৪৩ ॥—

জরায় না জবে গাত্র, বহুসু যৌবন মাত্র,
 মার ভিন্ন মার নাহি আর,
 রতি-খন্দ সমুদ্ভূত স্থখ-নিদ্রা আবির্ভূত,
 নাহি অশ্রু নিজার সঞ্চার ॥ ৪৪ ॥—

শাভবতা-ভাব লোপ, কেবল ভামিনী-কোপ
 মনোহর তর্জনী-তর্জনে,
 ক্রকুটী-কুটিলতর, প্রেক্ষিত গুণধর,
 অমুগ্ধ-ভিক্ষু কামীজনে ॥ ৪৫ ॥—

পুরোভাগে অভিরাম স্রোতোভিত পুন্ডারাম,
 গন্ধময় সে গন্ধমাদন,
 সম্ভবক তরুগণ, পথে যার স্রোভজন,
 ছায়ে স্রুগ বিদ্যাধঃগণ ॥ ৪৬ ॥

দেখি পুরী হিমালয়, সেই দেব ধ্বজচয়
 মনে মনে করেন ভাবনা,—
 স্বর্গহেতু জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞ আর হোম
 করা মাত্র সব বিড়ম্বনা ॥ ৪৭ ॥

নগনাথ-নিকেতনে নামিছেন ঋষিগণে,
 ধারোচর উর্দ্ধদৃষ্টে চায়,
 বেগভরে জটোভার নিশ্চল অনলাকার
 চিত্রপটে যথা শোভা পায় ॥ ৪৮ ॥

যথা জল-অভ্যন্তরে পুঞ্জ ভাসু বিষ ধরে,
 সেইরূপ শাস্ত প্রভাময়,
 মুনিগণ অগ্রসর, অগ্রজ অমুজপর,
 একে একে হইলা উদয় ॥ ৪৯ ॥

র্তাহাদের পুজাতরে, অর্ঘ্যজল লয়ে করে,
 আগ্নে বাড়াইয়া গিরি ধায়,
 সে যে গুরুতার সার চরণের ভাঁরে তার
 নামাইয়া দেয় বসুধায় ॥ ৫০ ॥

* মহাকবি অবিকল এই লোকার্কে রত্নবংশের
 পঞ্চদশ সর্গে ২০ শ্লোকে নিবেশিত করিয়াছেন । এবং
 যেমন্ত কাব্যেও উজ্জয়িনী-বর্ণনে এইরূপ ভাব প্রকাশ
 করিয়াছেন, যথা
 “বলীভূতে স্তুচরিত কলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
 পৌঃ পুণ্যে হ্রতমিব দিবঃ কাস্তিমবৎ যত মেকং ॥”
 † দেবরাজের অববিশেষ ।

খাতু তাত্র শুষ্ঠাধর, অতিশয় বৃহত্তর
দেবদারু তরু ভুজ্জয়,
স্বভাবত বক্ষ তার স্নকটিন শিলাধার,
দেখামাত্র দেয় পরিচয় ॥ ৫১ ॥

যথা বিধি অনুসারে পূজা করি পূতাচারে,
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধান্ত অস্তরে,
আগে আগে নিজে গিঘে, পথ দেখাইয়ে দিয়ে,
লয়ে যান ভগ্নস্বানিকরে ॥ ৫২ ॥

বেজ্রময়* স্তম্ভাসনে বসাইয়ে মুনিগণে,
আপনি বসিয়া তার পরে,
অচলের অধীশ্বর, হয়ে কৃতাজ্জলিপব
এইরূপে ভাব ব্যক্ত করে ॥ ৫৩ ॥—

অনুদয়ে মেঘদল, বরষিত হলো জল,
ফুলবিনা ফলেব সঞ্চার,
না করিতে চিন্তা মনে, তোমাদের দরশনে
অসম্ভব সম্ভব আমার ॥ ৫৪ ॥

“বিগত হইল ভ্রম, বিজ্ঞান উদয় মম,
কাকনত লাভল অরসে,
ধরণীতে থাকি আমি হইলাম স্বর্গগামী,
তোমাদের অনুগ্রহ বশে ॥ ৫৫ ॥

আজ হতে প্রার্থীগণ, শুদ্ধ হতে আকৃষ্ট,
আমারে করিবে অবেষণ,—
পূজ্যগণ-অধ্যাসন হয় যথা সংঘটন,
তারে তীর্থ কহে জনগণ ॥ ৫৬ ॥

“অহে সপ্তদ্বিজোত্তম ! আজ হে হইল মম
শিরোভুজি দুই গজাজলে,
জাহ্নবী-প্রপাত শিরে, পদ প্রাকালন নীবে,
দ্বিতীয় প্রপাত সেই স্থলে ॥ ৫৭ ॥

“আমি দুইরূপ ধরি, অনুগ্রহ ভাগ করি
তাই হয়ে করিলে প্রদান,—
ভূত্যাভাবে এ জঙ্গম তলু নিস্তারিলে মম,
স্ববরেতে, বক্ষা করি পাদ ॥ ৫৮ ॥

আমার এ কলেবর, পরিব্যাপ্ত দিগন্তর,
বিখ্যাত বিশাল অতিশয়,
কিন্তু এই অনুগ্রহে, পরিতোষ-পরিগ্রহে,
দেই দেহে স্থান নাহি হয় ॥ ৫৯ ॥

“তোমাদের তেজোময় নিরখিয়ে মর্তিচয়,
কেবল আমার গুহাগত
তম নহে অপগত, মানসিক তম যত
এককালে সব হলো গত ॥ ৬০ ॥

“তোমরা নিপ্পৃহ-মন, সিদ্ধ সব প্রয়োজন ?
তবে এলে কোন প্রয়োজনে ?
বুঝি এই কদাচারে সুপবিত্র করিবাত্রে,
আসিয়ার এ দীন-সদনে ॥ ৬১ ॥

“তথাপি আমার প্রীতি কর কিছু অনুমতি,
তোমাদের আমি হে কিঙ্কর,—
প্রভু পরিচারী ধর্ম নাহি ঘটে বিনা কণ্ঠ,
কি করিব দাসে আজ্ঞা কর ॥ ৬২ ॥

এই আমি, এই দারা, এই কত্যা প্রাণাকারা,
মম কুলে ওহে মুনিগণ,
যদি হয় প্রয়োজন করিব হে সমর্পণ,
অন্ত ধন করি কি গণন ?” ॥ ৬৩ ॥

এই রূপ হিমালয়, করিলেন অনুদয়,
প্রজাপতি-পুত্রগণ-প্রীতি,
কিবা গুহা মুখদ্বারে প্রতিধ্বনি স্রবিতারে
দুইবার কহিলা ভারতি ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর মুনিগণ অঙ্গিরস প্রীতি কন,
প্রভাতর করিতে প্রদান,
প্রাণেয় পর্বত শ্রীতি, কহিছেন মহামতি
যিনি কথা-প্রসঙ্গে প্রদান ॥ ৬৫ ॥

*এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে পূর্বকালে
আনান্দিনের দেশে বোড়া প্রভৃতি বেরাচ্ছাধিত আস-
নের ব্যবহার ছিল ।

যা কহিলে গিরিবর ! তব সাধ্যপর,

তার চেয়ে আছে সাধা এব,—

নিজ শিখরের মত, মন তব সমুদ্রত,
মহতেই মহৎ সম্ভব । ৬৬ ॥

“তোমার স্বাবর কায়, লোকে কহে বিষু* যায়,

সেই কথা যথা সারোদ্ধার,

স্বাবর জন্ম যত, হয়ে তব কুক্ষিগত,
রহিবারে পেয়েছে আধার ॥ ৬৭ ॥

“কমল মুণালাকার সুকোমল ফণা যার,

সে ফণায় অনন্ত কখন

ধরিতে পারিত ভূমি, রসাতলে যদি ভূমি
তাহাবে না করিতে ধারণ ? ॥ ৬৮ ॥

“অবিচ্ছিন্ন, নিবমল, তব তরঙ্গিণীদল,

আর হে তোমার কীর্তিচয়,

অবারিত এ উভয় সিন্ধু উর্ধ্ববদ্ধ নয়,
পুণ্যে নিস্তারিল লোকজয় ॥ ৬৯ ॥

“বিষ্ণুপদে সমুদ্ভূত, সেহেতু গগ্নিমাযুতা

স্বরধুনী হন একবার,

তোমাতেও, উর্দ্ধশির ! জগি পুনঃ গাঙ্গিনী
মহিমার হইল প্রচার ॥ ৭০ ॥

“কদাচন নারায়ণ, ত্রিবিক্রম খ্যাত হন,

তিনপুরে চরণ বিস্তারি,

তুমি সর্বকাল তরে তিনপুরে কলেবরে
বিস্তারহ বিক্রম প্রচারি ॥ ৭১ ॥

“সুবর্ণ শেখরধর বটে মেকগিরিবর,

তব সন্নিধানে হীনমান,

যেহেতু হে স্রুজান ! যজ্ঞভাগ-ভোগিগণ
মধ্যে তব পদ বিত্তমান ॥ ৭২ ॥

“তনু হে মহামুভব ! যে কিছু কাঙ্ক্ষিত তব,

অর্পিত স্বাবর কলেবরে ;

এ জন্ম তহু তব ভক্তিরসে সদা দ্রব,

সজ্জনের আরাধনা তরে ॥ ৭৩ ॥

“তন, ধেই কার্য্য ছিলে, আগমন এই স্থলে,

তোমারি সে কার্য্য হিমাচল !

শ্রেয়ঃ কার্য্য মতিমান ! উপদেশ সম্ভাদান
এই মাত্র আম'দের ফল ॥ ৭৪ ॥

“অগিমাধি গুণ ময়, অস্ত্রে নাহি পরশয়

ঈশশব্দ, সেই শব্দ-ধর,

জলাটফলকে যার প্রভাপুঞ্জ অনিবার

প্রকাশিছে অঙ্গিস্থধাকর ॥ ৭৫ ॥—

“তুরঙ্গ যেরূপ পথে আকর্ষণ করে রথে

সেইভাবে কবিতা ধারণ,

পরস্পর সংযোগিনী শুভমুর্তি দ্বারা যিনি

বিশ্বভার করেন বহন ॥ ৭৬ ॥

“যেই দেবে যোগিগণ করে সদা অবেষণ,

যিনি স্থিত অস্তুর অস্তুরে,

যাহারে মনীষিচয় পুনর্জন্ম জাত ভয়

বারণ-কারণ খ্যাত করে ॥ ৭৭ ॥—

“বিশ্বকার্য্য সমুদয় সাক্ষী সেই বিশ্বময়,

সকল কামনা পূর্ণকারী,

আমাদের প্রবচনে, বাসনা করেন মনে

বরিবারে তোনার কুমারী ॥ ৭৮ ॥

“গিরিশে গিরিজা-দান, উচিত হে মতিমান !

বাক্যে যথা অর্থের অর্থ,

যেহেতু উত্তমবরে বজ্রাসমর্পণ পরে,

ক্ষোভশূন্য পিতার হৃদয় ॥ ৭৯ ॥

“ওহে গিরি পুণ্যবান ! হরে করি কল্পা দান,

চরাচরে দানকর মাতা,

যে হেতু সে পুরহর, জগৎস্থ চরাচর

সকল জীবের অন্নদাতা ॥ ৮০ ॥

“বন্দারকবুল হরে, প্রণাম কবিতা পরে

উমাগদ করুন বন্দন,

অবনী-নৃপ-কালে চূড়ামণি ছটাঝালে

রঞ্জন করুন শ্রীচরণ ॥ ৮১ ॥

* “হাবরাণাং হিমালয়ঃ” ইতি গীতাবচনম্

“এ বিবাহ শোভাকর, উমা বধু, শিব বর,
দান কর্তা তুমি হিমাগয়,
আমরা যাচক তায়, তব কুল প্রতিভায়
উচ্ছ্বাসিত হইবে নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥

“স্তবনীয় নাহি যার স্তুয়মান সবাঁকার,
পূজ্যাহীন কিন্তু পূজ্যধর,
তীরে দিগে জনয়ারে, বিশ্বগুরু বলে যারে
তীর গুরু হও হে ভূধর ॥ ৮৩ ॥

দেবঋষিগণ মুখে এট কথা শুনি স্নেহে,
পিতাপার্শ্বে অধোমুখে সতী,
লীলাশতদল-দল গণনায়, কতুহল
সংগোপন কবেন পার্শ্বতী ॥ ৮৪ ॥

যদিও সম্পূর্ণকাম, তবু গিরি গুণধাম
মেনকার মুখ-পানে চান,—
কন্তাকার্য্য-প্রয়োজনে প্রায় দেখি গৃহিগণে
গৃহিণীর বিধান প্রধান ॥ ৮৫ ॥

মহীধর মনোগত অভিমতে দেন মত
যেনকা মহিষী চাক্ষুসতি,—
পতি-মতে অনুমতা সদাকাল পতিব্রতা
অনুমতা নন যত সতী ॥ ৮৬ ॥

মুনিবাক্য-অনন্তর এই যোগ্য তুহুস্তর,
গিরিবর মনে অহুমানি,
কহিছেন মহামতি, মঙ্গল-মণ্ডনবতী
নন্দিনীর ধরি ছুটি পানি ॥ ৮৭ ॥

“শুন মা কল্যাণি কন্তে ! বিশ্ববীজ বিভূজন্তে
তব কর ভিক্ষার উদ্দেশে
সমাগত মুনিগণ, তাহে যম উপার্জন
গৃহমেধি-ফল-সবিশেষে ॥ ৮৮ ॥

জনয়ারে এইমত সন্তুষ্টিয়ে হিমবত
ঋষিগণে কহেন তখন,
“ত্রিলোচন সীমন্তিনী, তোমাদের পদ ইনি
বন্দিছেন করুন ঈক্ষণ ॥ ৮৯ ॥

ইষ্টকার্য্যে নিষ্ঠমতি অদ্রি অধিপতি-প্রতি
সাধুবাদ দিগে মুনিগণ,
সাক্ষাৎ সুফলযুক্ত, পার্শ্বতীর প্রতি উক্ত
করিলেন আশিষ্ বচন ॥ ৯০ ॥

প্রণতি করিতে ভ্রংশ হলো হেম অবতংস
নগেন্দ্র-নন্দিনী শ্রুতিমূলে,
নম্রমুখী লজ্জাভরে, পার্শ্বতীরে সমাদরে
অরুন্ধতী কোলে লন তুলে ॥ ৯১ ॥

গিরীন্দ্র-গেহিনী তবে, ছহিতা-বিরহ হবে
ভাবি ভীতা, স্নেহে অশ্রুমুখী ;
সতিনীর নাহি ভয়, বর তাহে মৃত্যুঞ্জয় ;
গুণচয় ভাবি পুনঃ স্মৃখী ॥ ৯২ ॥

হরবন্ধু সেইক্ষণে চীরবাস ঋষিগণে
জিজ্ঞাসেন কবে কার্য্য হবে,
পরিগতে দিনত্রয় হইবেক পরিণয়,
এত বলি চলিলেন সবে ॥ ৯৩ ॥

মুনিগণ হিমাগয়ে এইরূপ বলে কয়ে
উপনীত মহেশের পাশে,
“সিদ্ধ তব প্রয়োজন,” করি এই নিবেদন
শিবে ত্যজি উষ্ণিগা আকাশে ॥ ৯৪ ॥

উমাসমাগম ভাবেতে বিষম চঞ্চল হইল মতি,
সেই তিন দিন, অতি ক্রেশাধীন,

যাপিলেন পশুপতি,
স্বর পরবশ অবশমানস, কিনা হয় অন্ত নয়ে ?
ইঞ্জিয়-নিগ্রহ কুশল বিগ্রহ এভাবে
পরশে হরে ॥ ৯৫ ॥

ইতি উমা-প্রদান নাম ষষ্ঠসর্গ)

সপ্তম সর্গ ।

অনন্তর সিঁতপক্ষে, অচল ঈশ্বর,
হুল্লংঘ যামিত্র-লগ্নে তিথি শুভকর,
সহিত কুটুম্বগণ- স্ততার বিবাহ,
দীক্ষাবিধি, বধাবিধি করেন নির্বাহ ॥ ১ ॥

বিবাহ বিহিত যত আনন্দ মঙ্গলে,
গৃহে গৃহে ব্যস্ত পুত্র-পুত্রক সফলে,—
হিমালয়-অনুরাগে হেন ব্যবহার,
অন্তঃপুর সহ যেন এক পরিবার ॥ ২ ॥

মন্দারকুসুম রাজপথ বিখচিত,
চীনের শাটিনে যত নিশান রচিত,
কাঞ্চন তোরণগণ বিশেষে বিভাস,
স্বর্গসম গিরিপূরী পাইল প্রকাশ ॥ ৩ ॥

থাকিতে অনেক পুত্র আর কন্তাগণ,
এক উমা, পুনর্জাত যেন হারাদন,
নিকটে বিবাহ তার, যাবে পর ঘরে,
মাতাপিতা-প্রাপসম হলো তার তরে ॥ ৪ ॥

জনাভাত, আলীর্বাদ করিয়া উমারে,
কোলে লয়ে সাজাইয়ে দিল অলঙ্কারে ;
গোত্রের* গোত্রজগণে, থাকিতে সন্তান,
উমামাত্র লইলেন রেহের নিধান ॥ ৫ ॥

তৃতীয় মুহূর্ত্তে ভান্ন করিলে প্রবেশ,
উত্তর কান্ত্যগৃহে ঘাইলে বিশেষ,
কুটুম্বকামিনী যত কুটুম্বনিগণ †
করিতে লাগিল উমাদেহ-প্রসাধন ॥ ৬ ॥

* পর্কত ।

† পতি পুত্রবতী স্ত্রী । বিবাহাদি কার্যে বিধবা এবং
বধ্যাপনের সংসর্গতা এইক্ষেণেও দৃশ্যগায় ।

দূর্কাদল সহ রাজী-রাজী বিরাজিত,
চেন চেলী উমাদেহে করিল সজ্জিত,
সকল শরীরে সজ্জা শেষ হলে পর,
শৈলাস্থতা করাস্বজ্ঞে ধরিলেন শর ॥ ৭ ॥

বিবাহ-বিহিত সেই সুশোভন শরে,
হইল অপূর্ণ শোভা পার্শ্বতীর করে,—
যে রূপ অসিত পক্ষ হইল অন্তর,
দিনকর-করে সন্দীপিত-সুধাকর ॥ ৮ ॥

লে প্রচূর্ণে তৈল উঠাইয়া কলেবরে,
ঈষৎ নীরস কালাগুরু দিল পরে,
অভিষেক উপযুক্ত বাস পরাইয়া,
চতুষ্ক-গৃহেতে তাঁরে বসাইল নিয়া ॥ ৯ ॥

মরকত-শিলাময় সেই স্নান-ঘরে,
চাঞ্চিধারে মুকুতারঝারা শোভা করে,
কনক কলসী তুলে নমাইয়া শিরে,
শুভ বাতনাদে নাহাইল পার্শ্বতীরে ॥ ১০ ॥

সুমনস্কলমানে সুপবিত্র কলেবরা,
বিবাহ-বিহিত চাক্র শুভবাসধরা,
নির্নাদিত নীরধর-নীর-জাত-কালে,
বিনদ বিভায় যথা বজ্রধা বিকাশে ॥ ১১ ॥

মণিময় শুভচাচি, তাহার উপরে,
চিকণিয়া চন্দ্রাতপ চক্ মক্ করে,
এ হেন মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র আসনে,
উমা কোলে করি নিল পহিত্রতাগণে ॥ ১২ ॥

পূর্বমুখী করি তাঁরে বসাইয়ে পরে,
পূর্বভাগে উপবিষ্ট প্রজ্ঞানিবরে,
স্বাভাবিক শোভা হেরি মজিল নয়ন,
প্রসাধনে বিলম্ব করিল কিছুক্ষণ ॥ ১৩ ॥

ধূপযোগে আভিভাব শুভায়ে বিশেষে,
কুসুম কলিত তাঁর কমনায় কেশে,
দূর্কাদল যুক্ত মধু পুষ্প-মালিকায়,
অপরূপ সাজাইল গিরি-বালিকায় ॥ ১৪ ॥

গৌরী-গৌর দেহ মাজি অগুরুচন্দ্র,
গৌরচনা পত্রাবলী করিল লিখন,—
শোভায় হারায় যত সুরত-রঙ্গিণী,
যথাক পুণিনয়ন সুর-তরঙ্গিণী ॥ ১৫ ॥

কি আর উপমা দিব, নাতিক উপমা,
মেঘলেখা সহ যথা চমকে চন্দ্রমা,
কিবা কমলেতে লগ্ন যত মধুলোভা,
জিনিয়া অলকাযুক্ত উমামুখ-শোভা ॥ ১৬ ॥

লোঞ্চে সুরঞ্জিত চাকু কপাল-ফলক,
তাহে গৌরচনা-চিত্র দিতেছে ঝলক,
তাহে কাছে শ্রুতিপুটে যবের অঙ্কুর,
আখি-আকর্ষণে শোভা বিশেষ চতুর ॥ ১৭ ॥

সিক্ত সিক্তে নিরমল অধরোষ্ঠ রাজে,
বিলেখিত রেখা চাকু তাহাদের মাজে,
কি আর বর্ণিব শোভা, বার বার ক্ষুরে,
হবে বলি সে লাবণ্য সফল অদূরে ॥ ১৮ ॥

অলক্ত-রঞ্জন করি আরক্ত চরণে,
আশীর্বাদ করে সখী রহস্যবন্ধনে,—
“ইথে প্রহারিণ্ড পতি-শির-শশিকলা,”
তনি তার ফুল-হারে প্রহারে বিমলা ॥ ১৯ ॥

সুজাত উৎপলদল সুন্দর-নয়নে
নিরখি নিরখি সখী শোভে কালাঞ্জে,—
সে কেবল সুমঙ্গল কার্যের আচারে,
নেত্রনিভা কজ্জলে কি বাড়াইতে পারে ? ॥ ২০ ॥

আভরণ প্রসাধন সমাপন পরে
তনুরাজী প্রভাপুঞ্জ পরকাশুকরে,
কুসুমিত লতা, কিবা জ্যোতির্ময়ী নিশা,
অথবা বিহঙ্গযুক্ত তটিনী সদৃশা ॥ ২১ ॥

মুকুরেতে চাকুবশে করি বিলোকন,
চকিত হৃগিত হলো উমার নয়ন,
চঞ্চল হইল চিত হেরিতে মহেশ,—
পতি নিরুখিলে, গিদ পনিবার বেশ ॥ ২২ ॥

মঙ্গলার মঙ্গলে মেনকা মগ্না হয়ে,
অঙ্গুলে হিঙ্গুল আর হরিতাল লয়ে,
উন্নত করিবে কর্ণ ফুলসুত্রে,
বিবাহ-তিলক চাকু লিখিতেছে স্তখে ॥ ২৩ ॥

উমাস্তনোভেদ*সহ বরু মনোরথ,
অত সেই মনোরথ প্রাপ্ত-নিকুপথ,
বিলোকিত নহে কিছু পলকাক্ষতরে—
কোন মতে ললাটে তিলক লিপি করে ॥ ২৪ ॥

আনন্দের অশ্রুধারা নয়নেতে ক্ষরে,
উর্গাময় সূত্র রাগী বাঁধে স্থানান্তরে—
আসিয়া উমার খাত্তী কোতুক অন্তরে
যথাস্থানে কোতুক* বাঁধিল তার পরে ॥ ২৫ ॥

যথা কেনপুঞ্জে ক্ষীরোদের তীরে ভাতি,
শরৎ সময়ে যথা পূর্ণিমার বাতি,
সেইরূপ উমাদেহে নবগুণবাস,
মুকুর-ফলকে প্রভা করিল প্রকাশ ॥ ২৬ ॥

উপদেশে স্থনিপণ মেনা পুণ্যবতী,
অনুমতি লয়ে তাঁর কল্যাণী পার্শ্বতী,
কুলদেবগণে পূজি, করিয়া প্রণতি,
ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন যত সব সতী ॥ ২৭ ॥

প্রণতা পার্শ্বতী-প্রতি কহে সতীচয়,
“প্রাপ্ত হও অখণ্ডিত পতির প্রেম”
সিদ্ধজন আশীর্বাদ অতিক্রম করি,
পতি-অর্দ্ধ অঙ্গ উমা পরে লন হরি ॥ ২৮ ॥

আপন বিভব আর ইচ্ছা অনুসার
যথাবিধি কার্য্য সব করি হস্তিতার,
কৃত্তি আর সভা গিরি, বৃথগণে লয়ে,
বহিলেন বৃথবজ-উদয় আশয়ে ॥ ২৯ ॥

* এতদ্বারা পূর্বকালে বয়সী হইবার পরে কস্তা-
দানের স্থনিয়ম ছিল, ইহাই সপ্নমাপ হইতেছে ।

বিবাহ-সূত্র ।

সেইকালে অরূপ, কৈলাস-সমাজ,
হইতেছে বিবাহ বিহিত-বর-সাজ,
সমাদরে মাতৃগণ* ন'না আভরণ,
পুরশান্তা-পুরোভাগে করেন স্থাপন ॥ ৩০ ॥

মাতৃগণ গৌরবার্ষ কৈলাস-ঈশ্বর,
পরিশ্রী মাত্র সেই ভূবনিকর,
আত্মবেশে রহিলেন, অথচ সে বেশ,
অন্তভাবে লোক প্রীতি দেখান মহেশ ॥ ৩১ ॥

ভয়—ভাগবত—হলো সিত অঙ্গরাগ,
কপাল কিরীট রূপে শোভে শিরোভাগ,
যোচনা অঙ্কিত পট্টিযুক্ত পটবাস,
গজাজিন সেই শোভা করিলে প্রকাশ ॥ ৩২ ॥

ললাটের মধ্যভাগে লোল বিলোচন,
বিমল পিঙ্গল তারা তাহাতে শোভন—
যথাস্থানে হরিতালে যেন সুসজ্জিত—
হইয়াছে বিবাহের তিলক-লাঞ্জিত ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গে অঙ্গে বলরিত ভূঙ্গ-নিচয়,
মণিময় আভরণ-শোভা প্রকাশয়—
কেবল করিল নিজ বপু ভিন্নাকার,
স্বভাবতঃ কণাচয় মণির আধার ॥ ৩৪ ॥

হরশিরে বালশশি-শোভা চমৎকার,
স্বর ছেছু দৃষ্ট নহে কলঙ্ক তাহার,
নিবসেও হয় যাহে দীপ্তি নিঃসরণ,
হেন চূড়ামণি সম্বন্ধে, অস্ত্রে প্রয়োজন ? ॥ ৩৫ ॥

যিনি মাত্র সমুদয় অদ্ভুত-প্রভব,
বাহার প্রভাবে শ্রেষ্ঠ বেশের উদ্ভব,
অসী আনি ধরিলেক অচূচরগণ,
তাহে যিনি নিজ রূপ করেন ঈক্ষণ ৩৬ ॥

* “ব্রাহ্মীচ বৈষ্ণবী চৈত্রী রৌদ্রী বারাহিকী তথা
কৌবক্রিচৈব কৌমারি মাতর্য সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥

মতান্তরে ইন্দ্রাণির সংখ্যা অষ্ট-বিধ, যথা, ব্রাহ্মী,
মাহেশ্বরী, ঈশ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারি, কৌষেয়ী
অথবা চারিও এবং চারিও ॥

হরের অঙ্গে করে ইহার শয়ন ॥ ৩৫ ॥

ভক্তিভরে করে ব্রহ্ম সংস্কৃতি কায়—
পরিসর পৃষ্ঠ ব্যাঘ্র-চর্ম্মারূত তায়—
নন্দীকরে ভর রাশি ব্রহ্মবাহন,
কৈলাস আরোহি যেন করেন গমন ॥ ৩৭ ॥

বাহনের গতি-ভঙ্গে কম্পিত কুণ্ডলে,
শিবের পশ্চাতে যান মাতৃকা সকলে,—
লোহিত পরাগ মুখ ময়ূখমণ্ডল,
আকাশে ফুটিল কিবা অমল কমল ॥ ৩৮ ॥

পুরোভাগে মাতৃগণ-কনক-বরণ,
যেন আগে আগে শোভে ক্ষণপ্রভাগণ—
বলাকা-বলিত নব নীল কাদম্বিনী,
তাহাদের পাছে যান কালী কপালিনী ॥ ৩৯ ॥

মহেশ্বর আগভাগে চলে ভূতগণ,
বাজাইয়ে সুমঙ্গল বিবিধ বাজন,—
রথোপরে উঠি বাজ দেবদলে কয়
সদাশিব-সেবনের এই ত সময় ॥ ৪০ ॥

বিধ্বংস-বিবর্তিত নব আতপত,
সূর্য্য আসি শিব-শিরে ধরে সেই ছত,
ঝুলিছে ঝালর তায় ঝল মল ছবী,
হর-উত্তমাদে যথা পতিত জাহ্নবী ॥ ৪১ ॥

মুষ্টিমতী জাহ্নবী যমুনা হইলেন
আভতোষে ভূবিচেন চাপর ব্যজনেন,
যদিও নাহিক আর রূপ জলময়
ময়াল আবলী দেয় যথা পরিচয় ॥ ৪২ ॥

সাক্ষাৎ বিবিধ আর ত্রীবৎস-লাঞ্জন
আসি তথা করিলেন বিজয় বাচন,—
হতাশনে তেজ যথা বৃদ্ধি করে হবি,
মহিমা বাড়ান তাঁর কৃষ্ণ আর কবি ॥ ৪৩ ॥

তিনভাগে বিভাজিত একই আকার,
গুরুলঘু ইথে কিবা সম্বন্ধ বিচার ?
কভু হর, কভু হরি, কভু কমলজ,
পরস্পর তিনজন অদ্ভুত অপ্রভ ॥ ৪৪ ॥

৩৩ ৥

আড়ম্বর পরিহরি, ইজ্ঞে আগে লয়ে,
ধরিয়ে বিনীত বেশ লোকপালচয়ে,
নন্দীরে ইঙ্গিতে কহে স্ব স্ব অভিমত,
প্রদর্শিত পরে সবে প্রাজলি প্রণত ॥ ৪৫ ॥

বিধি সম্ভাষিলা শিব শির-সঞ্চালনে,
বাক্য-যোগে সম্ভাষণ সরোজাক্ষ-সনে,
মৃদুহাস্য-যোগে শচীনাথে সম্ভাষণ,
অপর দেবতা প্রতি করি বিলোকন ॥ ৪৬ ॥

পুরোভাগে সপ্তঋষি আসি তার পরে,
জয়শব্দে আশীর্বাদ করিলেন হরে,
মৃদু হাসি কন শিব “এ বিবাহযোগে,
ভোমানের বরণ করেছি আমি আগে” ॥ ৪৭ ॥
অগ্রে লয়ে বিবাহবহু—প্রবীণ বীণায়,
ত্রিপুর-বিজয় গীত গন্ধর্বেরা গায়,
স্বাস্ত ঝাঁঝ স্বাস্ত নয় তমোশুণ্ডভরে,
চলিলেন চন্দ্রচূড় নগেন্দ্র-নগরে ॥ ৪৮ ॥

চাক্রগতি বুঝবর অম্বর-উপরে,
কণক কিকিণী রিগি ঝিনি রব করে,
ঘন ঘন নাড়ে শৃঙ্গ উত্থোত ঘনে,
যেন পঙ্ক লাগিয়াছে আড়লী-খননে ॥ ৪৯ ॥

পর্ষতেশ-প্রপালিত, প্রাপ্য নহে পরে,
হেন পুরী বৃষড পাইল ক্ষণপরে,
কিবা হেমহুত্র হর-কটাক্ষ-পতন,
তাহাতে পড়িল গাঁথা গিরিনিকেতন ॥ ৫০ ॥

তার উপকণ্ঠে, ঘন নীলকণ্ঠধরে,
পূর্ববাসিগণ বেখে উপস্থক অন্তরে,
স্বশর চিহ্নিত শূভ্রপথ পরিহরি,
নামিলেন ভবদেব ভূমির উপরি ॥ ৫১ ॥

হর আগমনে মনে হরষিত হয়ে,
অগ্রসর গিরিবর বন্ধুগণ লয়ে—
করিযুখে আরোহিত সবে স্নানজিমান,
কুসুমিত তরুণ কটক * সমান ॥ ৫২ ॥

দেবদল, আর যত গিরীজ বান্ধব,
পূর্ব * প্রবেশিছে দূরে প্রচারিয়ে রব,
উদ্যোতিত দ্বারে ছইদলের মিলন—
সেতু-ভঞ্জে ছই পয়ঃ প্রবাহ যেমন ॥ ৫৩ ॥

ত্রিলোকের পূজ্য শিব করেন প্রণাম,
লজ্জিত হইল তাহে গিরি শুণগ্রাম ;
না জানিল তার পূর্বে স্বীয় শিরোদেশ
মহেশ-মহিমা অগ্রে প্রণত বিশেষ ॥ ৫৪ ॥
প্রীতি-ভরে প্রকুল্লিত বদনমণ্ডল,
জামাতার আগে আগে, চলে হিমাচল,
পণে-বাথিকার পথে আশুল-ফ-প্রমাণ,
পুষ্প বরষিয়ে পুরে প্রবেশে ধামান ॥ ৫৫ ॥

সেইক্ষণে পুরাঙ্গনা যত মদালসা—
হর-দরশনে মনে ললিত লালসা,
পরিহরি অত্র কার্যা-চেষ্টা সমুদয়,
প্রাসাদে প্রাসাদে গিয়ে ছইল-উদয় ॥ ৫৬ ॥

জালনায়াং দ্রুতপদে গমনে চঞ্চলা,
বিযুক্ত বন্ধন মালা, বিযুক্ত কুন্তলা—
বাধিতে বিনোদ বেণী নাহি অবকাশ,—
কোন ধনী ধায় করে ধরি কেশপাশ ॥ ৫৭ ॥

* এই শ্লোক দুইতে ৭০ শ্লোক পর্যন্ত পুরী অর্থাৎ নগর এবং তৎপরে অটালিকা বর্ণিত হইয়াছে। মুসল-মানদিগের স্থানে যে আবাদিগের পূর্ব পুরুষেরা আধুনিক নিয়মে নগর এবং প্রাসাদাদি নির্মাণ করিতে শিক্ষা করেন নাই এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। কেহ কেহ কহেন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাটী বিভক্ত করিতে জানিতেন না, মুসলমানদিগের নিকটে ইহা শিক্ষা করেন, একথা অমূলক।

† জাল শব্দে জাল্লাকে বুঝায়, অন্তপুরের জাল্লা পূর্বকালে কি ইয়ুরোপে কি আসিয়াখণ্ডের সভ্য জাতি দিগের মধ্যে ধাতু, কাষ্ঠ, প্রভৃতি, অথবা ইষ্টকে বিরচিত জালদ্বারা আবৃত হইত এই জুই জালশব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। জাল্লা শব্দ বোধ হয় জাল-শব্দের অপভ্রংশ।

প্রসাধিকা কারো পদে আলতা পরায়,
জেন না হতে শেষ, টেনে নিয়ে তায়,
পল্লগতি তাজি, বেগে বাতায়নে চলে,
ইপদ দ্রব-রাগে দাগে গৃহতলে ॥ ৫৮ ॥

মপরা দক্ষিণনেত্রে রঞ্জিয়ে অঞ্জন,
স রাগে বঞ্চিত করি বাম বিলোচন,
জনের তুলী করে করিয়া ধারণ,
তায়ন সন্নিধানে করিল গমন ॥ ৫৯ ॥

শান্তরে অশ্রা করে কটাক্ষ-চালনা,
কল গমন ভরে চলিতে চেলনা,
বি-স্থানে করে ধরি রাখিতেছে বাস,
তি মধ্যে কঙ্কণের প্রতিভা-প্রকাশ ॥ ৬০ ॥

কি গাঁথা না হইতে রতন-রসনা,
ঠিয়ে ধাইল ছুটে কোন বরাননা—
যি পায় মণিযুক্তা যেতেছে পড়িয়ে—
হিল গাঁধন-স্বতা অঙ্গুষ্ঠে জড়িয়ে ॥ ৬১ ॥

ধুগক-স্বরভিত সে মুখনিকর,
কোতুলযুক্ত নয়ন-দ্রবর,
তায়ন-আয়তনে স্থান নাহি আর,
স সহস্রদল-কমল-আধার ॥ ৬২ ॥

নকালে রাজপথ-প্রাপ্ত জিলোচন,
পুঞ্জ পতাকায় ভূষিতে তোরণ,
বাদীপ্ত চূড়ায়, প্রাসাদ-উপরে,
রো দীপ্ত হলো হরশির-শশিকরে ॥ ৬৩ ॥

বস্ত্র জ্ঞান-বিরহিত বামাগণে
ই মাত্র রূপ পান করিছে নয়নে,
ল ইন্দ্রিয় যেন একত্র হইয়ে,
বেশিল ত'হাদের নয়নেতে গিয়ে ॥ ৬৪ ॥

হ “ধত্ত ধত্ত কোমলাক্সী অপর্ণাবে,
ন বুঝি রত ঘোর তপস্যা আচারে,—
হরের দাসী হলে সার্থক জীবন,
সবের অঙ্কে হবে ইহার শয়ন ॥ ৬৫ ॥

“স্পৃহণীয় এই হুট রূপের আকর,
যদি না করিত বিধিযুক্ত পরস্পর,
তবে এ উভয় রূপ বিধান কারণ
বৎসল হইত সব বিধির যতন ॥ ৬৬ ॥

কে বলে হরের কোপে দহিল মদন ?
এ আকারে কোপোদয় না হয় কখন,—
রূপ নিরপিয়ে লজ্জাবশে কুলশর,
আপনা আপনি তাজিয়াছে কলেবর ॥ ৬৭ ॥

শুনিলো সজনি আজি একি ভাগ্যোদয়,
মহীধর-মনোরথ দিক্ সন্মুদয়,
কতই উন্নতি, শিরে ধরনী ধরিয়া,
উন্নতির শেষ, হবে জামাই করিয়া” ॥ ৬৮ ॥

এইরূপ গিরি-পুরাঙ্গণাগণ-মুখে,
শ্রুতি-সুধকরী কথা শুনি, শিব স্মৃখে,
কেয়ুবচুর্গিত লাজে সমাকীর্ণ দেশ,
হিমালয় নিলয়েতে করিলা প্রবেশ ॥ ৬৯ ॥

শারদ-নীরদশুভ্র বৃষ পরিহারি,
হরি-কর ধরি অবতীর্ণ যেন হরি*
অগ্রে প্রবেশিলে পরে সরোজ-জ্ঞান,
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যান দেব ত্রিলোচন ॥ ৭০ ॥

পরে ইজ্ঞে আগে লয়ে দেবতাসকল,
সপ্ত ঋষিপূর্ব যান মহামুনিদল,
তার পরে শিবগণ গিরি-গৃহে গত,
শুভকর্ম-পরে পরমার্থ-পুঞ্জ-যত ॥ ৭১ ॥

যথা বিধি মহেশ করিলে অধিষ্ঠান,
রত্নযুক্ত অর্ঘ্য গিরি করেন প্রদান,
মধুপর্ক আর নব দ্রুকুল বসন
মন্ত্রপুত পরে হর করেন গ্রহণ ॥ ৭২ ॥

চেলী পরাইয়ে, পুরচারী সুবিনত,
বধু-সন্নিধানে বয়ে করিল বিনীত,—
ক্ষুট ফেনরাজিযুক্ত সমুদ্র সমান
নব শশি-করে গত বেলা সন্নিধান ॥ ৭৩ ॥

সমুজ্জ্বল কাঙ্ক্ষিত উমাত্তমোদয়,
প্রফুল্ল করিল হর-কুমুদনয়ন,—
নিরমল জলপ্রায় প্রসন্ন হৃদয়
উমা-আবির্ভাবে যেন শরদ উদয় ॥ ৭৪ ॥

পরস্পর দরশনে স্তম্ভিত হইত,
বাসনা প্রবল কিন্তু চপল চকিত,
কণ্ঠে স্থির ভয় কণ্ঠে রহিতে না পারি,
লজ্জাভরে অমনি নুদিত চক্ষু চারি ॥ ৭৫ ॥

হর-ডরে স্বর আর প্রকাশিতে নাহে,
উমার শরীরে বহে প্রাজ্ঞ আকারে,
আরক্ত অঙ্গুলে তার অঙ্গুর সঞ্চরে
গিরিদত্ত কর হর ধরেন স্বকরে ॥ ৭৬ ॥

উমান্নেহে যোমাবলী শীহরিল রসে,
শিবের অঙ্গুলী স্থির সে স্তম্ভপরশে,—
অতম্বর আবির্ভাব সমান বিভাগে
বধু আর বরে বিভাজিত অম্বরগে ॥ ৭৭ ॥

অস্ত্র বরবধুগণ-বিবাহ-সময়
যাহাদের উদয়েতে শোভার উদয়,
সেই শিব শিবা, বর বধু বেশধারী.
হেন শোভা ননোলোভা বর্ণিতে কি পারি ? ॥ ৭৮ ॥

প্রজলিত হতাশন সঙ্গরত জালে
কিবা বিভা, বরবধু-প্রদক্ষিণকালে,—
দিবা বিভাবরী যেন সংমিলিত কায়
অমরক বেটন করি ঘুরে ঘুরে যায় ॥ ৭৯ ॥

নিম্নলিত আশি, পরশন সুখভয়ে,
তিনবার পতিগত্বী প্রদক্ষিণ-পরে,
পুরোহিত-হিত উমা, জলিত জলনে
লাজাজলি বিমোচন করেন সেক্ষণে ॥ ৮০ ॥

অঙ্গু-উপদেশে গোবী, গন্ধে বিমোহন
লাজাজলি-ধূম, মুখে করেন গ্রহণ,—
শিখা বিসর্পিয়ে তাঁর কপোলফলকে
কর্ণ-ইন্দীবর-শোভা অর্পিল পলকে ॥ ৮১ ॥

বিবাহ-বিহিত সেই ধূম সমাকুলে
যবাক্ষর কপূর্ণর ম্লান প্রতিমূলে,
আঁপ হতে বিগলিত দলিত অঞ্জন
অরুণ আশ্বিন গণ্ড করিল রঞ্জন ॥ ৮২ ॥

পুরোহিত কন, “কন্তো করগো শ্রবণ,
তব বিবাহের সাক্ষী এই হতাশন,
অতএব ভর্তাসহ, না করি বিচার,
করিবে গো যথাবৎ ধর্মের আচার” ॥ ৮৩ ॥

অপাঙ্গ-সমাপবর্তী শ্রবণে ভবানী
গ্রহণ করেন সেই পুরোধার বাণী—
নিদাঘের তাপে তপ্ত যথা বসুন্ধরা
প্রথম পয়োদ-জলে নিষ্ক কলেবরা ॥ ৮৪ ॥

নিগ্র্য পতি নীলকণ্ঠ, প্রিয়দরশন,
কহিলেন “ক্রবতারা কর বিলোকন—
মুখতুলে লজ্জাভরে ক্ষীণস্বরে তারা
কোনমতে কহিলেন “দেখিলাম তারা” ॥ ৮৫ ॥

বিধি-বিজ্ঞ পুরোহিত বিধি সমাশ্রিয়া
সমাপ্ত করিলে পরে পরিণয়-ক্রিয়া,
প্রজাপুত্র-মাতাপিতা, উমা, উমাপতি
পদ্মাসন-স্থিত পিতামহে করে নতি ॥ ৮৬ ॥

বধুপ্রতি আশীর্বাদ করেন বিধাতা,
হুগুমা কল্যাণি, বীর সন্তানের মাতা
যদিও বিধাতা হন বাক্যের ক্ষেত্র
হর-আশীর্বাদে তাঁর না সরিল স্বর ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর বধু বর বাসি সিংহাসনে—
ইচ্ছনীয় লোকাচার-পালন-কারণে—
কুসুম ঋচিত চতুঃস্র বেন্দী-পরে
রোগণ করেন ত্রৈব বর লয়ে করে ॥ ৮৮ ॥

আয়ত মৃণাল দণ্ড, দল-অন্তরালে
সুশোভিত নিকরাশীকর সূতামালে,
হেন শতপত্র-আতপত্র বরে করি
কমলা ধরিলা বর বধু শিকোপরি ॥ ৮৯ ॥

সংস্কৃত পুত্ৰ বটে, সংস্কৃত বাণী
বিধিমতে বিনাইয়া তুনিছেন বাণী,
বধুর মধুর ভাবে মধু রসান্ধিত
প্রকৃতি-সুশভ কথা কহেন প্রাকৃত ॥২০॥

বিকসিত রক্তিম চাকু অঙ্গ-ভঙ্গে,
রসান্তরে রাগান্তর বাঁধিয়ে সুরঙ্গে,
অপ্সরে দেখায় আগ্ন লীলার চটক,
দেখেন দম্পতি দিব্য নাটিকা নাটক ॥ ২১ ॥

তার পরে, পরিণীত-শিব পদতলে,
কিরীটে বাঁধিয়ে বস্ত্র পড়ে দেবদলে,
কহে “প্রভো ! পুন তহু লভিলা মদন
শাপ অবসান, সেবা করুন গ্রহণ” ॥ ২২ ॥

যোষাস্তে প্রশান্ত স্বাস্থ্য হইলেন ভব,
মনোভব-শরক্রিয়া কৃত-অনুভব,—
যে জন মথার্থ হয় কাঁপোতে কুশল
কাল বুঝে প্রভুরে জানায়ে লভে কল ॥ ২৩ ॥

বিবিধ বিবৃদ্ধগণ
পরিহরি, ত্রিলোচন
চলিলেন করে বরি গিরিকল্পজারে,
কনক কলশ চিত্ত,
কুলহারে বিখচিত্ত,
ক্ষিত্তি বিখচিত্ত শয্যা কোকুট-আগারে ॥ ২৪ ॥

নব পরিণয় জঙ্ঘা
ভূষণে সুরত সজ্জা
হর আকর্ষণে মুগ্ধ ফিরান পার্শ্বতী ।
শয়ন-সখীরে তথা
কথঞ্চিৎ কন কথা,
প্রমথের মুগ্ধ-ভঙ্গে গুঢ় হাস্যবতী ॥ ২৫ ॥

ইতি উদ্যাপরিণয় নাম সপ্তম সর্গ ।

পারিশিষ্ট ।

— * —

সন্ধ্যাবর্ণন ।

* * * *

মলয়-শেখরে কভু বিহার করেন প্রভু,
যেখানেতে চন্দ্রমের বন
লবঙ্গ কেশর সহ কাঁপাইয়ে গন্ধবহ
বত্ৰিখেদ করয়ে হরণ ॥ ২৫ ॥

কনক কমল ঘায় পাড়িত পার্শ্বতী-কাষ,
করুণলে বিয়িত লোচন,
নামিলে নদীর জলে, কটি খেরি মৌনদলে
করে পুন মেঘলারচন ॥ ২৬ ॥

সুববধু স্পৃহাযুক্ত সমীক্ষণ পরিভুক্ত,
নন্দনকাননে পঞ্চানন,
শচীর অলকোচিত পারিজাতে বিখচিত,
উমারে করেন অহরুণ ॥ ২৭ ॥

স্বর্ণ আর ধরাভূত দুই স্থখ অহুভূত,
করি শিব প্রেমসীর সনে,
দিনকর খব কর আলোহিত হলে পর,
যান গন্ধমাদন-কাননে ॥ ২৮ ॥

পার্কীতীর সবাকর বাম করে ধরি হর,
বসি হেমময় শিলাতলে,
প্রদোষেতে বিধিতব নিয়থিয়ে প্রভাকর,
বনিভারে কন সেই স্থলে ॥ ২৯ ॥

“আরক্ত অপাঙ্কধর তব নেত্রো দিনকর,
পদ্মকান্তি করিয়ে স্থাপন,
দিবসে সংহার করে, বাতী যথা যুগান্তরে,
জগতের করেন হরণ ॥ ৩০ ॥

“অন্তমিত দিনকর করে শোভে মনোহর,
তব পিতৃ-পর্কিত-নিবাস,
ইন্দ্রধনু শোভাচয় করিয়াছে পরাজয়,
অই দেখ শীকরনিকর ॥ ৩১ ॥

“চক্রবাক্ চক্রবাকী, মুখেতে মৃণাল-বাকী,
গ্রীবাভঙ্গ প্রিয়-অভিমুখে,
সরোবরে দীরে দীরে, ক্রমে গেল দূর নীরে,
বিয়হে বিলাপ করি হুঃখে ॥ ৩২ ॥

“শলকীতরুর ক্ষীর গন্ধে সুবাসিত নীর,
তাহে অলীক সারোবহ,
সারা দিবসের পরে, সেই নীরপান তরে,
চলিয়াছে মাতঙ্গ সমূহ ॥ ৩৩ ॥

“অই দেখ প্রাণ প্রিয়ে, পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে,
অন্তগত ভানু মহোদয়,
দীর্ঘ প্রতিবিম্বচ্ছলে কেমন সরসীজলে,
বচিতেছে সেতু স্বর্ণময় ॥ ৩৪ ॥

“দীঘল দশনধর আরাধ্য বরাহবর,
দন্তে ভাঙ্গি বিস কিসলয়,
প্রগাঢ় পঙ্কেতে যত তাপ করি অপগত,
উঠিতেছে ত্যজি হৃদচয় ॥ ৩৫ ॥

হের অই তরুণর স্বর্ণ বর্ণ পুচ্ছদর বসিয়াছে,
শিখি রূপরানি,
দিবা অবসানকালে দিনকর-করজালে,
সেই কি ফেলিল সব গ্রাসি ? ৩৬ ॥

“ভানুর কিরণ জল পরিগণে নভোস্থল,
কিছু শুষ্ক সরসীর প্রায়,
পূর্বাংশে তমোরাশি ক্রমে সঞ্চারিল আসি,
যেন পঙ্ক সম দেখা যায় ॥ ৩৭ ॥

“উজ্জ-অঙ্গনে চলি যেতেছে কুয়ঙ্কালী,
তরুপুঞ্জ-মগ্ন সিন্ধু জলে,
আসে যজ্ঞধেনুগণ, প্রোজ্জলিত হতাশন,
কিবা শোভা আশ্রমসকলে ॥ ৩৮ ॥

“বিহারেছে সরসীজ, বক্রকরি কোষ নিজ,
ক্ষণদার আগমন-ক্ষণে,
তথাপিও কিছু স্থান, ভ্রমরে করিতে দান,
রাখিতেছে প্রাতিকুল মনে ॥ ৩৯ ॥

“ক্রমে হয় কৌণছবি, আলোহিত তাহে রবি,
প্রতীচি কি শোভা সে কালে,
যেন কোন নববালা, চারু বাজুলীয় মালা,
সকেশর পরিয়াছে ভালে ॥ ৪০ ॥

“স্বয়ম-সকল তানে মিলাইয়ে সামগানে,
সংস্রেক বন্ধনার সনে,
কিরণোক্ষ-পায়িগণ করিছেন সংস্তবন,
অগ্নি-গত+ভানুর কিরণে ॥ ৪১ ॥

“আনত কঙ্করধর, যুগ নমিত কেশর,
চামরেতে বিয়িত নয়ন,
হেন হয় চয় সহ সমুদ্রে ডুবায়ে অহ,
অন্তমিত হইল তপন ॥ ৪২ ॥

* বালিখিলা প্রভৃতি মহর্ষিগণ ।

+ অগ্নিহোমিত্যঃ মাংসং প্রবিণতীতি ক্রতেঃ । পৃথ্বী
অন্তগত হইলে আগুন তেজ অগ্নিতে রাখিয়া যান,
সেই অগ্নিতেই মাংসং প্রবিণতীতি করা যায়

“তীর তেজ হলে লুপ্ত আকাশ ঘেমন স্থপ্ত,
মহৎ তেজের এই গতি—
যবে থাকে দীপ্তিমান বরে তবে দীপ্তিদান,
ক্ষয়ে করে ক্ষয়ের সঙ্গতি ॥ ৪৩ ॥

“নিবসপতিব গতি অনুগতা সন্ধ্যাসতী,
অন্তাচলে সমর্পিয়ে অঙ্গ,
পূর্বে পূর্বাচলে তাঁর স্থানে প্রাপ্ত পুংস্কার,
আপদেও না ছাড়িল সঙ্গ ॥ ৪৪ ॥

“বস্ত্র পীত ক্লৃষ্ণ রাগে, অই দেখ পুরোভাগে,
কত শত নীরদনিকর,
তাহে যেন সন্ধ্যাসতী নানাবিধ বর্ণবতী,
তুলি দায় চিত্রকলেবর ॥ ৪৫ ॥

“দেখ প্রিয়ে ! সন্ধ্যাতেজ্ঞে অল সমান সেজে,
ভাতি ভাতি কি শোভা সে পায়,—
কোথা সিংহজটা নয়, কোথা ধাতু-শৈলোপম,
মঞ্জরিত বিটপী কোথায় ॥ ৪৬ ॥

“পদ অগ্রে রাখি ভর, পাণবাধুধান-পর,
বিবিবিজ্ঞ তপোধনগণ,
লোকালয় অভ্যন্তরে, জাপছেন ভক্তিভরে,
ব্রহ্মমন্ত্র সিদ্ধির কারণ ॥ ৪৭ ॥

“এই হেতু মম প্রতি, দেহ প্রিয়ে অহমতি,
মুহূর্তেক প্রস্তুত কারণে,
বিনোদিনী সখিসব বিনোদচতুরা তন,
বিনোদিবে তোমায়ে সেক্ষণে” ॥ ৪৮ ॥

তা শুনি শৈলেন্দ্রমুখতা পতি-প্রতি কোপযুতা,
বন্ধিম করিয়া বিদ্যধর,
সন্নিহিত সহচরী বিজয়াবে লক্ষ্য করি,
বৃথালাপে হইয়া তৎপর ॥ ৪৯ ॥

নায়াহের সমুচিত মন্ত্রজপ সুবিহিত,
সমাপন করি ত্রিলোচন,
মানে মোনী গিরিজার কাছে আসি পুনর্বার,
মলহাসি কহেন বচন ॥ ৫০ ॥

“অকাংগ মানময়ি ! পরিহর মান ময়ি,
সন্ধ্যায় বন্দিত্ব অস্ত্রে নয়,
জাননা কি মম মন সহধর্ম- ,
চক্রবাক্-সমবৃত্তি হয় ॥

পূর্বে ধাতা মহাশয়, এমিয়া পিতৃচর,
তাজিলেন যেই ক. বর,
হুই সন্ধ্যা সেই তম পূজনীয় হে স্বতম !
তাই মম ইহাতে আদর ॥ ৫২ ॥

“ দেখ এই সন্ধ্যাসতী তিমিরে কাতরা অতি,
ভূমিলগ্ন-সম দেখা যায়,
কিয়া তমালের বন, একতটে ব্রশোভন,
ধাতু-দ্রব তটিনীর প্রায় ॥ ৫৩ ॥

* তথাহি ভবিষ্যপুরাণে “পিতামহঃ পিতৃন্ সৃষ্টী
মুর্তিং তামুৎসসজ্জং । সা প্রাতঃ সায়মাগতা
সন্ধ্যারূপেণ পূজ্যতে” অপিত ব্রহ্মা, ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি
ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। অমর-
দিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়া যে তমুত্যাগ করিয়াছিলেন,
তাহাই রামি ; যেহেতু সেই তমু অঙ্ককারের মূলসূত্র ।
দেবগণের সৃষ্টি পরে যে মুর্তিত্যাগ করেন তাহাই
দিবা। অপর পিতৃদিগকে সৃষ্টি করিয়া যে শরীর
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সাংসন্ধ্যা, এবং মানব
সৃষ্টির পরে যে কলেবর ত্যজিয়াছিলেন তাহাই প্রাতঃ-
সন্ধ্যা। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাধ্যায়। অপরন্তু ভাগবত
পুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে সাংসন্ধ্যার এইরূপ মনোহর
মুর্তি বর্ণিত আছে।

“তাঃ কণকরণান্তোজাঃ মদবিহ্বললোচনাম্ ।
কাঞ্চী কলাপ বিলসন্তু কুলচ্ছন্ন রোধসম্ ॥
অস্তোভান্নেবরোস্তজ্জ নিরন্তর পরোধরাম্ ।
হৃদ্যানং সুষিক্কাং রিক্কাং লীলাবলোচনাম্ ।
গৃহস্তীং ব্রীড়য়াস্তানং নীলালক বক্রথিবীম্ ।”
অগ্রার্থ । চরণরাজীবরাজে, মধুর মঞ্জীর বাজে,
মদভরে বিহ্বল লোচনা ।
হৃদিকণ চীন শাটী, কটকটে পরিগাঢ়ী,
স্বর্চল্লহরে হৃশোভনা ॥
আলিঙ্গিত পরম্পর, কিনা দুই পয়েধর,
সমুদ্রত বিহীন-অনন্তর ।

“প্রধোঁথের অন্তমিত শেষ বেজে আলোহিত
প্রতীতির শোভা চমৎকার—

যেন রণভূমিভাগে টেঁচাভাবে ভাগ ভাগে,
য়িক্তমাখা পর তরবার ॥ ৫৪ ॥

“দিবা আগ যামিনীর সন্ধিক্রান্ত যে মিহির
নিওড়িলে, স্নেহকশিখরে,
দেখ হে বিশালনেত্রে ! অন্ধতমঃ কর্মক্ষেত্রে
অনর্গল বিজ্জ্বল করে ॥ ৫৫ ॥

“কোথাও না দৃষ্টি চলে কি উর্ক কি অধোস্থলে,
কিনা পার্শ্বে কিনা আগে, পাছে,
যেন গন্ত্বাস-দৃশ্য তিমিরে আচ্ছন্ন নিশা
একেবারে বিগ্ন বেড়িয়াছে ॥ ৫৬ ॥

“কি বিমল, কি সমল, কি অচল, কি সচল,
কি সন্ধিম, কি সরল প্রাতি,

হতান্তর অন্ধকার ধরে ভাব একাকার—
মিচ্, মিচ্ হুস্তের উন্নতি ! ॥ ৫৭ ॥

“শিউ-সরোজহাননি ! প্রকাশিল নিশামণি
চাঁবিতে নিশায় তিমির,
দিগঙ্গনা মুখে তার আবরিত প্রতিভায়
কেতকী-পরাগ সুরচির ॥ ৫৮ ॥

মন্দরের অন্তরালে থাকি শশী তারাঝালে
বিভূষিতা নিশায় নেহারে,
তোমায়ে সঙ্গিনী ঘেরি বহিলে যেরূপ হোঁচ,
পাছে থেকে কথা শুনিবারে ॥ ৫৯ ॥

“পূর্ব দিগঙ্গনা প্রিয়ে ! প্রথমেতে মুর্ছিতয়ে,
মুখচল্লিকায় হাসি হাসি,
সারা দিন রুদ্ধগতি চল্লমারে এবে সত্য,
নিশাদেশে দিতেছে প্রকাশি ॥ ৬০ ॥

চাকরাদা হৃদশনা, মুহূর্ত্তান্তে বরাননা,
উন্নতি কটাক্ষ মন্দর ।

কি শোভা ললাটপাশে, চাঁচল চিকুরপাশে,
সুনিবিড় নীল নিভাধর ।

হৃদদনা লজ্জাভরে, অঞ্চল লইয়া করে,
পীপিত্তে মুখসুখার

পক পিয়ঙ্গুর প্রায়, প্রকাশিত প্রতিভায়,
নভোস্থল আর সরোবরে,
বিশ্বযোগ স্বধাকর, দূর হেতু সুকাতর
বধাঙ্গদম্পতি ভাবধরে ॥ ৬১ ॥

“ নথরাগ্রে নিশাকর কাটিয়া আপন কর,
যেন সুকুমার যবাকর
অই দেখ নবোদয়ে, তোমার শ্রবণদ্বয়ে,
বচিয়া দিতেছে কর্ণপূর ॥ ৬৩ ॥

“ তিমির চিকুরে শশী করাঙ্গুলে ধরি কসি,
চুষিতেছে িজাবরীমুখে,
মুগ্ধ হয়ে সেই বসে অধিক্রমে তামরসে,
যামিনী হৃদিছে মনোমুখে ॥ ৬৩ ॥

“ নিবিড় তিমির নব ইন্দুকরে ভগ্নসব,
তাহে কিবা শোভে নক্তস্তম্ভ—
মানস-সরসী জগে নামি যেন হৃদিদলে,
স্বচ্ছ বারি করিল সমল ॥ ৬৪ ॥

“ অই দেখ কলোদরি ! চক্ৰলাব পরিহরি,
চক্রে ধরে বিস্তৃত মণ্ডল,—
বয়সের শোষণীম বিকার কি চিরদিন.
থাকে যার স্বভাব নির্মল ॥ ৬৪ ॥

উপরেতে শশিকর অবস্থিত হলে পর,
নিয়গামী হলো নিশ-ভয়,
বেধসেব সন্নিধানে শুণ দোষ যথাহানে,
গত হয় নিজ আত্মাসন ॥ ৬৬ ॥

“ চক্রে কান্ত মণিচয় চক্রে করে দ্রব হয়,
অসময়ে গিরি সেই জলে,
শিবিগণে জাগাইল, যাহারা ঘুমায়ে ছিল,
সাহস্বিত বিটপীয় দলে ॥ ৬৭ ॥

নিরুপম, হে সুন্দরি ! দেখ কল্পবৃক্ষোপরি,
প্রক্ষুব্ধ হয়ে সুধাকর,
যেন কর-দ্বারা তার গণনা করিতে হার,
কুতূহলে হইল তৎপর ॥ ৬৮ ॥

“ সুবজ্র কলেবর ধরে এই গিরিবর,
দিতেছে তাহাতে কত রঙ্গ—
সমিতির চক্রে কর যেরূপ বিভূতিধর
হিচিহ্নিত মাতাল মাতঙ্গ ॥ ৬৯ ॥

“ ঘোরতর তৃষাভরে কুমুদিনী পান করে
চক্রে প্রভা বস অতিশয়,
সহিতে না পারি আঁর, ফাটিল উদর তার,
শুঞ্জে তাহে ভ্রমরনিচয় ॥ ৭০ ॥
দেখ দেখ মানময়ি, কল্পতরুপরে অই,
চক্রে কার কি রূপ সংশয় ?
যেন সমীরণ বয় তাহাতে চঞ্চল হয়,
সুচিকণ বসননিচয় ॥ ৭১ ॥

“ পতিত কুমুমাকর শশিকর সুকুমার
পত্রভেদি দিতেছে বলক,
অঙ্গুলি ঊঠায়ে প্রিয়ে তরু যেন বিনাইয়ে
দিতেছে হে তোমায় অলক ॥ ৭২ ॥

“ দেখ প্রিয়ে অই তারা, নববধু-সম ধাক্ত,
নব সজ্জহেতে ভীতা অতি,
প্রকম্পিত কলেবরা, চঞ্চল মণ্ডলধরা,
যায় যথা বর বিজ্ঞপতি ॥ ৭৩ ॥

“ ধরি জ্যোৎস্না প্রতিমূর্তি তব গণ্ড পায় ক্ষুণ্ণি,
পাকা শর-আভা-আকর্ষণে,
দেখ দেখ তরুণ আরোহিল চক্রে কর,
অহে চক্রে-নিহিত-নয়নে ! ॥ ৭৪ ॥

“ রক্ত সূর্য্যাকান্ত-মণি পাত্রে দেখ সুবদনি,
কল্পতরু-মধু পরকাশে,
গন্ধমাধনের বন বাসিনী দেবতাগণ
আসিয়াছে তেমার সকাশে ॥ ৭৫ ॥

“ কেশর কুমুম দ্রব সুরতিত মুগ্ধ তব,
স্বভাবতঃ আকৃত নয়ন,
তাহাতে পাইয়ে স্থান, কত শুণ বাক্যমান
করিবে হে মদিরা এখন ? ॥ ৭৬ ॥

* * * * *

কাঞ্চীকাবেরা ।

—❧—

উৎকল-দেশীয়বীর-রসাত্নক

আখ্যান বিশেষ ।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কক

বিবিধ চন্দ্রাবলীে বিরচিত

—❧—

ভূমিকা।

রাজকাযের অমুরোধে বহুবৎসর হইল আমি উৎকলদেশে প্রবাস করিলাম। আমি প্রথমে আসিয়া এই দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, শতাব্দীতে তদবস্থার সংশোধন হইয়া আসিয়াছে। মুন্সেফ স্বাধীনকালের পরিবর্তে ইষ্টক দিয়া রাজ্যের সকল প্রস্তুত হইয়াছে। সুবিমল মোজিকনিভ সলিলপূর্ণ প্রণালিপুঞ্জ দেশময় পরিভ্রমণ করিয়া কৃষি ও গতিবিধির উন্নতি সাধন করিতেছে; সপ্তাহে সপ্তাহে বাণীক পোতসকল রাজধানী কলিকাতা হইতে বিবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য উৎকলের উপকূলে রাখিয়া যাইতেছে; এবং এদেশ হইতে নানাপ্রকার শস্ত বহিয়া লইয়া যাইতেছে; পথের দূরতা সন্ধীর্ণ করিয়া ক্রান্তির উপশান্তি করিতেছে, সহস্র সহস্র উৎকলীয় লোকদিগকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া অভূতদর্শন ও ধনোপার্জন প্রভৃতি বিষয়ে চরিতার্থ করিতেছে। বিজ্ঞাধ্যাপনা প্রচুর-রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুগভীর সুনিবিড় তিমিরময় গিগিঙ্করে সূর্য্যরশ্মির প্রবেশবৎ উৎকলে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত হইয়াছে। মুদ্রাবল্লী সকল স্থাপিত হইয়াছে; বহুসংখ্যক উৎকলীয় গ্রন্থ ভাণ্ডাররূপ ভাণ্ডারবহিত বঙ্গল-বেশ পরিহারপূর্ব্বক মুদ্রাকরের প্রসাদাৎ রমণীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে বরণ-প্রাপ্ত হইতেছে; ইংলণ্ডীয় এবং বঙ্গীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল অলুপাদিত হইতেছে; সংবাদপত্র সকল প্রচারিত হইয়া কথঞ্চিং রাজনীতির শিক্ষা দিতেছে। এই সকল

উপায়যোগে উৎকলীয় ভাষা এবং সাহিত্য দৈনন্দিন পরিকৃত এবং সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। পরমেশ্বর করল হইতে অমৃতের স্রষ্টা করেন; হৃদয়রূপ দারুণ দণ্ড প্রেরণ-পূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের চক্ষুকন্মালীন করিয়া দিলেন; চিরস্থায়িত উৎকল দেশের প্রতি তাঁহাদিগের রূপাদৃষ্টি পতিত হইল, তাহাতে এত শীঘ্র অশেষবিধ শুভাশুভানের উদ্যোগ হইল। বস্তুতঃ উৎকলদেশ যুগাই দেশ নহে! অত্রত্য লোকের পূর্ব্বকীর্ত্তিকলাপ দর্শনে সহস্র মাত্রেয়ই হৃদয়ঙ্গত হইতেছে, যে উৎকলীয় লোকের মানসে অনেকগুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে, এবং তাহারা এক-সময়ে বীজ এবং ধীরে ধীরে ভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের সহিত এ প্রদেশের প্রাতিবেশিতা সম্পর্ক বশতঃ বহুকালপর্য্যন্ত সুপরিচয় আছে। বঙ্গদেশের শেষ অধিপতি মুসলমান অভ্যু-চায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এই দেশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যক-বিশ্ব-কুণ্ডলিক বিশ্বস্তরমিশ্র যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পশ্চাৎ পরিব্রাজকাবস্থায় বিখ্যাত হন, তিনি এই উৎকল দেশেই আশ্রয় লইয়া মত প্রকটরূপে প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে এককালে এ দেশ হইতে নিকশিত করেন। বলিতে কি, এইরূপে উৎকলের তৃতীয়াংশ লোক তাঁহাই মতাবলম্বী; তাঁহাকে লেখ্যাবতার বলিয়া মাঝ করিয়া থাকে। অপর মোগলদিগের সময়ে মহারাজ টোডরমল্ল বহুতর বঙ্গীয় কার্য্যকে এইদেশে আস্থান করিয়া ভূমির পরিমাণ এবং

রাজস্বনিদ্রাধারিণী রাজকার্য্য সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, তাহাতে এদেশীয় লোকের সহিত আমাদের দেশীয় লোকের সশিষ্টতা জন্মে। ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকাংশে বঙ্গীয় কৃত-বিদ্যাগণ শান্তিরক্ষা, রাজস্ব-আদায়, এবং বিদ্যাধ্যাপনা প্রভৃতি রাজকার্য্য সকল বিচার করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে অধিকৃত করিতেছেন। কিন্তু উভয় দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্য দৃঢ় বন্ধিত হয়, ততই স্বপ্নের বিষয়। সেই সৌহার্দ্যরজ্জুর খণ্ডক ক্ষীণস্থত্র বা ভগ্নাংশ আমি এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

এই কাব্য প্রণয়নের অন্ততর কারণ, কতিপয় উৎকলীয় ছুর উত্তেজনা। তাঁহারা বহেন, যেখানে আমি বহুকাল পর্য্যন্ত এইদেশে প্রবাসিত করিলাম, সেখানে এদেশ-সংক্ষেপ লেখনী সঞ্চালন করা আমার পক্ষে কর্তব্য। এই উত্তেজনা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। তবে অহুদহুরোধ রক্ষা করা সমাজের একটা জ্ঞানীতি। বর্ণিত আখ্যানটির বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল মেজর কলনেট আমার জেটমাতুল মহাশয়কে কতগুলি পুস্তক প্রদান করেন। ঐ সকল পুস্তকমধ্যে ইলিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণ নামক গ্রন্থ ছিল। আমার তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। আমি গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করি, এবং তদবধি এইদেশের প্রতি আমার আন্তরিক অহুরাগ জন্মে। পরমেশ্বর সেই অহুরাগ বদ্ধমূল-করণ-কাণে পশ্চাৎ কতগুলি উপযোগ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ মধ্যে একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে।

“In the country of Dakshin Kanauj
Karnat Sasan, there lived a powerful

Raja who had a vast fortress and palace built of a fine black stone, called Kanchinagar (Conjeveram) and a daughter so beautiful and accomplished, that she was surnamed Padmavati or Padmini. The fame of her charms having reached to the ears of Maharaja Purushottam Deo, he became anxious to espouse her, and sent a messenger accordingly to the chief of Conjeveram to solicit the hand of his fair daughter. That Raja was well pleased with the prospect of having for his son-in-law so great and powerful a prince as the Gajapati of Orissa, but considered it advisable to make some inquiries regarding the customs and manners of that court, before consenting to the alliance. He soon found that the Maharajas were in the habit of performing the duties of a sweeper (Chandala) before the image of Jagannath, on his being brought forth from the temple annually at the Rathjatra. Now the Kanchinagar Raja was a devoted and exclusive worshipper of Sri Ganesha (Ganesa), and had very little respect for Sri Jeco, the divinity of Orrissa; and conceiving the above humiliation to be quite unworthy of, and indeed utterly disgraceful to, a Kshatriya of such high rank, he declined the alliance in consequence. The Gajapati monarch became very wrathful at the refusal, and swore, that to revenge the slight cast on him, he would

obtain the damsel by force and marry her to a real sweeper. He accordingly marched with a large army to attack Conjeveram, but was defeated and obliged to retire. Overwhelmed with shame and confusion, he now threw himself at the feet of Sri Jee and earnestly supplicated his interference to avenge the insult offered to the deity himself in the persons of his faithful worshipper. The God promised assistance, says the author of the poem, directed him to assemble another army, and assured him that he would this time take the command on the expedition against Conjeveram in person. When the Raja had arrived, during the progress of his march, at the site of the village now called Manikpatam, he began to grow anxious for some visible indications of the presence of the deity. In the midst of cogitations on the subject, a gowalin named Manika, came up and displayed a ring which, she said, had been entrusted to her, to present to the monarch of Orissa by two handsome cavaliers, mounted, the one on a black and the other on a white horse, who had just passed on to the southward. She also related some particulars of a conversation with them which satisfied the Raja that the promise of assistance would be fulfilled, and that these horsemen were no other than the two brothers Sri Jee (Krishna) and Baldeo (Baladeva). Full of joy and gratitude

he directed that village in future to be called, after his fair informant, Manikpatam, and marched onwards to the Deccan, secure of success. On the other hand the Chief of Conjeveram, alarmed at the second advance of the Gajapati in great force, appealed for aid to his protecting deity Ganesa, who candidly told him that he had little chance against Jagannatha, but would do his best. The siege was now opened, and many obstinate and bloody battles were fought under the walls of the fort. The gods Sri Jee and Ganesa espousing warmly the cause of their respective votaries, perform many miracles and mix personally in the engagements, much in the style of the Homeric deities before the walls of Troy; but the latter is always worsted. In reality after a long struggle, Conjeveram fell before the armies of Orissa. The Raja escaped, but his beautiful daughter was captured and conducted in triumph to Puri. A famous image of Gopala called the Satyabadi Thakur, that is, the "truth-speaking god" was brought off at the same time and set up in a temple ten miles north of Purushottam, where it may still be seen, a monument of the Conjeveram expedition."

"Conformably with his oath, Raja Purushotham Deva made over the fair Padmavati or Padmini to his chief

minister, desiring him to wed her to a sweeper. Both the minister, however, and all the people of Puri commiserated her misfortunes, and at the next Ratha Jatra, when the Maharaja began to perform his office of chandala (sweeper), the individual entrusted with the charge of the lady brought her forth and presented her to him saying, "you ordered me to give the Princess to a sweeper; you are the sweeper upon whom I bestow her." Moved by the intercession of his subjects, the Raja at last consented to marry Padmavati, and carried her to the palace at Cuttack. The end of this lady's history is as romantic as the preceding portion of it. She is said to have conceived and brought forth a son by Mahadeva, shortly after which she disappeared. All the circumstances were explained to the husband in a dream, who acknowledged gratefully the honor conferred on him, and declared the child thus mysteriously born his successor in the Raj."

আমি গঙ্গাং আপ্যায়িকাটি বিস্তৃত হইয়াছিলাম। এ দেশে আসিবার পর হুর্গোৎসবের বন্ধ-উপলক্ষে একদা ত্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া মন্দিরের একদেশে দৌঁধিলাম, খেত এবং কৃষ্ণ তুরকারোহী সৈনিক পুরুষদের আকারে ক্ষোদিত, পার্শ্বে এক তরুণী কীরসর লইয়া তাঁহাদিগকে প্রদানোন্মুখী। দেখিবা মাত্র পূর্বপণ্ডিত আপ্যানটী মনে পড়িয়া গেল, তৎপরে কাকী-কাবেরীকাব্যের অনুসন্ধান

করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হই নাই। গল্প যে সত্য ইতিহাস তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই, মাদলা-পঞ্জী * নামক উৎকলদেশের রাজ-পুরাবৃত্তে ইহা বর্ণিত আছে। অতাপি জগন্নাথ-মন্দিরে কাকী হইতে আনীত গণেশ-মূর্তি এবং মুগুনী-প্রস্তরে রচিত বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয়। অপর গৃহভিত্তিতে মাণিকা-গোপিনী এবং সিতাসিত তুরঙ্গদ্বয়ের আকৃতি চিত্র করা উৎকলীদিগের এক সাধারণী রীতি। শ্রীযুত বীমস সাহেব স্বর্ণ-বেশার তাঁবতী জঙ্গলারূপে এক প্রাচীন দুর্গমধ্যেও এই প্রকার অস্বাভাবী পুরুষযুগলের পাষণ-প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, গঙ্গা হুর্গোৎসবের বন্ধের পূর্বে ভালপত্রে লিখিত ছন্দে ভক্ত, পাদভক্ত প্রভৃতি নানাদোষ-দূষিত এবং আনি কাকীকাবেরী পুথী পাইয়া তাহাই সমাদর পূর্বক পাঠ করি, এবং পাঠ সমাপন পরে এই কাব্য রচনায় প্রবর্ত হইয়া কহিষ্য দিবসে সমাপ্ত করিলাম। ফলতঃ আমার এ রচনা উক্ত উৎকলকাব্যের অনুবাদ নহে; আপ্যানটী মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থলঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকলদেশের পৌরাণিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মূলকাব্যের নিষ্ঠা স্বীকরি নাই। জুই এক স্থলে সাধারণ থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এ প্রকার সাধারণ অপরিহার্য।

আপ্যানমধ্যে বডকগুলি অলৌকিক ঘটনা আছে, তাহা কাব্য-শরীরের প্রধান উপাদান; সাহিত্যিক হিন্দুমাত্রেই তত্ত্ববৎ বিশ্বাস-ভাজন, কিন্তু ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানোজ্জল-বুদ্ধি আধুনিক

* এই গ্রন্থ চোরগঙ্গ বা চুড়ঙ্গ-দেব রাজার সময় হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে; সুরাং ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০০ বৎসর হইল।

যুবকগণের প্রেরণা বা হইতে পারে। উহার
কতিতে পাইলেন জগৎ থা বলাবামের অধায়েহী
সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া উৎকলাবিপতির
সহায়তা কর; বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা নহে;
রাজা স্বীয় দৈত্যগণের সমকোৎসাহ বুদ্ধি করণ
মানসে ভিন্নদেশ হইতে যানী ও অনুরোধ দ্বারা
এই বড়হস্ত-করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া
থাকিবেন; মালিকা গোরালিনী এবং
দাশরথি স্থপকার জাহার মন্ত্রণার মধ্যে
থাকিয়া পূর্ততাতে সহায়তা করিয়া থাকিবে
ইত্যাদি। ফলতঃ এই উভয়বিধ বিপ্লবের
প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, স দ্বিক
হিন্দুমাঝেই এই কাব্যকে জগৎপথের মং-

প্রসাদ বলিয়া অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবেন।
নবা সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদ্য এই, আপনাদি
এই মহাপ্রসাদের মধ্যে আপনাদিগের কচির
উপযুক্ত কোন কোন পদার্থ পাঠিতেও
পাঠেন।

‘A theme ; a theme for Milton's
mighty hand—

“How much unmeet for us, a
faint degenerate band !”

Scott.

কটক :

২০ কাভিক,

১৭৯৯ শকাব্দাঃ।

কাঞ্চীকাবেরী ।

—*—

প্রথম সর্গ ।

সূচনা ॥

দক্ষিণ জম্বি-ভীয়ে, নীলগিরি নীল নৌণে,
শোভিত কলিজ * নাম দে ।
কন্দর কেশর বন, অগণন সুশোভন,
প্রবাহিত তটিনী অশেষ ॥

* উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম মহা-
ভারতের ভীর্থাখ্যায় পূর্বে কলিজদেশে বৈত-
রণী নদীর ও তৎকালবর্তী দেশাদির বর্ণন
আছে, সুতরাং মহাভারত রচনা সময়ে উৎ-
কল শব্দের সৃষ্টি হয় নাই ; অতএব কালিদাস
রঘুবংশে উৎকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,
ইহাতে উৎকল শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা
প্রতিপন্ন হইতেছে । বাস্তবিক বঙ্গ অঞ্চলের
প্রায় সমস্ত পশ্চিম তীর, অর্থাৎ সুবর্ণরেখা
হইতে কর্ণাট দেশের উত্তরসীমা পর্যন্ত পূর্ব-
কালে কলিজ নামে বিখ্যাত ছিল ; এই দেশ
তিন ভাগে বিভক্ত বিধায় ত্রিকলিজ বলিয়া
উল্লেখিত হইত, উত্তর বা উৎকলিজ উক্ত
দেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল । উৎকলশব্দ
এই ‘উৎকলিজ’ শব্দের অপভ্রংশ এমত সম্ভব ।
অপর তৈলজ বা তেলিঙ্গ শব্দও ত্রিকলিজ
শব্দের অপভ্রংশ এমত প্রতীতি হয় ।

বিদ্যাপাদে সমুদ্ভূতা, অমৃত-উদক-পূতা
রত্ন রেণুময়ী * মহাময়ী
মেঘাসন + সমাপ্রিয়া, ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার প্রিয়া
মানসীয়া বধা বিষ্ণুপদী ॥
স্বর্ণরেখা, চিত্রোপলা, ধরপ্রোভা সুবিসল
অতি পুণ্যভরা বৈতরণী ।
দেবী, দয়া, প্রীতি, সত্য, কুশভদ্রা, গন্ধদত্তী
ভুবনেশ গয়ন-শরণী ॥
প্রগাঢ় ভক্তির কল, পঞ্চদেবতার স্ব
ভারতে প্রসিদ্ধ শঙ্কপুর ।
নিরখি যুগার নেত্র, বিরজার চাক্ষু-
বাহুপুর ভীর্থে ঠাকুর ॥
গয়াপুর নাভিকুণ্ডে, শিশু দিয়ে শিশুগুণে
কৃতকৃত্য হয় জনগণ ।

* মহানদীর কোম কোম স্থানে বিশেষত
সমলপুরের নিকটে তৎপার্শ্বে শীরকাদি প্রাণ
হইয়া থাকে । সাধারণতঃ স্ত্রীরা বর্ণের উপর
পুঞ্জ বালুকাতে পাওয়া যায় । নীলমণি হাল
দায় কটকে অবস্থানকালে এই সকল চিত্রো
পল সংগ্রহ করিতেন ॥

+ যে পূর্বেতে ব্রাহ্মণী নদীর অন্ন, তাহা
নাম মেঘাসন,—মেঘমালা তচ্ছূড়াবলীয়ে
সর্বদা আনয়ন ।

ক্রপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চ পাণ্ডু-পুত্র সঙ্গে,
করিলেন যথাবগাহন * ॥
হর-ক্ষেত্র ভুবনে", ধরি গোপালিনী † বেশ,
গে'চ'রণ করেন অভয়া ।
একাত্ত-কাননে লীলা', মহামায়া প্রকাশিলা,
সঙ্কেতে বিজয়া আর জয়া ॥
গোপালের বেশে হয়, তাঁর প্রেম-ভিক্ষাপর
গোপালি দ্বী তৃষায় কাতরা ।
শ্লাঘাতে স্রবহর, নামে শ্রীবিদ্য-সাগর,
সরোবর রচিলেন ভরা ॥
ভোগবতী কুঁড়ি জল, স্বেবাহিত অনর্গল,
যথা গৌরীকুণ্ড প্রস্রবণ :
আয় মন পুন যাই, নিরখিয়া আসি ভাই,
কৌটিল্য পাষণে লিখন ॥
বুদ্ধ ‡ বা বিষ্ণুর স্থান, ধরা বাপী যশস্থান,
পুরার প্রধান যেই পুণী :
যেখানে প্রেমের ক্ষুঁতি, চৈতন্য কনক মূর্তি,
প্রকাশিলা ভক্তির মাধুরী ॥
তাজি জাতি অভিমান, যেখানেতে অন্ন পান,
একচ্ছত্রে জাতি মাজে থায় :
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত,
শৌচশৌচ কিছুই না চায় ॥

* মহাভারতীয় বনপর্ব্বাস্তগত তীর্থাদ্যায়
পর্বে আত্মপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য ।

† একাত্ত পুরাণে সবিস্তর বর্ণন আছে ।
রায়প্রসাদ সেনের কাণীকৌর্ভনের ঐ উপ-
পুরাণই ভিত্তিমূল ।

‡ অগস্ত্য দেবই বুদ্ধাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ;
বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম উৎকল দেশের এক সময়ে
প্রধান ধর্ম ছিল । চীনদেশীয় হুবিখ্যাত বৌদ্ধ
পরিব্রাজক হুএন্থং থু: সপ্তম শতাব্দীতে
শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্মের সবিশেষ উন্নতি
দেখিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধমূর্তির রথাদি পর্কাহ
ছিল । বাস্তবিক ২৭ পর্কাহ বৈদিক বা হিন্দু
প্রাচীন পর্কাহ মধ্যে পূর্বে পরিগণিত ছিল না ।

সৌরভীর্ষ কোণারক, ৭৭ মহারোগ সংহারক,
আছে মাত্র ভগ্ন-অবশেষ ।
দেখিয়া ভাস্কর-কার্য্য, মনে মনে হয় ধার্য্য,
দেবকার-শিল্পের উন্মেষ ॥
জিনি উগ্রশ্রা হয়, তুরঙ্গ পাষণধর
দিগ্গজ জিনিয়া মাতঙ্গ ।
পাষণে রচিত নারী, কিবা ভক্তি মনোহারী,
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ ॥
সরোবরে নিরখিয়া, নগ্না যত পিতৃপ্রিয়া,
ব্যাধিগন্ত সঙ্কাপিত মনে ।
হেথা শাশ কুঞ্চহৃত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত,
রোগযুক্ত ভাঙ্গু-আরাধনে ॥

অগস্ত্যমূর্তিও বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে কথঞ্চিৎ সমঞ্জসী-
ভূত । প্রায় ৩৭০ বৎসর অতীত হইল, যখন
চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে স্বীয় মত প্রচার করেন,
সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের ভয়াবশেষ দেখিয়া-
ছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্রদেবও প্রথমে ভয়তা-
বলস্বী ছিলেন । এই সকল কারণ বশতঃ বোধ
হয়, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ এবং শ্রীচৈতন্য
প্রভৃতি, বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রসক্ত উৎকলীয়দিগকে
হিন্দু-ধর্ম পুনরানয়নকরে এক বিশেষ কৌশল-
পরায়ণ হইয়াছিলেন,—তাঁহারা বদ্ধমূল বৌদ্ধ-
মত বোধিজ্ঞমকে সম্মুখে উপাটন না করিয়া
তাঁহার অতিরিক্ত শাখা পল্লবাদি ছেদন করিয়া
সনাতন ধর্ম তরুর আকারে তাহাকে পরিণত
করিয়া থাকিবেন । বেদপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবধর্মের
হিংসা অর্থাৎ পশুচ্ছেদন পূর্ব্বক বলির বিধান
আছে, রামানন্দ, রামানুজ, বা চৈতন্য যত
তাঁহার নিষেধ,—পক্ষান্তরে অহিংসাই বৌদ্ধ-
ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য বা উপদেশ,—ইহাতেও
উল্লেখিত কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যাই-
তেছে ।

৭৭ সবিশেষ বিবরণ বন্ধুবর পুর্বাধিগ্রহণ
মহা-মহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহা-

আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,
 দর্পণ-অচলে গজাননে।
 যেখানে মুকুতাধারী, বসিতেছে জলধারা,
 মহাবিনায়ক প্রসবণে ॥
 পূর্বে এই চাক্র দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,
 বহুকাল আবৃত তমসে।
 নদী প্রবাহিত পলী, পক্ষে পূর্ণ সর্বস্থলী,
 বর অসাধ্য তথা পশে ॥
 ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন,
 আশীবিধ কত অঙ্গগণ *।
 নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ভ্রমিত পুলিন পাল,
 বিনোদ বিচিত্র কলেবর ॥
 যুগ্মে যুগ্মে বন-হন্তী, মন্তকে সঞ্চিত মত্তি,
 মহানন্দে রত কাননে।
 বন-বরাহের দলে, খেলিত বর্দ্ধম জলে,
 করাল দশন যুক্তাননে ॥
 শিরে খড়্গা সুরশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ,
 দৃঢ় দেহ পাষণ সমান।
 ঘোড়াশিকাবস্ত্র-হয়, গয়াল গবয় চয়,
 শিরে শোভে ভয়াল বিঘণ ॥
 কালাস্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,
 দীর্ঘ দেহ বৃষভ সোমর।
 বিকট একটতর, দন্তচয় ভয়ঙ্কর,
 আখি ছাট দেউট প্রথর ॥
 কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শীহরে প্রাণী,
 হয় ধ্বনি আকাশ ভেদিনী।
 তর্জুন গর্জন রব, করে হিংস্র পশু সব,
 লক্ষ্মে কল্পে কল্পিত মেদিনী ॥
 ভগ্ন-হস্ত উচ্চ-হস্ত, শীর্ণতম ফুল ওহু,
 কত জাতি বানর বিহরে।
 কুস্তীর হাড়রচয়, স্থখে চরে জলাশয়,
 নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ॥

শয়ের উড়িষ্যার পুৰাতন-কীৰ্ত্তি দেখে গ্রহে
 প্রতীবা।

* উৎকলীয় শব্দ; অর্থ, নদীগর্ভস্থ ভূমি।

বিশাল বিশাল শাল, সবল অর্জুন তাল,
 বোধিদ্রুম বট তরুবর।
 হরীতকী বিভীতকী, দিগ্বীতকী আমলকী,
 গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর ॥
 সপ্তপুর্ণ উদ্ভূত, কোবিদার নাগেশ্বর,
 মধুদ্রুম পীলু কন্দরাল।
 নীপ লোক্ষ অরুণ্ডর, পিয়াল পিপাসাহর,
 পারিতন্ত্র প্রক্ষ কৃতমাল ॥
 পলাশ পুরাণ চাক্র, ব্রহ্মদার দেবদারু,
 তিনিশ শিরীষ অকুমার।
 শমী গ্রামা কুরুবক, অশোক চম্পক বক,
 গিন্দুক তিন্দুক বহুবার ॥
 বিবিধ বিহঙ্গ চয়, গান করে মধুময়,
 নানা রঙ্গে সুরজিত কায়।
 স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নিরবের জল,
 বিলসিত তরু লতিকায় ॥
 শূণ্ডে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমহাজ,
 থেকে থেকে জাগাইত বনে।
 ডাকে বন-পাখাবত, স্বরে গজাবতা কত,
 চাতক ডাকিত ঘন ঘনে ॥
 বন প্রিয় লেই বনে, পরম আনন্দ মনে
 ত স্বগণে স্থখে বাস।
 কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী,
 অঃহা মরি কি মধুর ভাষ ॥-
 না ছিল বকন ত্রাস, স্থখে বিহরিত চাষ,
 দিবানিশি ডাকিত দাত্যহ।
 লইয়া স্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিঁত রঙ্গে,
 প্রসারিয়া কলাপ সমূহ ॥
 কুকুত চকোর লাব, খঞ্জনের কিবা ভাব,
 রমণীর নেত্র অনুকারী।
 তাব্রচূড় স্বর্ণচূড়, জিবজীব শুভ্রশুক,
 বিষু-ভক্ত শুক বনচারী ॥
 কিবা নদী গর্ভময়, চয়িত কাদম্বচয়,
 ফ্রোবাক সারস শরাল।

যুগল লইয়া মুখে, সস্তরিত মহাস্থপে,
দল বল বাঁধিষে মরাল ॥
রজনীতে বিল্লীরবে, নিদ্রায় নিস্তরু সবে,
কেবল আগিত ব্যাঙ্গগণ ।
নয়নে মশাল জলে, আহার অবৈষি চলে,
মাঝে মাঝে ভীষণ গর্জন ॥
কোটি কোটি হীরাচুর, তিমির করিত দূর,
বনে জ্যোতিরিন্দ্র নিকর ।
যার গুণে চলদল, অপুণ্ডেও অবিরল,
অগ্নিময় পুণ্ডের আকর ॥
এইরূপে কত কাল, ছিল বস্ত্র-পশু শাল
মহারণ্য-ময় এইদেশ ।
প্রকৃতির আদিমূর্তি, কাননে পাইত ক্ষুণ্ণ
মহুয়া ১ করিত প্রবেশ ।
পরাক্রান্ত আৰ্য্যজাতি, করে লয়ে বেদবাতা,
এল পঞ্চনদ পার হয়ে ॥
ব্যাগু আৰ্য্যাবস্তময়, অনাৰ্য্য অসভ্যচয়,
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ।
উত্তরেতে হিমাচল *, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়,
বিক্রা নামে সীমার নির্দেশ ॥
পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্বসীমা নিরুপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ।
এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্যভূমি পরিহারি,
যে যাইত তার জাতি নাশ ॥

* আৰ্য্যোরা প্রথমে আসিয়া সরস্বতী এবং
দৃষতী নদী মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ দিল্লীর
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছেন ; যথা
মহঃ,—

“সরস্বতী দৃষত্যা দেব নদ্যোৰ্দ্ধনন্তরম্ ।
তং দেব নিশ্চিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্রেতে ॥”
পরে আৰ্য্যপরিবার ক্রমে বর্জিত হইলে
ব্রহ্মবিদেশ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্ত্র অর্থাৎ
আধুনিক মাছেরা, পঞ্চাল অর্থাৎ কাঙ্কাজ এবং
শূরসেন অর্থাৎ মথুরাদেশ, তাঁহাদিগের বাস
স্থান হইয়াছিল ; যথা মহঃ,—

দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিন বঙ্গে,
ছিল মাত্র স্নেহের নিবাস ।
কিন্তু মধুমক্ষিকার যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে ।
সেইরূপ আৰ্য্যবংশ, অনাৰ্য্যে করিয়া ধ্বংস,
ব্যাগু ভাংতের চক্রবাড়ে ॥
এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
আৰ্য্য-ভয়ে ওড় ভিল্ল কুলী ।
ঋশুর শেখ-ভাগে*, রণজয় অমরাগে,
সমাগত আৰ্য্য কতগুলি ॥
ক্রমে যত অনাচার, স্নেহ কবে পরিহার,
আৰ্য্য-ভূমি হ'ল স্নেহ-দেশ ।
কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ,
দেব দেবীগণের প্রবেশ ॥

“কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্ত্রঞ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ ।
এষ ব্রহ্মবিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ॥”

সুতরাং ব্রহ্মাবর্ত হইতে ব্রহ্মবিদেশ যে
তাঁহাদিগের নিকটে নূনকর ছিল, তাহা এই
শ্লোকেই প্রমাণ দিতেছে । কিন্তু বংশ বৃদ্ধির
অমরোঘে তাঁহারা আরো অগ্রসর হইয়া মধ্য-
দেশ অর্থাৎ উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে বিক্রাচল,
পূর্বে প্রয়াগ এবং পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ যে
প্রদেশে সরস্বতী অন্তর্দান হইয়াছেন, এই
চতুঃসীমাবদ্ধ স্থপরিসর ভারত-খণ্ডে অধিবসতি
করিয়াছিলেন । পরিশেষে পদ্মবনবৎ বৃদ্ধিযুক্ত
আৰ্য্যবংশের ইহাতেও স্থান সংকুলান না
হওয়াতে পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রের এবং হিমা-
লয় বিজয়ের মধ্যবর্তী সমুদায় দেশকে তাঁহারা
আৰ্য্যাবর্ত নামে খ্যাত করিয়াছিলেন, যথা
মহঃ—

আসমুদ্রাক্ত বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাক্ত পশ্চিমাং ।
তয়ো রেবান্তরং গির্যো বার্য্যাবর্তং বিহর্ষধুধাঃ ॥
* মহাভারতীয় সভাপর্বে এবং অশ্বমেধপর্বে
পাণ্ডব-বিগ্নিহয়ে দ্রষ্টব্য ।

ক্রমে যত খর রবি, ধরা ধরে অস্ত্র ছবি,
সেই রূপ সমাজের গতি ।
যাগে হিংসা অপকর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম,
প্রকাশিলা গোতম স্মৃতি ॥
হ'ল কত কাল গত, এই দেশে সমাগত,
তথাগত* মত নিরমল ।
হিংসাধর্মের ঘোর বৈর, হেথায় ভূপতি ত্রিবা,
রাজ্য করে বল দশবলা† ॥
হেথা সেই ধর্ম্মাশোক, নিস্তার করিল লোক,
ধর্ম্ম-উপদেশ করি দান !
অতাপি ধবলাচলে, ‡ স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপলে,
পরিচয় দিতেছে পাষণ ॥
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি, বনিতা প্রেমাসক্তি,
স্নেহে স্নেহ, কুটুম্ব আদর ।
ভ্রাতৃত্ব সর্ব নরে, সমভাবে ঘরে পরে,
বর্ষায়ানে শ্রদ্ধা নিরন্তর ॥
দয়া সর্ব জীব প্রতি, শান্তিরসে মুগ্ধ মতি,
অবিরত জ্ঞানের সন্ধান ।
শাক শত্রু অন্ন স্তুতা, নিবারণ করে ক্ষুধা,
বিমল সলিল মাত্র পান ॥

* বুদ্ধ

† খণ্ড-গিরিতে এই রাজার নাম খোদিত
আছে । ২২০০ বৎসরাধিক হইল সম্ভবতঃ
ইনি ঐত্বকলের একাংশের রাজা ছিলেন ।

‡ বুদ্ধ ।

¶ মৃত মহাত্মা জেমস প্রিন্সিপ ভবনে-
খরের অদূরবর্তী খোলী অর্থাৎ ধবলাপর্কতে
অশোক সম্রাটের মৌতিগর্ভ এই সকল আদেশ-
লিপি সর্বাঙ্গে পাঠ করেন । আদেশগুলি
পালিভাষায় বিরচিত, ভারতবর্ষের নানা
প্রদেশে এবং সিন্ধুনদের পরপারে যুসফজৈ
দেশস্থিত কপূরাস্রিতে উক্ত আদেশাবলী
আবিষ্কৃত হইয়াছে । বাহ্যভায়ে তত্তাবৎ
এস্থলে উদ্ধৃতি হইল না ।

বিহিত প্রশান্ত মনে, বসিয়া বিজন বনে,
ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন প্রাণ ।
ভাবভরে নিমীলিত, নেত্র-অশ্রু বিগলিত,
স্বপ্নের নাহিক পরিমাণ ॥
কিন্তু এই সার মন্ত্র, যুগান্তে হইল গত,
ম'হুয়ের মন স্থির নয় ।
যথা নব নব ফুলে, ভ্রমরা ভ্রমেতে ভুলে,
ভ্রমণেতে সংবরে সময় ॥
পুনর্বার ফুলদলে, চন্দন তণ্ডুল ফলে,
পরমেশে পূজার বিধান ।
পুরোহিতে দিয়ে বসু, পাপে পরিজ্ঞান অসু-
গুণ ছেদি পুন বলিদান ॥
মৃতিকায় পান্য দারু, বিরচিত বিশ্বকারু,
পুন প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে ।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, করি মহা গুণ গোল,
ছেলে-খেলা দেব দেবী লয়ে ॥
বর্ষ পঞ্চদশ শত, অধুনা হইল গত,
মগধ ঈশ্বর ভবগুপ্ত ।
বার বার আক্রমণে তাড়াইল বৌদ্ধগণে,
বিশ্বজিত* মত তাৎ লুপ্ত ॥
যযাতি-বেশরী নাম, সেনাপতি গুণধাম,
সন্ধি-বিগ্রহের-অধিকারী ।
বৌদ্ধের গৌরবহর্তা, প্রথম শাসনকর্তা,
কটকের সূত্রপাতকারী ॥
অবেষিয়া জগন্নাথে, বলভদ্র ভদ্রা সাথে,
দেউলেতে বসাইলা পুন ॥
বলি যাগ যজ্ঞ হোম, পঞ্চ-দেব পূজাতোম,
কলিঙ্গতে বুদ্ধি বহুগুণ ॥
অব্রাহ্মণ এই দেশ, নিরখি অন্তরে ক্রেশ,
কনৌজীয় অযুত ব্রাহ্মণ † ।

* বুদ্ধ ।

† এই সকল ব্রাহ্মণদিগের অতাপি প্রকৃত
ব্রাহ্মণবৎ অনেক সদাচার আছে ; যাজপুরে
অতাপি ৮ ঘর অগ্নিহোতীব্রাহ্মণ আছেন, কিছু

নিমন্ত্রিয়া আনি রায, ভূমি দিয়া কোশলায়*,
বসাইলা ব্রাহ্মণ-শাসন ॥
তাত্রপটে এসকল, কীর্তিকলা অবিকল,
পরিচয় দেয় অতাবধি ।
দ্বিতীয় যযাতি সম, অনুপম পরাক্রম,
সীমাহীন যশের জগদি ॥
এই সে কেশরীবংশ, কত নৃপ-অবতংস,
ঔৎকলের মহিমা আকর ।
দেখহ ভুবনেশ্বরে, কি কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে,
ললাটেন্দুকেশরী প্রবর ॥
শ্রীমন্দির শৈলসম, কারুকর্ম অনুপম,
বারো শত বৎসর অতীত ।
তথাপিও বোধ হয়, যেন দেবালয়চয়,
এই মাত্র হয়েছে নির্মিত ॥
নৃপতি-কেশরী নাম, স্থাপিলা কটক-গাম,
ছই ধারা মহানদী-মুখে ।
পাঠান করিল ক্ষয়, তাঁর কীর্তি কলাচয়,
স্বয়ং হৃদয় দহে হুখে ॥
ধর স্রোতে ভাসে তীর, মকর-কেশরী বীর,
পাষণের বন্ধে বন্ধ করে ।
অতাপি দেখহ আসি, কি অক্ষয় কীর্তি রাশি,
আছে এই কটক-নগরে ॥
কালে সব হয় ধ্বংস, কালে এ কেশরী বংশ
উড়িয়ায় পাইল বিধাম ।
তেজি গোদাবরী-তীর, এ'ল এক মহাবীর,
গঙ্গাবংশী চোরগঙ্গ নাম ॥
তাঁর পুত্র গঙ্গেশ্বর, মহা কীর্তি-কলাধর,
পঞ্চ কটকের অধীশ্বর ।

কাল পূর্বে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল,—
কালপ্রভাবে, ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে ।

* বৈতরণী ও মহানদী প্রবাহিত প্রদেশের
নাম,—সম্প্রতি যে সকল তাত্রপট্ট আবিষ্কৃত
হইয়াছে, তত্তাবতের লিখনানুসারে ইহাই
প্রতিপন্ন হয় ।

উত্তরেতে বিষ্ণুপদী, দক্ষিণেতে কৃষ্ণানদী,
শাসনের সীমা সুবিস্তর ॥
সেবংশে মহিমাসীম, ভূপাল অনঙ্গ-ভীম *,
বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা ।
কটকেতে পরিপাটি, কিবা দুর্গ বারোবাটি,
এবে শুধু মনস্তাপদাতা ॥
হায়রে ইংরাজ রাজ, করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চুর, সেই বারোবাটি পুর*,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?

* যাজপুরে ইহাঁর প্রথম রাজধানী ছিল ।
ইহাঁরা সময়ে বহুসংখ্যক দেবালয়, সেতু, সরো-
বর, কূপ এবং ঘাট প্রভৃতি নির্মিত হয় । ইনি
৪৬০ শাসন অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ষিঃ স্থাপন করেন ।
ইহাঁর আদেশেই জগন্নাথের মন্দির ৪০ লক্ষ-
টাকা ব্যয়ে পদমহৎসবাজপেয়ী কর্তৃক নির্মিত
হয়, উক্ত মন্দিরবৎ দেবালয় এই ক্ষণকালকালে
নির্মাণ করিতে হইলে ২১৩ কোটি টাকাতেও
সংকুলান হয় না । খৃঃ ১১৯৬ শকে এই মন্দির
নির্মাণ কার্য শেষ হয় । ইহার আদেশে নামো-
দয় পণ্ডিত এবং দৈশ্বর পট্টনারক কর্তৃক উত্তরে
জগলী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত এবং
পশ্চিমে শোণপুর হইতে পূর্বে সমুদ্রের বেলা-
কূল পর্যন্ত সমুদয় অধিকারস্থ ভূমির পরিমাণ
হয় । সমুদয় ভূমির সমষ্টি ৪৭,৪৮,০০০ বাটি ।
২৪,৩০,০০০ বাটির উৎপন্ন রাঙ্গার স্বকীয়
ব্যয়ে, এবং ২৩,১৮,০০০ বাটির উৎপন্ন প্রধান
রাজপুরুষ সৈন্ত সামন্ত প্রভৃতির ব্যয়ে, পর্য্য-
বশেষিত হইত । বাকী ১৪,৮০,০০০ বাটি নদী
পর্বত জঙ্গল প্রভৃতি পণ্ডিত ভূমিতে পরি-
ণত ।

* বারোবাটিদুর্গের প্রাকার পরিখাদির প্রস্তর
লইয়া অধুনা কটক নগরের রাজপথ এবং
প্রণালীপুঞ্জ তথা লস্ পইন্টের আলোকগৃহ

তাঁর পোত্র গুণাকর, নরসিংহ নরহর,
 কোণার্ক তাঁর প্রতীকতা ।
 শিবাই সাক্ষার কাজ, বিশ্বকর্মে দেয় কাজ,
 এবে সব নষ্ট, হা বিধাতা !
 নেত্র বাহুদেব নাম, ছিল রাজা গুণগ্রাম,
 চাশিশ পঁচিশ বর্ষগত ॥
 অশ্রুজক নরপতি, সতত বিষয় মতি,
 রাজবার্ষ্যে উৎসাহ-বিহত ।
 একদিন ক্রীমন্দিরে, বেহ-দর্শনাস্তে, ফিরে,
 যাইবার সময় রাজন ॥
 দেখিলেন মতিমান, অতিশয় রূপবান,
 যুবা এক করিছে ভ্রমণ ।
 সূর্য্যবংশী * রাজপুত, সর্ব্ব সুলক্ষণগত,
 বিভূষিত বহু গুণ জ্ঞানে ॥
 মিষ্টালাপে তুষ্ট হয়ে, রাজা তাঁরে সঙ্গে লয়ে,
 রাখিলেন নিজ সমিধান ॥
 স্বপনেতে প্রত্যাশে, পাইলেন উৎকণ্ঠে,
 পুত্ররূপে করিতে গ্রহণ ।

নির্মিত হইয়াছে । পুৰাতন কটক অর্থাৎ
 গোঁদারের অন্তর্গত কপালেশ্বর নামক ভূর্গের
 প্রস্তর লইয়া বিরূপার অনীকট অর্থাৎ প্রবাহ-
 বোধক বাধ প্রস্তুত হইয়াছে । বলিবে অন্তঃ-
 করণে লজ্জা এবং পরিতাপ আদিয়া উদ্ভিত
 হয়, এই ভূর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর প্রদানার্থে আমার
 প্রতি ভার্য্যাপিত হইয়াছিল ।

* মাদলা পাঞ্জী নামক প্রসিদ্ধ পুৰাতন
 গ্রন্থ-মতে কপিলেশ্বরদেব গোপজাতীয় ছিলেন ।
 একদা গোচারণ সময়ে গোষ্ঠে নিজা যাইতে-
 ছিলেন, এমনত সময় এক সর্প আনিয়া তাঁহার
 মন্তকোপরি ফণা বিস্তার পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইতে
 তাহাকে রক্ষা করিতেছিল, নেত্রবাহুদেব এই
 আলৌকিক গুণ শুন দেখিয়া উক্ত
 গোপনজনকে যৌবরাজ্যে বরণ করেন ।

কপিলেশ্বর দেব নাম, অসৌম্য যশের ধাম,
 যৌবরাজ্যে পাটনা বরণ ॥

ইতি গ্রন্থ-সূচনা নামক প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

নেত্র-বাহুদেব অস্ত্রে কপিলেশ্বররাজ ।
 উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ ॥
 সহস্র সময়-জয়ী বিক্রমে কেশরী ।
 বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহুরাজ্য হরি ॥
 শাসনের সীমা সেতু-বন্ধ রামেশ্বর ।
 রাজধানী ছিল রাজ-মাহেন্দ্রী নগর ॥
 বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান ।
 হামীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান ॥
 অগ্রজ বলহামীর বলরামপ্রায় ।
 গদাযুদ্ধে কালপাত কবে মহাকায় ॥
 দ্বিতীয় কালহামীর হই স্বন্ধে তুণ ।
 সবাসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ ॥
 যযাতি-হামীর নামে তৃতীয় কুমার ।
 অসি-চালনায় তার তুল্য নাহি আর ॥
 এইরূপ অস্ত্রে শস্ত্রে পটু বিশ-স্বত ।
 কিন্তু কেহ নহে বিজ্ঞা-বিজ্ঞান-বিযুত ॥
 ব্যসনে সময় হবে, নিরশি রাজন ।
 বিজনে বসিয়া সকা ব্যাকুলিত মন ॥
 পদস্পর ঈর্ষাভাব, বিবাদ প্রবল ।
 হায় রে দৈহিক বল ! অনর্থ কেবল ॥
 রাজা ভাবে মম অস্ত্রে এই পুত্রগণ ।
 লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ ॥
 অল্পদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ ।
 নির্ভর ইহাতে মাজ প্রভুর আদেশ ॥

এক দিন স্বপ্নে দেব দেন প্রত্যাশে ।
 “মম অভিশাপ বাহা শুনহ নশে ॥
 “কালি সন্ধ্যা আরতির সময় যখন ।
 “দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন ॥
 “বাইশ সোপান আরোহণের সময় ।
 “পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয় ॥
 “অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ ।
 “ধীরে করিবেক তব পদাঙ্গুসরণ ॥
 “তাহারেই যৌবরাজ্য করিবে বরণ ।
 “তব অন্তে উড়িয়ার রাজা সেই জন ॥”

প্রত্যাশে পেয়ে নৃপ হরষিত মন ।
 পর দিন প্রদোষেতে সহিত স্বর্গণ ॥
 দেব-দরশনে যান সহ সব স্তব ।
 দেখ দেখি ! ঈশ্বরের খেলা কি অদ্ভুত ॥
 ভাবি প্রত্যাশে কথা অস্থির নরেশ ।
 বাইশ সোপানোপরে করিলা প্রবেশ ॥
 সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে ।

অংশুকের সীমা লগ্ন চরণান্তরালে ॥
 পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক স্তম্ভর ।
 সীমা উঠাইয়া ধরে যেক্রপ কিঙ্কর ॥
 যুগ ফিরাইয়া রাজা করেন দর্শন ।
 নিজ উপজায়া-জাত পুত্র সেইজন ॥
 নামেতে পুরুষোত্তম রূপের নিধান ।
 ভূপতির প্রতিকৃতি, পরম ধীমান ॥
 কিবা জন্ম-কট তার খণ্ড তপোফলে ।
 কলকী শশাক প্রায় উদ্ভিত ভূতলে ॥
 পুত্রবায় হেবে রায় সে বিশ নন্দন ।
 সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন ॥
 তাঁহার উদ্দেশে মাত্র উৎকণ্ঠিত নয় ।
 পাষণ্ড কি বশু তারা তনয় ত নয় ॥
 পুরুষোত্তমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ ।
 অভিশপ্ত স্নেহভরে করেন ঈক্ষণ ॥
 মনে মনে চিন্তা এই, “একি কুষ্টন ?
 [সন্তানের, হেতু সাত স্নজাত নন্দন !

খিজাতেরে রাজ্য দিতে প্রভুর আদেশ ।
 হায় হায় ! মম ভাগ্যে এই ছিল শেষ ॥”
 সখোপি সে স্তম্ভগেয়ে কহেন রাজন ।
 “রাজপুত্র থাক তুমি, আমার সদন ॥”
 রজার দেখিয়া ভাব, শুনি সেই কথা ।
 অমাত্যসমূহ করে ঠাৱাঠারী তথা ॥
 সেই দিনাবদি রাজকুমার সোসর ।
 রাজপুত্রে বাড়িল তাহার সমাদর ॥
 যত পরিচার আর পারিষদ গণ ।
 যুবরাজ বলি তারে করে সন্মানন ॥
 কুণ্ঠিত হামীরগণ, অস্থতপ্ত মন ।
 দেখা মাত্র দহে গাত্র জঁৰা ছতশন ॥
 সংগোপনে বসি সদা করয়ে মন্ত্রণা ।
 ক্ষেমনে বিগত হবে প্রাণের যন্ত্রণা ॥
 সবে বলে মা’ হুটে বিহিত সন্ধানে ।
 নির্জনে যখন পাবে সংহারিবে প্রাণে ॥
 একদা বলহামীর অগ্রজ কুমার ।

চরণ চারণ করে যথা সিংহদ্বার ॥
 প্রদোষ সময়, সঙ্গে নাহি আর কেহ ।
 ঈর্ষায় আরক্ত নেত্র, প্রকম্পিত দেহ ॥
 কহেতে তোমর এক ভয়াল বিশাল ।
 ভ্রমিছে তথায় যেন কালাস্তুর কাল ॥
 সন্ধ্যাধূপ অন্তরে পুরুষোত্তম রায় ।
 সিংহদ্বারে হামীরেরে দেখিবারে পায় ॥
 কুমারের ভাব দেখি ছক ছক হিয়া ।
 হামীর কহিছে “শুন, শুনয়ে পুরিমা ॥
 “সিংহের বিবরে রাজা বন্ধক শৃগাল ।
 “তুই নাকি উড়িয়ার হইবি ভূশাল ?
 “কলিকাল হ’ল ঘোর, কিবা আর বাকী ?
 “যৌবরাজ্যে ঢাকা তুই পেয়েছিস্ নাকি ?
 “ভাল, ভাল, তাই ভাল । নাহি কিছু ক্ষতি ।
 “কিন্তু আমি অস্ত্র এক ছাড়ি তোর প্রতি ॥
 “রে বর্ষ্য যদি সামালিতে পার তায় ।
 “নিশ্চয় জানিবে তোরে ঠাকুর সহায় ॥”

এত বলি গরজিয়া ছাড়িল তৌমর ।
 অব্যর্থ সন্ধান তার আনে সর্ব নর ॥
 দেখহ দৈবের কৰ্ম, বিষয় ছুর্গম ।
 অবহেলে সামালিল ত্রীপুরুষোত্তম ॥
 লক্ষ্য হ'ল যার্থ, ব্যর্থ তৌমর বিশাল ।
 কর প্রসারিয়া ধরে যেমন মুণাল ॥
 লজ্জাভাবে অধোমুখ হইল হামীর ।
 চকিত হইল স্থির, হৃদয় অস্থির ॥
 ভাবী ভাবি আরো মনে বাড়ে মহাক্লেশ ।
 পলায় দক্ষিণাপথে পরিতরি দেশ ॥
 অনন্তর বিভূ পদে ভক্তি-নম্র কায় ।
 ত্রীপুরুষোত্তম রায় প্রণত তথায় ॥
 ইষ্টদেবে অরি মনোহুঃখ গেল দূরে ।
 ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল রাজপুরে ॥

কত দনান্তরে ঋতু নিদাঘ প্রবেশ ।
 ঋতুর কর শর বরিষে দিনেশ ॥
 প্রতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ, প্রতপ্ত পবন ।
 উপবনে যায় লোক, ভ্রাজিয়া ভবন ॥
 কিবা বনে, উপবনে, কিবা গিরিবনে ।
 স্নানবর্ণ, শীর্ণপর্ণ, ক্রম লতা গণে ॥
 তাপে তপ্ত যৌনত্র ত বিহঙ্গমগণ ॥
 পল্লবের অড়ে করে দেহ সংগোপন ॥
 আরজিম তালু কণ্ঠ বিগুহ রসনা ।
 মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা ॥
 কোণায় রয়েছে বায়ু, না হয় সন্ধান ।
 স্তম্ভপ্ত জগৎ, কিবা স্বাসগত প্রাণ ॥
 স্বাসের সঞ্চার নাই স্তম্ভিত সকল ।
 চিত্র-লিখিতের প্রায় অচল সচল ॥
 না নড়ে তরুর পাতা, মুত-প্রায় লতা ।
 বায়ুভোগ-বিবহে বিহত মহীলতা ॥
 জগৎজীবন যেই, অভাবে তাহার ।
 জগতে কি থাকে আর, শোভার সঞ্চার ?
 একে অন্তর্হিত বায়ু, তাহাতে তপন ।
 বরিষে কিরণ যেন হোম হতাশন ॥

যেন অরে দগ্ধ-তনু বসুযতি ।
 অকালে কি সৃষ্টিনাশ করিছেন ধাতা ?
 ফেন-লালাবৃত মুখে রসনা চলিত ।
 হেব ! হিংস্র বনচর কিবা বিকলিত ॥
 বিক্রম-বিহত ব্যাঘ্র, লুকাই গহ্বরে ।
 বারি অহ্নেদিয়ে ফিরে মহিষনিকরে ॥
 বন বরাহের দল পঙ্কিল পুরুরে ।
 গড়াগড়ী যায়, তাপ নিবারণ তরে ॥
 ভয়ঙ্কর ভাব এক নিরখি কাননে ।
 অবতীর্ণ হতাশন সহস্র আননে ॥
 বিকচ কুমুদ কিবা শিঙ্গুর বরণ ।
 অমনি প্রবল বেগে উঠিল পবন ॥
 পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে ॥
 ভঙ্গ-সার করিতেছে তরু লতা গণে ।
 পলায় বিহঙ্গকুল তেজিয়া বিটপী ॥
 তরু পরিচরি ধায় দলে দলে কপি ॥
 তরু দহি নিরাশ্রয় প্রচণ্ড অনল ।
 বনভূমে তৃণদশে পড়ে অনর্গল ॥
 বেগুনে অতি বেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে ।
 চটপট ঘোর শব্দ গহনে কাননে ॥
 কিবা চারু কবিত কাঞ্চন কলেবরে ।
 শিমুলের বনে জলে কোটরে কোটরে ॥
 পলায় কুরঙ্গদল হইয়া বিকল ।
 ভয়ঙ্কর ভাব এক ধরে দাবানল !
 কি শোভা রজনীকালে শেখরে শেখরে !
 প্রকটিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে ॥
 নীলবর্ণ নগশ্রেণী দীর্ঘ কলেবর ।
 থাকে থাকে দাঁড়াইয়া যেন নিশাচর ॥
 অনলের শিখারাজী শোভে শিরোপর ।
 দ্রব স্বর্ণময় কিবা মুকুট স্বন্দর !
 কভু লুপ্ত, কভু শীপ্ত, হয় প্রতিক্ষণে ।
 অভিনব আশা যথা প্রেমিকের মনে ॥
 শেখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাত-সময় ।
 ধুমময় দেখা যায় ঝারু চূড়াচয় ॥

প্রভাত-ভাষ্য হুট। লাগিয়াছে তায় ।
 ধীর সমীরণে চলে অচলের কায় ॥
 কভু আসি পড়িতেছে চরণে তাহার ।
 শ্রামার চরণে কিবা জবাশুল হার ।
 সাগরের গর্ভ ভেজি সংঘত স্বর্ণে ।
 ভালুকরে বাশ্পরাশি উঠিয়া গগণে ॥
 নানারূপ মেঘাকাশে হয়ে পরিণত ।
 আকাশেতে চলিতেছে গজযথ মত ॥
 প্রভাতে প্রত্যহ আসি হয় দৃশ্যমান ।
 কিন্তু কভু বিন্দু ব'রি নাহি করে দান ॥
 কখন কখন গর্জে গর্জে ঘোরভর ।
 চমকে চপলা বালা হাঁসারে অধর ॥
 বোধ হয় এইক্ষণে হইবে বরষা ।
 স্বপ্নের সমান সেই বিফল ভরসা ॥

দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয় ।
 বিষম বিপদাপন্ন জলচর চয় ॥
 শুধাইছে সরোবরে সরোজের বন ।
 কোনমতে স্বপ্ন জলে বাঁচায় জীবন ॥
 হায় যেই ভালুকরে হুটে শতদল ।
 সেই ভালু করে তার জীবন বিকল !
 সরোবরে দান আর নাহি হয় স্নেহে ।
 পক্ষময় পয়ঃ তপ্ত মধ্যাহ্ন-ময়ূখে ॥

মজ্জণা করিল যত রাজার কুমার ।
 চল সবে শিকড়ালে করিব বিহার ॥
 পুরিয়ারে সঙ্গে লয়ে স্বকার্য্য সাধিব ।
 সন্তরণ দিতে দিতে বুড়ায়ে মাধিব ॥
 চলিল কুমারগণ জলধির তীরে ।
 নানা জল-কেলি আরভিল নীল নীরে ॥
 তরল ভরদমালা, ধায় উত্তরত্বে ।
 বেলাকূলে আসি তুর্ণ, চূর্ণ হয়ে পড়ে ॥
 নিরমল কেন রাশি নাচে শূন্তোপরে ॥
 নানা স্বপ্ন কলে তাহে দিনকর করে ॥
 হরিষত, লোহিত, পীত, পাটল আকার ।
 কত লক্ষ ফাটকের জলে দীপাধার ॥

টল টল, টল টল, পবন হিলোলে ।
 যেন মদে মত্ত হয়ে পড়িতেছে ঢ'লে ॥
 গরজ, গরজ, শিকু ! গরজ গভীর ।
 কোন কালে স্থির নহে তোমার শরীর ॥
 চিরকাল একভাব, আর একতান ।
 তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান ॥
 তুমি মাত্র অনন্তকালের অবচ্ছাদা ।
 সর্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায়া ॥
 সর্বজাতি প্রতি তুমি সাধারণ ধন ।
 পক্ষপাত নাহি তব সকলে স্বজন ॥
 ধরাতলে আছে যত তরঙ্গিণীগণ ।
 তব দেহে সকলের বেগ প্রশমন ॥
 কলিজ কি বঙ্গ দেশে খেলে যেই নীর ।
 সেই নীরে খোঁজ পুন ইংলণ্ডের তীর ।
 তোমার উদারতাব হেরি পুন পুন ।
 হায় কেন নরজাতি না শিখে সে গুণ ?
 তোমার সহিত তারা দেয় হে তুলনা ।
 অর্থহীন করনা সে, বিফল কলনা ॥
 গুণের সাগর এই, রূপ-রত্নাকর ॥
 যশের জলধি এট, বসের সাগর ॥
 ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যাবা তব বিশ্বাকার ।
 হায় ! তারা কেন করে এত অহংকার ?
 এই দেখ, এই ছার রাজপুল্লগণ ।
 জীর্ধানলে অমুকণ সজ্ঞাপিত মন ॥
 কিন্তু যথা প্রদীপে পতঙ্গ ভস্ম হয় ।
 অচিরাত্ম সে অনলে পাইবে অত্যয় ॥
 মুখেতে অম্লত ক্ষরে, গরল হৃদয়ে ।
 মারিতে প্রাণের বৈরি, আত্মীয়ী তনয়ে ॥
 ভাইগণে সোধোষিয়ে কহে একজন ।
 'ভুবিয়া থাকিতে কেবা পার কতক্ষণ ॥
 হুই জনে, হুই জনে, পরীক্ষা হইবে' ॥
 যে হারিবে, অধা জনে স্তব্ধেতে গইবে' ॥
 এইমত খেলা হইতেছে কক্ষণ ।
 দেখহ দৈবের খেলা হুটনিরক্ষণ ॥

শ্রামলহাবীর নামে কনিষ্ঠ মন্দন ।
 পুরিয়ার প্রতিদ্বন্দী হ'ল সেইজন ॥
 ছুইজনে নিমজ্জিত হ'ল সিদ্ধ-নীবে ।
 বাকি সব রাজপুত্র দাঁড়াইয়া ভীবে ॥
 কিছুক্ষণ পরে তারা, পড়ে রাঁপ দিয়ে ।
 পুরিয়ারে অগেধিছে জল-মগ্না গিয়ে ॥
 তার পরিবর্তে ত তা খাণ্ডলে ধরিয়া ।
 কণ্ঠ-আকর্ষণে করে দেখিল মায়া ॥
 তরঙ্গে ভাসিয়া গেল তার নলবর ।
 তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ অন্তর ॥
 উঠিয়া নিরপে তা' চক্রতর্জ * মূলে ।
 দাঁড়ায়ে পুরুষোত্তম অদ্বৈত বেলাকূলে ॥
 দেখা-মাত্র সকলের শুখাইল মুখ ।
 শুভিতের মত চায়, শোক দহে বুক ॥
 ইতিকর্তব্যতা-হত ধৃত চৌর প্রায় ।
 মনে ভয় কেহ যদি জানায় রাজ্যায় ॥
 নিস্তার কোথায় তার দোষী যেই জন ?
 অনুতাপ হতাশনে দগ্ধ হয় মন ॥
 হৃদয়স্থ আত্মদেব দেন শান্তি ঘোর ।
 কিবা দিবা বিভাবরী ভীত যেন চোর ॥
 অনুক্ষণ ভাবে হায় কি করিছ আমি ।
 ভুলেছিছ হৃদয়ে রাজিত অন্তর্যামী ॥
 অগণিত বৃথা ভয়ে তুমি হয় ক্ষণ ।
 পাণ্ডুর বহন ভাগ—যেন প্রাণহীন ॥
 লোকনে অক্ষম সেই প্রত্যেকের শোভা ।
 পূর্বভাগে স্থিত যবে উবা মনোলোভা ॥
 প্রকৃতি বিকৃত রূপ তাহার নিকটে ।
 তার তরে বৃথা ভাষু দিবস প্রকটে ॥
 সরোবরে বৃথা ফুটে কমল কলহার ।
 উপবনে বৃথা ছুটে সুরভি-সন্টার ॥
 তার তরে বিকলে বিহঙ্গ গান করে ।
 বিকলে শাবদ শ্মশী অমৃত বিতরে ॥

* পুরীর বেশাকুলবস্তী । মধুর । সলিলযুক্ত
 কূপ বশেষের নাম ।

সদা যেন তিমিরে আচ্ছন্ন দিগ্‌ দশ ।
 হলহল সম বোধ হয় সুধারস ॥
 লোকালোপে ভূগিবারে প্রাণের বেদন ।
 দিনে জনপূর্ণ স্থানে ধায় সেই জন ॥
 বিফল সে সব চেষ্টা, বিতর্ক অন্তরে ।
 নবন-ভঙ্গীতে লোক ইঙ্গিত কি করে ?
 দিবসে একদা আত্মদেবের ঘটন ।
 রক্তনীতে আরো বাড়ে মনের ঘটন ॥
 এইরূপ অনুপ্রাণ রাজ পুত্রগণ ।
 কি চেষ্টেব কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ ॥
 নির্জনেতে যুক্ত স্থির করি পরিশেষে ।
 সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-প্রদেশে ॥
 কপিলেন্দ্রদেব ভূনি এই সমাচার ।
 মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়ে কার হাহাকার ॥
 দশরথ-প্রায় রাজা পেয়ে পুত্র শোক ।
 কিছুদিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক * ॥
 ত্রীপুরুষোত্তমদেবে তব মন্ত্রিগণে ।
 অভাবিত্ত হবে গজপতি-সিংহাসনে ॥
 রামরাজ্য-প্রায় রায় স্বরাজ্য-শাসনে ।
 ছেঁচের দলনে আর শিষ্টের পালনে ॥
 প্রথর প্রভাপ অতি ধামান্ ত্রীমান্ ।
 কর্ণের সমান মান, যশের নিধান ॥
 শুবীর পণ্ডিত-মণ্ডিত মহারাজ ।
 বিক্রম-আদিত্য সম শোভিত সমাজ ॥
 জঙ্গলীয় রাজগণ কিছর সমান ।
 কেহ ধরে পাণদান, কেহ পিকৃদান ॥

* কপিলেন্দ্রদেবের শেষাবস্থায় মুসলমানরা
 দক্ষিণ হইতে প্রথমে উৎকল দেশাক্রমণ করণে
 অগ্রসর হয় । মুসলমানদিগের সহিত শেষ সমরে
 পুরুষোত্তমদেব পিতা কপিলেন্দ্রদেবের সমভিযা-
 গারে গমন করিয়া সবিশেষ বীৰ্য প্রকাশ করেন
 কিন্তু এই শেষ সমরে কপিলেন্দ্রদেব কুবান্দী-
 ভীরে পরলোক প্রাপ্ত হন । সেই চানেই মন্দি-
 বর্গ পুরুষোত্তমদেবকে রাজপদাভিষিক্ত করেন ।

কেহ শিরে ধরে ছত্র, কেহ মোরছল ।
কেহ মুখঅঙ্গে ধরে দর্পণ বিমল ॥
তার প্রতি যেই দেশ করিলা অর্পণ ।
অতাপি বিখ্যাত নাম আছয়ে দর্পণ ॥
অতাপি পুরুষোত্তমপুর বর্তমান ।
কিন্তু সিংহকুল পরে হ'ল মুসলমান ॥
সেইরূপ গড়পদা* ভূঞার কুমার ।
অৰ্ধ-লোভে করে ব্রহ্ম ধর্ম-পরিহার ॥

* রাজা পুরুষোত্তমদেব, পোতেশ্বর নামক
এক ব্রাহ্মণকে ১৪০৮ বাটী অর্থাৎ ২৮১৬০
উৎকলদেশে প্রচলিত বিধা ভূমি স্বর্ষ্য-গ্রহণ-
কালে গঙ্গাগর্তে দান করেন । তাত্রপট্টে খোদিত
উক্ত দানপত্র অতাপি বর্তমান আছে । উক্ত
পোতে শবের বংশধর সর্কেশ্বর ভট্টকে ময়ুর
ভঞ্জে রাজা দ্বীভূত করিয়া দিয়া সেই
ব্রাহ্মণ-শাসন স্বরাজ্যের সামিল করিয়া লন ।
সর্কেশ্বর মুর্শীদাবাদের নবাবের নিকট আর্জনা দ
করাতে নবাব ময়ুরভঞ্জে রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত
করেন,—কিন্তু সর্কেশ্বরের প্রতি যুদ্ধের বায়
পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দেন, সর্কেশ্বর বিষম-
চ্যুত বিধায় সেই ব্যয়দানে অক্ষম হইলেও নবাব
তাহার আদ্যসে প্রতিপাত করিলেন না । অগত্যা
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আগ্রায় গমন করিয়া দিল্লীশ্বরের
উপাসনা করিতে লাগিলেন । দিল্লীশ্বর উরেং-
শেব অত্যন্ত হিন্দুধর্ম-দ্রোহী ছিলেন; তিনি
একদা সর্কেশ্বরকে কোতুকচ্ছলে কহিলেন, যদি
তুমি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হও, তবে
তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি, সর্কেশ্বর
ব্যবহার ইহাতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু পরি-
শেষে নিরুপায় হইয়া মহম্মদীয় ধর্মগ্রহণ করিয়া
প্রতারণার আদেশ আনিয়া ভূমিসম্পত্তিতে
পুনরধিকার প্রাপ্ত হইলেন । অতাপি পোতে-
শ্বর ভট্টের বংশীঘেরা গড়পদার ভূঞা নামে
বিখ্যাত আছেন, মুসলমানদিগের সহিত করণ

হেন মতে কত শত কীর্তির আধান ।
কেবল কুলেতে কাণী কলঙ্কী সমান ॥
কিন্তু রাজ-সম্মতি ঘায়ে করেন বরণ ।
কি ছার পদার্থ তার কুলের গজন ?
রাজ-রাজ-চক্রবর্তী কুণ্ড গোলকাদি ।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠিরে কেবা প্রতিবাদী ?
ভোজরাজ, মদ্ররাজ, দ্রুপদ নৃপতি ।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি ॥
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি ।
কতাদানে অগ্রসর কত মহীপতি ॥

ইতি কথারম্ভ নাম দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

পদ্মাবতী ।

কিবা অপকণ,	পদ্মাবতী রূপ,
অলপ বয়সী বালা ।	
কেতকী কুহুম,	কেশর কুহুম,
লাবণ্য কুলের ডালা ॥	
নয়ন স্নানর,	নীল নিভাধর,
কাজলে উজল ভাতি ।	
যেন ইন্দীবরে,	অলি শোভা করে,
রবহীন মনে মতি ॥	
পলকে পলকে,	দামিনী দলকে,
চমকে যুবক প্রাণ ।	
আকর্ণ সন্ধান,	কামের কামান,
বৃগল ভ্রুর টান ॥	

কারণ সম্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু
অতাপি তাঁহাদিগের বাটাতে দেবালয় সকল
এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি বর্তমান আছে । গড়প-
দার আদি নাম পুরুষোত্তমপুর-শাসন, দর্পণ
গড়েও এই রূপ এক পুরুষোত্তমপুর আছে ।

অধোর্দ্ধ কিবা, প্রবালের ডিবা, নাটক নাটিকা, শব্দশব্দ টীকা,
 দশন মুকুতাধার । দশন পরকাশে, ছন্দো ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন,
 যুহ যুহ হাসে, কি শোভা করে সঞ্চার । প্রতি প্রতি-অলঙ্কার ॥
 নাসিকার কোলে, গজমোতী দোলো, সর্ব কলাবতী, যথা ভাহুমতী,
 তিলফুলে হিমকণা । নাগিনীর শ্রেণী, অপূর্ণ রমণী, নারী-শিরোমণি,
 প্রলম্বিত বেণী, উভে কি বিস্তার কণা কিবা বৈজয়ন্তী মালা ॥
 প্রতিভার খনি, চন্দ্রশয্যা মণি, * দিন দিন তার, পদ্মবনাকার,
 সীমন্ত সীমন্ত করে । রত্ন কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল, প্রকটিত হেরি রূপ ।
 দোলে কি আনন্দ ভরে ? সমযোগ্যবর, না হয় গোচর,
 পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে, চিন্তিত হইলা ভূপ ॥
 কপাল কি আশ ইন্দু ? সচিবের সহ, বসি অহরহ,
 মৃগাক্ষের প্রায়, শোভে কি কায়, কতরূপ যুক্তি করে ।
 মৃগমদ-লেখা বিন্দু ? বিতর্কে বিপুল, রূপেতে অতুল,
 রাঙা কোকনদ, ত্রিকব্রীপদ, কে আছে ভব-ভিতরে ?
 অঙ্গুলী চাঁপার কলী । স্থির অবশেষ, উড়িয়া নব্রেশ,
 রস-প্রস্রবণ, প্রথম যৌবন, ত্রীপুরুষোত্তম রাঘ ।
 কিবা ভাব টল-টলী ॥ কল্প সমান, রূপের নিধান,
 নানা গুণবতী, সুশীলা স্ময়তী, বিক্রমে বিক্রম প্রায় ॥
 জীবরে অচলা রতি । গুনি সমাচার, উড়িয়া বাজার,
 মধুর গভীর, সুখা সম গির, হৃদয়ে উদয় প্রীতি ।
 হোহিত করয়ে মতি ॥ কাঞ্চীশ সদন, চারণ প্রেরণ,
 কিবা নতশিরে, গতি অতি ধীরে, করিলেন যথা নীতি ॥
 সলজ্জ মধুর ভাব । কহে মন্ত্রিবর, যুক্তি ছই কর,
 সুলক্ষণযুতা, কিবা সিদ্ধসুতা, "অবধান মহীপতি ।
 কাঞ্চীপুরে আবির্ভাব ॥ রূপে অতুলনা, কমলা কলনা,
 বীণা-ত্রেণু আদি, স্নহর সম্বাদী, ললনার সার সতী ॥
 যন্তুতলে মূর্তিমতী । ভুবন-ভিতর, তাঁর যোগ্য বর,
 সারদা সমানা, নৃত্যগীত নানা, করিবারে নিরুপণ ।
 শিখিয়াছে চারুমতি ॥ এই যোগ্য হয়, উচিত প্রত্যয়,
 "অচক্ষে করি স্নেহণ ॥"

* শিরোভূষণ বিশেষ, ইহা কর্ণাট দেশে
 প্রসিদ্ধ ।

নাটক নাটিকা, শব্দশব্দ টীকা,
 কাব্য আর অলঙ্কার ।
 ছন্দো ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন,
 প্রতি প্রতি-অলঙ্কার ॥
 সর্ব কলাবতী, যথা ভাহুমতী,
 িত্রে চিত্রলেখা বালা !
 অপূর্ণ রমণী, নারী-শিরোমণি,
 কিবা বৈজয়ন্তী মালা ॥
 দিন দিন তার, পদ্মবনাকার,
 প্রকটিত হেরি রূপ ।
 সমযোগ্যবর, না হয় গোচর,
 চিন্তিত হইলা ভূপ ॥
 সচিবের সহ, বসি অহরহ,
 কতরূপ যুক্তি করে ।
 বিতর্কে বিপুল, রূপেতে অতুল,
 কে আছে ভব-ভিতরে ?
 স্থির অবশেষ, উড়িয়া নব্রেশ,
 ত্রীপুরুষোত্তম রাঘ ।
 কল্প সমান, রূপের নিধান,
 বিক্রমে বিক্রম প্রায় ॥
 গুনি সমাচার, উড়িয়া বাজার,
 হৃদয়ে উদয় প্রীতি ।
 কাঞ্চীশ সদন, চারণ প্রেরণ,
 করিলেন যথা নীতি ॥
 কহে মন্ত্রিবর, যুক্তি ছই কর,
 "অবধান মহীপতি ।
 রূপে অতুলনা, কমলা কলনা,
 ললনার সার সতী ॥
 ভুবন-ভিতর, তাঁর যোগ্য বর,
 করিবারে নিরুপণ ।
 এই যোগ্য হয়, উচিত প্রত্যয়,
 "অচক্ষে করি স্নেহণ ॥"
 গুনি কাঞ্চীরাঘ, দিল তাহে সায,
 "সাজহ স্বরায় বাব ।

কিরূপ আকার, আচার ব্যভাষ, সাথে মনোরথ, দেখি তিন রথ,
প্রত্যক্ষে দেখিতে পাব ॥ মণ্ডলিত, সিংহদ্বারে ।
কস্তা পদ্মাবতী, যাইবে সংহতি, বাজে ঢাক ঢোল, করতাল খোল,
নিরখিবে ভাবী পতি । ক্ষতিরোধ একেবারে ॥
সাগরের প্রতি, যায় শ্রোতবতী, তাল-ধ্বজোপর, কিবা মনোহর,
কুপথে না করে গতি ॥ য়েবতী-রমণ শোভা ॥
বিচারি ভূপতি, দেন অমুমতি, নন্দী-ঘোষ নাম, রথে ঘনশ্রাম,
সাজিল কিঙ্করগণ । ভক্তজন-মনোলোভা ॥
সচিব সহিত, গুরু পুরোহিত, বেদি-রথোপরি, বিরাজে স্মরায়ী
সৈবিকী পুরস্কী জন ॥ ভদ্রা সহ স্মদর্শন ।
শিবিকারোহণে, সহিত স্বগণে, এক-দৃষ্টে রয়, যত যাত্রিচয়,
চলিলা নৃপনন্দিনী । চরিতার্থ মনে মন ॥
স্বর্ণ-বেশ ধরি, চলে অখোপরি, প্রায়-সময়, সিদ্ধ উৎসব,
বেড়িয়া শত বন্দিনী । হেন কোলাহল রোল ।
সঙ্গে লয়ে ঠাট, আগে যায় ভাট, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,
উত্তরিল ক্ষেত্রাজে । হরিবোল হরিবোল ॥
যথা কুলাচার, পড়ি রায়বার, হইল লগণ, যথা শুভক্ষণ,
কহিছে নৃপ-সমাজে ॥ উদয় উৎকলরায় ॥
“ কাঞ্চী নরবর, কলেবরেখর, করে পরিপাটী, স্বর্ণের বাটী,
সমাগত মতিমান ।, অগুরু চন্দন তায় ॥
শুনি গজপতি, * হরষিত মতি, স্বর্ণ মাজ নী, ধরি নৃপমণি,
ভেটিতে সত্বরে যান ॥ আপন দক্ষিণ করে ।
যথা সমাদরে, কর্ণাট-ঈশ্বরে, ঠাকুর সম্মুখে, ছড়া দিয়ে স্থখে,
আনিলা পুরুষোত্তমে । ঝাটী দিয়ে পাটী করে ॥
বোধ্য ব্যবহার, আতিথ্য সংকার, দেখিয়া রাজার, রীতি প্রকার,
সর্বাচার যথাক্রমে ॥ হাসিল কাঞ্চীর পতি ।
কিছু দিনান্তরে, মহা আড়ম্বরে, ঘৃণা সহকার, দিয়ে টিটকার,
ত্রিগুণিগা-যাত্রা হয় । কহিছে মন্ত্রীর প্রতি ॥
দেখিবারে রথ, হাঁট দূর পথ, “একি হে হুর্গতি, হয়ে নরপতি,
লক্ষ লক্ষ যাত্রিচয় ॥ চণ্ডালের আচরণ ।
“এরে হুহিতায়, দিব আমি হার ?
ধিক্ ধিক্ অভাজন ।
“সমুদ্রের জলে, শিলা বাধি গলে
বিসর্জিব পদ্মিনীরে ।

* উৎকলাধিপতিদিগের প্রসিদ্ধ প্রাচীন
খ্যাতি ।

† জগন্নাথের রথ-যাত্রা ।

বুধা পরিশ্রম, দূরে গেল অম,
চল যাই দেশে ফিরে ॥

‘কি আছে হিরতা, কেবা এ দেবতা
জগন্নাথ যার নাম ।

“নাহি বেদ মত্রে, কি পূরণ তত্রে,
আকৃতি বিকৃতি-ধাম ॥

*পুন দেশ শুদ্ধ,
বুদ্ধ মূর্তি দৃশ্য নয় ।

“যত মতিচ্ছন্ন, প্রাণদেব অন্ন,
খাইয়ে কৃতার্থ হয় ॥

“শেল জাতিভেদ,
সকলি মেল্ছেই ভাণ।

"পদ্মিনী আমার, শুচি-অবতার,
চণ্ডালে করিব দান ?

"ভুনেছ কি আর, এই ছরাচার,
নহে ক্ষতীকুলোদ্ভূত ।

"কেন্দ্রে গোপিনীর,
তাই অনাচারযুগে ॥

“হেথা কাজ নাই, চল দ্বিগে যাই,
জাবজ জামাই হবে ?

"কৃত্রিম সমাজ, দিবে মোরে লাজ,
প্রাণে তাহা নাহি সবে ॥"

ধেমন বলিল, অমনি চলিল,
ফেত্র ছাড়ি কাঞ্চীপতি ।

উৎকল-ঈশ্বরে, নিবেদিল চরে ।
যথাযথ সে ভারতী ॥

তিনি সে সকল, মহা ক্রোধানন,
রাজার হৃদয়ে জ্বলে ।

তখনি ডাকিয়া, কহিছে হাঁকিয়া,
আপনি সচিবদলে ॥

“আরে ছুঁচাচাঁব, এত অহংকার,
আম্মারে জব্ব্বব বলে ।

"মহানন্দ শেষ কজ্জির নবোৎসব,
কতী কোথা ধরাভালে ? *

"কাজী হ'ল লুপ্ত যবে চন্দ্রাশ্বত,
মগধের মহাপাল ।

“কতী বগি আজ, এ ক্ষেত্র সমাজ,
করে ছষ্ট ঠাকুরান ॥

“মোরে কুবচন, বলিল হর্ষন,
তাহে কিছু নাহি ক্ষতি ।

“এত অহঙ্কার ঠাকুরে আমার,
গালি দেয় নষ্টমতি ?

“ସିନି ନିରାକାର, କି ଆକାର ଠାର ?
ମାକାର ବଲ୍ଲମା-ମାର ।

“সাধকের হিত, তাহে সমাহিত,
কহে বেদ বার বার ॥

"পুন কহে বেদ,
সেই জ্ঞান সারি যাত্র ।

“বিভূ সন্নিধান,
 সকলে সম্মান,
 ব্রহ্ম ভাণ পাত্রাপাত্র-॥

“କିବା ଶ୍ଵାସ ହବ,
ସକଳ ଆଶାର ପ୍ରଭ ।

‘পাত্র-ভেদে পয়,
বস্তু ভিন্ন নয় কভ ॥

"নাহে বসন্ত অগ্র
 সকল ভাবার মূল ।

একই হিষ্ণা,

"किङ्किणी कङ्कण,
ललाटिका कर्णकुण्ड ।

किरीट शोভन,

“যেবা যেই ভাবে, মনে তাঁরে ভাবে,
সেই ভাবে পাবে সেই।

• বিষ্ণুপুৰাণাদি মাণ্ডৱ্যেৰে লিখিত আছে
নন্দবংশীয় মহানন্দই শেষ কক্সিৰ ৰাজা, সেই
সময়াবধি কক্সিৰ বৰ্ণেৰ লোপ হয়। চক্ৰ-
শ্বপেৰ মাতা মূৰা কক্সিৰ কক্সা ছিলেন না।

‘বিন্দক হুগতি,
সারোদ্ধার মাজ এই ॥
‘কে’ আছে সংসারে ? পারে চিনিবারে,
অনন্তের চাক পদ ।
‘সে পদে আমার,
চণ্ডালত ব্রহ্ম-পদ ॥
‘কাল বিষধর,
গরল প্রথর,
কাঞ্চীরাজ নিন্দাবাদ ।
“গহিত অস্তর,
ওম্বর জর জর,
হার হার কি প্রেমাদ ।
“অর্পিতে আমার,
নিজ হৃদিতায়,
এনেছিলে সঙ্গে লয়ে ।
“আমারে না দিল,
চণ্ডাল বলিল,
মানমদে মত্ত হয়ে ॥
“আমার এ পণ,
শুন সভাভূষন,
সত্য যদি অগৎপতি ।
সত্য যদি তাঁর,
চরণে আমার
থাকে তত্ত্ব রতি মতি ॥
‘সত্য যদি তাঁর,
কৃপায় আমার,
উড়িয়ায় এই পদ ।
‘তবে এই মোর,
প্রতিজ্ঞা কঠোর,
দখৌঁচি-আস্থ-আঙ্গুর ॥
‘৭৩৭২র তিন,
জিমাস জিদিন,
ভিতরে সে হুয়াচারে ।
‘সমরে জিনিয়া,
চণ্ডালে আনিয়া,
দিব তার জনয়ারে ॥”
‘লি এ ভারতী;
ক্ষান্ত নরপতি,
প্রশস্ত হইল চিত ।
কার্যো নানা মত,
কডদিন গত,
জৈষ্ঠ মাস সমুদ্ভিত ॥
সেবদান-পর্কে,
মাতিলেক সর্কে,
মণ্ডপেতে অগ্নিবাণ ।
‘রি করি-রূপ,
শোভা অপক্লপ,
বলভক্ত ভদ্র সাধ ।

নীল কদম্বর, নীল গিরীশ্বর,
 ধবল মাতঙ্গ বল ।
 কনক কম্বলী, স্তম্ভদ্রা ভগিনী,
 শোভিছে ন মধ্যস্থল ॥
 ভোগের সমগ্র, হইল ব্যত্যয়,
 শুনি রাজা কোপভরে ।
 দাসু স্থপকারে, ঘোর কারাগারে,
 বাঁধি লয়ে বদ্ধ করে ॥
 দিন দুই পরে, নিশীথ প্রহরে,
 স্বপন দেখেন রায় ।
 কহিছে কে যেন, “এত দর্প কেন ?
 তুলিয়াছ আপনায় ॥
 “পূরী নাম-ধেয়, কালি ছিলে হেয়,
 আঁজ তুমি অগপতি ।
 “বাহার কুপায়, রাজা উড়িয়ায়,
 তাঁরে হেলা ছন্নমতি !
 “এত অহঙ্কার, মম স্থপকার,
 দাসুরে দিয়াছ কারা ।
 “সে ভক্ত আমার, কি দোষ তাহার ?
 চক্ষু তার শতধারা ॥
 “আমিও অতুক্ত, বদবধি সূক্ত,
 দাশরথি না হইবে ।
 “সব্বরে যাইয়া, দেহ ছাড়াইয়া,
 তবে সে ক্ষমা পাইবে ॥
 “সদা মত্ত মন, তুলিয়াছ পণ,
 কাঞ্চী-কাবেরীর জয় ।
 “রাজ-যোগ্য রীতি, নহে এই নীতি
 প্রতিজ্ঞা তুলিয়া রয় ।
 “কহ স্থপকারে, দিউক আমারে,
 পর্যাযিত অন্নভোগ ।
 “লয়ে তাব মাত্রা, কর বুদ্ধবাত্রা,
 নিশাশেষে শুভ-যোগ ॥”
 স্বপন তাঁগিল, নৃপতি জাগিল,
 চলে দ্রুত কারাগারে ।

স্থপকার-পায়, দণ্ডবৎ কায়,
নিপতিত বারে বারে ॥
করি নমস্কার, মাগে পরিহার,
“ক্ষম মোরে অভিবোধ ।
ভুমি পুণ্যবান, ভক্ত প্রধান,
না জানি করেছি দোষ ॥
পণ্ডিত অন্ন, * ভোগেতে প্রসন্ন,
করহ ঠাকুরে মোর ।
সেবা প্রয়োজন, যেরা আয়োজন,
করহ থাকিতে ঘোর ॥”
যথা সংগোপন, ভোগ সমর্পণ,
শিরেতে লইয়ে যায় ।
যাজ্ঞ করে বীর, দক্ষিণ প্রাচীর,
পরিক্রম করি যায় ॥
যুড়ি হুই হাত, শত প্রণিপাত,
শীহরিষত কসেবরে ।
যথা ভক্তিতরে, যুহু মল্ল স্বরে,

ত্রীনাথের স্তব করে ॥
“প্রসীদ দেব মাধব !
“যমচ্ছয়ন্তি সাধবঃ !
“গজেন্দ্র-মোক্ষ-কারকং !
“থগেন্দ্র-দর্প-হারকং !
“অনন্ত শক্তি-ধারকং !
“কৃতাস্ত-ভীতি-বারকং !
“নিতাস্ত শাস্তি-দায়কং !
“নিশাস্ত-কারি-দায়কং !
“জিবেদ-গীত গৌরবং !
“নমামি ধৃত রৌরবং !
“বপুঃ সুরারি ভৈরবং !
“প্রশান্ত ভঙ্গ কৈরবং !

* কথিত আছে এই সময় হইতে অগস্ত্য
দেবের পর্য্যুষিত অন্ন একটি ভোগদিবার
প্রথা প্রচলিত হয় ।

“নমঃ কৃতাস্ত বারিণে !
“ভবাক্তি কর্ণধারিণে !
“সুরারি গর্বগজ্ঞনং !
“পুরারি নেত্রগজ্ঞনং !
“নদী পদাজ্জ নির্গতা ।
“সুরাপগা পদংগতা !
“নমামি দেবমীশ্বরং !
“অসংখ্য ভাহু ভাষয়ং !
“অশেষ পাপ নাশনং ।
“সুখারসাবতারণং ।
“স্মরামি নাম তারণং ।

}

“অয়ে নিদান কর্ণণাম্ ।
“কৃপানিধান পাহি মাম্ ॥
“অসংখ্য রেণুবাক্তিতঃ ॥
“অসংখ্য জীবপূরিতঃ ॥
“অসংখ্য লোক গুণ্ধিতোঃ ।
“ভবো ভবন্তমাপ্রিতঃ ।
“নমামি বিশ্বকারবে ।
“ভরি স্তমোভবার্ণবে ।
“প্রবোধ সোধ-সিদ্ধবে ।
“স্বদীন হীন বদ্ধবে !
“নমামি নীল দেহিনে !
“স্বনীল শৈল গেহিনে ।
“ত্রিলোকচিন্ত-মোহিনে !
“দ্রবন্ত সংঘ-দ্রোহিণে ।
“দয়ামহাভয়াকরঃ !
“অবোধমাতৃ সংহর !”

“য়েথো রেথো ত্রীচরণে, জীবনে মরণে মরণে,
চরণে মরণে মন রয় ।

“তা যদি আয়ত্ত মোর, কি আছে স্তবের গুর,
তুচ্ছ বোধ করি জয়াভয় ॥

“যখন চিন্তাই মনে, ভব দয়া অকিঞ্চনে,
তখন স্তম্ভিত হয় প্রাণ ।

পূর্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম,
তাবি কিছু না পাই সন্ধান ॥

“তোমাতেই অমূল্য, গ্রন্থিত পদার্থগণ,
সুত্রে যথা গাঁথা মণিচয় ।

“বিশুদ্ধ বিশ্বাধার, বিশ্বযোনি বিশ্বসার,
বিশ্বের ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥

“তনিয়াছি তব জায়া, মহাবিজ্ঞা মহামায়া,
কাজ তাঁর নাটুয়ার মত ।

“অন্তহীন এসংসারে, তাদেন গড়েন কারে,
কত বল এ খেলায় গত ?

“মায়া পাশে হয়ে বলি, কে পাবে তাহার সন্ধি,
চিন্তনীর নহে সেই খেলা ।

“এইমাত্র নিরুপমা, ত্রীপদে বাহার মন,
ত্বাক্ষিতে সেই লভে ভেলা ॥”
ইতি পদ্মাবতী নাম তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

মাণিক-গোপালিনী ।

পূর্বীর দক্ষিণ দ্বারে জলধির তীর ।
হিলোল কলোলে হয় শ্রবণ বধির ॥
রেণুময় পথে কষ্টে পথিকের গতি ।
হানে হানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মল্লয়া-বসতি ॥
পক্ষকোশ অন্তরেতে আছে এক গ্রাম ।
নামেতে আনন্দপুর গোয়ালার ধাম ॥
পাঁচ সাত ঘর গোপ করে তথা বাস ।
নাহি জানে কোন শিল্প, নাহি করে চাষ ॥
বিত্তবের মধ্যে আছে গো মেষ মহিষ ।
তাই লয়ে সমস্ত সম্বরে অহিনিস ॥
চরে চরে পশুপাল, খায় ঘাস জল ।
স্বধাক্ষপ ছন্দান করে অনর্গল ॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত ছানা সর ।
সেই তত্ত্ব গোপীগণ ব্যস্ত নিরন্তর ॥
অদূবেতে দক্ষিণের গমনীয় পথ ।
সিদ্ধ করে তাহাদের ধন মনোরথ ॥
নানা গব্যে গোপীগণ সাজায়ে পসরা ।
পথপাশে বসিয়াছে, বচনে শ্রেখরা ।
ছুই চাতি, পাঁচ সাত, গোয়ালিনী মেলি ।
গান করে শ্রীবৃন্দাবনের রস-কেলি ॥
তার মধ্যে মাণিকা নামেতে এক বাল্য
রূপের ছটায় পথ করয়ে উজালা ॥
অঙ্গের প্রতিভা যেন কথিত কনক ।
বৃষভ বেহারা নামে তাহার জনক ॥
কি সুলভ সুকুমার সুলক্ষণবতী ।
শ্রীচক্রে বেহারা নামে হয় তার পতি ॥
প্রতি দিন প্রভাতে সে সাজায়ে পসরা ।
বড় দেউলের ধ্বজা দেখি মনোহরা ॥
যথা ভক্তি নত হয় যুড়ি পদ্মপাণি ।
রাজপথ-পাশে পরে পণ্য রাখে আনি ॥

৫ । কিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে ।

জগন্নাথে নিবেদন করে মনে মনে ॥

তার পরে পথিকেরে করে বিনিময় ।

অনুদিন জগন্নাথ হৃদয়ে উদয় ॥

অন্তর্যামী ভগবান জানেন সকল ॥

একদা হইল তার জনম সফল ॥

সেই দিন পাঁচ ঘড়ি বেলায় সময় ॥

পসরা লইয়া শিরে হইল উদয় ॥

যেমন করিল যাত্রা ভাবিনী রমণী ॥

বাম নেত্র বাম জাহ্নু ক্ষুরিল অমনি ॥

মীনমুখে শংখচিল আগে উড়ি যায় ॥

ধবল নকুল এক আগে আগে ধায় ॥

ডাঙিনে বামাতে শিবা করয়ে প্রস্থান ।

চারি দিগে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান ॥

কণে কণে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে ।

সে দিন বাড়িল রূপ আর দিন চেয়ে ॥

রঙ্গলাল-প্রহাবলী ।

একেত রূপের খনি, বয়সে তরুণী ।
 অরুণতী আইল কি তেজি সপ্তমনি ?
 শীতল অনল প্রায় লাভণ্যের ছটা ॥
 ধূম্রাকারে শোভে নীল চিকুরের ঘটা ॥
 গগন গগন নেজে অগ্নি রঙ্গন ।
 ইন্দ্রীষর নীতিমার গৌরব-ভঙ্গন ॥
 দর হাসি মুখে যেন প্রফুল্ল বাধুলী ।
 কপোলের আভা কিবা লোহিত গোধূলি ॥
 নাসিকায় কুলগুণা * কর্ণে মল্লি-কলি † ।
 ভালে চিতা † যেন কুল্লকমণ্ডিতে অলী ॥
 কয়েতে কনক চূড়ী, কঠে কঠমালা ।
 অঙ্গুলে অঙ্গুরী, আর, নদে গোড়বালা ॥
 কালমেঘী-সাড়ী পরা, পবনে চঞ্চল ।
 বামকীর্থে প্রলম্বিত বিচিত্র অঞ্চল ॥
 রক্ত পাটকুলে § ফিবা বেণী বিজড়িত ।
 তাহে এক চাঁপা যেন জলদে তড়িত ॥
 আলতায় রান্ধা পদে অধিক জমক্ ।
 মস্ত মাতঙ্গের মত গতির থমক্ ॥
 দাড়িয়ের বীজ দস্ত, মন্দ মন্দ হাস ।
 আরক্ত অধরে পর্ণরসের উচ্ছ্বাস ॥
 কি মধুর বাণী যেন কোকিল-কুহরে ।
 অমৃতের বৃষ্টি হয় শ্রবণ-কুহরে ॥

পসরা লইয়া পথে করিয়া প্রবেশ ।
 দেখে ছই অশ্বারোহী রাজপুং বেশ ॥
 নীরদ শ্রামল এক, বিতীয় ধবল ।
 কৃষ্ণবর্ণ ধেতবর্ণ তুরঙ্গ যুগল ॥
 দিবা ছই মূর্তি হেরি ভাবে মনে মনে ।
 লক্ষ্মীমন্ত পাখি মিলিল শুভক্ষণে ॥
 মুখেন্দু রঞ্জিত মুহু মন্দ মন্দ হাসে ।
 পসরা লইয়া গোপী চলিলেক পাশে ॥

* উৎকলীষ নাসা-ভূষণ বিশেষ ॥

† কর্ণ-ভূষণ বিশেষ । উল্কা ॥

‡ পদ-ভূষণ § উর্গানিধিত কুল্লক-কলিত স্ত্র, ইহার দ্বারা কবরী বন্ধন হয় ।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল যুযুতী ।
 বক্রিম অপাক-ভঙ্গী অধোদিকে গতি ॥
 মন্তক হইতে তুরা নামারে পসরা ।
 ললাটে অঞ্চল টানি দিল মনোহরা ॥
 মাণিক্যর রূপ হেরি রাজপুং দ্বয় ।
 মনে করে দ্বাপরের ভাব রসময় ॥
 এই কি সে বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা ?
 প্রেমগুরু মাধবের প্রণয়-সাধিকা ॥
 কৃষ্ণ রাজপুতে দেখি, মাণিকা মোহিত ।
 অপরূপ রূপে হ'ল চকিত রহিত ॥
 নবীন কিশোর কৃষ্ণ কন্দর্পমুরতি ।
 গোলোক-পুলক দ্বাতা কমলার পতি ॥
 মনে ভাবে "এ পুরুষ অতি অকুসুমার ।
 নাজানি হইবে কোন্ রাজার কুমার ॥
 এ নব বয়সে কেন প্রবাসেতে ফেরে ?
 কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে ?
 দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক ।
 হেন অশ্বারোহী কভু দেখিনি জনেক ।
 কালা ধলা ঘোড়া, কালা ধলা আশোবার ।
 মর্ত্যে কি আইলা ছই অশ্বিনীকুমার ?
 গৌর গৌরবের চৌর এ কৃষ্ণধরণ ।
 পুরুষ জাতির এই শ্রেষ্ঠ আভরণ ॥
 আকাংখেতে বোধ হয় বড় ধনবান ।
 সময়ে সমর্থ অতি, বীর বলারান ॥
 যুদ্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে ।
 ছইজন দ্বারাবরি যান কোন দেশে ॥
 নিরখিবা মাত্র কেন এত উচাটন ।
 কারণ কি মম মন কটাক্ষে হরণ ?
 ছরন্ত সিংহাঙ্গ, কভু শাস্ত নয় ।
 সত্য কি ইহারা দধি করিবেক জয় ?
 কড়ী নাহি দেয় পাছে ভোজন করিয়ে ।
 যে হোক হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে ॥"
 বীরধূম মুখচাহি যুড়ি ছইপাশি ।
 দরহাসে বিনাইয়ে কহিতেছে বাণী ॥

“হয়েছে অনেক বেলা, খবতর খব।
 “তরুডলে গাভী বংস বাইতেছে ঘরা ॥
 “হেথা আছে ছায়া জল গোরস প্রচুর।
 “ঘোড়া রাখি ছুজনে করুন শ্রান্তিদূর ॥”
 বসন্ত-কোকিল প্রায় সূর্যর গভীর।
 তুনি চমকিত চিত, হ’ল ছুইবীর ॥
 চতুর নগরবর কুব্জ রাজপুত।
 বকিম নয়নে খবতর শরযুত ॥
 নবীন নীরদ যথা নিনাদিত ধীরে।
 কিবা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে ॥
 সেইরূপ শ্রীমুখেতে বচন প্রকাশ।
 বিষাধরে সুরঞ্জিত মুহ মন্দ হাস ॥
 “তোমার গো-রস খাটী, কিবা নীর-ভরা।
 অপরূপ নানারূপ সাঙ্কান পসরা ॥
 সুলভ কি ছলভ মূল্যেতে বানিময়।
 না জানিলে সত্ত্বা কেমনে বল হয়” ?
 বচনে চাতুরী বৃষ্টি আভীরের বধু।
 উত্তর প্রদান করে বরবিষা মধু ॥
 কহে কিছু বদনের বলন তুলিয়া।
 “আমার যে কিছু আছে লগ্ধে মূলিয়া।
 গ্রাহক যেমন, মিলে পদার্থ তেমন।
 গুণের পরীক্ষা যাত্রা, গুণীর সদন ॥”
 রসিক পাইলা রস, কথার উত্তরে।
 কহেন “বিলম্ব নাই বাইব সত্বরে ॥
 কহ গো গোয়ালিনি, কিবা তব নাম ?
 কোথায় জনক, আর স্বত্বের ধাম।
 স্বত্বের ঘরে কিবা, থাক বাপ-ঘরে ?
 কতকাল বেচা কেনা, এই পথোপরে ?
 তর্ক এত তরু বেচি, বচনেতে ছন্দ।
 নহে’ত নন্দ স্বস্ত্র তাহে নিরানন্দ ?
 জান ভাল স্বজাতির ব্যবসা কোশল।
 পোয়াতে করহ সের টেলেদিঘে জল ॥”
 মাসিয়া মাণিকা করে আবেগ বাক্ ছল।
 “স্বজাতির বৃত্তি প্রভু ! কেবা ছাড়ে বল ?

এই গ্রামে ঘর মম, আই দেখা যায়।
 মাণিক বলিয়া মোরে ডাকে বাপ যায়।
 গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে বাইনাকো কভু।
 পতি আর পিতৃগৃহ একগ্রামে প্রভু ॥
 পিতা মোর বৃষভানু, মাতা কলাবতী।
 নাম নাহি লয়, পতি কুমদিনী-পতি ॥
 মোর প্রতি আছে স্বস্ত্র ননদীর প্রতি।
 এই পথে দধিহুগ্ধ বেচি নিতি নিতি ॥
 ছন্দ না শিখিলে প্রভু ! নাহি হয় কড়ী।
 আচড়িয়া লোক পথে যায় গড়াগড়ী ॥
 অধীনীর কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী।
 আপনার নাম গোত্র কিছুই না জানি ॥
 জন্ম তব কোন্ বংশে, কিবা গ্রাম নাম ?
 কেবা পিতা মাতা তব ? কহ গুণগ্রাম ॥
 এক মার পুত্র বৃষ্টি নহ ছুইজন।
 তুমি হে শ্রামল, ইনি দবল বরণ ॥
 তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে হয়।
 বহুকথা জিজ্ঞাসিতে মনে লাগে ভয় ॥
 ছোট মুখে বড় কথা, পাছে কোপ কর।
 এত বলি মাণিকা হইল নিরন্তর ॥
 অসিত পুরুষ কন স্মৃতিত আননে।
 “আমাদের পরিচয় শুন বরাননে ॥
 শুরসেন দেশে ঘর, অন্য যত্নকুলে।
 কিশোর বয়স গেল সমুনার কুলে ॥
 আমরা জনমাবধি মাতুলের ডরে।
 লুকায়েছিলাম প্রিয়ে তব জাতি-ঘরে ॥
 অনেক উপায়ে তথা পাইলু উদ্ধার।
 গোচারণে বনে বনে করিছ বিচার ॥
 সবল তোমার জাতি, সবল স্বস্ত্র ॥
 বিশেষ সরলা ব্রজ-গোপবালাচয় ॥
 বৈধেছিল প্রেমডোরে তহু আর মন।
 আর কি ভেমন প্রেম হইবে ঘটন ?
 মাতুল মরিল রণে, ঘুচিল অজ্ঞান।
 তারপরে সিদ্ধতটে গত, কত কাল ॥

জগন্নাথ সিংহ রায় হয় মম নাম ।
 ইনি মোর বড় ভাই, রূপগুণধাম ॥
 অজ্ঞায় না সন ইনি দয়ার নিধান ।
 গদাযুদ্ধে কেহ নাই—ইহাঁর সমান ॥
 তোমার নিকটে গোপি ! কি আর বড়াই ॥
 ঠেকিয়া শিখেছি কত দেখেছি লড়াই ॥
 এবে আমি ক্ষেত্রবাসী, প্রসাদে নির্ভর ।
 আত্মীয় আমার সব, কেহ নহে পর ॥
 ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার ।
 এক স্থানে নাহি থাকি, ভ্রমি এসংসার ॥
 আমার হইয়া সবে, আমারে না চিনে ।
 ক্রমেক থাকিতে নারে কিন্তু আমি বিনে ॥
 চতুর্দশ গড় মম, দুর্গম বিশেষ ।
 অজ্ঞা বিনা কার সাধ্য করিবে প্রবেশ ?
 সম্প্রতি যেতেছি কাকী-অধিপতি-জয়ে ।
 বড় ভার গরু, খর্ব করণ-আশয়ে ॥
 পশ্চাতে আসিছে বহুতর সৈন্তদল ।
 হাতী ঘোড়া রথ পদাতক মহাবল ॥
 যাইতেছি দুই ভাই সকলের আগে ।
 এখানে বিলম্ব তব নব অ রাগে ॥”

তাহা শুনি গোপী কহে, কৃতকৃত্য হ
 “নাহিক ভাজন হেথা, কিসে দিব লয়ে ?
 কাহাকে বা আগে দিব, বল হে গোঁগাই ।
 অধীনীর ঘরে চল, হেথা স্থান নাই ॥”
 অগ্রজ বলেন, “চিন্তা কিসের কারণ ?
 যাতে দিবে, তাহাতেই করিব গ্রহণ ॥
 আমাদের অনাচার সদাচার নাই ।
 যেখানেতে যাহা পাই, তাহা খেয়ে যাই ॥
 আন, আন, দধি দুগ্ধ আর উপহার ।
 ভাণ্ড থেকে দুই ভেয়ে করিব আহার ॥
 পশ্চাতে থাইব আমি, অতুখা না কর ।
 ছোট ভেয়ে দেহ নবনীত ক্ষীর সর ।”
 কৃষ্ণ রাজপুং কন, ইহা যে অনিষ্ট ।
 জ্যেষ্ঠে রাখি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ ?

আপনি খাউন আগে, আমি খাব পরে ।”
 কতকণ কথার কলনা পরস্পরে ॥
 মধ্য ভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী ।
 সিতাসিত মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী ॥
 কালিয় পুরুষ প্রতি মন মজেছিল ।
 “তুমি আগে খাও,” বলি বাড়াইয়া দিল ॥
 অগ্রজের বাক্য পুন না করি লজ্বল ।
 অগ্রে কৃষ্ণ অখারোহী করেন ভোজন ॥
 পরশিছে গোপবাল্য আনন্দে বিভোলা ।
 কয়-উত্তোলনে উত্ত হুতহুত চোলা ॥
 শ্রীযুথের প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে রয় ।
 ধ্যান, জ্ঞান, মন, ঔণ করিল বিজয় ॥
 সামালিতে না পারিল, লজ্জা গেল দূরে ॥

পুলকিল তনুক্রহ প্রণয় অনুরে ॥
 কবে কর পরশে, হববে মুখ মন ।
 মহীতলে পড়ে ক্ষীর তেলিয়া ভাজন ॥
 নিরখিয়ে শ্রিতান কালিয় তুরঙ্গী ।
 ভাবপ্রাহী ভাবে বশ, হেরি ভাব ভঙ্গী ॥
 কহিছেন-“ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে দূর ।
 অগ্রজেরে দধি দুগ্ধ দেহ গো প্রচুর ॥”
 তাহা শুনি আত্মীয়গণ সানন্দ অনুরে ।
 খেত রাউতের করে, গব্য দান করে ॥
 উদ্ধব, অক্রুর, নাম সহীস দুজন ।
 জল দিল মুখ হস্ত শোধন কারণ ॥
 অনন্তর দুই ভাই প্রকৃত অনুর ।
 অশ্ব-চালনায় হইলেন অগ্রসর ॥
 গোপালিনী ভুলে গেল স্বজন ভবনে ।
 ইহাঁদের সঙ্গে যাব, ভাবে-মনে মনে ॥
 কহে, “ঘরে বয়ে-আর কিবা প্রয়োজন ?
 নবীন কিশোর কৃষ্ণে অর্পিষাছি মন ॥”
 চল করি দুই ভেয়ে কহে রসময়ী ।
 “দই খেয়ে চলে যাও, কড়ী দিলে কই ॥”
 কৃষ্ণ কন, “আমাদের সঙ্গে কড়ী নাই ।
 ধন জন পিছে রেখে, এসেছি হুতাই ॥

গোপী কহে, “তবে আমি সজ সজে যাব ।
সংযোগ হইলে পরে কড়ী বুঝে পাব ॥”
উত্তরে কহেন কৃষ্ণ, “কত দূরে যাবে ?
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহা কষ্ট পাবে” ॥
মাণিকা কহিছে “দেব ! এত বড় রক্ত ।
কড়ী দিবে না, আর, নাহি লবে সজ ॥
কি করিব বল প্রভু ! যবে ফিরে গিয়ে ।
বিনি মূলে যাও দৌড়ে হৃদ দই পিয়ে ॥”
কালিয় কহেন, “শুন, শুন গো মাণিকি ?
খেলে কড়ী দিতে হয়, এ কথা জানি কি !
কি করিব এখন, লাগিল বড় ধাধা ।
যাহা কহ তোর কাছে রেখে যাব বাঁধা ॥”
সেকথা শুনিয়া ভূঁই ছুয়ে গোপাকনা ।
ছি ! ছি ! কহে বার বার কাটিয়ে রসনা ॥
কহে “প্রভু ! মোর চেয়ে অধম কে আছে ?
জয়া দিয়ে বাঁধা লব তোমার কাছে ?
যায় যাক্ ঘর ঘর যায় যাক্ ধন ।
সঙ্গে লহ তিরকাল সেবিব চরণ ॥”
পুনরায় কহিতেছে, হাসিয়ে হাসিয়ে ।
“কেমন তোমার যাওয়া, কড়ী নাহি দিয়ে ?
সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে ফিরে যাব ।
কে দিবে আমার কড়ী, কেমনেতে পাব ?”
কহিছেন বড় ভাই, “কেন কর ক্রোধ ।
বাঁধা দিয়ে ঋণ তব করি পরিশোধ ॥
বন্ধক রাখত এই রতন অঙ্গুরী ।
পশ্চাতে সামন্ত সৈন্য আনিতেছে ভূরি ॥
সেনার নায়ক-হস্তে এ অঙ্গুরী দিও ।
যত ইচ্ছা হয়, দখি হৃদ মূল্য নিও ॥”
সায় দিল গোপবালা সে কথা শ্রবণে ।
প্রসারিল পদ্ম পাণি মুদ্রিকা-গ্রহণে ॥
অপূর্ণ অঙ্গুরী, অষ্ট রত্নে বিজড়িত ।
অনাযিকা হ’তে বীর খুলিয়া ত্রুটিত ॥
ব্রহ্মজাতি হীরক জলিছে মধ্যভাগে ।
গোপিকায়ে অর্পণ করেন অহুরাগে ॥

কথায় কথায় তথা হুই বীরবর ॥
মুহূর্ত্তেকে হইলেন নেত্র-অগোচর ।
অঙ্গুরী লইয়া গোপী রহে দাঁড়াইয়া ।
স্বপন সমান, মনে, ভাবে, সব ক্রিয়া ॥
হেথা শুন সমাচার, তার অনন্তর ।
সমর-যাত্রায় বহির্গত নৃপবর ॥
কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী-পরাজয়ে ।
সমবেত অগণিত নানা সৈন্যচয়ে ॥
পাটজোয়ী * যোগ লগ্ন দেখিয়া আকুল ।
দক্ষিণ-যাত্রায় গ্রহ নহে অনুকূল ॥
রাজা কন “যোগ লগ্ন কিছুই না মানি ।
যোগ যোগেশ্বর ময় প্রভু চক্রপাণি ॥
ঊর আজ্ঞা মানি, যিনি গ্রহগণ-স্বামী ।
এখনি বিজয়-যাত্রা করিব হে আমি ॥”
নানা বল সৈন্য দল অগ্রেমেয় শাজে ।
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি স্নান লাঞ্জে ॥
বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতী সারি সারি ।
শকটে সম্ভার কত যায় ভারী ভারী ॥
অনেক অগ্ন্যস্ত্র জন্তু নল-গোলা গুলী ।
পদ্মভিগ্ণের অঙ্গে মাখা রক্ত-ধূলি ॥
শিরস্ত্রাণ বর্ম চর্ম সজ্জিত সকলে ।
রণমন্ডে-মাতোয়াল, টেচা ভাবে চলে ॥
ধনুর্ধারধারী চলে হাজারে হাজার ।
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার ॥
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির ধমক্ ।
শূলফী বল্লম করে, করে চক্ মক্ ॥
চলে অগণিত ঢাল-তরবাল-দারী ।
চলে মল্ল থেকে থেকে উল্লঙ্ঘন মারি ॥

* পটু জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ,—
যদিও এই উপাধি হিন্দু রাজাদিগের সময়ে
রাজকীয় জ্যোতিষীর সম্পত্তি ছিল,—কিন্তু
এইরূপে উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ তত্ত্বপাধি
এবং রায়-গুরু প্রভৃতি মহা মহোপাধি সকল
ধারণ করে ।

চলে গদা ঘুরাইয়া কত দল বল।
 চলিল বিস্তর হস্তে সবল কেবল॥
 রাজ অগ্রভাগে, রাজ-হস্তির প্রায়ণ।
 বিষ্ণুচক্রে বিচিত্রিত লইয়া নিশান॥
 উটের উপরে বাজে রামা টিকার।
 ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকার।
 হস্তির গলায় ঘণ্টা বাজে ঠন ঠন।
 পদাতির জয়ধ্বনি, পিকুর গর্জন॥
 জগন্নাথ দর্শনের নাহিক সময়।
 দক্ষিণ প্রাচীর ভেজি অগ্রসর হয়॥
 মনে মনে ইষ্টদেবে নমো যুড়ি হাত।
 ত্রীহুগা মাধব * পদে করে প্রণিপাত॥
 নীলচক্র + প্রতি চাহি কহে নরপতি।
 "কর্ণাটের জয়ে, দীর্ঘ দেহ অল্পমতি॥
 প্রথমে সে যুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে।
 তোমার মণ্ডনে, চক্র! ব্যয় তাহা হবে।"
 কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি।
 চলিলেন গজপতি নাহি মাত্র ভীতি॥
 অতি বেগে যায় যায়, শূন্যপথে চায়।
 মাংস মুখে গৃধ্র এক দেখে উড়ে যায়॥
 তাহা দেখি অনেকের রিস অন্তর।
 মনে ভাবে এ শকুন অন্তত আশ্রয়॥
 রাজা কন, "প্রভুর আদেশ মাত্র সার।
 এশকুন অশকুন, মানি সব ছার॥"

শ্রামল ধবল অখারোহী হই জন।

হুই ক্রোশ অগ্রে অগ্রে করেন গমন।
 মাণিক গোপিনী হস্তে অঙ্গুরী লইয়া।
 চকলা হইয়া আছে পথে দাঁড়াইয়া॥
 কৃষ্ণ রাজপুতে স্মরি, অস্থির অন্তর।
 যুগল নয়নে অশ্রু বরে নিরন্তর॥

* পুরীর দক্ষিণ প্রাচীরান্তে এই হুই
 প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি আছে।

+ জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া স্থিত বিষ্ণুচক্র।

কহে, "কোথা গেল মোর নবীন কিশোর?
 আঁচা মোর সুখনিশি প্রদোষেতে ভোর।
 আর কি পাইব দেখা শ্রামল জিহবে?
 এই ছার পামরীকে না নিলেন সঙ্গে॥
 অধম গোয়াল-কুলে আমার জনম।
 ছার বুদ্ধি, কি বুঝিব মহৎ মরম?
 দ'খ ভাঙ বিকাইয়া চাহিলাম দাম।
 তাই কি করিয়া কোপ গেল গুণধাম?
 ত্রীহুস্ত অঙ্গুরী খুলি দিয়ে গেল বাঁধা।
 আমার যে মন সে চরণে গেছে বাঁধা॥"
 এইরূপে মাণিকা করিলে কাশ-পাত।
 অপকৃপ ভাব-স্নান প্রভাতে প্রভাত॥
 যদবধি হেরিল সে পুরুষ রতনে।
 সকলেই তুচ্ছ বোধ হয় তার মনে॥
 ভাহুরে খতোত ভাবে, সাগরে গোপদ।
 মেরু মৃৎশিঙ, তুণ কুবের-সম্পদ॥
 অমূল্য পদার্থ প্রেম, মূল্য কিবা তার?
 যে জেনেছে এসংসার তার কাছে ছার॥
 প্রেম ধর্ম, সার ধর্ম, প্রেম সুখ সার।
 প্রেমময় এজগৎ সন্দেহ কি আর?
 ভাবিনী এভাবে আছে, এমন সময়।
 সৈন্তেতে নরনাথ হইলা উদয়॥
 বাউত * মাহুত দূত আরো সৈন্তগণ।
 মাণিক্যের নিয়মিয়ে বিমোহিত মন॥

* রাজপুত্র শব্দের অপভ্রংশ, যদিও উক্ত
 পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুত্রেরাই এই উপাধি ধারণ
 করেন,—কিন্তু উৎসলে চতুঃপাদক এক জাতি
 শূদ্র যেমন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া হস্তিয়া
 ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ চাষ-
 খণ্ডায়িতেরা ক্ষত্রিয়ভিমান-সুখ বলাৎকার
 করিয়া বাউত নামে পরিচয় দেয়, ইহাদিগের
 মধ্যেও কোন কোন শ্রেণী গলদর্শে সূত্র ধারণ
 করে, অনার্থ্য দেশে অধিদিগের সভ্যতা
 প্রচারিত হইলে এইরূপ কৃত্রিম বিজয় ধারণ

যে দেখে, তাহার আর চরণ না চলে ।
চিহ্ন পুতুলের প্রায় হইল সকলে ॥
ভাড়া দেখি জিজ্ঞাসা করেন নবপতি ।
হুগিত হইল কেন কটকের গতি ॥
অহুচর কহে, “অবধান মহাপাল ।
অপূৰ্ণ নারায়ণ রূপে রাজপথ আল ॥
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার ।
মন্তক উপরে আছে গোরস-সস্তার ॥
রক্তা ভিলোস্তমা কিবা মেনকা উৰ্দ্ধশী ।
“রাউৎ” “রাউৎ” বলি ফুরের রূপসী ॥
শুনিয়া হুগিত তথা হইলা ভূপতি ।
“কোথায়, কোথায় ?” বলি যান শীঘ্রগতি ॥
দেখেন স্তম্ভরী এক, মুনি-মনোলোভা ।
লাবণ্য-লহরী, কিবা অবতীর্ণ শোভা ॥
নরবরে হেরি বহে গোয়ালার মেয়ে ।
“হেথা আমি আছি স্মৃধু তব পথ চেয়ে ।”
রাজা কন, “কি বলিবে বলত আমায়” ।
মাণিকা কহিছে “তবে শুন মহাকায় ॥

করা একটি পুরাতনী প্রথা,—ভারতবর্ষের
বহুতর প্রদেশে ইহা প্রচলিত,—উড়িয়ায়
যাহারা রাজাদিগের দ্বারা খণ্ডা বহনে অর্থাৎ
যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইত, তাহারাই খণ্ডাঘাত
কাজিয়া বলিয়া অভিমান করে,—যাহারা কৃষি-
কার্যে নিযুক্ত রহিল, তাহারাই অত্যাচারে আপনা-
দিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, ফলতঃ
উভয়েই আদিম শূদ্র অর্থাৎ অনাথা জাতির
অবশিষ্ট সত্ত্বি, খণ্ডাঘাতের ক্রিয়াকর্মের অভি-
মান করুক, কিন্তু চর্য অর্থাৎ শূদ্রদিগের
সত্ত্বি তাহাদিগের বিবাহাদি অবাধে চলি-
তেছে,—এমন কি উৎকলে করণাভিমানে
কোন কোন মাহান্তিরাও তাহাদিগের সহিত
করণ কারণ করে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এবং
বঙ্গ প্রদেশের কায়স্থদিগের ভ্রাতৃ তাহারাই গণ্ডীর
মধ্যে আবদ্ধ নহে ।

গ্রামল ধবল বর্ণ বীর দুইজন ।
গ্রামল ধবল দুই অংশে আরাধণ ॥
আমার পসরা হ’তে দধি দুগ্ধ পেয়ে ।
কড়ী নাহি দিয়ে চলি গেল দুই ভেয়ে ॥
কড়ী পাইবারে কত করিমু আশুচী ।
শেষে বাঁধা দিয়ে গেল একটি আশুচী ॥
কহিল, “সামন্ত সৈন্য আসিতেছে পিছে ।
সেই সঙ্গে একজন রাউৎ আসিছে ॥
তাহার নিকটে অঙ্গুরীটি দেখাইও ।
যে কিছু তোমার মূল্য সব বুঝে নিও ॥
আর এক কথা শুন সাবধান হয়ে ।
কহিবে, দুভাই গেল কর্ণাট-বিজয়ে ॥”
এত বলি গোপাঙ্গনা বস্ত্র-গ্রহিৎ খোলে ।
নামিলেন রাজা তথা ত্যজি চতুর্দলে ॥
মুদ্রিকা অঞ্চল হ’তে করিতে বাহির ।
জলিতে লাগিল যেন বিতীর্ণ মিহির ॥
নিরখিয়ে নৃপতির চিত চমকিত ।
ছট ছাইল আশু, চকিত হুগিত ॥

অটরয়ে বিভাড়া, যুক্ত সুলক্ষণে ।
ভাবে হেন অঙ্গুরীয় দেখিনি নয়নে ॥
অঙ্গুরী লইয়ে করে, কন নৃপমণি ।
“তোমার চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী ?
যাঁহাদের ক্রীচরণ সেবনে কংলা ।
চক্ষু প্রকৃতি তেজি হ’লেন অংলা ॥
যাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে দেবতার তরে ।
লবণ সাগরোদরে অমৃত সঞ্চরে ॥
যাঁহাদের অধিগাস অসীম উদধি ।
সেই দুই ভাই তোমার ভূঞ্জিলেন দধি ॥”
তাহা শুনি উত্তরোল হ’ল সৈন্তগণ ।
মাণিক্য চরণে প্রণত সর্বজন ॥
নৃপ কন, “আমার পুণ্ডর নাহি ওর ।
বহুভাগ্যে পাইলাম দরশন তোমার ॥
লক্ষী, সন্ন্যস্তী কিবা হবে রাধা-রাণী ?
কলিকালে অবতীর্ণ তুমি উপেন্দ্রাণী ॥

কি ইচ্ছা তোমার দেবি ! কর অমুমতি ?
কিসে বা প্রসন্ন তুমি হবে মম স্মৃতি ?”
এরূপে করেন রাজা বিহিত সন্মান ।
কনক বরষি শিরে করাউল্লা স্মান ॥
মাণিকা কহিতে, “দেব মাগিব কি আর ?
কৃষ্ণ বাউতের পদে মানস অ'মার ॥
অস্ত্র ধনে আমার বাসনা কিছু নাই ।
এই কর অস্ত্রে যেন সে চরণ পাই ॥
আর সেই কৃষ্ণ বাউতের প্রতিকাম ।
এই স্থানে বসাইয়ে দেহ এক গ্রাম ॥
রাজা কন, “যে ইচ্ছা তোমার ভাগ্যবতি ।
সীমা নির্ধারণ তরে কর তুমি গতি ॥
যত দূর বেঢ়ি তুমি করিবে গমন ।
ততদূর তুমি আমি করিব অর্পণ ॥
মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম ।
অনুদিন তব বংশে রবে এট গ্রাম ॥
রাজস্ব-বিরহে তুমি কর অধিকার ।”
এত বলি, করিলেন বহু পুরস্কার ॥
অতাপিও সেই গ্রাম আছে বিজ্ঞমান ।
মাণিকপত্তন নাম যশের নিধান ॥
ইতি মাণিক গোপালিনী নাম
চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চম সর্গ ।

যুদ্ধ-যাত্রা ।

চলিলেন নৃপ সূত্রে, বিবরিত ভাট-মুখে,
নদ নদী শেখর নগর ।
চিল্কা হইলা পার, মাঝে মাঝে অবতার,
নীলমণি আভাত সাগর ॥
দেখা যায় কতদূর, ব্রহ্মপুর ইচ্ছাপুর,
অধিকলা, নদী বংশীধারা ।

শ্রীকঙ্কালী * শ্রীনিধান, সতীর কঙ্কালী স্থান,
যথা জয়দুর্গাক্রম তারা ॥
“দেখ, দেখ, মহাকায় ! আগে অই দেখা যায়,
কলিঙ্গ-পত্তন হে নরেশ ।
পূর্বে নরপতিগণ, দেখা য় কি স্মশাসন,
করিতেন এ কলিঙ্গ দেশ ॥
হেথা হ'তে বৈশ্যগণ, করি ততী আরোহণ,
যবদ্বীপে † করিয়া গমন ।
বসতি স্থাপন কবে, হিন্দু যশোরত্নকরে,
এই এক উজ্জ্বল রতন ॥
অই দেখ হে ঠাকুর, বিমল-পত্তনপুর,
আর বিশাখা-পত্তন ধাম ।
নানা স্থান অভিহাম, কত আর লব নাম,
ছই দিকে শত শত গ্রাম ॥
হইলে গো অবতরী, গোদাবরী ‡ নাম ধরি,
দক্ষিণ দেশেতে সুরধুনী ।
মধুর সলিলযুতা, ব্রহ্মাচলে সমুদ্ভূতা,
পিতা তব শতানন্দ সুনি ॥

* শীকাকোল :—কালে কালে স্থানাদির
নাম কি রূপান্তর হইয়া যায় ! এই স্থলে
দাক্ষায়ণীর কঙ্কালী পতিত হইয়াছিল, এমত
প্রবাদ ।

† জাবা,—হিন্দুজাতিকে কুপমণ্ডুক বলিয়া
ভিন্ন দেশীয় লোকেরা মানি করেন, কিন্তু
অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, জাবা প্রভৃতি
দ্বীপে হিন্দুরাই উপনিবাস স্থাপন করিয়া-
ছিলেন ।

‡ দক্ষিণ দেশে গোদাবরীই গঙ্গা নামে
প্রসিদ্ধ । তাঁহাকে “সান গঙ্গা” অর্থাৎ ছোট
গঙ্গা কহে । গো শব্দে জল, সা শব্দে দায়িনী
বরী শব্দে প্রদান, অর্থাৎ জলদায়িনীর মধ্যে
শ্রেষ্ঠা ।

পশ্চিম পয়োবি-তীরে, জন'ম পর্বত-শিরে,
করিষ্যচ পূর্বার্ণবে গতি ।
যেখানেতে জন্ম তব, কি তার মহিমা কব,
যন্ন যত দেবের বসতি ॥
এত উচ্চ গিরিকূট, জগদেব দন্তফুট,
সেইখানেে কদাচ না হয় ।
বিমল তুষার-ধার, দ্রব হয়ে অনিবার,
তব চাক্র তহু নিরময় ।
কি কব তোমার বল, জেদিয়া মহেন্দ্রাচল,
আলিঙ্গন দেহ রক্তাকরে ।
বেণ-গঙ্গা ইন্দ্রবতী, আদি কত শ্রোতস্বতী,
সংমিশ্রিত তব কলেবরে ।
হুই তটে অশোভন,* নিবিড় অরণ্যগণ
শাকদ্রমে অপরূপ শোভা ।
পুণ্যভূমি-কটিতটে, গোত্ররূপে কি প্রকটে,
মরকতময়ী মনোলোভা !
তব তটে গুণধাম, বন বিহরিলা রাম,
পঞ্চবটী প্রসিদ্ধ কাননে ।
সঙ্গে সতী পতিব্রতা, জানকী কানকীলতা,
নিকুপমা এতিন ভুবনে ॥
স্বর্গপথা নিশাচরী, এসেছিল মায়া ধরি,
লঙ্গণ করিলা অপমান ।
ভগিনীর অপমানে, দশানন এইখানে,
সীতা হরি করিল প্রস্থান ॥
ওব তীরে রঘুদীর্ঘ, শোকে অবনত-শির,
বিচেতন বনিতা-হিচ্ছেদে ।
তোমার প্রবাহে কত, অশ্রুধারা অবিরত,
বিস্কন্দ করিলেন খেদে ।
তবোৎপত্তি-সাগ্রধান, পবিত্র স্নগন্ধাহান
সুবিখ্যাত নাসিক নগর † ।

* শাণ্ডয়ান বা শেণ্ডণ বৃক্ষ ।

† কেহ কেহ কেহন স্বর্গপথার নাসাচ্ছেদ
হওয়াতে এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে,

সতীনাশা সেই ধামে, অজিতা সুনন্দা নামে,
ভৈরব ত্রায়ক মহেশ্বর ॥
আর বিষ্ণুচক্রধাতে, দাক্ষায়ণী-গণ্ড-পাতে
তব তীরে দেবী বিশ্বমাতা ।
বিশেষ ভৈরব তাঁর, অস্ত্র গণ্ড অবতার,
রাশিণী দেবতা অভিজাতা ॥
কমলার নিবসতি, কতপুত্রী ধনবতী,
তব হুই তটে শোভাকরী ।
ধনে যশে পরীযান, নরসিংহপুরস্থান
আর রাজ-মাহেন্দ্রী নগরী ।
এই নরসিংহপুর, অধিপ বিজয় শূর,
সিংহ মধো সিংহ যারে বলে ॥
রাবণ রাজার ধাম, দীপবন্ধ লঙ্কানাম,
বিজয় বিজয় করে বলে ॥
কিবা বীৰ্য অহুপম, দ্বিতীয় রাঘব সম,
কসিতে কলিত গুণধাম ।
রাক্ষসের দর্পচূর, লঙ্কা নাম করি দূর,
সিংহল খুইলা তার নাম ॥
তব গর্ভে নাকি খাতা, চোরগন্ধ * জন্মদাতা,
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয় ?
তুমি রাজকুলেশ্বর ! চরণে প্রণাম করি,
হয় যেন রাজার বিজয় ।

কেহ বা কেহন সতীর নাসা এই স্থানে পতিত
হওয়াতে নাসিক নামের উৎপত্তি ।

* প্রধান প্রধান রাজকুলের আধিপুরুষগণ
সং অথবা স্ত্রী কদিগের দ্বারা আপনাদিগের
স্বর্গীয়ভিজাত্য করনায় ক্রটি রাখেন নাই ।
রোম পতিষ্ঠাতা রোমুলস কুমারীগর্ভে দেব
বিশেষের গুণসে জাত, জগজ্জয়ী আলেকসন্দর
দেবরাজের পুত্র, লঙ্কাবিজয়ী রঘুকুলভিলক
রাম দেবোদ্দেশে প্রদত্ত চক্রতে সন্তৃত, বঙ্গ-
দেশের এক প্রসিদ্ধ রাজা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র,
সেইরূপ উৎকল দেশীয় গঙ্গা বংশীয় নৃপতি-
দিগের আদি পুরুষ চোর-গন্ধ অথবা চূড়ক

এই দেখ শোভাধার, নিবিড় নীরদাকার,
 শ্রেণীবদ্ধ মহেন্দ্র-অচল।
 কুলগিরি বলি গণ্য, মহাকবি * গীতে ধন,
 নগকূলে কিবা আশঙ্কল ॥
 তোমার কুটুম্বদল, সহাচল বিক্ষাচল,
 চন্দনের আলয় মলয়।
 ক্ষয়যেতে অলকার, কিবা হীরকের হার,
 গোদাবরী নিয়ত খেলয় ॥
 সত্য কি হে গুণগ্রাম, রাজ হেমাক্ষদ নাম,
 ছিলেন তোমার অধীশ্বর ?
 সত্য কি সে নৃপবর, যত্নে বহিলেন কর,
 নত হয়ে যুড়ি দুই কর ?
 তাঁর নাকি শৈলগুণ, পথ-শ্রান্তি-নিবারণ,
 করণার্থে তোমায়ে ভূধর ?
 আপান করনা করি, পূর্ণ পূর্ণ মদ ভরি,
 পান করি লসিত অন্তর ?
 তোমার কল্যায়, দেব-পুষ্প + গন্ধ বয়,
 তাহাতে মোহিত হয় চিত।
 বীপান্তরে ফুটে ফুল, সমীরণ অহুকুল,
 হুঃভি হুধীরে প্রবাহিত ॥
 কিবা চাক্র চিত্রপট, তব তট সিদ্ধতট,
 পরস্পর মিলিত যথায়

কি বিচিত্র তালবন, সুশোভন ঘন ঘন,
 কিবা ঘন মেঘেছে তথায় ॥
 স্বয়ং কুরঙ্গ * পুরী, যেখানে বাণিজ্য ভূরি,
 তথা মীন-পত্তন নগর।
 নিবসে বণিকগণ, ধনবান মহাজন,
 পোতপুঞ্জ পূর্ণিত বন্দর।
 যত্র তস্তায়গণ, হুচিকণ সুবসন +
 বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে।
 নানারঙ্গে সুবজ্রিত, ইন্দ্রধনু বিগজিত,
 ছিট নামে খ্যাত সর্বদেশে ॥
 দলিত কজ্জল ভাতি, কিবা মরকত পাতি,
 কল্লোলিনী কৃষ্ণা গুণবতী ॥
 গুণের কে নিবে সীমা, তোমার নন্দিনী ভীমা
 ঘাট-পরী তুলভ্রা সতী ॥
 তব তটে নানা স্থলে, হীরকের খনি অলে
 কলুর কলকুণ্ড † কুণ্ডবীরে।
 কত তরু পরিপাটি, রচিত কি বৃক্ষবাটী,
 অপকূপ শোভা তব তীরে ॥
 সন্নিবি বরুণা নামা, ‡ তিনিও বিচিত্র শ্রামা,
 প্রেমভরে আগলিত দৌহে।
 অপূর্ণ সাধিক ভাব, অহরহ আবির্ভাব,
 নহে কি বিষ্ণুর মন মোহে ?

ব্রহ্মার ঔরসে গোদাবরী নদীর পর্ভুজাত।
 অলৌকিক পুরুষ হইলে একতী অলৌকিক
 পিতা আশঙ্ক হই, তাহাতে মাতার পাতিত্রতা
 থাকুক বা না থাকুক। মনুষ্য জাতির কি
 অভিমান! বিশেষতঃ পুরুষজাতির কি আত্ম-
 স্তুতি, পরম দেবতা মাতাকে অসতী করিয়াও
 আপনাদিগের দৈববীর্যের সংস্থান করিতে
 হইবে।

* কালিদাস।

† লবঙ্গ।

* বর্তমান ইংরাজী অপভ্রংশ নাম করিলা।

+ মহলীপাটম বা মহলীবন্দরে ছিট
 বস্ত্রের প্রথম স্রষ্ট, এমন প্রবাদ আছে। তন্নিমিত্ত
 বৃক মণিলেনরও এই নগরে প্রথম স্রষ্ট।

‡ ইংরাজী অপভ্রংশ গলকণ্ডা।

§ কৃষ্ণা বরুণা এবং কাবেরী বিষ্ণুর
 প্রায়সীকপে দক্ষিণে মাননীয়, ইহাদিগের
 পরিণয় উদ্দেশ্যে বর্ষে বর্ষে বর্ষা সময়ে এক
 মহোৎসব হইয়া থাকে।

জনবিয়া সহ-কেশে, প্রবেশি বিহর দেশে,
 ক্রতগতি ভাগীরথী প্রায় ॥
 তরল তরঙ্গে বহে, প্রণয় প্রকুর অঙ্গে,
 প্রবেশিহ পয়োদিব কায়ে ॥
 কৃষ্ণা-অন্তে কত বেশ, কি বর্ণিব সবিশেষ,
 গোঙলোক অনুরাগে আদি ॥
 তৈলঙ্গ তামল লাটী, কেহ কহে মারহাটী,
 একদেশে নানা ভাবাবাদী ॥
 অই প্রবাহিতা সত্যী, তৈলপর্ণী * স্রোতস্বতী,
 পাণ্ডুরেশ করিছ পাবন ।
 কত চন্দনের বন, তব তটে সুশোভন,
 অগুরু কালীয় কুচন্দন ।
 সৌরভের খনি এলা, উপবনে করে খেলা,
 দ্বারকিনী তরুর সহিত ।
 প্রদোবে তোমার তীরে, মলয় সমীরে ধীরে,
 সুরভিতে মানস মোহিত ।
 বহুমূল্য মুক্তাময়, বিলাসিত শুভ্রচয়,
 তরঙ্গিণী ! তোমার সময়ে ।
 বিলাস সুরের সার, তব দেহে অগঙ্কার,
 বিধি কি ভূষিলা যথাক্রমে ?
 চোলমণ্ডলের পাট, অই হ্রদ পুলিকাট,
 নেলুর প্রভৃতি কত পুর ।
 কর্ণাটের অধিকার, চারিদিকে সুবিস্তার,
 কাঞ্চীপুর নহে বড় দূর ।
 শ্রীনাথের পদ-সেবি, শ্রীকৃষ্ণী তুমি দেবি !
 বরনদী কর্ণাটে কাবেরী ।
 প্রাবৃত-প্রান্তে তব, পরিণয় মহোৎসব,
 বহু তরু বাজে তুরী ভেরী ॥
 শ্রীমদ পদ্মনাম, শ্রীমদনাথের ধাম,
 তবকূলে শোভা নিরুপম ।
 দেবের হৃদ-স্থানে, দেবীকোটে সন্নিধানে,
 করিয়াছে সাগর-সঙ্গম ॥

* আধুনিক নাম পাণেয়ার ।

কেরলে উদ্ভব তব, সে দেশের স্বাতি সব,
 তনিয়াছি বিচিত্র বিচল ।
 বৈদ্রিণী না এর নারী, ঘেন নিয়গার বারি,
 পরিণয়-বন্ধন বিফল ॥
 কেয়লীয় কেশপাশ, * নাকি অতহর বাস,
 চমরী-চমুর গর্ভ হরে ।

* ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় অঙ্গনা-
 গণ যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ প্রতিভায়
 প্রতিভাত, তাহা নিম্নলিখিত কাবতায় পরিচয়
 দিতেছে।—

“বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনক-জনপদ-স্বাধি-
 নীনাং কটাক্ষে । দন্তে গৌড়াক্ষনানাং
 সুললিত-অবনে চোৎকল-প্রেয়সীনাং ॥
 তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজল-যনকটো কেয়লী-
 কেশপাশে । কর্ণাটীনাং কটোচ রতিপতি-
 শুভ্ররীণাং স্তনেষু ।”

বোধ হয় নানাকুসুম কেলিপরায়ণ এই
 কবিমধুগণ কান্দীর, অযোধ্যা, মালব এবং
 সিংহলে ভ্রমণ করেন নাই, তাহা হইলে
 ভারতবর্ষীয় ভাবিনীদিগের প্রকৃত রূপমহিমার
 পরাকাষ্ঠা দর্শন করিতে পারিতেন । আমি
 পূর্বে কোন মৃত মিত্রকবিকে উক্ত কবিতায়
 অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্মরণ
 নাই, অতএব দ্বিতীয় বার অনুবাদ করিলাম,
 যথা—

মধুপুং-বধুকুল মধুর বচনে ।
 বিদেহ বাসিনী বালা-চঞ্চল নয়নে ।
 বন্দীয় অঙ্গনাগণ-সুচরু দশনে ।
 উৎকলীয় বামাদেয় ললিত অবনে ॥
 তৈলঙ্গী চার্কাক্ষীচয়-নিতম্ব শোভনে ।
 কেয়লীয় কেশপাশ ঘন নবধনে ॥
 কর্ণাটীয় কটী আর শুভ্ররী স্তনে ।
 রতিপতি বারদেন সদা সুখি মনে ॥

লাবণ্য-গ্রন্থন-ডালা, নাকি সব দ্বিজবালা,
কমলার রূপগুণ ধরে ?
পরিহিত চিত্রবাস, রবি-ছবি পরকাশ,
তরুণচি চন্দনে চর্চিত ।
সেই দেশ ধন্ত হয়, যেই দেশে নারীচয়,
সদাকাল আদরে আচ্চিত ॥
দেখ ! দেবকোটপুর, শিবজয় দর্পচর,
যেখানে করিল বিষ্ণুজয় ।
এই সেই উমাবন, বাণরাজ নিকেতন,
পুণ্যথাত্ত কোটীতী নগর ॥
যজ্ঞ ভাবিনীর ভূষা, রূপ প্রভাতের উষা,
ভূষার বিমলা উষা সতী ।
স্বপনে * যামিনী ভাগে, হেরিলেন অন্তঃপানে,
চিত্তচোর অনিরুদ্ধ পতি ।

* এইরূপ স্বপ্নযোগে দম্পতিদ্বিগের প্রথম সন্মিলন নানা দেশীয় কবিগণের এক বিচিত্র কল্পনা। আরব্য, পারস্য, চীন এবং ভারত-বর্ষীয় বহুতর কবি এই মনোজ্ঞ মানসিক উদ্ভাবনা বা বিভাবনা বর্ণনে ক্রটি রাখেন নাই। ইংলণ্ডীয় কবিকুলতিলক লর্ড বায়রণ স্বপ্নাভিধেয় কবিতায় প্রেমানভিনয়ের প্রথমাক্ষ বর্ণনে কি প্রগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটা সংগীত নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।

স্বপ্নান্তে উবার উক্তি ।

রাগিণী বিভাস । তাল ঠুংদী ।
স্বপনে হেঁস্র বাহায়ে ; আবে, আবে সখি
মেয়ে তারে !
চিত্তচোর যামিনী শেষকালে প্রবেশিল
জদয়-মাঝারে !

সরস পরশমণি প্রকৃষ রতন, অনঙ্গ কি অঙ্গ
ধরি দিল দরশন, তুলনা নাহিক তার এতিন

অনিরুদ্ধ সেইরূপ, স্বপ্নে কয়ে নিরীকণ,
সংমিলন বাণমুতা সহ ।
নিদ্রাভঙ্গে তরুণ, উৎকলিত অতিশয়,
চিত্তায় চঞ্চল অহরহ ॥
চিত্রলেখা একে একে, সুপুরুষ চিত্র লেখে,
নিজনাথে তাহে উষা চিনে ।
মন্ত্রিমুতা অনন্তরে, শূন্য-পথে যন্ত্রভরে,
অনিরুদ্ধে আনে কত দিনে ॥
চরিতার্থ বিধুমুখী, অন্তরে অনন্ত সুখী,
বাণরাজা পাইল সন্ধান ।
রুক্ষের প্রপৌত্র শুনে, দগ্ধদেহ ক্রোধাপ্তপে,
কারাগারে দিল তাহে বাণ ॥

সংসারে । আমি তাহে আঁখি ঠারি হোরবার
আশে, যেমন নয়ন মেলি নিরখিত্ত পাশে,
অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একবারে !

শৌর্যাগিক আখ্যায়িকাসকলের ঘটনাস্থল লইয়া অধুনা মহা বিবাদ উপস্থিত, বিশেষতঃ আখ্যায়িকার সীমার বহির্ভূত অনার্য দেশে এই বিবাদের আতিশয্য দেখা যায় । বখা দৌনাজ-পুর অঞ্চলীয় লোকেরা আপনাদিগের দেশকে মহাভারতীয় বিরাট দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে । বাস্তবিক বিরাটদেশ যে আধুনিক বিরাড় প্রদেশ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । জাবাবীপের লোকেরা কহে, মহাভারতে এবং রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাসকল তাহাদিগের ক্ষুদ্র উপদ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল । সেইরূপ বালেশ্বর বাসিরা কহে, তাহাদিগের নগরের আত্ম নাম বাণেশ্বর, বালেশ্বর তাহার অপভ্রংশ মাত্র । বাণেশ্বর বাণরাজার স্থাপিত শিবলিঙ্গ, তন্নামাধয় শিবলিঙ্গ অতাপি বর্তমান আছেন । বাণপুত্রীর অস্ত্র নাম শোণিতপুত্র, অধুনা শুনঠ নামক বালেশ্বরের পল্লী বিশেষ সেই শোণিতপুত্রের রূপান্তর । অপর বালেশ্বরে উষারমেড়

হায়রে ভবের খেলা ! সাগরে রক্তার ভেলা,
দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয় ।
অস্থির ঐহিক প্রীতি, স্বপনের সম রীতি,
মিথ্যাময় কিছু সত্যনয় ॥”
চলিলেন গজপতি, মানমদে মত্তমতি,
কাঞ্চীপুর করিতে বিজয় ।
অগণিত সৈন্তভটা, ঘেন জলধর ঘটা,
বহুদূর ব্যাপী গরজয় ॥
সামন্ত-সিদ্ধার নাম, সেনাপতি গুণধাম,
প্রতাপে মিহির বীরধর ।
পথেনরগতি কত, বিনা রণে অহুগত,
লালবন্দী রূপে দিল কর ॥
যে করিল প্রতিরোধ, পাইল উচিত শোধ,
অচিরে পাইল সংহার ।
পরাক্ত সৈন্তদল, সংযোগেতে বাড়ে বল,
সেনাসিদ্ধ হইল অপার ॥

এবং উষার প্রিয় সহচরী চন্দ্রলেখার পিতা
বাণরাজার মন্ত্রী বাসস্থান পাতপাড়া প্রভৃতি
স্থান প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে কর্ণাটের
অন্তঃপাতী দেবীকোট নিবাসিতা কছেন,
দেবীকোটই বাণরাজারপুরী, সেইখানেই উষা-
হরণ হয়। দেবীকোটের সংস্কৃত নাম দেবী-
কোট, দেবীকোটের অপরনাম কোটুবীপুর,
কোটুবী বাণাসুরের মাতার নাম ইত্যাদি।
পরন্তু উষাহরণ আখ্যানিকা বেদেবর্ণিত প্রাত্য-
হিক প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনাস্থক একটি রূপক
হইলেও হইতে পারে—অস্থিরেরা তমঃ হইতে
উৎপন্ন, অতএব বাণাসুর সেই আদিম অন্ধ-
কারের কল্পনা,—সেই অন্ধকারেই উষা অর্থাৎ
প্রভা বা দীপ্তির জন্ম, এবং অন্ধকার কর্তৃক
উষা কারাবদ্ধ থাকেন,—পশ্চাৎ কৃষ্ণ অর্থাৎ
সূর্য্যাক্ত অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অবিরত অব্যবহিত
কিরণজাল আদিয়া উষার কারাবরোধ মোচন
করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন।

যথা কুজ কুন্দনদী, সংমিলনে বিম্বগদী,
ববধায় বিষম বিস্তার ।
সাগর-সঙ্গমস্থলে, হিল্লোলিত কোলাহলে,
অগণিত তরঙ্গের হার ॥
কাবেরী-উত্তরপারে, বৃহৎ রচি হুর্গাকারে,
গজপতি স্থাপিতা শিরির ।
বজ্রময় ঘরদ্বার, যবনিকা শোভাধার,
বজ্রময় বিচিত্র প্রাচীর ।
শৃঙ্খলিত কোন স্থলে, মদোৎকট হস্তিদলে
পরিখা বেষ্টিত সেই স্থান ।
কোন স্থলে রাজী রাজী, সহস্র সহস্র বানী,
মনোজব অতি বেগবান ॥
কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত,
সুদর্শন শ্রীপঙ্ককল্যাণ ।
সৈন্যব কাষোজ আর, চমৎকার চমৎকার,
আরবীয় ভ্রমর প্রধান ॥

সারি সারি ধনুর্দ্ধর, অগ্রে অগ্রে অগ্রসর,
রণমদ গর্জে মত্তমতি ॥
কোনস্থানে শত্রুভার, সজ্জিত পর্ব্বতাকার,
রুত আর তৈল সরোবর ।
উড়িয়ার প্রিয় ভক্ষ, চিপীটক ঢেরি লক্ষ,
খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর ॥
পলাঙ লঙন আদা, পড়িয়াছে গালা গালা,
চিল্কার শুদ্ধমীন রাশি ।
হৃৎকার শত শত, ভোজ্য বাক্সে নানামত,
দলে দলে ভুঞ্জে সৈন্ত আসি ॥
শ্রুত হয় কোন স্থানে, বাজে বাণ একতানে,
আনন্দ, স্তম্ভিত, তত, ঘন ।
বীণা বংশী ভেরী বাঁক, বাজিতেছে অটাক,
যেন গরজিছে নবঘন ॥
হেন বাণ সম্মোহন, মাতায় মূনির মন,
বীর রস হয় মুগ্ধমান ।
অসিহেতি রণসাজে, খব তরবারি ভাজে,
চক্ মক্ চপলা সমান ॥

কোষায় বিবিধ বান, সুসজ্জিত শোভমান,
 ধৈপ আর প্রবইণচয় ।
 কহলে মণ্ডিত কত, শকট সহস্র শত,
 নিশান উড়িছে শূভময় ॥
 পরিহিত বীরধটা, সারসনে বদ্ধকটি,
 বারবাণে আবৃত শরীর ।
 পলদেশে প্রতিমুক্ত, উরু কঙ্কটকম্বুজ,
 শিরস্বাণে সুশোভিত শির ॥
 পত্তিগণ পদচারণ, কহিতেছে অনিবার,
 কভু ক্রত কভু মন্দগতি ।
 শিরে বিধুরঙ্গ পরি, সমাগত বিভাবরী,
 শান্তি সহচরীর সহিত ।
 সেনাগণ শযোপরে, শ্রান্তি ক্রান্তি পরিহরে,
 কলয়ব হইল বাহত ।
 ইতি যুদ্ধযাত্রা নাম পঞ্চম সর্গ ।

ষষ্ঠ সর্গ ॥

সংগ্রাম ।

নিশানাথ অন্তাচলে সুপ্রভাত নিশী ।
 নাথে পুন পেয়ে হস্তময়ী মশদিশী ॥
 ভানুকেরে সুকুমারী কুম্ভী মলিনী ।
 মুচুকি মুচুকি হাসে নবোতা নলিনী ॥
 শৈত্য মান্য স্বরভি-ভরিত সমীরণ ।
 কাবেরীর তীরে তীরে করিতে ভ্রমণ ॥
 হুলীলা তরুণী যথা মৃত্যুযুখে ধায় ।
 ভানুর কিরণে হিম-কণিকা শুণায় ॥
 মরীচ-কেদারে সুখে ডাকিছে হারীত ।
 পরসীর তীরে শ্রুত সারসের গীত ॥
 ক্রুবাক চক্রবাকী শৈবলিনী তীরে ।
 গমিলন স্থানীরে অভিবিক্ত কিরে ॥

বনপ্রিয় কেশরের কাননে কুহরে ।
 অমৃত বরষে কিবা শ্রবণ-কুহরে ॥
 বৈতালিক যথাকালে ঘটানাদ করে ।
 উঠিলেন গজপতি প্রভাত-গ্রহরে ॥
 যথাবিধি উপদেশ করিয়া প্রদান ।
 দূতে পাঠাইলা রাজা শক্র-সন্নিধান ॥
 পুরী প্রবেশিয়া শোভা নিরখিতে দূত ।
 দেবতার ক্রিয়া প্রায় সকলি অন্তত ॥
 কেনা জানে কাঞ্চাপুর পুরীর প্রধান ।
 ভারতে ছিলনা যেন পুরী বিদ্যমান ॥
 বহুদূর ব্যাপিয়া পরিখা পরিসর ।
 প্রবলা অপগা প্রায় দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥
 পবন-প্রবাহে তাহে প্রবাহ উদ্ভয় ॥
 স্থানে স্থানে ঘোরচক্র আবর্ত-নিচয় ॥
 চারি সেতু চাখিারে নিশ্চিন্ত পাষাণে ।
 প্রহরী পুরুষপুঞ্জ স্থিত স্থানে স্থানে ॥
 কৃতান্তের দ্বারসম চারি পুরীদ্বার ।
 চিত্তিনখে * হুশোভিত ণয় ছইবার ॥
 ঝুলিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে ।
 কারসাধ্য সহসা প্রবেশে সেই গড়ে ॥
 পরিখা অন্তরে বগ্ন পর্বত আকার ।
 তার পরে প্রস্তরেতে দৃচিত প্রাকার ॥
 নানারম্য হন্য আর প্রাসাদ প্রচুর ।
 পরিপাটী সৌধ অন্তে চরু অন্তঃপুর ॥
 মনোজ্ঞ মণ্ডপ যঠে কপোত-পালিকা ।
 বাজীশালা, হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা ॥
 মহাধনী-গৃহগণ অতি শোভমান ।
 স্বস্তিক সর্বতোভদ্র তথা বর্দ্ধমান ॥
 প্রশস্ত প্রোঙ্গণ তথা শ্লিষ্ট-নিকর ।
 কত উপবন পুষ্পবন মনোহর ॥
 বাহু-পথ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ তরুচয় ।
 স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয় ॥

ফুটে ফুল কমল বহ্নীর ইন্দীবর ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বসে ভ্রমরী ভ্রমর ॥
 সস্তরে বিহরে কত সরাল মরাগ ।
 থেকে থেকে ডাকিছে ডাহরু পালে পাল ॥
 সরণীর ছইধারে শোভে সারি সারি ।
 নানাক্রম মণিহারী দোকানী পসারী ॥
 মণিকার-মণ্ডপে রমণী-মনোহর ।
 সুসজ্জিত বহুমূল্য রত্ন স্তরে স্তর ॥
 মরকত পদ্মরাগ বিক্রম বৈদূর্য্য ॥
 রত্নরাজ হীরা, যথা গ্রহপতি সূর্য্য ॥
 মণিময়, মুক্তাময়, প্রকার প্রকার ।
 গোস্তন নক্ষত্রমালা, আদি নানা হার ॥
 অঙ্গুরীয়, কর্ণিকার, কেশর, কটক ।
 কিঙ্কণী, কঙ্কণ, কাঞ্চী, মঞ্জীর, হংসক ॥
 চুড়ামণি, চক্রসূর্য্য, কিরীট, তরল ।
 ললাটিকা, নীলমুক্তিকা, রত্নে বগমল ॥
 বসিরাছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ ।
 কোষের বাকব কোম কপাস বসন ॥
 হুকুল, নিবীত, চোলা চেলনা, কাঁচুলী ।
 জড়িত জরীর কাজে জলিছে বিজলী ॥
 বসিরাছে গন্ধবোণে লয়ে নানা গন্ধ ।
 উড়িছে ভ্রমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ ॥
 কেশর, কুঙ্কুম, কালাগুরু, কালীয়ক ।
 সজ্জরস, মুগনাভি, কপূর, কোলক ॥
 জাতি-ফল, জয়দ্রৌ, লবঙ্গ, নারকচিনী ।
 মোরটা, মজলা, সুরভির তঃসিগী ॥
 শ্রোতোজ্ঞান, রসাজ্ঞান, প্রভৃতি অজ্ঞান ।
 শিলাজতু, মনঃশিলা, সিন্দূর শোভন ॥
 তুলসায় নানাবস্ত্র করিছে সৌবন ।
 চিত্রকর চাকচিক্য করিছে লিখন ॥
 শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকার আর কৰ্ম্মকার ।
 কাশ্যকার, শঙ্ককার, তথা চর্ম্মকার ॥
 রথকার, জারাজীব, বজ্রক, চাবণ ।
 মায়াকার, মালাকার, আর নটগণ ॥

দেখিতে দেখিতে দূত করিছে গমন ।
 মনে ভাবে ধন্ত এই পুরী সুশোভন ॥
 ধন্ত ধন্ত প্রজাগণ, ধন্ত নরপণি ।
 হায় কেন যুদ্ধানল উঠিল সম্প্রতি ॥
 সমস্ত সংহার হৃত ! সর্বশোভাহারী !
 সর্বস্বত্ব সংহারক সর্বলোপকারী ।
 কোথা রবে এই শোভা কিছুদিন পরে ?
 হায় রে ভ্রান্তির লীলা, এতদ ভিতরে !
 ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহদ্বারে ।
 দৌবারিক সমাচার জানায় রাজ্যারে ॥
 আদেশ পাইয়ে, লয়ে গেল সন্নিধান ।
 অপক্লম রাজসভা, শোভার নিধান ॥
 চারিাঙ্গে রক্ষিণ, সন্নদ শরীর ।
 করে মুক্ত অসী, স্বক্কে লম্বিত তুণীর ।
 অবিরত উপায়ন পড়ে পরতলে ।
 করাবাড়ি দাঁড়াইয়া সামন্ত সকলে ॥
 অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি কাঞ্চীপতি ।
 মধ্যাহ্নের বিভাবন্ত সম তেজ অতি ॥
 বামপাশে সৌম মূর্ত্তি মহামাত্য বসি ।
 গ্রহপতি অন্তে যথা সমুদিত শশী ॥
 পত্রদিল তাঁর করে উৎকলের দূত ।
 পাঠখান মহারোষ হৃদয়ে সন্তুত ॥

পত্র ।

“শুনবে ছত্রাজ্ঞা হুই পাপিষ্ঠ শকট ।
 শৃগালের সম শঠ কপট নিশট ॥
 এত বড়স্পর্কী তোর, এত অভিমান ।
 মানিয়াছ আপনার ক্ষত্রয় প্রধান ॥
 হুঁহি লইয়ে হুই, উড়িয়ায় গেলি ।
 বিবাহ না দিয়ে কেন দেশে ফিরে এলি ॥
 আমায়ে চণ্ডাল বল, এত অহঙ্কার ।
 এই আমি আদিয়াছি দিতে প্রতীকার ॥
 ছার খারে দিব আমি এপাট কর্ণাট ।
 ভাশাইব সিদ্ধকলে, দেখাইব নাট ॥

নিস্তার পাইবি যদি মম কোপানলে ।
নন্দিনী পদ্মিনী আনি দেহ পদতলে ॥
আমি তারে চণ্ডালে করিব সমর্পণ ।
তবে সে হইবে মম ক্রোধের তর্পণ ॥”

অলস্ত অনলে কিবা হবির পতন ।
কিবা কালসর্প শিরে চরণ ঘাতন ॥
পরজিয়া উঠে রাজা শুনিতে ভীষণ ।
ধিনহনে অলে কিবা হোম হত্যাশন ॥
কিঞ্চিৎ হইলে শাস্ত, কর্ণেক অন্তরে ।
আজ্ঞামত প্রত্যুত্তর লিখে গিপিকরে ॥

প্রত্যুত্তর ।

“অরে মূর্খ উড়ে মেড়া ! কি সাহস তোর ।
আসন্ন তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর ।
তোরে কিরে অগ্নিরাধ করে নাই মানা ।
ছুহুন্দর হয়ে বেটা, সিংহপুরে হানা ॥
তোরে কত দিব চুই ! বিজাত বর্ষর ।
ডেক চাহে ধরিবারে অপসার কর ॥
অসম্ভব এবাসনা, অরে দুঃশয় ।
যজ্ঞ-হবি, কুকুরের কতু ভোগা নয় ॥
ভাসাইব সিদ্ধনীয়ে, বরং পদ্মিনীয়ে ।
তবু তোয়ে কতু নাহি দিব নন্দিনীয়ে ॥
তুই কি জানিস্ বণ ? দূর বেটা দূর ।
রণবন-ভূমে রাজা এরণ্ড ঠাকুর ॥
দেখা বাবে অগ্নিরাধে কি দেবত্ব আছে ।
বসাইব আমি তারে গণেশের পাছে ॥
সে আবার দেবতা, তাহারে কিবা ভয় ?
কক্কর আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয় ॥”

পত্র প্রাপ্ত হয়ে দূত হইল বিদায় ।
অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায় ॥
পত্রপড়ি উৎকলেশ জলিল দ্বিগুণ ।
সিংহাস প্রস্থান বহে ঘন দাবাগুণ ॥
নিশাশ্বেষে ঘন ঘন বাজিছে পটহ ।
সময়ের উপক্রম সমাগতে অহ ॥

কাবে রীর পরপারে দৃষ্ট ভয়ঙ্কর ।
পদ্মপাল মত সৈন্ত ব্যাপ্ত দিগন্তর ॥
হানি, রথী, পদাতি, তুরঙ্গী, অগণন ।
নানা রঙ্গে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন ॥
উড়িয়ায় সেনাদল নদীপার হেতু ।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তরুণীর শেতু ॥
শত্রু সেনা সন্নিকট হ’ল যে সময় ।
তরঙ্গিনী তটে ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥
ছুই দলে বণবৃষ্টি ছাইয়ে গগণ ।
প্রাণের ধারা কিবা করকা-বর্ষণ ॥
কোনরূপে হীনবল নহে ছুই দল ।
ক্রমেতে প্রবল হ’ল সমর-অনল ॥

মহা ঘোরতর যুদ্ধ, কিবাবি আর ।
শোণিত-প্রবাহ বহে নিখর আকার ॥
কিবা ছুই মেঘদল করিছে গর্জন ।
বিজলীর শোভা ধরে যত প্রহরণ ॥
কাবেরীর স্রোত রক্তে হইল লোহিত ।
ক্রমে উড়িয়ায় সৈন্ত তীরে আবোহিত ॥
পদাতি পদাতি সঙ্গে যুদ্ধে অহরহ ।
তুরঙ্গী তুরঙ্গী সঙ্গে, রথী রথী সহ ॥
মাতঙ্গে মাতঙ্গে শুণ্ড করি জড়াজড়ি ।
শৈলাকাবে ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি ॥
সমস্ত দিবল যুদ্ধ, নাহি অবসান ।
হাজার হাজার লোক হারাইল প্রাণ ॥
ভাছু যায় শয্যাগারে সন্ধ্যা-কবে ধরি ।
চন্দ্রচূড়া হয়ে সমাগত বিভাবরী ॥
সমর হইল ক্ষান্ত, নিশীথ সময় ।
আহব শ্রুশান সম, দেখি লাগে ভয় ॥
মৃত, নরদেশ, আর তুরঙ্গ ধিরদ ।
অগণিত কাটামুণ্ড, কাটা হস্ত পদ ॥
বিকট প্রকট দন্ত, গলে রক্তধারা ।
হর-নেত্র সম উন্মত্ত অকিতারা ॥
ডাকিতেছে ফেরপাল, ফেউ ফেউ রবে ।
শবগন্ধে সমাগত সারসের সবে ॥

শব নিয়ে টানাটানী কলহ ভীষণ ।
 কেরুপালে গৃহপালে বেধে গেল রণ ॥
 কোথারে মহুয়া তোর, বীৰ্য্য অহঙ্কার ?
 মরণান্তে হও তুমি, পশুর আহার ॥
 দিবাভাগে রণমদে যেতেছিলে রাগে ।
 শিবা কুকুরের খাণ্ড হলে নিশাভাগে ॥
 কাঞ্চীপতি-জয়ধ্বজে সঞ্চারিত ভয় ।
 জানিলেন গজপতি হীনবল নয় ॥
 নগরের প্রান্তে রণভূমি পরিময় ।
 পরিখা প্রাকার তাহে রচে বহুতর ॥
 ধারে ধারে সাজাইল সৈন্য সারি সারি ।
 নিবিড় কানন সম শূল ভল্লধারী ॥
 তাহার পশ্চাতে সেনা দেখিতে ভয়াল ।
 জয়যে প্রকাণ্ড ঢাল, করে করবাল ॥
 ঘন ঘন ছহুকারে পুরিল গগন !
 স্থানে স্থানে প্রোজলিত হয় হতাশন ॥
 রজনী হইল শেষ, বাসে উবাসতী ।
 পুন পূৰ্ব্বদিগে প্রভাবিত দিনপতি ॥
 আরোহণ করি দিব্য রথ মনোহর ।
 রণ-যাত্রা করছেন কাঞ্চীর সৈন্য ॥
 আই শুন চক্রেব নির্ঘোষ ভয়ঙ্কর ।
 বজ্রনাথে পরিপূর্ণ যেমন অশ্বর ॥
 লৌহময় কবাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে ।
 শৃঙ্গলে উঠিছে অগ্নি ইরশদাকারে ॥
 কুয়ার-ধবল কান্দি হয় চতুর্দয় ।
 চাক্র কলেশ্বর স্বর্ণ-অলঙ্কারময় ॥
 বিদ্যুতের বেগে সিংহদ্বার পরিহরে ।
 আই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে ॥
 নির্মিত চন্দন-কাঠে অপূৰ্ণ স্তম্ভন ।
 হস্তিদন্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন ॥
 বিধচিত স্বর্ণ মণি মুক্তা মনোলোভা ।
 নক্ষত্র ভূষিতা কিবা তমস্বিনী-শোভা ॥
 স্বর্ণময় নেমি, স্বর্ণময় যুগন্ধর ।
 স্বর্ণময় ধূবা, স্বর্ণময় অপঙ্কর ॥

মহামূল্য চীনাংগুতে পতাকা রচিত ।
 স্বর্ণস্থজে গণপতি মূর্তি বিলিখিত ॥
 উপনীত হ'ল রথ ভদ্রাল আহবে ।
 “জয় গণেশের জয়” ডাকে সেনাশবে ।
 নৃপে বেড়ি বীরমদে মত্ত সবে স্তম্ভে ।
 নাচিতে নাচিতে যায় শত্রু-অভিমুখে ॥
 আর কি বর্ণিব রণ বর্ণনে না যায় ।
 অবতীর্ণ রক্ত কিবা হইল তথায় ॥
 কাঞ্চীসেনা ভীক্ষুরে ছাইল গগন ।
 শত্রুদলে হয় যেন বিষ-বরিষণ ॥
 উঠে ছুটে বাণ যেন ফুহারার ধারা ॥
 শূত্র হ'তে নামে যথা খসি পড়ে তারা ॥
 উড়িয়ায় সৈন্য তাহে হইল অস্থির ।
 দেহ বহি পড়ে রক্ত, শবে বিক শির ॥
 বিভাবরী সমাগত ভানু-ভাতি নাশি ।
 কাঞ্চীর বিজয় ভানু সমুদিত আসি ॥
 পলায় উৎকল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে ।
 পশ্চাতে ধাবিত শত্রু অসী হস্তে লয়ে ॥
 সময় হইল ভঙ্গ সেদিনের তরে ।
 জয়নাদে কাঞ্চীনাথ প্রবেশে নগরে ॥
 হেন মতে দিন দিন কত যুদ্ধ হয় ।
 ক্রমে উৎকলের বল হ'ল বহু ক্ষয় ॥
 কিছুই নির্ণয় নহে জয় পরাজয় ।
 দুই পক্ষে শুভাশুভ উদয় বিলয় ॥
 বাহিরের গড় কত হ'ল হস্তগত ।
 আহার-অভাবে কত বাহিনী নিহত ॥
 আজি উৎকলের জয় আনন্দ শিবিরে ।
 কালি নিরানন্দ সবে বসি নতঃশিরে ॥
 শ্রীপুরুষোত্তম দেব ক্ষুদ্র অভিষয় ।
 মন্মাস্তিক মহাহুঃখে ব্যথিত জয় ॥
 একদা শর্ব্বদী শেষে অমৃতপ্ত মনে ।
 করিতেছে আর্তনাদ শ্রীকীৰ্ত্তন-গণে ॥
 বলে, “কেন করুণা ছাড়িলে প্রভু মোরে ?
 কেন বা প্রযুক্তি দিলে এ সময় ঘোরে ?

তোমায়ে কহিল কটু, পাণ্ডু পামর ।
 কেমনে সহিবে তাহা তোমার কিকর ?
 কর্ণটি-সংহারে সেই হেতু মম পণ ।
 তুমি দিলে প্রত্যাশে করিতে এ রণ ॥
 তবে আজ্ঞা শিরে ধরি, নির্ভর হৃদয় ।
 না মানিলু অশকুন যাত্রার সময় ॥
 দিগে যে দয়ার সিংহ গোপবালা-করে ।
 এখনো সে অসুরীয় আছে শিরোপরে ॥
 তবে কেন পরাভব পাইলাম রণে ?
 না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে ॥
 বুঝি ভব দয়াধিকতায় দয়াময় ।
 অহঙ্কার-মদে মত্ত আমার হৃদয় ॥
 দর্পহারী ভগবান সেই সে কারণে ।
 হরিলে দাসের গর্জ এই ঘোর রণে ॥
 প্রণতে উন্নত কর, উন্নতে প্রণত ।
 কার সাধ্য এই বিধি করে অত্র মত ॥
 ধীনেয়ে ঠাঁয়ে খোঁচ পর্কত উপরে ।
 পাধারে ভাসাও এবে বাঁধি ছই করে ॥
 দোহাই, দোহাই, প্রভু করুণা-নিধান !
 মান রাখ, প্রাণ বাঁচ, কর পরিজ্ঞান ॥
 এক্ষণে যোদ্ধা-মান রাজা গজপতি ।
 স্বপ্নাবেশে পুন প্রত্যাশে তার প্রতি
 "ভয় নাই, ভয় নাই, ওরে বরহুত ।
 তোরে অনুকূল সমা কৃত রাজপুত ।
 কালি নিশী কাঞ্চীগড় কর আক্রমণ ।
 সেনাগণে চারি দিগ্ করহ বেঁধন ॥
 দক্ষিণ দ্বারেতে তুমি সহ রাখগণ ।
 করিবে মুঘলধারে বাণ বরিষণ ॥
 উত্তরের দ্বারে রবে সামন্ত-সিঙ্গার ।
 অগণিত পদাতিক যোগান তাহার ॥
 রবেন পশ্চিমদ্বারে খেত রাজপুত ।
 তাহার সহিত রবে মাতঙ্গ অযুত ॥
 আমি যব পূর্ব দ্বারে সহ অধিষ্ঠাট ।
 শিখাইব কর্ণাটে, দেখাইব নাট ॥"

নিদ্রাভঙ্গে গজপতি, হরষিত মতি ।
 পুনরায় রণেংসাহে সমুৎসুক অতি ॥
 না হইতে প্রভাত, বাধিল ঘোররণ ।
 অন্তরীক্ষে প্রত মাত্র শব শব শব ॥
 কত মল্ল, কবে ভল্ল, সাজে থাকে থাকে ।
 মাঝে লক্ষ, দিয়ে বক্ষ, ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
 হুইনেত্র, মদক্ষত্র, জবাশূঙ্গ ভাতি ।
 ধৃত বর্ষ, স্তম্ভ চর্ম্ম-অবরিত ছাতি ॥
 ফুলে অঙ্গ, তরুভঙ্গ, দর্শন-কবাটি ।
 খড়্গো খড়্গো, অগ্নিবর্ণে ফেলিতেছে কাটি ॥
 পড়ে রক্ত কি অলঙ্কার, ধরা-অঙ্গে সাজে ।
 শুধু হেবি, শবচেরি, জয়ভেরী বাজে ॥
 ওকি মূর্ত্তি, পাশুফূর্ত্তি, রণ-মাতৃকার !
 গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার ॥
 দস্তগুলা, যেনমুলা, অতিভীক দাঁড় ।
 কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড় ॥
 কত পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমি পরে ।
 কত উঠে, যায় ছুট, প্রসারিত কবে ॥
 তাম্র সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচম ।
 ফণীচক্র, সমবক্র, উঠি উঠে রয় ॥
 ভয়ঙ্কর, ঘোরতর, ঘোরে ছই আশি ।
 নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি ॥
 ভয়ঙ্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আসি ।
 সমাকুল, সেনাকুল, উঠে ধূলিরাশি ॥
 শিবাশুজ্ঞে, বসি ভুজ্ঞে, গৃহিনীর সঙ্গে ।
 ঝাঁকে ঝাঁক, জোণকাক, গিয়ে রক্ত-রঞ্জে ॥
 কাটামুণ্ড, হীনশুণ্ড, কতহস্তী পড়ে ।
 কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে ॥
 ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অগ্নিবাণ মুখে ।
 দলেদল, কত বল, অসিতেছে কুখে ॥
 খরধার, তরবার, ঘমধার নাম ।
 কি কয়াল, ভিন্দিশাল, কৃতান্তের ধাম ॥

প্রেক্ষণ, * ঘন ঘন, ক্রমশঃ † কঠোর ।
 করে বধ, পরবধ, ‡ বিষম প্রহার ॥
 এইরূপে সমর হইল ঘোরতর ।
 দিব্যাশেবে ছুইদল হইল কাতর ॥
 প্রভাতে, প্রভাত ভানু সম রাগোদয় ।
 প্রদোষের অন্তভানু সহ তেজোক্ষয় ॥
 বেলা অবসান সহ বল অবসান ।
 প্রকৃতির রীতি এই নিত্য বিজ্ঞান ॥
 বিশেষে কাঞ্চীর সেনা হইল ফাঁকর ।
 চারিদিকে উড়িয়ার বাহিনী বিস্তর ॥
 স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন ।
 ক্রমে বীৰ্য্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন ॥
 নিকপায়ে অপায়ন বৃষ্টি কাঞ্চীপতি ।
 নতঃ শিরে নিজহর্গে করিলেন গতি ॥
 প্রচুর প্রহরীচয় বাধে আট ঘাট ।
 চারি সিংহদ্বারে পুন পড়িল কবাট ॥
 তমসিনী তমোরাশি ছাইলে গগন ।
 দক্ষিণের দ্বারে যান উড়িয়ারাজন ॥
 কাবেরীতে অধগণ জলপান করে ।
 সমস্তদিনের শ্রান্তি ক্রান্তি পরিহরে ॥
 পুন রথে প্রযোজিত, সজ্জিত সকলে ।
 স্বপ্নমুখে হেঁচা উঠে গগনমণ্ডলে ॥
 চলিলেন দধিগণ রাজারে লইয়া ।
 শত্রু-গর্ক ধর্ম হেতু উল্লসিত হিয়া ॥
 উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত-শিখার ।
 চলিত পদাতি যথা তরঙ্গের হার ॥
 “জয় জগন্নাথ, জয় !” হয় জয়ধ্বনি ।
 কটকের পনভরে শীহরে ধরণী ॥
 অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অধরে ।
 বজ্রের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে ॥

* মরাচ অর্থাৎ লৌহময় বাণ ।

† মুদগর ।

‡ পরত্তব্য অস্ত্র বিশেষ ।

কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায় ।
 প্রোজলিত গৃহ চয় যথায় তথায় ॥
 বিজ্ঞ সে দুর্গম দুর্গ অভেন্য অজ্ঞেয় ।
 ভিতরেতে অঙ্গ আর সৈন্য অপ্রমেয় ॥
 প্রথমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল ।
 তার পর নদী প্রাঘ পরিখা প্রবল ॥
 তটে গিরি বনে পুন অতি গুঢ় স্থান ।
 সুগন্য প্রান্তরে যত প্রাকার নির্মাণ ॥
 পর্কত প্রমাণ চূড়া অতি উচ্চ তর ।
 ঘেন সূর্য্যপথ রোদে, পরশি অধর ॥
 ছুইদ্বারে বহুক্ষণ হইল সময় ।
 উড়িয়ার চমু তাহে নিহত বিস্তর ॥
 নীচে থেকে উঠে উর্দ্ধে অগণিত বাণ ।
 গহনে গহনে পড়ি বিহত সন্ধান ॥
 উপর হইতে যত বর্ষে প্রহরণ ।
 ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন ॥
 প্রথম প্রহরে রাজা অস্থির হৃদয় ।
 ভাবিছেন, ভুলিলেন বৃষ্টি দর্শন ॥
 অবিরত তব্ব লয়ে ফিরিতেছে দূত ।
 পূর্বদ্বারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপুত ॥
 দ্বিতীয় প্রহর যবে অতীত রজনী ।
 অকস্মাৎ পুন পুন হয় জয়ধ্বনি ॥
 পূর্বদ্বারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত ।
 সঙ্গে সংমিলিত তাঁর অশারোহী যত ॥
 পশ্চিমের দ্বারে খেত রাউত উদয় ।
 মেঘদল সম ধায় মাভঙ্গনিচয় ॥
 নবরূপ অগ্নি অস্ত্র * অতি ভয়ঙ্কর ।
 বজ্রের নির্ঘোষব্যং শব্দ ঘোরতর ॥
 মুগেতে বিদ্যায় জলে কিবা কালানল ।
 আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলেদল ॥
 ছুই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় জাঁক ।
 কণীটের লক্ষ্যে গোলা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক ॥

* বলা বাহুল্য এই সময়ে ভারতবর্ষের

উৎকলের সৈন্ত বর্ষে আবৃত শরীর ।
 তোরণের নীচে কাটে স্রুঙ্গ গভীর ॥
 ভরিল বাকুল তাতে আকারেতে গোলা ।
 জয় জগন্নাথ জয় নামে সবে ভোলা ।
 তবে কৃষ্ণ রাউতের আদেশ প্রমাণ ।
 সেই স্রুঙ্গদেতে অগ্নি করিল প্রদান ॥
 হইল বিষম শব্দ সেই সিংহ ছারে ।
 লক্ষ লক্ষ বজ্র কি পড়িল একবারে ॥
 ভাদ্রিল লোহের দ্বার হয়ে চূর্ণ মার ॥
 উৎকলের সেনা ঢুকে করে মার মার ॥
 আগে আগে বীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অশ্বোপবে ।
 মূর্ত্তিমান মহাকাল কর্ণাট নগরে ॥
 পলায় কাঞ্চীর লোক পুর পরিহার ।
 কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিকে অরি ॥
 আবাল বনিতা বৃদ্ধ বিশেষে কাতর ।
 জয়নাদ সহিত মিশ্রিত আর্তস্বর ॥
 বিমূর্চ্ছিত নারীগণ মহা ভয় ক্রমে ।
 নগর আচ্ছন্ন যেন, ভেলুকীর ভ্রমে ॥
 জয়ী সৈন্ত খুলে দিল আর তিন দ্বার ।
 প্রবেশে উৎকল বল, সংখ্যা নাহি তার ॥
 মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত ক্রান্ত হয়ে ।
 অবেশিয়া ভ্রমিছেন রাজপুত্র হয়ে ॥
 কিন্তু ছই ভাই অন্তর্হিত সেই ক্ষণ ॥
 পাতি পাতি করি খুঁজে, না পান দর্শন ॥
 হরিষ বিবাদে রাজা শিবিরেতে যান ।
 সামন্ত-শিকার রহে দুর্গ-সন্নিধান ॥
 প্রহরেক লুট-তবে দিলা অল্পমতি ।
 হরিন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি ॥
 কি আর বর্ণিব তবে যে দশা হইল ।
 হাম্য দ্রব্য সব লুটিয়া লইল ॥
 বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণী নিকরে ।
 মুক্তাকারা অশ্বখারা ছনয়নে করে ॥

নানা প্রবেশে কামানের প্রথম ব্যবহার হয় ।

হাযরে পুরুষ তোর একিবে পৌরুষ !
 অবলা জাতির প্রতি কেনরে পুরুষ ?
 যারা হয় সংসার-সাগরে সার নিধি ।
 যুহু উপাদানচয়ে গঠিলেন বিধি ॥
 তাহাদের প্রতি কেন নৃশংস ব্যাভার ?
 যতনের ধন তারা, স্নেহের আধার ॥
 মাতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান ।
 সরলা মহিলাগণে কর অপমান ॥
 যুগ যুগান্তরে তোর এ দাক্ষণ বীতি ।
 কিশোর বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি ?
 সভ্য শিরোমণি ক্রন্দ বিখ্যাত ভূতগ ।
 প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রেমদামগুল ॥
 পশু করে পশুবৎ ক্ষুধার জালায় ।
 পশু-চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায় ॥
 বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগণে ।
 দেহ ভ্রষ্ট করি, নষ্ট করহ আঁবনে ॥
 মহা হাহাকার উঠে কাঞ্চীরাঙ্গ-পুরে ।
 রুদ্ধিত রমণীকুল ডুহুবে ফুকুবে ॥
 অন্তঃপুর-মাত্র রক্ষা পাইল লুণ্ঠনে ।
 নিভৃতে বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে ॥
 অপমানে শ্রিয়মাণ অস্তির পরাণ ।
 অনলে হৃদয় যেন হয় দহমান ॥
 অবসাদে হতচিন্ত অবশ শরীরে ।
 ধীরে ধীরে যায় রায়, গণেশ-মন্দিরে ॥
 ইষ্টদেব-সম্মুখেতে দণ্ডবৎ-খড়ি ।
 কর ঘোড়ে স্তব করে, যায় গড়াগড়ি ॥

“নমো নমো গণপতি, নমো লম্বোদর !

নমো দেব বৈষ্ণাতুর, নমো বিশ্বহর !
 নমো প্রভো বিনায়ক, গজেন্দ্রবদন ।
 নমো পার্শ্বতীর শ্রিয়, হৃদয়-নন্দন ।
 প্রসাদ পরশুপাণি, প্রভো নিরঞ্জন !
 একদন্ত, বক্রভূগু, মুখিকবাহন ।
 হে হেরম্ব বামদেব, অটাজুটধর !
 নমো শিবদ্রাক্ষ খর্রী স্থল কলেবর ।

চতুর্ভুজ, গুহ-পাশাঙ্কশ-বরাভয় !
 অরণে তোমার নাম সর্বসিদ্ধি হয় ॥
 তুমি ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, বিদ্যার বিধাতা !
 নাদব্রহ্মবীজরূপ, সর্ব তত্ত্বজ্ঞাতা !
 বিগ্নহর ! বিগ্ন হর, হয়েছি কাতর ।
 দোহাই, দোহাই, প্রভো দেব গণেশ্বর !
 তুমি মম কুলদেব, প্রসিদ্ধ জগতে ।
 লজ্জানিবারণ মম কর কোনমতে ॥
 না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে ।
 নহে কেন পরাভব পাইলাম রণে ?
 সমরে সর্বত্র জয় পুরুষাক্রমে ।
 কত রাজ্য দিলে দেব এদাস অধম ॥
 এখন এদীনে কেন কর পরিহার ?
 চরণে পড়িয়ে প্রভো ! মাগি পরিহার ॥
 বরদ ! বরদ হও, করুণ নয়নে ।
 কোনছার গজপতি আমার সদনে ?
 এইরূপে কাঞ্চীনাথ কাতর হৃদয়ে ।
 কুলদেবে ডাকিতেছে, ভক্তিনয় হয়ে ॥
 ভাবিতে ভাবিতে, নেড়ে নিজার আবেশ ।
 ঘোর বিভাবরী-রূপে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ ॥
 “ওন, ওন, ওনরে কর্ণাট-অদিপতি !
 কপাল কাটিল তোর, ওরে ছিন্নমতি !
 রে ছরাণ্ডা ! কি কারণে দেব নারায়ণে ।
 নিন্দিলে ত্রীক্ষেত্রে গিয়ে গর্ষিত বচনে ?
 না জান, না জান, হুই, ভেদজ্ঞানী খল ।
 সকল দেবতা মাত্র করনার ফল ॥
 যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি ।
 তিনি লক্ষী সারস্বতী তিনিই পার্শ্বতী ॥
 পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্বেদ ।
 পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ ॥
 যতুপি ভালাই চাহ, উপদেশ লহ ।
 করহ প্রণয়-সন্ধি গজপতি সহ ॥
 তোমার এদেশে আমি রহিব না আর ।
 অন্তঃপর আবির্ভাব উৎকলে আমার ॥

চণ্ডাল বদিয়া যারে নিন্দিলে দুঃখতি ।
 সে চণ্ডাল হবে, তব পদ্মাবতী পতি ॥”
 স্বপ্ন হইল ভঙ্গ, তপন উদয় ।
 তৃপ্ত হইল রাহ, কম্পিত হৃদয় ॥
 সচিব ডাকিয়ে কহে স্বপ্ন-বিবরণ ।
 “আর এ বিফল রণে কিবা প্রয়োজন ?
 এইক্ষেণে গজপতি-সন্নিধান যাপ্ত ॥”
 পদ্মাবতী দিছে, সন্ধি-নিবন্ধন চাপ্ত ॥
 অন্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী ।
 মুচ্ছিতা মহিলা শিরে পদ্মপাণি ছানি ॥
 গজপতি-করে যথা কোকনদমালা ।
 গজপতি-ডরে তথা পদ্মাবতী বালা ॥
 শুখাইল মুখ যেন হেমন্ত-কমল ।
 কর বিস-কিসলয় হইল নিশ্চল ॥
 বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝবে নয়নমুগলে ।
 শিশিরনিকরে কিবা কুশলয়-মলে ॥
 ঙ্গহিতার দশা দেখি মথিষী কাতরা ।
 শোকোতে অধরা হয়ে পড়িলেন ধরা ॥
 রোমনের কোলাহল উঠে অন্তঃপুরে ।
 আহা ! আহা ! হাণ্ডাকার রব মাত্র ক্ষুরে ॥
 যথা শেফালিকাকুল প্রভাত-প্রহরে ।
 সুধীর সমীরে ভূমে ঝর ঝর করে ॥
 ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয় ।
 মহামন্ত্রী অন্তঃপুরে হইলা উদয় ॥
 করযোড়ে কহিতেছে সজল নয়নে ।
 কি ফল, বলগো আর্ঘ্যে, বিফল রোমনে ?
 ভবিষ্য আছে বাহা ঘটবে তাহাই ।
 বিধির নির্বন্ধ ছেদে কার সাধ্য নাই ॥
 কেনগো কাতরা এত বিবাদ অন্তরে ?
 কলিকের রাজদম্পতী হবে অন্তঃপুরে ॥”
 এত বলি কুমারীরে সঙ্গে লয়ে যায় ।
 গনি হতে মহামণি হইল বিনায় ॥
 মহানবমীর নিশা-প্রভাত-লময় ।
 দেবীর বিনায়-কালে যেভাব উদয় ॥

সেই ভাব আবির্ভাব হ'ল কাঞ্চীপুরে ।
 এক ভাবে সকলের আধিযুগ বুঝে !
 সচিব কল্পাবে লয়ে অতি ত্বরান্বিত ।
 গজপতি-শিবিরে হইলা উপনীত ॥
 রত্নসিংহাসনোপরে প্রাণপে মিহির ।
 বার দ্বিগুণ বসিয়াছে গজপতিবীর ॥
 খেতচ্ছত্রে অঙ্গে কত মণিময় তারা ।
 ঝুলিছে ঝালর তাহে গজমোতি-ঝারা ॥
 হীরার কলস উজ্জ্বল দিতেছে চমক ।
 দণ্ডে হীরা মণি পাঠা করে ঝক্‌ঝক্ ॥
 চুলাইছে চারি ভিত্তে ধবংস চামর ।
 শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর ॥
 প্রসিদ্ধ গুপ্তার মূর্তি সচিবমণ্ডল ।
 দেবগণে সমবেত যেন আধমণ্ডল ”
 কাঞ্চী সচিব সন্ধিপত্র দিয়ে করে ।
 যথাবিধি সম্ভাব সঞ্চার উক্তি করে ॥
 কহিছেন গজপতি, আরম্ভ নয়ন ।
 “প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন মম, না হবে কখন ॥
 চতাক্ষরে পদ্মিনীয়ে করিব অর্পণ ।
 ক্ষত্র-অভিমান কোথা রহিবে তখন ?
 কাঞ্চীকুলদেব গজাননে লয়ে যাব ।
 মম ইষ্টদেব পাছে তাঁহায়ে বসাব ॥
 মন্ত্রিগণে তবে আজ্ঞা দিলা গজপতি ।
 পদ্মাবতী-রক্ষাভার তোমাদের প্রতি ॥”
 পরদিন শিবিরেতে হইল ঘোষণা ।
 স্বদেশ-সমনে পুন সাজ সর্জনা ॥
 বাস্তববে যেন অস্তোনিধি উৎখলিল ॥
 বন্দীভাবে গণেশের লইয়া চলিল ॥
 হারপুরে হরিণী স্বেৰূপ করে গতি ।
 সেরূপ হরিণনেত্রা পদ্মাবতী সতী ॥
 সহিত সহস্র দাসী আর সহচরী ।
 যেদিয়া লইয়া যায় অসংখ্য প্রহরী ॥
 চলে চতুর্দশ সেনা জয়মদে মাতি ।
 প্রবলপিত্ত কিবা গতি, ফুলাইয়া ছাতি ॥

ভয়কর সংহাদ, মহা কোলাহল ।
 “জয় জগন্নাথ জয় !” বিক্ৰিতি কেবল ॥
 গগনে উঠিল বেগ, আচ্ছন্ন তপন ।
 ধূমর বরণ ধরে দিগন্তনাগণ ॥
 আরোহিত গজপতি গজেন্দ্র-উপরে ।
 মাগধ চারুগগন স্ততিপাঠ করে ॥
 আগে আগে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িছে ।
 মহানন্দে হাসি কিবা চুলিয়া পড়িছে ।
 স্বর্ণ পূর্ণ কুন্ত যুগ, গজ-কুন্তোপরে ।
 মণিময় আভরণ রবি-ছবি ধরে ॥
 লুপ্তিত অশেষ, ধন, অসংখ্য শকটে ।
 মুর্তিমতী জয়লক্ষ্মী প্রতিভা প্রকটে ॥
 কত দিনে অতিক্রমি গোদাবরী তীর ।
 নিজদেশে উপনীত গজপতি বীর ॥

ইতি সংগ্রাম নাম ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ ।

মিলন ।

আইলা নিদাঘ কাল, ফুটল নিয়ালী * জাল,
 মধুমাংসে মধুর উৎসবে ।
 আনন্দের নাহি মাত্রা, মাধবে চন্দন-বাঁজা
 মাতিলেক ক্ষেত্রবাণী সবে ॥

* নবমল্লিকা ॥

+ এই পরীকেহর অনুরূপ প কাঁহ দেশান্তরে
 দ্রষ্টব্য নহে, কথিত—আছে এই পরীকেহর
 সময়ে জগন্নাথের মন্দিরবার চন্দনকাঠময়
 কীলকে বদ্ধ হয়, তাহাতেই চন্দন যাত্রা শব্দের
 উৎপত্তি । কলতঃ এই পরীকেহ নিদাঘ
 কালোচিত চন্দনাদি উপহার দ্বারা দেবতা-
 দিগের অর্চনা হয় ।

কি শোভা নরেন্দ্র-হৃদে, প্রাণিত আনন্দমদে,
তরলিত তরুণীকর ।
ব্রহ্মসিংহাসনোপরি, কিবা বিহরিত হরি,
বিতরিত চন্দনশাকর ॥
শিখিপুচ্ছে বিরচিত, নানা রত্নে বিখচিত,
বাজনৌ বাজন করে দ্বিজ ।
শ্রীচরণে অবিরত, কুস্তমের বৃষ্টি ক'ন,
মল্লিকা মালতী সরসজ ।
কীর্তিনিধি-সমুদগত, সুধীর লহরীমত,
চুশ্রিত ধবল চামর ॥
কি শোভা তরাস ভোগে, *মুগ্ধ বজ্রত-যোগে,
দীপ্ত দিনকর নিশাকর ॥
জ্বিনি দিবা শতপত্র, সুশোভিত আতপত্র,
ঝুলে তাহে মোতীর ঝালর ।
মুরজ মধুরী ভূবি, কাহালী কবুরী তুণী,
বিবিধ বাজের আড়ম্বর ॥
গোপীনাথ দরশনে, সচকিত যাত্রীগণে,
নরেন্দ্রের কুলে নাহি স্থান ।
মনে কৃত কৃত্য গণি, মুখে হরি হরি ধ্বনি,
পুলকিত তনু মন প্রাণ ॥
দুই তরী ধীরে ধীরে, ভ্রমে নরেন্দ্রের নীরে,
বেড়িয়া মগুপ সুশোভন ।
গীত-গোবিন্দের গীত, গুর্জরীতে হয় গীত,
সুধার সুধার বরিষণ ॥
পরিহরি পিচকারী, ছুটিতে চন্দন-বারি,
মৃগমদ কস্তুরী কপূর ।
নাচে কত সুরঙ্গপতী,† তিলোত্তমা কি উর্বশী,
আইল তেজিয়া স্বর্ণপুর ॥

* উৎকলদেশে ছাত্র দণ্ড চামরাদি
রাজ্যভিযানমূলক সজ্জা মধ্যে তরাস এক
সজ্জা, ইহা তরাস শব্দের অপভ্রংশ কিনা
সন্দেহ

† বলা বাহুল্যঃ উৎকল দেশীয় অনাথ্য

প্রদোষেতে নৃপবর, সহ অতি আড়ম্বর,
ভুরঙ্গ করিয়া আরোহণ ।
পর্কীহেতে প্রমুদিত, রাজপথে সমুদিত,
করিছেন নরেন্দ্রে গমন ॥
হেথা শুন সমাচার, সামন্ত-শিকার আর,
রাজার প্রধান যত মন্ত্রী ।
পদ্মিনীর ওখে অতি, সনে সম্ভাপিত মতি,
সংগোপনে হ'ল যত যত্নী ॥
কিসে কুমারীর প্রতি, নৃপতি প্রসন্নমতি,
হইবেন, সতত যত্নগা ।
কিসে প্রতিকূলভাব, প্রাপ্ত হবে তিরোভাব,
কিসে দূর হইবে যত্নগা ॥
ভুবন-বন্দিনী হয়ে, বন্দিনী স্বরূপ হয়ে,
তনু তনু তরী পদ্মাবতী ।
শিশিরেতে কমলিনী, দিনন্দিন বিমলিনী,
কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনপতি ॥
দিনন্দিন পদ্মিনী, হেরি সবে আঁখিনীরে,
আভিষিক্ত বিবল অন্তরে ।
সেই দিন যুক্তি করি, রাখিলেন ছাদোপরি,
নৃপনেত্রে পড়িবার তরে ॥
হইল মাছেজ্ঞ স্নান, রাজা করে নিরীক্ষণ,
সহসা সে ছাদে উৎপরে ।
অয়সে চুষকপ্রায়, চঞ্চল কটাক্ষ ছায়,
চকোর কি প্রাপ্ত চক্রকরে ?
পুন পূর্ণনিভাননে, নিরখিতে ব্যগ্রমনে,†
অশ্রুগতি করিল মত্তর ।
অমনি রমণীমণি, যথা অন্ত দিনমণি,‡
নয়নের হল অগোচর, ॥

ইতরজাতিদিগের শরীরে আদিম রক্তের
অত্মাপি বিলক্ষণ প্রাচুর্য্যব আছে, সুতরাং
এস্থলে নর্তকীদিগের রূপ-গরিমার ব্যাখ্যা কবি-
কল্পনা বাস্তবিক আর কিছুই নহে ।

নৃপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে,
 জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ ।
 “কে এনারী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
 অকস্মাৎ একি বিসংবাদ ?
 কলেবর শিহরিত, প্রেমবীজ অঙ্কুরিত,
 পলক পলকে পরিচয় ।
 এত দিনে মনোভব, করিল কি পরাভব,
 বীর-বৃতি আমার হৃদয় ?”
 পরদিন নরবর, অন্তর অস্থিরতর,
 নমস্টিষেবের সংগোপনে ।
 ধীরে ধীরে কন কথা, প্রকাশি মনের ব্যথা,
 পরামর্শ বিহিত নির্জনে ॥
 দ্বন্দ্বী আচাভূষা হেন, কিছুই না জানে যেন,
 বিদায় হইল করি ভাগ ।
 আসি কিছু কাল পরে, নিবেদিল যোড় করে,
 “কিছুই না হইল সন্ধান ॥
 সেই তব সুখদাত্রী, হবে বিদেশীয় যাত্রী,
 দেশে গেল কিবা গৃহাশ্রয়ে ।
 লয়ে বহুতর চর, অবেষণ নিরন্তর,
 করিলাম কত শত ঘরে ॥”
 তনি ক্ষুদ্র নরপতি, দিন দিন যান অতি,
 চিত্তশটে চিত্র চারু রূপ ।
 ভাব-নীয়ে ভাবিনীর, মজ্জিত-মানস বীর,
 ভাবনার কাল হরে ভূপ ॥
 পদ্মাবতী যথাক্রমে, নিরখি পুরুষোত্তমে,
 বিরহে বিধুরা অভিশয় ।
 কিমভূত ! ভাব্য নয়, মানুষের ভাবচয়,
 বিবে হয় অমৃত উদয় ॥
 অন্ত অথবা ভুল, প্রতিকূল অনুকূল,
 কেবা কিবা কিছু স্থির নহে ।
 এই শীত সমোরণ, কাঁপাইছে অপঘন,
 এই মন্দ গন্ধবহ বহে ॥
 যে ছিল পিতার অন্ন, সে নিল মানস হরি,
 তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ ।

দারদ্র্য মুগীগ্রায়, সদা সস্তাপিত কায়,
 হৃদে জলে বিশিখ বিরহ ॥
 দক্ষবৈরি শিব প্রীতি, সতীর অচলা রতি,
 শচী পিতৃবৈরী অনুরতা ।
 যে বিষ্ণুর ছলে বলে, সিদ্ধুযুগে দেবদলে,
 শিক্ত-স্বতা সে বিষ্ণু-সংগতা ॥
 ভাবিনী ভীষ্মকসুতা, প্রেম অমুরাগযুতা,
 সহোদর-হৃদন কেশবে ।
 দুর্যোধন-সুতা সতী, মুগ্ধমতি শাশ্বপ্রীতি,
 এইমত কত শত ভবে ॥
 কাদে সতী পদ্মাবতী, লোটাইয়া বহুমতী,
 অনিবার হাণ্ডাকার মুখে ।
 কহে “হায় ! হা বিধাতা, কোথা মম পিতামাতা,
 অহনিশ মরি মনোহুখে ॥
 হারে বিধি অকরণ ! হুয়িনীয়ে নিদারুণ,
 এত কেন, কিসের কারণ ?
 ক্ষুধাতুর সরিধান, সুখা আনি করি মান,
 পানকালে কর নিবারণ !
 কি কারণ গজপতি, বিমুখ আমার প্রীতি,
 না জানি কি দোষ শ্রীচরণে ?
 সে চরণে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
 সমভাবে জীবনে মরণে ॥
 পিতা সহ জাতি-দ্বন্দ্ব, আমার কপাল মন্দ,
 অপরাধ-বিহনে বন্দিনী ।
 দশানন দোষ হেতু, লাগবেরেতে বদ্ধ সেতু,
 বিবাসিতা জনক-নন্দিনী ॥”
 এইরূপে ক্রোধাদরী, কাঁদে দিবা বিভাবরী,
 ভগ্ন আশা, বিভগ্ন ভবসা ।
 বিগত নিদ্রা কাল, মঞ্জরি তমাল শাল,
 বরষা সরসা করে বসা ॥
 নাশিতে বিবাহ-শান্তি, যে কি কজ্জল কান্তি,
 শাদীল গরজে অবিরত ।
 বলাকাদশনাবলী, দামিনী রসনা জলি,
 ক্ষণে ক্ষণে হয় বহির্গত ॥

দশদিক্ অন্ধকার, হেরি ধায় একাকিনী,
পরিপূর্ণ জলাশয়-কূল ॥
কূল-পদ্মিনীর প্রায় পূর্নরিনী শোভা পায়,
কূলটা তটিনী ভাঙ্গে কূল ॥
দম্পতি বাঁধিয়া রসে, মানসে সুখমানসে,
মরালমণ্ডলী ধায় ।
বিজুলার ধ্বংসকী, মণ্ডকের মকমকী,
ঘড়ী ঘড়ী ঘড় ঘড় শ্রুত ॥
কুটে কূল নানা জাতি, কদম্ব কেতকী জাতি,
স্থলী চম্পা কুটজ মালতী ।
সরোবরে সুখভরে, জলচরে কেলী করে,
আঁক বাঁধি ইতস্ততো গতি ॥

অবশ্রাম ধারা বরিষণে !
নবহর্ষাদিল ক্ষেত্রে, হরষ-চঞ্চল নেত্রে,
চরিয়া বেড়ায় মুগগণে ॥
কমল বুড়িল জলে, কেবল সমুদ্র দলে,
বহুবংশ নিধনের মত ।
কোকিলা হইল ক্রশা, চাতকীর গেল তৃষা,
ঘনরস ঘনরসে রত ॥
নীরদ অমৃত রর্ষে, কৃষিকুল মহাহর্ষে,
গীত গায় কেদারে কেদারে ।
কেহ রোপে কেহ বনে, কেহ লাজলের গুণে,
সুকঠিন ধরণী বিদারে ॥
বিত্তারি কলাপচক্র, কহু ঋজু কহু বক্র,
মেঘনাধে নাচে মেঘনাদ ।
কুটিল কুম্ভয় কাশ, বসুধা-বদনে হাস,
ববষায় বিগত বিবাহ ॥
নিদ্রাঘের তাপ গত, বিটপী ব্রততী যত,
জীবনেতে পাইল জীবন ।
এমনি ঋতুর গুণ, বসন্ত-শোভায় পুন,
সুশোভিত বন উপবন ॥

ধরা হ'ল স্বর্ণপুর, প্রবোহিত বাঁজাহর,
ঘনশ্রাম কুচি অভিধাম ।
বৃষ্টি নহে সুধা-স্রষ্ট, বিভূত করুণা বৃষ্টি,
বাঁজ-ক্ষেত্র কমলাং ধাম ॥
ঋতুরসে বিনোদিত, ক্রমে আসি সম্রা
আবাচের পূর্ণ শশধর ।
উল্লসিত ক্ষেত্রবাসী, পুন সমাগত আসি,
দেবদান-যাত্রা আড়ম্বর ॥
গোসহস্রী অমা গত, সিদ্ধুবানে লোকরত,
দ্বিতীয়ার হইল প্রবেশ ।
পুন সুসজ্জিত হয়, মনোহর রথজয়,
ত্রিমূর্তির বিনোদিতা বেশ ॥
পুন স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী, করে লয়ে নৃপমাণ,
স্বর্ণাধারে লইয়া চলন ।
সরাসে রথের দড়া, দেব অগ্রে দেন ছড়া,
মুলা মারি করেন মার্জ্জন ॥
হেনকালে মজ্জীবর, ধরি পদ্মিনীর কর,
নৃপ-করে দিবে শীঘ্রগতি ।
কহে "ভো ধরণীপতি, চতালেগে পদ্মাবতী,
কতাদানে দিলা অহুমতি ॥
ভারমুক্ত অত আমি, লহ হে চণ্ডালস্বামি,
প্রমদার সার পদ্মাবতী ।"
দেখি তাহা লোকারণ্য, সবে করে ধম্ব ধম্ব,
"ধম্ব হে সচিব মহামতি ।"
নিবধি পদ্মিনী-মুখ, বিগত বিরহ দ্বখ,
সুধনীয়ে মগ্ন মহীপতি ।
স্বপনের হারা নিধি, জাগ্রতে মিলালে বিধি,
অতনু কি প্রাপ্ত পুন রতি ?
পতি-পদে চাকুশীলা, দণ্ডবৎ প্রণমিতা,
প্রেম-অশ্রু-প্রাবিত নয়নে ।
নরনাথ অনন্তর, ধরি কামিনীর কর,
ধীরে ধীরে যান নিকেতনে ॥

যত সব বট-বধু, নিরখিয়া বর বধু,
শঙ্খনাদে পুবিল গগণ ।
এদিকে রথের ছটা, ওদিকে গিরাহ-ঘটা,
মহোৎসবে মত্ত জনগণ ॥

পদ্মিনীয়ে লয়ে যায়, করে স্বর্গরূপ পায়,
বহু শীর্ষি কলি-স্তাপন ।
অতাপি মানিক মূর্তি, দেউলেতে পায় মূর্তি,
কীর্তন ভাই উজ্জয়ন ॥

ভক্তিভরে মহোপাল, সত্যবাদী শ্রীগোপাল,
প্রতিষ্ঠিতা পুণীর হৃদয়ে ।
কাঞ্চী-অয়-অভিজ্ঞান, গণেশেরে দিলা স্থান,
প্রভুর পশ্চাতে তাঁর পুরে ॥

আর দেব দেবী কত, কাঞ্চী হ'তে সমাগত,
শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পুন ।

অতাপি মূগনীচর দান করে পরিত্যক্ত,
কর্ণাটের শিল্পগণ-গুণ ॥

কালে পদ্মাবতী * সতী, বীরবংশধর-বতী,
মূর্তিমতী প্রতাপলহরী ।

* পদ্মাবতীর জীবন আত্মোপাস্ত হুজুর
ঘটনাবলীপূর্ণ। কথিত আছে যে, প্রতাপ-
রুদ্রের অন্ন পরে পদ্মাবতী মনুষ্যলোক হইতে
অন্তরিত হন,—ফলতঃ পূর্বেই উল্লিখিত
হইয়াছে, এ প্রকার দৈবী বসনা ব্যতীত
রাজবংশ সমূহের মহত্বপ্রতিপন্ন হয় না। ধী:

রুদ্রে গুণে একশেষ, শাসিল উৎকল দেশ,
শ্রীপ্রতাপরুদ্র নাম ধরি ॥
ইতি মিলন নাম সপ্তম সর্গ।
সমাপ্ত ।

১৫০১ অব্দে প্রতাপরুদ্র উৎকলের সিংহাসনে
আবোদগ করেন। তিনি বিদ্বান, ভক্তিমান,
বলীমান, এবং যুদ্ধবিশ্বহ প্রভৃতি রাজকীয়
বিবিধ গুণ ভূষণে বিভূষিত ছিলেন। রাজা
প্রথম বরেন্দ্র বৌদ্ধধর্মের সবিশেষ প্রতিপোষক
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাণী দেব বিজে ভক্তি-
পরায়ণা ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের
শক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত রাজা একদা এক কুন্ত
মধ্যে একটা সর্প বদ্ধ করিয়া উভয়পক্ষকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তন্মধ্যে কি আছে, ব্রাহ্ম-
ণেরা কহিলেন মৃত্তিকা আছে, কুন্তের সুখো-
ন্দ্যাটন করিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যে বর্ষাধী
মৃত্তিকা রহিয়াহ, তদদর্শনে রাজার এককালে
সম্পূর্ণরূপ মত পরিবর্তন হইল, তিনি তদবধি
বৌদ্ধধর্মের প্রতি ঘোরতর বৈরাট্য করিতে
লাগিলেন, এবং অমরকোষ ও বীরসিংহ
ব্যতীত বৌদ্ধদিগের ষাণ্ডীয়া গ্রন্থ ভগ্নসাৎ
করিলেন। এই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গ-
বলে আসিয়া কিছুকাল মধ্যে প্রতাপ রুদ্রকে
অমর্ত্যবলম্বী অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব করিয়া
তুলিলেন।

নাতি-কুসুমাজ্জলি ।

—:***:—

(এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নাতিজ্ঞ কবিকুল রচিত কবিতাকলাপ অঙ্ক-
বাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—শ্রুতি, বৃত্তি,
পুরাণেতিহাস, কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে পতিত হইবে,
তখন তাহারই মস্তীস্রবাস্তব সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র)

প্রথম অঞ্জলি ।

১

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময় ।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদয় ॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আন্বাদন ।
অন্তর সদালাপ সহিত সজ্জন ॥

২

ক্রমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল ।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বকল ॥
বনে বায়-গজ-সেবা বয়ঃ মঙ্গল ।
এ ভবে বিভবহীন জীবন বিকল ॥

৩

মাণিক হুগ্রহফলে, লুঠায় চরণ ভলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাধায় ।
মাণিক মাণিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায় ॥

৪

কাক কুম্ভবর্ণধর, কুম্ভবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণধৃত ।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভূত ॥

৫

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ ।
ষেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিয়োজন ॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্তে ভজনা ।
লিখনা ললাটে ধাতা লিখনা লিখনা ॥

৬

ভয়ানক ভাবধর, কবিরাজ কুম্ভবর,
ভেদকারী কথা স্নানিচয় ।
বায়ু চেয়ে বেগগতি, গির্গাহ গৃহপতি,
তত্ত্ব সিংহ পশুই নয় ॥

৭

বায়সের যদি হয়, চকুটী স্ববর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদময় ।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমলজ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয় ॥

৮

কোকিল গর্জিত নহে চূতরস পিয়ে ।
ভেক মক্ মক্ করে কদম্ব থাইয়ে ॥

৯

রোহিত রোহিত-দর্শ পতীর পুরুষ
একাত্ম জলে পৃষ্ঠী ছটকট করে

১০
যেমাগমে স্তব্ধ যত পরভূষণ ।
ভেক ভায়া যথা বক্তা, মৌনই শোভন ॥

১১
শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীরদ ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয় ।
যে বাহার বন্ধ হয় কত দূর নর ॥

১২
পিতা নিন্দাপরাধ, পিতা শ্রিয়বাদী নন,
সোদর না করে সম্ভাষণ ॥
ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অমুগত,
কাস্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয় ।
ওরে ভাই একারণ, কর ধন উপার্জন,
ধনেতেই সব বশ হয় ॥

১৩
ধনেতেই অকুলীন, কুলীন কুমার ।
ধনেতেই পায় লোকে আপদে নিস্তার ॥
ধন চেয়ে এসংসারে বন্ধু কেহ নয় ॥
তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয় ॥

১৪
ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পুণ্ড্র্যপাদ হয় লোকে
যদি তার প্রচুরাধ থাকে ।
শশিভূজ অকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ করে তাকে ॥

১৫
অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
অচঞ্চল জীবন যৌবন ।
সকলেই চলাচল, যার আছে কীৰ্ত্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন ॥

১৬
সেই জন সজীবন, সেই জন যশোধন,
সজীব যে জন কীর্ত্তিমান ।
অযশ অকীর্ত্তি যার জীবন কোথায় তার,
বৈচে থাকে মৃতের সমান ॥

১৭
কখন সন্তুষ্ট, কখন বা কষ্ট,
তুষ্ট কষ্ট ক্ষণে ক্ষণে ।
হেন মতিচ্ছন্ন, হল্যে ও প্রসন্ন
ভয়কর মানি মনে ॥

১৮
গ্রহগত বিত্যা, পরহস্তগত ধন ।
নহে বিত্যা, নহে ধন, হল্যে প্রয়োজন ॥

১৯
উত্তোগী পুরুষসিংহে লক্ষ্মীর আশন ।
কাপুকবে কহে দৈব ধনদাতা হন ॥
দৈব দূর করে, আত্ম-শক্তি কর সার ।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার ॥

২০
সম্মদে বর্কশ, থলের মানস,
আপদেই অকোমল ।
অশীতল পয় *, অকঠিন হয়,
কিন্তু মুহু তপ্ত জল ॥

২১
গুণের যে গুণ তাহা জানে গুণধর ।
অন্তে কত নাহি জানে সে গুণনিকর ॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প পঙ্ক বিমোচন ।
নাসিকাই জানে কত না জানে লোচন ॥

২২
কোভের যাতনা সহে সাধুশীল নয় ।
সহিতে না পারে কত ইতর পায়র ॥
মহা শাণ ঘর্ষণেতে হীরাই সক্ষম ।
চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অধম ॥

২৩

স্বজাতীয় বিনা বৈরি পরাভূত নয় ।
হীরাতেই ছিদ্র করে যনি মুক্তা চয় ॥

২৪

অতিশয় ক্ষুধ্র নরে, যে হিত সাধনা করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে ।
পান করি কৃপণয়, প্রায় ত্বা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবাবে ?

২

এক ভূমি জাত, ত্রৈক্য কাণ্ড আর দলে ।
কেবা শালি, কেবা শ্রামা, পরিচয় ফলে ॥

২৬

মুখভরি অন্ন দিলে কে না বশ জন ।
মৃদকে মধুর ধনি অর্পিলে ক্ষীরণ ॥

২৭

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয় ।
তাহে বা কি বিক্কাচলে আছে করিচয় ॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন কানন ।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন ॥

২৮

বিকসিত বকুল মুকুলে যেই জন ॥
ভূষাতেও না করিত চরণ চারণ ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী ।
বিপদে পড়িয়া সাব করিয়া বদরী ॥

২৯

পিপাসায় গিয়ে আমি সিদ্ধ সন্নিধান ।
শুদ্ধ এক গণ্ডুষ করিহু জল পান ॥
জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই ।
আমার কণ্ঠের ফল ফলিয়াছে তাই ॥

৩০

কি ফল নির্দীপ দীপে তৈল দান করা ॥
চোয় গতে সাবধান কিসে যায় ধরা ॥

কি ফল কামিনী-কেলি সমাগতে জবা ।
কি ফল প্রবাহ-গতে আলী বন্ধ করা ॥

৩১

বরং ভসিধারে কিষা তরুতলে বাস ।
বরং ভিক্ষাকরা ভাল, কিষা উপবাস ॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন ।
তথাপি লয়োনো গরী জ্ঞাতিল্ল শরণ ॥

৩২

কুজনের সেবা আর কুগ্রামে নিবাস ।
কুভোজন, ক্রোধমুখী ভাৰ্য্যা সহবাস ॥
বিধবা ভনয়া আর বিজাহীন স্রুত ।
অনল বিরহে তহু করে ভস্মীভূত ॥

৩৩

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর ।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমল নিকর ॥
অল সচল হয় অনল শীতল ।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিকল ॥

৩৪

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয় জল,
সেকুপ লক্ষ্মীর আগমন ।
গজভূক্ত কণ্ঠবেল, সেকুপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন ॥

৩৫

অতি রমণীয় কার্যে পিত্তন যেজন ।
স্বিশেষ যত্নে করে দোষ অন্বেষণ ॥
যথা অতি রমণীয় চাক কলেবরে ।
ত্রণ অন্বেষণ করে মক্ষিকা নিকরে ॥

৩৬

সঙ্গুগীর যত গুণ, বর্ণনায় স্তম্ভিত,
যিনি হন সাঁহু সদাশয় ।
নব চূড়াঙ্কুররস, পান করি হরে বশ,
কোঁকিল ললিত কুহরয় ॥

৩৭

সন্তের সদগুণ, হর্জন পিত্তন,
কণেকে দূষিত করে।
বধা ধুম রাশি, বিমলতা নাশি,
মপিন করে অধরে ॥

৩৮

যজ্ঞ দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিভাত না হয় গুণ।
চন্দ্রে যুগবেরা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে নান ॥

৩৯

কাম ক্রোধজাত মোষ বিবেক বিলয়।
ভান্নয় কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয় ॥

৪০

উপদেশ উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান।
বিকল নির্বোধ জড়ে উপদেশ দান।
কুহর সুরভি তিল করে আকর্ষণ ॥
যব ভাঙ্গে কমবান্ নহে কদাচন।

৪১

মরণেই সদগুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার ॥

৪২

হৃষ্টের দোষিষ্ঠ চয়, কখন কি গত হয়,
কি করে বা উত্তম আকরে।
জনমিয়া রত্নাকরে, প্রাণিগণ প্রাণ হয়ে,
কালকূট বিষ ভয়ঙ্করে ॥

৪৩

উত্তোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুখা পিয়ে হরগণ ॥

৪৪

অগ্নদেও অধিকৃত স্বভাব সাধুর।
পীর্বকে পড়িয়া গজ বিভয়ে কপূর ॥

৪৫

আপং সময়ে সাধু আরো শোভাকর।
রাহগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণ স্নানর ॥

৪৬

যদি এজগৎ কতু গদ্যশূন্য হয়।
আবর্জনা পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময় ॥
তবে কি মৃগাল ভোজী রাজহংসগণ।
কুকুটের প্রায় করে মল অব্ধষণ ॥

৪৭

মদ যুক্ত মাতঙ্গের মত্তক উপরে।
সিংহ শিশু পড়ে গিয়া মহা ঘোর স্বরে ॥
প্রকৃতিতে জাত এই স্বপ্ন মহাধন।
বয়সের ধর্ম ইহা নহে ত কখন ॥

৪৮

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি।
দশব্যাঘ্র, সপ্তসিংহ, তিন হস্তীসনে।
অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে ॥
তোমাতে আমাতে অস্ত্র হইবে সমর।
দেখুন দেখুন আসি যতক অমর ॥
শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি।
যা রে যা বিহিত দূরে শূকর নন্দন।
সিংহস্বয়ী বধি বৃথা কর আশ্ফালন ॥
সিংহ শূকরের বলে ভেদ কত দূর।
ভালমতে জাত বত পণ্ডিত ঠাকুর ॥

৪৯

বিশেষ বস্ত্রের সহ, নিজড়িলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পায়।
পান করি যুগতৃষ্ণা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কতু হইবে সংহার ॥
কদাচিৎ পর্যটন, করিয়া মানবগণ,
শশশূক পাঠভেগে পাবে ॥
কিন্তু তাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥

৫০

মকরের ভয়বৃত্ত, দন্ত থেকে করি মুক্ত,
সত্ত মণি উদ্ধারিয়া লও ।
ভয়দেতে অনিবার, ভয়লিত পায়াবার
সত্তরিয়া পার হবে হও ॥
রোমযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়কর,
ধর পিরা কুম্ম আকারে ।
কিন্তু তাই নিরস্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কোন কল নাই এ সংসারে ॥

৫১

ষদবধি ভব, ছিলহে শৈশব,
ঔদবধি জীড়াসক্ত ।
বোবন রসাল, ছিল যতকাল
তরুণীতে অম্বরক্ত ॥
এলো বুদ্ধকাল, সহ চিন্তাজাল,
সতত রহিলে মগ্ন ।
পরম ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কত না করিলে লগ্ন ॥

৫২

দিবস যামিনী আর জন্মোষ প্রভাত ।
শিউলি বন্যে সদা করে গতায়ত ॥
কালজীড়া রত, গত হইতেছে আয়ু ।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা বায়ু ॥

৫৩

শরীর পলিত, কেশ হইল পলিত ।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল খলিত ॥
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কায় ।
তথাপিও তও আশা না ছাড়ে আশায় ॥

৫৪

ষদবধি ধন, কর উপার্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ ।
যখন অরায়, অর্জব করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ ॥

৫৫

অই কুলাচল আর সাঁজী সাগর ।
রুদ্র দিন কর আর ব্রহ্মা পুরন্দর ॥
আমি তুমি, তারা কেহই না হবে ।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে ॥

৫৬

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার ।
কেবল সন্তুষ্ট কর আত্মা আগনার ॥
আত্মজ্ঞান হীন ঘেই, সেইজন মুঢ় ।
তাহায়েই পচাইবে নর-নিগূঢ় ॥

৫৭

দেবতামন্দির কিম্বা তরুশূলে বায় ।
ভূমিডল শয্যা, আর মৃগচর্ম বাস ॥
সকল প্রকার কর্মভোগ পরিহার ।
বৈরাগ্য সুখ বল না হয় কাহার ॥

৫৮

অনর্থের মূল চিত্ত, মনেতে ধিয়াও নিত্যা,
নাহিক তাহাতে স্থংলেশ ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা জোহ পরায়ণ,
নোতি শাস্ত্র বর্ণিত বিশেষ ॥

৫৯

কে তব ললনা, কে পুত্র বলনা ।
কি আশ্চর্য্য এসংসারে ।
তুমি কার ছেলো, কোথা থেকে এলো,
মনে ভাব ভাই আরে ॥

৬০

ধন জন কি বোবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
কর্য না কর্য না অহঙ্কার ।
এসব বিভবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমিষেতে করয়ে সংহার ॥
মায়ায় এসংসার, ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার ।
ব্রহ্মপদে আশ্রয়, ভক্ত ভক্তিতেই ভক্ত,
তোরে বল কি বলির আর ॥

৬১

কমলের দলে জল, সন্ধ্যা করে টল টল,
তার চেয়ে জীবন ভরল
ব্যাধি ঘোর বিবধর, গ্রাসে গ্রস্ত যতনর,
শোকানলে প্রাপ্ত সকল ॥

৬২

তবু চিন্তা কর ভাই অবিরত চিন্তে।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিস্তে ॥
কণেক সজ্জন সঙ্গ কর যত্ন করি।
সেইমাত্র ভবসিদ্ধি তরিবার তরী ॥

৬৩

মদে অন্ধবুদ্ধি করি, কর্ণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে।
তারি গণ্ড শোভা হত, ভুলগিয়ে মনোমত,
বিকচ কমল বনে চরে ॥

৬৪

মৃগাল কমলদল যাহার আহার।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার ॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রময়ে সেই কন্দর নিকরে।
মাহার পানীয় পয় পর্জিত নিব্বরে ॥
সেই বস্ত্র করী নির্গত ত নরকরে।
তৃণরাশি চিবাইয়া দেহ রক্ষা করে ॥

৬৫

এই পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর।
অবস্রু বিষধর আর করিবর।
মৃত্তি মানে ধনহীন করি বিলোকন।
বিধাতাই বলবান জানিহু এখন ॥

৬৬

আকাশ একান্তে চরে, বিহ্বল পরিকরে,
তারাপ আঁপদ ছাড়া নয়।
সাগরেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতরে নষ্ট হয়।
কি লাভ উত্তম স্থানে, কিবা কৰ্ম্ম অমুঠানে
বিধি-বিধি কে করে লজ্জন।

বিগদ প্রসর করে, বসি কাল ছ্যাস্তরে,
সকলের করে আকর্ষণ ॥

৬৭

সিংহ নখে বিদারিত, করিকুন্ত বিগলিত,
রুধিরাক্ত চাক মুক্তা কলে ॥
বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে।
দেখি তার শুভ্রতর, স্নকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন ॥
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন ॥

৬৮

হে অশোক তরুণর, কিবা কার্য্য নম্রতর
শাখা আর উন্নত মন্তক।
কি কাজ কোমল দল, লীলারসে টল টল,
কমনীয় কুসুম স্তবক ॥
বেহেতু তোমার তলে, নিষগ পথিকদলে,
খিন্ন হয়ে করি কত স্তব।
মৃদু মধুযুক্ত কল, না পাইয়ে সুবিকল,
অস্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব ॥

৬৯

সারহীন হে শিমূল, অতি দূরে তব মূল,
কটকে আবৃত পুন কাষ।
ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমার ফল
বানবেও নাহি ধায় তায় ॥
কুসুমতে নাহি গন্ধ, নাহি মাজ মকন্দ,
কোন গুণ নাহিক তোমার।
ধাক, ধাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই,
তবাপ্রয়ে থাকিতে আমার ॥

৭০

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল।
সুবভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল ॥
স্বাহ ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল।
মাংস ভাবি গিধিনী শকুনী সুবিকল ॥

দূরে থেকে দেখি সমুদ্রত পুষ্পচয় ।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি স্থনিশ্চয় ॥
ওরে রে শিশুগ গাছ বল কি কারণ ।
চিরকাল অগতেয়ে করিছ বন্ধন ॥

৭১

শুকপক্ষীর উক্তি ।

কাঞ্চন পিঞ্জরে, থাকি নিরন্তরে,
নৃপতির করে, মার্জিত কোমল কায় ।
পাই সুসাল, দাড়ি দসাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুখা পিপাসায় ॥
সমাজেতে হাম, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম, তবু কেন হায় হায় ।
কানন ভিতরে, কোন তরুণেরে,
জনম কোটরে, সদা, মম মন ধায় ॥

৭২

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে ।
বিপুজয় কর যুক্তি বল সহকারে ॥
লোভিজন ধনদানে, কার্যোতে দ্বৈধরে ।
যুবতীরে প্রেমে, মিলনগণে সমাদরে ॥
সমভাবে বশকর কুটুম্বনিকরে ।
বাগীপ্রাপ্তি স্তুতি আর ভক্তি গুরুবরে ॥
মুখ নানা কথা কয়ে, রসিকেরে রস ।
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ ॥

৭৩

নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি ।
যুবতীর লজ্জা, দৃষ্টান্তের স্থির রতি ॥
গৃহের শোভন শিল্প, বুদ্ধির কবিতা ।
তত্ত্ব লাভগ্য, মতি স্তুতি সমধিতা ॥
দ্বিজের প্রশান্তি ক্রমা ক্রোধাসক্ত জনে ।
সত্যের স্ফুটতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে ॥

৭৪

ছিন্ন হইলেও তরু উঠে পুনরায় ।
কয় পেয়ে পূর্ণ হয় শশাঙ্কের কায় ॥

এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ ।
বিষম বিপদে তত্ত্ব কদাচ না তন ॥

৭৫

কমল আকরে, কমলনিকরে,
দিনকর যুক্তকরে ।
কিবা চক্রেবাল, কুমুদিনী জাল,
বিকাশে বিধুর করে ॥
প্রার্থনা বিহনে, জলজ্বরগণে,
করসে সলিল ধান !
বিনা আকাহন, পরার্থে জ্বলন,
করেন হিত বিধান ॥

৭৬

ফলভয়ে নত হয় বিটপী নিকর ।
নবজলে ভূমে নামি পঙ্কজ জলধর ॥
অমুক্ত সুজন্মের যদি হয় ধন ।
স্বভাবত পরহিতে করেন যোগদন ॥

৭৭

কপণতা হরে যশ, ক্রোধে গুণচয় ।
কুখ্যায় মর্যাদা, দস্তে সত্যনাশ হয় ॥
বিপদে হৈয়োর নাশ, ব্যসনেতে ধন ।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনাই স্বাক্ষণ ॥

৭৮

জ্বরতায় কুলনাশ, মদেতে বিনয় ।
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পুরুষার্থ ক্ষয় ॥
দরিদ্র দশায় সমাদর পরিগত ।
মমতায় আত্মার প্রভাব হয় হত ॥

৭৯

বল বল কারে বল, নারীর বোঝন বল,
তোমারোদ পর প্রত্যাশীর ।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজ
সুসঙ্কয় সামান্য ধনীর ।
ঠকদের বাকুল, পন্ডিতির বিদা
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ -বল ॥

কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিস্ত ফল,
শাস্ত-বল বিবেক কেবল ॥

৮০

নলাদলী প্রিয়, হয়ে বিভাবান্ জ্ঞানী ।
ধনহীন গৃহী, আর পরাধীন মানী ॥
পরবল স্থখী তথা সধন রূপণ ।
বুদ্ধ হয়ে নাহি করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
নৃপতি কুমন্ত্রীবশ, মূর্থ স্কুলীন ।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন ॥
সংক্রিয়া বিহীন ক্রমজ্ঞানী পদ পেয়ে ॥
কিবা আর হস্তাস্পর্শ ইহাদের চেয়ে ॥

৮১

উৎপাটিতে যিনি পুন করেন রোপণ ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন ॥
অন্তরূপ তরুগণে পোষেন যতনে ।
প্রোন্নতকে নত উন্নয়ন নতগণে ॥
ছাড়াইয়া দেন যথা অভাজ্য হইয় ।
বাহির করেন বোর কণ্টকী নিচয় ॥
যেখানে দেখেন তরু হইতেছে নান ।
সেইখানে জলসেচ করেন প্রদান ॥
প্রয়োগ নিপুণ হেন মালীর সমান ।
সর্বদা থাকুক সুখে রাজা কৌশ্লিমান ॥

৮২

কুসুম স্তবকাকার, দ্বিপ্রকার ব্যবহার,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান্ মহুয়া নিকরে ।
সর্বলোক শিরোপরে, অর্পরূপ শোভাধরে,
অথবা বিশার্ণ হন কানন ভিতরে ॥

৮৩

অনল শীতল হয়, সগিল সম্পাতে ।
ছত্রে ভাষকর, করী অধুশ আঘাতে ॥
গো গর্ভ ভবীভূত লাগীর প্রহারে ।
ভেদজ্ঞেতে ব্যাধি, মজে প্রলম্ব নিবাসে ॥
সর্বত্র উষম শাস্ত্রে সুবিহিত আছে ।
সকল উষম বার্থ মূর্থদের কাছে ॥

৮৪

সজ্জন-সঙ্গমে বাহ্য, পরশুণ প্রীতি ।
পত্নী প্রীতি রতি, আর অপমণে ভীতি ॥
গুরুজন প্রতি যথা নম্র আচরণ ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিভাষ ব্যসন ॥
ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি, সেই শক্তি সার ।
সেই মুক্ত কপট সংসর্গ পরিহার ॥
বাহাদেব আছে হেন চাক্র গুণগ্রাম ।
ভাহাদেব পদে মম সহস্র প্রণাম ॥

৮৫

রাজা ধর্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ ।
সত্যহীন দার্য, জ্ঞানহীন যোগিণ ॥
শক্তি হীন অশ্র, জ্যোতি বিহীন ভূষণ ।
ব্রতহীনতপ বীরহীন যোদ্ধাগণ ॥
ছন্দোহীন গান, মেহ হীন সহোদর ।
ঈশহীন নর, ত্যজে শীঘ্র সুধিকর ॥

৮৬

ক্ষীণ ফল তরু ত্যজে বিহঙ্গনিকর ।
সারস তালিয়া যায় শুষ্ক সরোবর ॥
পর্য্যুষিত পুষ্প ত্যাগ করে মধুকর ।
কুবঙ্গ ছাড়িয়া যায় দগ্ধ বনাত্তর ॥
বার বধু ত্যজে নয় হইলে নিধন ।
শ্রীভ্রষ্ট ভূপালে পরিহরে মন্ত্রিগণ ॥
ফলতঃ সংসারে কেহ কাজ বশ নয় ।
কার্য্যবশে সকলেই যমণীয় হয় ॥

৮৭

দীনজন দান নাই তবে কিবা ধন ।
সেকি সেবা পরহিতে অভাব যতন ॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেবে নন্দনে ।
বল্লভা বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে ॥

৮৮

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা ।
প্রিয়তমা প্রিয়তমা সদা পরিণীতা ॥

বশীভূত পুত্র, বিজ্ঞা অর্ধকরী হয় ।

এই ছয় গৃহস্থের স্নেহের নিগম ॥

৮৯

স্বত বলি তারে, যে জন পিতারে,
সুখ দেয় স্নেহিতে ।

সেই ত কামিনী, যে দিবা যামিনী,
চিন্তয়ে পতির হিতে ॥

বিত্ত সেই হয়, সমভাবে রয়,
সুসময় অসময় ।

বহু পুণ্যফলে, এ জগতী তলে,
এই তিন লাভ হয় ॥

৯০

তোপেতে রোগের ভয়, কুলে ভয় ক্ষয় ।

মানে নৈশ্র ভয়, আর বলে রিপু ভয় ॥

যদি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে ।

নিরস্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে ॥

শাস্ত্রে বাদী ভয়, গুণে খলজন ভয় ।

শরীরের ভয় সদা যম মহাশয় ॥

এলংসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয় ।—

কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয় ।—

৯১

শশাঙ্কে কলঙ্ক রেখা, কণ্টক মৃণালে ।

সুবতী যৌবন ক্ষয়, সিত্তি কেশজালে ॥

জলধির জল লোণা, পণ্ডিত নিধন ।

হা নিকোঁধ বিধি ধনলোভী বৃদ্ধগণ ॥

৯২

দিবসেতে স্নানাকর, ধূসর বরণ ধর,
বিগলিত যৌবন ললনা ।

কমল কুসুমবর, বিহীন কমলাকর,
মুখে পর নিলার কলনা ॥

প্রভু ধন পরায়ণ, দীন দশা সর্বক্ষণ,
প্রাপ্তহন যতক সূজন ।

নৃপতির সন্নিধান, দ্রবন্ত খলের মান,
এই সাত মনের বেদন ॥

৯৩

দীন যেইজন শতে আকুলন,

শতীর হাজারে মন ।

হাজারীর লক্ষ্য, হয় এক লক্ষ,
লক্ষশর রাজ্য পণ ॥

রাজা যেই হয়, তুষা কৃষা নয়,
সত্রাট হইতে চায় ।

সত্রাট যেজন, চিন্তে অহুক্ষণ,
ইন্দ্রপদ কিসে পায় ॥

সহস্র লোচন, ভাবে মনে মন,
ব্রহ্মহ্ম মিলে আমারে ।

বিধি গোবীর, হরিপদ হর,
কে গিয়াছে আশাপারে ॥

৯৪

পাপ কর্মে রত দেখি করে নিবারণ ।

হিতকর কার্যে সদা করে নিয়োজন ॥

অতিশয় গুপ্তগুণ করয়ে প্রচার ।

আপদে কদাচ নাহি করে পরিহার ॥

সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান ।

সুমিত্র লক্ষণ এই কয় মতিমান ॥

৯৫

শুভাশুভ কর্ম ফল কালেতে উদয় ।

শরদেই আশু ধাত্ত, বসন্তে না হয় ॥

৯৬

নীচের সংসর্গে ধনী প্রভা হয় দুঃখ ।

তত্ত্ব মহে লভনাক্ত মাথিলে কপূর ॥

৯৭

স্বজাতি-সহায়ে শিক্ত কর্ম সূক্ষ্মর ।

জল দিয়ে কর্ণজল বহিষ্কৃত কর ॥

৯৮

উপভোগে ভোগীদের ভোগেচ্ছা না যায় ।

যত হুণ খাও তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ॥

৯৯
স্বভাব-সুন্দরে কিবা কার্য্য সংশোধনে।
মুক্তারে না যুড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ॥

১০০
ভূরন রঞ্জনকারী শীলতা বাহার।
অনেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ॥
বহু হয় জল, জলনিধি হয় কূপ।
মৃগপতি মৃগ, মেক শিলার স্বরূপ ॥
ভূজক হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি।
বিষয়স হইতে অনৃত হয় বৃষ্টি ॥

১০১
ঝিঙ্কা বিহীনিত খলে পরিহার কর।
মুণিমন্ত ভূজক কি নহে ভয়ঙ্কর ॥

১০২
খল ক্রুর বটে, আর ক্রুর বিষধর।
কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় ক্রুরতর ॥
মত্র আর প্রসূরিতে সর্প বশ হয়।
কোষিক্রূপে ক্রুর খল নিবারণিত নয় ॥

১০৩
অতি দুঃখ পথপ্রমে হইতে শীতল।
ভরুর ছায়াতে বসে পশ্বিক সকল ॥
প্রস্থান করয়ে পুন হইলে শীতল
কে কাহার ব্যাধায় ব্যথিত ভবে বল ॥
ইতি প্রথম অঞ্জলি।

দ্বিতীয় অঞ্জলি।

১
কার্য্যকালে জানা যায় ভূত্য-পরিচয়।
কুটূম্বের পরিচয় ব্যসন-সময় ॥
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ উদয়ে।
ভার্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে ॥

২
চক্রুর বারিহর হলে্যে কার্য্য ক্ষয়কাবী।
সম্মুখেতে কথা গুণ মধুমাথা ভারী ॥

গরলেতে ভরা কুন্ত মুখে মাজ ক্ষীর।
হেন মিত্রে পরিহার করিবে স্থধীর ॥

৩
অকালে না মরে জীব, শত শরপাতে
কাল প্রাপ্তে মরে, কুশ কণ্টক আঘাতে ॥

৪
বহুগুণ সম্বন্ধ এক দোষের কারণ।
নিমজ্জিত শশধর, কহেন যোজন ॥
কভু নাহি দেখিগেন সে কবি নিশ্চয়।
মরিদ্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হয় ॥

৫
কৃতকর্মে পুনরায় নাহিক কয়ণ।
মৃত ঘেই তার পুন নাহিক ময়ণ ॥
সেইরূপ পত বিষয়ের নাহি শোক।
এই তদ্ব কন যত বেদবিদ্ লোক ॥

৬
হেমাচল কিবা রজতাচল-সম্ভূত।
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত ॥
প্রণমি মল্লম্বাচলে, বাহার কুপায়।
শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায় ॥

৭
সম্প্রদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ।
বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস ॥

৮
যদি উচ্চপদলাভে হয় অভিমত।
তবে আগে চিন্তা করি হও ভূমি নত ॥
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহা তেজে উঠে পিয়া মন্তকে করীর ॥

৯
উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।
জলদ অঙ্গার, বিভূতি আকার,
ভয়ে যবে পরিগত ॥

১০

সজ্জনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে ।
কুসুম স্রবতি বায়ু দিগন্তে বিস্তারে ॥

১১

শীলতাই সদৃশের শোভার ভবন ।
যৌবনই যৌবানের ভূষণ শোভন ॥

১২

অড়ের প্রভাবে পায় হুঃখ শাশ্বদলে ।
চক্রে উদয়ে পদ্ম সজ্জচিত জলে ॥

১৩

কারু প্রতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রতি হুঃখের আকর ।
দিনকর নিজকরে, কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ স্নানকর ॥

১৪

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান ।
সর্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান ॥
দেখ মণি শিবে, গলে, বাহুতে বিরাজে ।
পাদপীঠে থাকিলেও অপক্লপ সাজে ।

১৫

উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময় ।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয় ॥

১৬

গুণ থাকিলেই লোকে করয়ে পূজন ।
শুধু বড় জাতি নহে পূজার ভাজন ॥
ক্ষুটিকের পাত্র যবে চূরমার হয় ।
পাঁচগুণা দিবে কেহ নাহি করে ক্রয় ॥

১৭

থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
দ্রুদদৃষ্ট ভয়ঙ্কর ।
দেখহ গৌরব, কমলা আলয়,
কভু নহে মনোহর ॥

১৮

যাতে সমৃদ্ধব দোষ, তাতেই নিবारे ।
অধিতেই অধিদোষ বিকটাক মায়ে ॥

১৯

পরবুদ্ধি লয়ে যায় জীবিকা-বিধান ।
বুদ্ধিমান বলি তার কেন অভিমান ॥
অন্ধে ধরি পথের প্রদত্ত অলঙ্কার ।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার ॥

২০

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কত কিছু চান,
তাহে তাঁর নাহি যায় মান ।
আরাধিয়ে জলনিধি, কৌন্তভানি নানানিধি
প্রাপ্ত হন বিষু ভগবান ॥

২১

শাধুগণ স্তবে ভূষ্ট, অধমের ধনে ।
যথা স্তোত্র দেবতার, বলি ভূতগণে ॥

২২

পরামে জীবন' করিতে যাপন,
বিরত মনসিচয় ।
বায়স আবলী, লুটে খায় বলি,
পিক তাহে রত নয় ॥

২৩

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিলয় পায় ।
সরসীর সেতু, ভাসিবার হেতু,
অচয় বর্ধার দায় ॥

২৪

এই আত্মা কভু মর্ত্যে, কভু স্বর্গে যান ।
শ্রশান উত্থান হয়, উত্থান শ্রশান ॥

২৫

নিজাশয় যে প্রকার, অপরের তদাকার,
জ্ঞান করে যত নরগণ ।
প্রতিমার মুখশা, আপন ফলকে অসী,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ ॥

২৬

পণ্ডিত সমাজে, কতু নাহি লাজে,
গুণহীন লোকচর ।
বিগতে তিমির, আগতে মিহির,
দীপপ্রভা কতু রয় ॥

২৭

ভূর্গে প্রবেশিলে পরাভূত বীরবর ।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অজ মাতঙ্গ ফাফর ॥

২৮

অকার্য্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে ।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়িলে নবীন ঘাসে
গাড়িলে দেহ পুষ্ট করে ॥

২৯

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট ।
সময়ান্তে নহে তাহা সে বসবিশিষ্ট ॥
শৈশবের স্বাভাবিক লাভ্য সুন্দর ।
যৌবন সময়ে কতু নহে মনোহর ॥

৩০

দুঃস্বপ্ন বস্তুরে কতু না থাকে আদর ।
সদায় তেজিয়া পরদারে মজে নর ॥

৩১

সেই ধন আহরণ ধর্ম্মের কারণ ।
কিছা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন ॥
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম্ম-ধন ॥

৩২

রূপ, কুল, বিত্তা, বল, যৌবন বিভব ।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব ॥
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ক অভিধান ।
তদানন্ত মোহ মদ মদিরা সম্মান ॥

৩৩

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীকৃত্য বিষম ।
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম ॥

৩৪

মহৎ বাড়িলে কতু অপথে না যায় ।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায় ॥

৩৫

তীব্র ভয় দেখাইয়া বৃহৎরূপে সাজা ।
হেন যুক্ত * দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা ॥

৩৬

করী জানে কেশরীর বল কতদূর ।
সে বল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর ॥

৩৭

বিজ্ঞাই নরের হন সমধিক রূপ ।
বিজ্ঞাই প্রহর গুপ্ত ধনের স্বরূপ ॥
বিজ্ঞা সুখভোগ প্রদা, যশোবিধাভিনী ।
বিজ্ঞাই গুরুর স্বরূ, কল্যাণ দায়িনী ॥
বিজ্ঞা হন বহুজন বিদেশ গমনে ।
পূজনীয়া হন বিজ্ঞা ভূপতি সদনে ॥
পরম দেবতা বিজ্ঞা, সর্বজন সার ।
বিজ্ঞাহীন নর হয় পশুর আকার ॥

৩৮

গুণী য়ে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ ।
গুণিগুণ কেমনে জানিবে গুণহীন ॥
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল ।
হুর্কল সে বল কিসে জানিবেক বল ॥
কোফিল বিশেষে জানে বসন্তে কি বস ।
সেই বস অল্পতবে অসক্ত বায়স ॥

৩৯

গুণগণ গুণীস্থানে গুণগণ রয় ।
নিগুণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয় ॥
সুমধুর জলে জাত সরিৎ স্রোতসী ।
সে পয় অশেষ হয় সাগর পাশি ॥

৪০

কি শাস্ত্রার্থ্য দাধুগণে, দোষকেও গুণগণে,
হুর্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয় ।

* যুক্তিবাশিষ্ট ॥

সারসের লোণা জল, মিষ্ট করে মেঘ দল,
কীর পান করি কলী বিষ বহিষহ ॥

৪১

বিবাদের জন্ত বিত্তা, দর্প হেতু ধন ।
শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ ॥
থলৈর এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে ।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে ॥

৪২

জাতি ভাষ্য নহে, চোরে না করে করে হরণ ।
দানে ক্ষয় হোন বিত্তা বহু মহা ॥

৪৩

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায় ।
পুস্রাজ * মণি বটে পঙ্ক নাহি ভায় ॥

৪৪

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর ।
বিত্তা আর ধন চিন্তা করিবেক নর ॥
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃদা ভয়ঙ্কর ।
এই ভাবে ধর্ম সাধে যত সুবিবর ॥

৪৫

শরীরের বল চেয়ে বড় বৃদ্ধিবল ।
তদভাবে হন দশা প্রাপ্ত হস্তিদল ॥
মাহতে কদাচ করী মরিবারে পারে ।
এই কথা গজঘণ্টা ঘোষে বারে বারে ॥

৪৬

ঋতির শোভন ঋতি, কুণ্ডলে না হয় ।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয় ॥
পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে
শরীরের শোভারূপি, নহে ত চন্দনে ॥

৪৭

কুলের কল্যাণে একজনে পরিহর ।
প্রাণের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর ॥

শোধরাজ হিন্দী ।

জনপদহিতে গ্রাম করহ বর্জন ।
পৃথিবী করহ ভাগ আত্মার কারণ ॥

৪৮

স্বকীর্তির বশে মামুষের বাড়ে রক্ত ।
শিক্তের বিহঙ্গ মাংসে, না মাংসে ভুঞ্জ ॥

৪৯

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই ।
ছদ্মে কারণ, সহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্মহেতু নহে ভাই ॥

৫০

মত্ত মাতঙ্গের কুস্ত দলনে চতুর ।
কিছা সিংহ বধে দক্ষ আছে কত দূর ॥
কিছা আমি বলি, বলী আছে যত জন ।
অশক্ত কন্দর্প দর্প করিতে দলন ॥

৫১

যার নাম শুনা মাত্র, সম্ভাপেতে দহে পাত্র,
দেখা মাত্র উন্নাদ বাড়য় ।
পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যার,
তাহারে দয়িতা * কেন কর ॥

৫২

তদবধি কৃতীদের হৃদয়কন্দরে ।
বিমল বিবেক দীপ চারু প্রভাধরে ॥
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালা গগ ।
চঞ্চল অপাক নাহি করে সঞ্চালন ॥

৫৩

ঋতিতে মুগ্ধ, পণ্ডিত নিকর,
কেবল বচনে * টু ।
কহে ছাড় সঙ্গ, নারী চিত্তবদ্র,
কার্যকালে কিন্তু হটু ॥

* দয়াবতী ।

নীলাজ নয়না, জঘন শোভনা,
রসনা * মণিমণ্ডিত।
করে পরিহার, শক্তি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত ॥

৫৪

বিজাতীয় বাহ্য কভু শোভিত না হয়।
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয় ॥
অধরে অঞ্জন-রেখা কেবল দুঃখ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ণ ভূষণ ॥

৫৫

সত্তের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পরিহার করে ছুই স্বভাব আপন ॥
দখই প্রথরতর দিনকর কর।
সমুত ধারায় করে প্রাপ্তে নিশাকর ॥

৫৬

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবাস্তর।
পূর্বতন বুদ্ধি প্রতি জয়ে অনাদর ॥
পূর্বে বারিধরে যেই ছিল জলকণা।
ভক্তিগর্ভে মুক্তা হলো, বংশেতে রোচনা ॥

ঋণ-শেষ অগ্নি য, আর রোগশেষ।
বিচক্ষণ গণ কভু 'রাখেন লেশ ॥
গাকিলেই পুনর্জাং বন্ধিত হয়।
অতএব শেষরাখা সমুচিত নয় ॥

৫৮

পর পরিবাদ, পরজ্ঞা, পরদার।
গুরু স্থানে পরিহাস কর পরিহার ॥

৫৯

যার বশে থাকে দারা, স্তম্ভ, ভূত্যবান।
সম্ভাবে সন্তোষতার ধরাতলে স্বর্গ ॥

৬০

এক পদে রাগি ভর, অত্র পদে অগ্রসর,
যাহারা বুদ্ধিমান।

যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান,
পরিত্যজ্য নহে পূর্বস্থান ॥

৬১

দানকর্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
যবে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল ॥
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধুলার ত সংখ্যা নাহি হয় ॥

৬২

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ সুবিলম্ব,
একেবারে অধোগত হয় ॥
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শীল যায় গড়াগড়ি,
জতাশনে দগ্ধ বন্ধুচয় ॥
শূন্য বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হত,
আশু প্রপতিত বজ্রানলে ॥
একা ধনাভাব জন্ম, তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে ॥

৬৩

বিষ-দস্ত ভয় হেতু নাহি ভেজ মাত্র।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে সুপীড়িত গাত্র ॥
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্ৰিয় নিকর।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর ॥
হেন কালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি।
রজনীতে এলো তথা ইন্দুর দুর্গতি ॥
ক্ষুধানলে প্রজ্বলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাণ্ড ইহা করি স্থির ॥
কাটুর কুটুর রবে গর্ভ কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল কণীর কবলে ॥
আহার পাইল কণী প্রাপ্ত হলো পথ।
একেবারে সিদ্ধ তার ছুই মনোরথ ॥
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে।
শুভাশুভ সকলই বিধির বিধান ॥

৬৪

কন্দকের * আছাড়ি বার ভূমির উপরে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অধরে ॥

সে রূপ জানিবে যত মহত্তর ধারা ।
বিপদে পড়ি বামাত্র সমুখিত তাঁরা ॥

৬৫

বন্দকের প্রায় সব মহৎ ধীমান্ ।
যেমন পতন-প্রাপ্ত, অমনি উত্থান ॥
মাটিতে মিশায় মাটি, ঢেলা যদি পড়ে ।
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে ॥

৬৬

বিভবেতে মহত্তর মানস কমল ।
উৎপলের অমরূপ বিহিত কোমল ॥
আপদ সময়ে কিন্তু সেই তামরস ।
মহাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ ॥

৬৭

পূর্ব হৃৎ কপাধান, উদকেরা দিল স্থান,
হুই তহু এক তহু তায় !
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ নাহি হয় নীরে,
অনল প্রবেশে দ্রুত ধায় ॥
দেখি নীরে কিন্তু প্রায়, হৃৎ নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে ।
এইরূপ সনাচার, যদি হয় স্নস্কার,
সেই যে মিত্রতা ভ্রমণে ॥

৬৮

একটুকু পচা নাড়ী বশাতে মলিন ।
কিষ্ণা একখানি অস্থি মজ্জা মাংস হীন ॥
প্রাপ্ত হয়ে কুকুরের পরিতোষ কত ।
কলে তার ক্ষুধার স্থার নহে গত ॥
কিন্তু দেখ কেশরীর রীতি ভিন্ন মত ।
যতপি জঙ্ঘু তার হয় অঙ্গগত ॥
কুজবে দেখি বামাত্র তারে পরিহরি ।
কুন্ত বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি ॥
অতএব স্বীয় সত্ত্ব অমরূপ ফল ।
কষ্টে স্ট্রেটে অদেহিয়া লয় জীবদল ॥

৬৯

নৃপ মীন আর সাধু সজ্জন নিকরে ।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে, জীবিকা নির্ভরে ॥
নিষাদ, ধীবর, আর পিশুন ছুর্জন ।
অকারণে ইহাদের বৈর-পরায়ণ ॥

৭০

সন্তোষে বিকৃত বারি প্রথর অনলে ।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে ॥
সাগরের শুষ্কি মধ্যে পতনে তাহার ।
অপরূপ মুক্তারূপ ফল অবতার ॥
কেবল সংসর্গে গুণে জানিবে নিশ্চয় !
অধম মধ্যমোত্তম গুণজাত হয় ॥

৭১

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায় ।
বাচাল বাতুল বলে বাক্ পটুতায় ॥
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীকু নাম হয় ।
সহ গুণ না থাকিলে ছোট লোক কয় ॥
ধুষ্ট ব্যাতি যতপি নিকটে সদা রয় ।
অন্তরে থাকিলে পরে জড় স্থনিশ্চয় ॥
অতএব সেবা ধর্ম পরম হুর্গম ।
যোগ্যীরাও না জানেন তাহার মরম ॥

৭২

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয় ।
ক্রুরতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয় ॥
সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন ।
শুচিমনে কিবা কাঙ্ক্ষা তীর্থ পর্যটন ॥

৭৩

ভজ এক দেব বিষু, কিষ্ণা পশুপতি ।
মিত্রতা ভূপতি কিষ্ণা যতির সংহতি ॥
হয় বাস নগরেতে, কিষ্ণা বাস বনে ;
বিবাহ সুন্দরী সনে, কিষ্ণা, দরী * সনে ॥

৭৪

তৃষ্ণা তাজ, তজ্জ সন্মা, মদ পরিহর ।
পাপে রতি ছাড়, সত্য কথা সার কর ॥
সংসার চরণচিহ্নে করহ পদান ।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মাতে দেহ মান ॥
বিবেচনাকে বশীভূত কর অল্পময়ে ।
স্বমুখে করোনা ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে ॥
হৃৎকিত্তরে দয়া কর কীর্ত্তির পালন ।
এই সব সজ্জন গণের আচরণ ॥

৭৫

বুদ্ধির জড়তা হয়ে, সত্যে দেয় মতি ।
সম্মানে উন্নতি করে কলুষে বিস্তৃতি ॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্ত্তির সঞ্চয় ।
সাধুসঙ্গে মাহুবেব কি না লাভ হয় ॥

৭৬

মুকুরে বিধিত মুখ কথা স্বতনয় ।
অনাযত সেইরূপ কুমারী হৃদয় ॥
পূর্বতের স্তম্ভ পথ যেকর বিষম ।
সেইরূপ হয় তার ভাব স্তম্ভগম ॥
চিত্তটা তবল যেন পদ্মপত্র জল ।
যারে হেরি বিদ্বানেরো মানস বিকল ॥
কুমারী লতিকারূপ গরল-অঙ্গুর ।
দোষরূপ পঙ্কে তার ঐরুদ্ভি প্রচুর ॥

৭৭

স্বার্থ পরিভ্যাগ করি পরার্থে যোজন ।
সাহায্য প্রার্থায় হয়, সাধু সেই জন ॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজন ।
সচেত যে নহে, সেই সামান্য গণন ॥
স্বার্থ হেতু পরহিত বিঘ্নকারী যেই ।
মাহুয রাক্ষস হই নরান্থম সেই ॥
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে ।
সে যে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে ॥

৭৮

দোষগুণ সব কার্যে আছে বিভ্রমান
পরিণাম চিন্তি কার্য্য করেন ধীমান ॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য্য বহুতর ।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের শোষণ ॥

৭৯

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সগিলে অনলে ।
মহার্গবে কিসা, গিরি-মন্তক-মণ্ডলে ॥
প্রস্তুত প্রমত্ত ওবা বিষম বিপদে ।
পূর্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে ॥*

৮০

পূর্ব পুণ্য বল যার আছে যথেষ্ট ।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুষ্পশ্রেষ্ঠ ॥
হুর্জন সজ্জন হয় যাহার সমনে ।
নিধি রত্ন পূর্ণ ধরা সদা সর্লক্ষণ ॥

৮১

বরং ঘোর বনে ভ্রম বনচর সহ ।
সুরেন্দ্রভবনে মুখ সংসর্গ হুঃসহ ॥

৮২

ধনের তৃত্ব গতি মান, ভোগ, নাশ ।
মান ভোগ হান প্রাপ্ত তৃতীয় নির্বাস ॥

৮৩

ধন যার আছে স্কুলীন সেই নয় ।
সেই বক্তা, সেই মনোহর রূপধর ॥
সেই সুপণ্ডিত শ্রুতবান্ গুণালয় ।
স্বর্ণেতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয় ॥

৮৪

জীষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট নিত্য ভীত, রাগী ॥
পরভাগ্য জীষী, এই ছয় চঃখ ভাগী ॥

* এই নীতি সঙ্কলনকারীর অন্তরঙ্গমতীয়
নহে ।

৮৫

যজ্ঞে, পরিণয়ে, বিপুল্যে, কি ব্যসনে ।
যশস্বর কৰ্ম্মে আর মিত্র সংগ্রহণে ॥
প্রাণ শ্রিয়া নারী ভাষা বান্ধব কারণ ।
এই অষ্টে অভিযায় নাহি কদাচন ॥

৮৬

সৰ্ব্বস্থ নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জবা ।
খলসেবা পুরুষের অভিমান হরা ॥
ভিক্ষায় গোরব, আত্মস্ত্রিতায় গুণ ।
চিন্তা জরে বল, অদয়ার লক্ষ্মী, নুন ॥

৮৭

অমৃতোদগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয় ।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে এক ভাব নয় ॥
ধনলুকে ধর্ম্মনাশ, কুকর্ম্মীর কুল ।
ব্যাসনীর বিত্তা কল ব্যাসনে নিম্মূল ॥
রূপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার ।
মাতাল মস্তুর দোষে রাজ্য ছার খার ॥

৮৮

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর ।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর ॥
রাজ্য ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর ।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার ॥

৮৮

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দানধর্ম্মে রত ।
মন্তকের শ্লাঘা যদি গুরুপদে নত ॥
সুখের প্রশংসা সভাবাগী স্থনিশ্চয় ।
কুজের প্রতিষ্ঠা বীৰ্য্যবিভাত বিজয় ॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ ।
ঋতির গোরব সদা ঋতির শ্রবণ ॥
প্রকৃতি-মহৎ ধারা, সেই সব নরে ।
ধন বিনা এসকল ভূষা শোভা করে ॥

৯০

আমাতে তোমাতে অস্ত্রে একই ঈশ্বর ।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর ॥

একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান ।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান ॥

৯১

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবচত্র নবনারী রতন ।
সর্বত্র নূতন হয় সুশোভন,
সেবকান প্রবাতন ॥

৯২

কতু ভূমিশয়া, কতু পাণ্ডকে শয়ন ।
কতু শাকাহার, কতু পরান-ভোজন ॥
কতু ছেড়া কাঁথা, কতু বিনোদ বসন ।
ইথে সুখ দুঃখ জ্ঞানী না করে গণন ॥

৯৩

তিন লোক দান করি, অর্চনা করিয়া হরি,
বলি গেল পাতাল ভবন ।
ছাতু শরা করি দান, কোন এক তপস্থান,
স্বর্গপুরে করিল গমন ॥
আবাল্য অবধি যার, কত কত হৈল আর,
সে কুন্তীর স্বর্গেতে বসতি ।
আহা পতিপ্রাণা, সতী, সীতার পাতালে গতি,
মরি কি ধর্ম্মের হৃদয় গতি ॥

৯৪

কানীন আপনি মুনি, পুন পুণ্যপেতে তুনি,
ত্র তুবধু বিধবা-রমণ ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাঁচজন,
কুণ্ডবলি আছে বিদোষণ ॥
সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি ।
তাহাদের গুণগ্রাম, গায় লোক অবিশ্রাম
মরি কি ধর্ম্মের হৃদয় গতি ॥

৯৫

আহায়েতে শুদ্ধাচার, বচন স্থখার ধার,
গৃহাভাবে পরধরে বস ॥

দ্রমতা বিহীন মন, বনে রস আলাপন,
বাচালতা বসন্ত সময় ॥

এতগুণ সেই ধরে, ত্যজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তি ভাবে অতি ।
খজরীট কুমিভূজে, মানব মণ্ডলী পূজে,
মরি কি ধর্মের স্মৃতি গতি ॥

১৬

কপোতিনী সকাতরে কান্তপ্রতি কয় ।
আজ নাথ অন্তকাল হইল উদয় ॥
ধনু শর করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে ।
উপরেতে শ্রেন পক্ষী ভ্রমে ভাগে ভাগে ॥
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিধধর ।
শ্রেনেরে আহত করে নিষাদের শর ॥
উভয়ে তখনি গেল যমের বসতি ।
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি ॥

১৭

পারীক্ষের পরাজয়ে, সুরভীর বাঁস লয়ে,
বাড়াইল কুকুরের কায় ।
দিলাম শাল্যম দধি, পায়পায় নিঃবধি,
ফুলিয়া উঠিল তনু তায় ॥
কিন্তু সিংহ রব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনৌ,
গভীর গুহায় পলাইল ।

হায় একি সর্বনাশ, হত যত অভিলাষ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল ॥

১৮

চন্দন চম্পক বন, রসাল রসাল গণ,
কাটি কাটা করীর + রক্ষণ ।
হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোকিলা দল,
কাকলয়ে ক্রীড়া আকুঞ্জন ॥
করি করি বিনিময়, গর্দভ ক্রয়িত হয়,
কার্পাস বপূরে এক দাম ।
গুণপক্ষে এ প্রকার, যথা হয় অবিচার,
সে দেশের পায়েতে প্রণাম ॥

১৯

পুরোভাগে রেবা পার, শোভিতেছে পরে তার,
দ্বারোহ পর্বত-শিখর ।
পশ্চাতে সদর বর, ধনুশর যুক্তকর,
ধাইতেছে অতি দ্রুততর ॥
দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর,
দাবাদাহ তাহে তপ্তকায় ।
পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে,
মৃগশিঙ কাদে হায় হায় ॥
ইতি দ্বিতীয় অঞ্জলি ।

কইক ব্রহ্ম বিশেষ ।

রঙ্গলালের রচনা ।

—:—:—

কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় “পদ্মিনীর উপখ্যান” প্রভৃতি লিখিয়া প্রথমে ইদানীন্তন বাঙ্গালা কবিতার স্রোত ফিরাইয়াছিলেন, যে অমৃতময়ী কবিতা আদিবস-পরিপ্রাণিত রঙ্গদেশে নূতন পথের প্রবর্তন করিয়াছে, যে সকল কাব্যে রাজপুত্রের স্বদেশান্তরায়, রাজপুত্র রমণীর অসাধারণ পতি-ভক্তি অপূৰ্ণ চরিত্র-বলের উজ্জ্বল চিত্র বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে প্রতিভাত হইয়াছে, এখন সেই সকল কাব্যের প্রচার নাই—ইহা কি সাধারণ পরিতাপের বিষয় ? নাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র যখন প্রাজ্ঞভূত হন নাই—স্বভাবকবি রঙ্গলাল সেই সময়ে, পদ্মিনী, কৰ্ম্মদেবী ও শূরহৃন্দরী প্রভৃতি অপূৰ্ণ অলঙ্কারে মাতৃভাষার অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানভার পঞ্চিল মলিলে যে সময়ে কবিত্ত্বপদ্ম কলুষিত হইতেছিল, দেশের রুচি স্থপাঠ্যের অভাবে যে সময়ে অপাঠ্য কবিতাদির দিকে ধাবিত হইতেছিল, সেই সময়ে উন্নতহৃদয় রঙ্গলাল আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, ভাষার স্রোত, ও রুচির স্রোত ফিরাইয়া গিয়াছেন পরিমার্জিত রুচি, বিগুহ্ণ ভাব ও রস-মাধুর্য্য-পূর্ণ কাব্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক কবিতা দেশে প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছে।

যোগ্য পাছে মিলে যোগ্য স্বধা স্বরণ ভোগ্য
অহুস্তের পরিশ্রম সঁর ।
বিকশিত তাম্রসে অলি আসি উড়ে বসে
ভেক ভাগ্যে কেবল চাঁৎকার ।”

এ সকল যেন আমাদের প্রাণের কথা, মনে স্বতই উদ্ভিক্ত হয়। যখন স্বদেশান্তর-রাগের প্রাবল্য ছিল না, বীররস বঙ্গভাষায় অপরিচিত প্রায় ছিল, তখন রঙ্গলাল লিখিয়া গিয়াছেন—

“স্বাধীনতা হীনতার কে বাচিতে চায় হে,
কে বাচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পাশ হে,
কে পরিবে পাশ ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় ?
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্ণ-হুথ তাহ হে,
স্বর্ণ হুথ তাহ ।

অগ্নি প্রবেশ-কালে পদ্মিনী সহচরীগণকে
যে রূপ আগ্রহ সহকারে আমন্ত্রণ করিয়াছেন,
তাহা এখনও যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়।

“এসো এসো সহচরীগণ,
এসো সহচরীগণ
হত্যাশন-প্রাণে করি জীবন অর্পণ
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাধ বিনাইয়া কেশ
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি আঁকি রে সুদিন,
ঘটরাছে ভাগ্যধান ।
জুথিব জ্বাৰন-দানে পতি-প্রেম-স্বর্ণ ॥
আঁকি অতি সুখের দিবস,
পাব হুথ মোক্ষ বশ ।
বিবাহের দিন নহে একরূপ সরস ॥
পরিণয়-প্রমোদ-উৎসবে
ভেবে বেথ দেখি সবে ।

পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে,
সবে তবে ছিলে সো বালিকা,
যথা সুদিতা মালিকা ।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা ?
সকলেতে কেনেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন ।
যার কৃত্য সুবতীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন মন্তরে,
এই ছার কলেবরে !
রাখিবে এছার প্রাণ আর কার ভরে ?

কোন পতিব্রতা ভারত-লগ্নার হৃদয়ে এই
সঙ্গীত আঘাত না করে ? পদ্মনীর সহিত
ভীমসিংহের কথোপকথন শুনিয়া কোন সঙ্গদয়
ব্যক্তির বিস্ময়চিহ্নে বিমল আনন্দের উদ্বেক
না হয় ?
যদি ওহে শ্রিয়, সাধাশ্রু ক্ষত্রিয়-
গরলী হতো এ দানী ।
তবে হেন রণ, দুরাশা যবন,
করিত কি দেখা আসি ?
পরিপূর্ণ ধনি, কত শত মণি,
৭৭ তার সন্ধান লয় ?
ধনি কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে,
চোরের লালসা হয় ॥

এ সকল উক্তি কেমন স্বাভাবিক, কেমন
চিত্তাকর্ষক, কেমন অল্পরাগ প্রকাশক ! ইহাতে
হা-ছতাত নাহি, দীর্ঘ-খাস নাহি, কি জানি, কেন
জানি, জানি জানি নাহি, আলিঙ্গন ও চুষনের
ছড়াছড়ি নাহি, ভূমি আমার, আমি তোমার,
ভালবাশা, স্নেহে ভাষা কিছুই নাহি । অথচ
প্রেমিক প্রেমিকার নির্জন কক্ষের পবিত্র
আলাপ বিবৃত রহিয়াছে । বঙ্গ ভাষা কণ্ঠে
রক্ত হার, কেমন শুভ্র, কেমন নির্মল, কিরূপ
মহামূল্য, আমরা যদি তাহা না বুঝিতে পারি,
তাহা হইলে আমাদের হর্ভাগ্য, আমাদের
দেশের হর্ভাগ্য । আর এ দেশে যে সকল
কবির জন্ম হইয়াছে তাঁহাদেরও পরম
হর্ভাগ্য ।

রঙ্গলালের কবিতার একটা প্রধান গুণ এই
যে, ইহাতে কষ্ট কল্পনা নাই, অর্ধশূন্য বাক্যের
আড়ম্বর নাই, দুর্য্যোধ শব্দ সম্মিলে ইহার
রসভাব-পরিগ্রহণপথ কোন রূপে কণ্টকাকীর্ণ
নহে । বর্ণনা যেমন হৃদয়গ্রাহী, রচনা
তেমনই প্রাঞ্জল, কবিত্বও তেমনই পরিষ্কট ।
কি মাধুর্যাগুণ, কি গুজো-গুণ, সর্ববিষয়েই
কবির রঙ্গলাল আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত
করিয়া গিয়াছেন । দেশের নিতান্ত হর্ভাগ্য
না হইলে একরূপ কবির রচনা এত বিবল প্রচার
হইত না ।

রঙ্গলালের পদ্মনী তদানীন্তন সকল কাব্যে-
রই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল । দেশে যখন
দাক্ষিণ্যের পাঁচালির আদর, গুপ্ত কবির
ছড়ায় যখন উচ্চ অঙ্গের কবিও বিলুপ্ত হইতে-
ছিল, সেই সময়ে রঙ্গলাল অসাধারণ শক্তি-
সহকারে গোড়াজনের সন্মুখে উচ্চ আদর্শ
আনিয়া ধরিলেন, স্মৃতি-সঙ্গত, সম্ভাব-সম্পন্ন
রচনায় সর্বলকে বিমোহিত করিলেন । লোকে
দেখিল উন্নত গির্জাঙ্গ বনস্পতি দলের মধ্যে
লুক্কায়িত থাকে না । কোতুকে ও কবিত্বে
কি প্রভেদ, ইতর রসালোপে ও কবির কাব্যে
কত অন্তর, তাহা রঙ্গলাল উদাহরণ দিয়া,
আদর্শ প্রস্তুত করিয়া, বুঝাইয়া দিলেন । নিকট
রসিকতার পরিবর্তে বিমল রস সন্নিবেশের
প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন ।

এখন স্বদেশানুরাগের স্রোত বঙ্গের প্রায়
চারিদিকেই বহিতেছে । কিন্তু অর্ধ শতাব্দী
পূর্বে রঙ্গলাল যখন দেশহিতৈষীদের অগ্রণী
তইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অনুরাগ
বিষয়টা কি, তাহাই অনেকের ধারণার অতীত
ছিল । রঙ্গলাল ভাবের উচ্ছ্বাসে গাইয়াছেন—

হে ভীক, রাখিতে নার বাধীনতাবন,
আগভয়ে কশিতাক্ষ ভঙ্গ দেহ রণ

পদ্মবনে করী যথা অগ্নি দেশ দলে,
নিরন্তর নরাধম কাপুরুষ দলে ।
কিবা রণে কি ভবনে নাহি অগ্ন্যসতি,
কালের অগ্নি তুমি লগাট নিয়তি ।
অগ্ন্য ঘিবদ-সহ তিন শত প্রীক,
চেন নাহি বিমুখিল বুঝস নির্ভীক ?
যজ্ঞ রাজপুতগণ—সমরে অটল,
বারমর্দা বান্দ্যপলি কত বৃদ্ধ বৃল ।
পুরুষে পৌরষ হীম এ কথা কেমন,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

ফলতঃ কবির রঙ্গলালের অসাধারণ
কবিত্ব, কচির বিশুদ্ধতা, ও উন্নত ভাবের
অশূর্ষ সন্নিবেশ সকলেরই মন মুগ্ধ করে ।
বর্ণনাবারা সে কথা বুঝাইবার নহে, তাহা
অশুভব করিবারই বিষয় । কবির নিজের
কথাতেই বলিতে হয়—

কোন মুঢ় চিত্তকর, পদ্মদেহ চিত্ত করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিবা সেই কোকনদে, নাথাইলে বৃগমদে,
অতি মৃধ লভে মধুলোভা ?
কবিত্ব কাঞ্চন কায়, কিবা কার্য্য মোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মৃধ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা ?
আলিয়া যুতের বাতি, প্রথর ভাস্বর ভাতি
বুদ্ধি করা ছুরাশা কেবল ।
কি কাঙ্ক্ষ সিন্ধুরে মাজি, গজমুক্তাকল রাজি,
মাজিলে কি হয় সমুদ্রল ?

বঙ্গীয় কবিকুলের গৌরবস্থল রঙ্গলাল
পদ্মিনীর চিত্র কেমন সুন্দর ভাবে অঙ্কিত
করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার লোভ সংবরণ
করিতে পারিলাম না । যখন দিল্লীশ্বরের
কোশলে ভৌমসিংহ বন্দী হইলেন তখনকার
পদ্মিনীর চিত্র একবার দেখুন—

ধারা ধর্ম্মবতী ঘেই, তাহার লক্ষণ এই,
যেখা ধজে বিপদ সময় ।

পদ্মিনী সুধীরা সতী, নিষ্কপনা গুণবতী
হইলেন হৃদয় হরণ ।।
রাজ্য বিপদ শুনি, অস্ত্রে প্রমাদ গণি
কিছু কাল শোকাচ্ছন্ন মন ।।
নীরদ বিপতে রবি, বৈরাগ্য প্রথর ছবি ।
সেই রূপ ভূগতি লজনা ।।
বিবাদ বারিদ রাশি, হৃদয় বৈরস আশি,
যনাচ্ছন্ন মানস তপন ।।
অশ্রুপথে হলে্যে বৃষ্টি, হৃদয়ে সাহস হৃষ্টি,
আর ভাষা থাকে কি গোপন ?
কত্রিয় কুলজা বালা, মান-মদে মাতরালা,
উগ্রতর মনোবৃত্তির ।।
বারেক ভাবেন মনে, "সঙ্গে লয়ে দেবাগণে,
রণ ক্ষেত্রে হইব উন্নয় ।।
করি শত্রু জীবনান্ত, উদ্ধারিব প্রাণকান্ত,
অজ কুলে রাখিব মহিমা ।।
যথা রযুপতি শিরা, শতকক্ষে বিনাশিয়া,
প্রকাশিলা অসীমা পরীয়া ।।
আবার ভাবেন রাণী, কিবা হয় নাহি জানি,
কপালেতে কি আছে লিখন ?
যবনে বিশ্বাস নাই, যাগা ভাবি ঘটে তাই,
পাছে ভুল হারান জীবন ।।
পরিহারি কুল দজ্জা, ধরির সময় সজ্জা,
ইহা শুনি শত্রু দুরাশয় ।।
ক্রোধ ভরে মত হয়ে, যদি প্রাণনাশে লয়ে,
বধে প্রাণ বিদগ্ধ হৃদয় ।।
এ সংবাদে হয়ে ক্ষুব্ধ, আমি হব শক্তি শূন্য,
ভয়ে পলাইবে সেনাকুল ।।
পড়িব যবন হাতে, হই কুল ধাবে তাতে,
কুরব-রোরব রবে কুল ।।
অতএব ছল ক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
পরে বৈরী বিনাশ মন্ত্রণা ।।
যেমন দেখিছে রক্ত, হয় শত্রু ছত্র-ভক্ত,
তবে বুচে মনের বস্ত্রণা ।।

এ চিত্র দেখিবার, অশুভব করিবার, প্রশংসা
করিবার বিষয় । নায়ক নায়িকার চিত্র পরি-
হার কবিত্ব, কবির একটা উজ্জ্বল উক্ত কবি-
তেছি—

বল বল বলে ধরাতলে,
 লোক বল বল মাত্র ফলে ।
 সেই বলে যেই বলী, বলবান তারে বলা,
 যদি বল একাশে কোশলে ॥

বৈধ্য বীধ্য সাঙ্গ সখল,
 কি করিবে শুদ্ধ এ সকল ?
 কত ক্ষণ থাকে বৈধ্য, কতক্ষণ বীধ্য হৈধ্য,
 কতক্ষণ শরীরের বল ?
 বলধান এখান মাতঙ্গ,
 তৃণ দল বাঁধে তার অঙ্গ ।

হুয়াহর এক মতে, মন্দরে সাগর মথে,
 রজ্জু বাহে বাহুকী জুজ্জ ॥

এ কবিকে আমরা যেন ভুলিতে বসিয়াছি,
 ইহার কাব্যসমূহ যেন আমাদের নিঃস্ব নহে

এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে, ইহা বি সামান্ত
 পরিভাষার বিষয় ?

এই সকল বিষয়ের আলোচনাস্তে কলি-
 কাতার সাহিত্য সভাগৃহে সভাপ্রবক্তার
 বিদ্যাসুভাগী, আদর্শ চরিত্র রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ
 দেব বাহাদুর রঙ্গলাল ও মাইকেলের ঐহ
 সম্পদন কার্যে আমাকে প্রবৃত্ত করেন ।
 তাঁহার উৎসাহেই আমি প্রথমে একাধিক
 হস্তক্ষেপ করি । সেজ্ঞ এই অবসরে তাঁহার
 প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি ।

এক্ষণে কবির রঙ্গলালের জীবন বৃত্তান্ত
 সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে লিপি বদ্ধ
 করিলাম । ইহা তাঁহারই বংশধর দিগের
 নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি ।

রঙ্গলালের জীবনী ।

—(৩৩)—

পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে বাকুলিয়ার পাঠশালায় কবির বিদ্যারম্ভ হয়, পরে বাকুলিয়ার মিসনারি স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া তিনি হুগলী কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিক পড়া শুনা করিতে পারেন নাই। কবি বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর নিজেয় যত্নে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রায় সমস্ত ভাষা ও ইউরোপীয় তিন চারিটা ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। কবির চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মালিপোতার নিকট কুলিয়া গ্রামে ৮দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন ও মাতৃহীন হন। এই সময়ে কবি খিদিরপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে ভগানীপুর বেলতলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৮রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠ করিতেন। ১২৪২ সালে কবির বড় মাতুল ৮রামকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার বার্ষিক মাষ্টারের দেওয়ান নিযুক্ত হন। বাকুলিয়া গ্রাম হইতে কলিকাতা যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় তিনি খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন, কবি মাতুললয়ে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারও খিদিরপুরে বাস হয়।

কবি মাতৃহীন হইবার কয়েক বৎসর পরে মাতুলগৃহ পরিত্যাগ করেন ও মাতুল প্রদত্ত

একটি পুরাতন বাটিতে বাস করেন। পরে অবস্থার উন্নতি হইলে বর্তমান গৃহনিৰ্মাণ করেন। বালাকালাবধি ইহার কবিতা রচনার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ইনি কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন কাশীধামে যাত্রা করেন, সেই সময়ে “কাশী যাত্রা” নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচয় হওয়ার পর ইহার কবিতা রচনা-প্রবৃত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। “সংবাদ প্রভাকরে” রঙ্গলালের বহু কবিতা প্রকাশিত হইত। এই সময়ে কলিকাতার ছাত্ত ও লাটু বাবু একটি কবির দল করিয়া তাহাতে ইহাকে কবি নিযুক্ত করেন। সেই নৃত্তে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সহিত বন্ধুত্ব হয়। ইহার পর কবি “রসসাগর” নামক একটি সংবাদপত্র বাহির করেন, তাহাতে ইহার কবিতাগুলি প্রকাশিত হইত। তৎপরে কবি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে “বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” ও “শরীর সাধিনী বিদ্যার গুনকীর্তন” নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিন্দ-পদস্থ একজন অধ্যাপককে ইহার উপরে নিযুক্ত করায় কবি অধ্যাপনা কার্য পরিত্যাগ করেন,

এই সময়ে হাইকোর্টের জজ ৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও গবর্ণমেন্টের প্রধান উকিল ৮অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করেন কিন্তু কবি

তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ অব্দে “এডুকেশন গেজেট” প্রচারিত হইলে রেভা-
বেণ্ড ওরিয়েন্ট ওরায়েন দ্বিধ সম্পাদক ও কবি-
বর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। রঙ্গপুরের
প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৬ কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী
৬ রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, ৬ রাজা
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৬ রাজা সত্যচরণ ঘোষাল
বাহাদুর মহোদয়গণের ও “ভার্গবিকটলার
লিটারেচার সোসাইটি” নামক প্রসিদ্ধ সমা-
জের অধ্যক্ষবর্গের বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত
হইয়া কবি ১৮৫৮ অব্দে “পদ্মিনী উপাখ্যান”
নামক কাব্যগ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮৬১ সালে
প্রথমে ইনি ইনকম্‌ট্যাক্সের ডেপুটী কলেक्टर
নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে “কন্দদেবী”
নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৮৬৩
সালে পুনর্বার “এডুকেশন গেজেটের”
সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৬৪ সালে কবি
বালেশ্বরে প্রথম স্পেশিয়াল ডেপুটী কলেक्टर
নিযুক্ত হন এবং পর বৎসরে কটকে প্রথম
ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কলেक्टर নিযুক্ত
হন। ১৮৬৮ অব্দে “শূরসুন্দরী” নামক কাব্য
প্রচারিত হয়। এই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল
মিত্র সম্পাদিত “রহস্যসম্বর্ভ” নামক সংবাদ-
পত্রে কবির ৬ মনসাদেবীর গুণকীর্তন
বিষয়ে কবিতাগুলির প্রচার করেন। ১৮৬৯
খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলিতে বদলি হন, কিন্তু ইনি
বিশেষ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন,
সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই উপরিতন সাহেব-
দিগের বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার
ইহাঁকে শিক্ষাদিবার জন্ত ছিদ্ৰ অন্বেষণ
করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে উক্ত জেলার
কান ভক্তলোকের হুঁটী কতাকে মহানন্দ
গ্রামের মিসনারিয়া বাহির করিয়া লইয়া
বায়; কতাবয়ের অভিভাবকের। মিসনারিদের

নামে কবি রঙ্গলালের আদালতে মোকদ্দমা
আনয়ন করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ইনি
মিসনারিদের বিরুদ্ধে যে রায় দেন তাণ্ডাতে
এই উক্তি ছিল।—

“They took refuge in Christianity,
that asylum for all black sheep
of the Hindu Community.”

এই মোকদ্দমায় আপীলের সময় ঐ রায়
জেলার জজসাহেবের নিকট যাইলে তিনি তৎ
সময়ে এই বলিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট
করেন যে, ইনি খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের নিকট
কর্ম করিয়া তাঁহাদেরই ধর্মের নিন্দা করিতে
ছেন। এই জন্ত কবি রাজকার্য্য হইতে অণ-
সারিত হইতেন কিন্তু ইহার বৈবাহিক হাই-
কোর্টে ভূতপূর্ব জজ ৬ অম্বকুলচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায় মহাশয় তখনকার ছোটলাট বাহা-
দুরকে অনুরোধ করায় ইহাকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে
পুনরায় কটকে বদলী করা হয়। উড়িষ্যা দেশে
অবস্থিতিকালে কবি “উৎকল দর্পণ” নামক
উড়িষ্যা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির
করেন। মেদিনীপুরের খাল কাটাইবার সময়
কবির হুঁ তিনি খণ্ড তান্ত্রফলক প্রাপ্ত
হন, কিন্তু উহার লিখিত ভাষা ৬ রাজা
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাঠ
করিতে না পারায় রঙ্গলালের নিকট ফেরত
আসে। কবি তাহা পাঠ করায় সরকার
বাহাদুর তাঁহার বেতন ১০০ একশত টাকা
বাঁদ্ধি করিয়া দেন ও এই সময়ে ইহার
মান ও সম্মান বিশেষ বৃদ্ধি পায়। বঙ্গাব্দ ১২৮৪
সালে কবি বঙ্গদর্শনে “নীতিকুসুমাজলি” নামক
কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে সংস্কৃত
“কুমারসম্ভব” কাব্যের বাঙ্গালা পঞ্চাশবাব
প্রকাশ করেন। ইহার পরেই মেদিনীপুর
হইতে “কবিককন চণ্ডি” নামক পুস্তক প্রিন্ট

প্রকাশিত করেন। ৬৭৭৯ বাঙালিরালাল মিত্রের “উড়িষ্যাৰ পুৰাত্ত্ব” (Antiquities of Orissa), কমিশনার বিমল সাহেবের প্রণীত সিবিলা সারভ্যাণ্টদিগের জ্ঞাত ভারতীয় ভাষায় ব্যাকরণ (Grammar of all the Indian languages for all Civil Servants) ও ৬৮০০ মিত্রের “সধবার একাদশী” নামক পুস্তক প্রণয়নকালে কবি বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৫ সালে যখন যুবরাজ (এফণে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন সেই সময়ে কবি তাঁহার অভ্যর্থনাসূচক একটি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই কবিতাটি কাহারও নিকট আদৃত হয় নাই।

১৮৭৯ অব্দে কবি হাবড়ায় বসতি হন ও এই সময়ে “কাঞ্চীকাবেরী” নামক ৬ অগ্ৰাধের মাধ্যমাসূচক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি কালিদাসের “ঋতুসংহারের” অনুবাদ, উক্তর সম্ভারিতের “লক্ষ্মণবিজয়” ও “চন্দ্র-

বংশ নাটক” প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন, কিন্তু তৎসমুদায়ের মুদ্রাঙ্কন হয় নাই। কবির “শক্তি ও বিফলবশ্যক গীতগ্রন্থ”খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এই গ্রন্থ মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কল্যাণের দলে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও উক্ত মহারাজা উহার মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় দিবেন বলিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। সেই প্রশংসাপত্রও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥

রঙ্গলাল স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি কোন একটি বস্তু দেখিলে কবিতা লিখিতেন কিন্তু ক্রমের বিষয়, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষে হাওড়ায় বদলী হইবার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ইংল্যান্ড চুয়ায় বৎসর বয়ঃক্রমকালে কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন ও ছয় বৎসর চারি মাস পীড়িত থাকিয়া ১২৯৪ সালের ৩১শে বৈশাখ শুক্রবারে গঙ্গাতীরে নবরাত্রি পাস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

সমাপ্ত ।





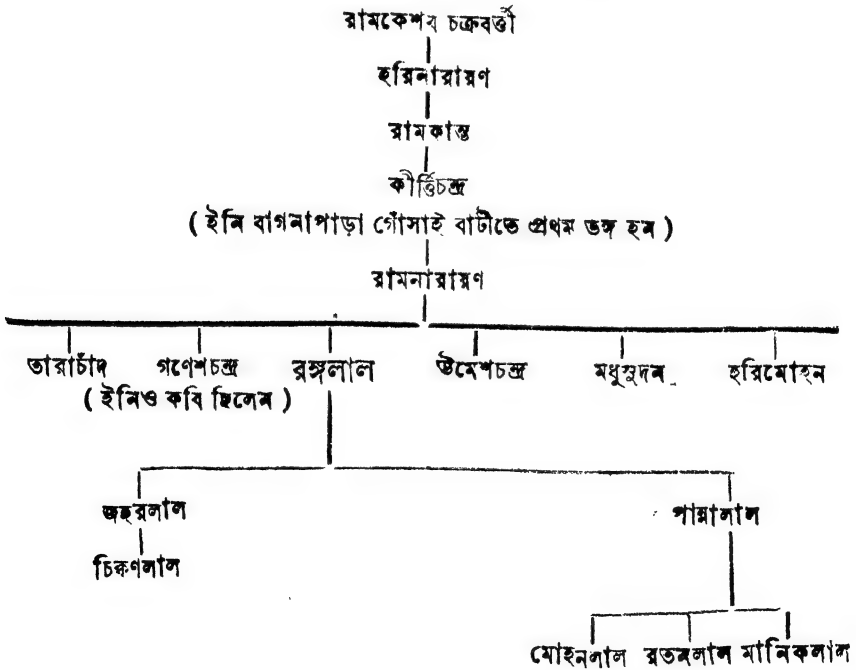
কবির রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবন চরিত ।

—:—

১২৩৪ সালের পৌষমাসে হুগলি জেলার অন্তর্গত কালনার সন্নিক্ত বাকুলিয়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ইহার পিতা ৮ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ নবাবের ছোট দেওয়ান ছিলেন, রামেশ্বরপুরে ইহাদের আদি বাস ছিল কিন্তু কবির পিতার কৈলীত ও তদাহসঙ্গিক তদানীন্তন বহরবাহেয় জন্ত ইনি মাতুলালয়ে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। ৮ আট বৎসর বয়ঃক্রমে কবির পিতার মৃত্যু হয়। ইহাও মাতুলালয় বাসের দ্বিতীয় কারণ।

কবির বংশ-তালিকা ।



জরে বৃথা কষ্ট পাইবেন না
সর্বপ্রকার জরের অব্যর্থ মহৌষধ।

অমৃতাদি বটিকা

ব্যবহার করুন

নিশ্চয় আরোগ্য হইবেন।

অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও বক্রং সংযুক্ত জ্বর, মেহঘটিত ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, রাত্রিজ্বর ও পালাজ্বর প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর নির্দোষ ও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহার ফল অব্যর্থ ও স্থায়ী। কুইনাইনে যে জ্বর সারে না অমৃতাদি বটিকায় তাহা ভাল হয়।

৪৫ বটিকা পূর্ণ এক কোচি ঔষধের

মূল্য ১৭ এক টাকা।

ডাকমাণ্ডল ১/০ আনা।

নেত্রাশ্রুত।

চক্ষুরোগের মহৌষধ।

“নেত্রাশ্রুত” ব্যবহারে সর্বপ্রকার নেত্রাভিযান অর্থাৎ চক্ষু লাল হওয়া, কব্জর করা, জল ও পিচুটা পড়া এবং দূরদৃষ্টি হীনতা, সূর্য্যাক্ষতা ও রাত্র্যাক্ষতা প্রভৃতি পীড়া দূরীভূত হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য এক টাকা।

ডাকমাণ্ডল ১০ চারি আনা।

জবাকুসুম তৈল

মস্তক ও কেশের পরম হিতকর।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়। ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই, জবাকুসুম তৈল কেশের পরম উপকারী, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ। ইহাদের অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হয়, তাঁহাদের মস্তিষ্ক অবিকৃত, সম্পূর্ণ কার্যক্ষম ও স্নশীতল রাখিতে হইলে জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করা কর্তব্য।

এক শিশির মূল্য ১৭ এক টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ১১/০ আনা।

৩ শিশি ২১০ টাকা, ভিঃ পিতে ২৬/০ আনা।

এক ডজন (১২ শিশির) মূল্য ৮৬০ আনা।

ডাকমাণ্ডলাদি ১১০ দেড় টাকা।

চ্যবনপ্রাণ

সর্বজনবিদিত পরম রসায়ন এই মহৌষধ সেবনে সর্ববিধ কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা শরীরের বল, ইন্ধিরের সামর্থ্য পরনায়ুর বৃদ্ধি ও বায়ুর অম্ললোম হয়।

এক সপ্তাহের মূল্য এক টাকা। নাঃ ১/০

এক দেড় ১০০ দশ টাকা। ডাকমাণ্ডল ১১/০

বহুকাল দন্ত মিস্ট্রল ও কৰ্মান্তি রাখিবার
এবং সৰ্ব্বপ্রকার দন্তরোগ দূর করিবার

দশনকাস্তি চূর্ণ:

উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

দাত থাকিতে দাঁতের নগ্নাদা বৃদ্ধা আবশ্যিক।
দীর্ঘজীবন প্ররাসী নমুনা নাথেরই দন্ত-
রক্ষা বিষয়ে সচেষ্ট থাকা বিশেষ কর্তব্য।
কারণ দন্তহীন নমুনা আহারীয় দ্রব্য স্ফটিক-
রূপে সহজে হজম করিতে পারেন না : এবং
সেই কারণে স্বাস্থ্যভগ্ন ও শরীর নানারোগের
আকর হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা দন্তবেষ্টের
ক্ষতি, বেদনা, কন্কনামি, রক্তপূষাদির স্রাব
ও চলদন্ত এবং পারদ ও উপদংশজনিত যাব-
তীয় দন্তরোগ দ্বারা নিবারিত হয়। ইহাতে
মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া থাকে। স্তম্ভাবস্থায়
প্রত্যহ ইহা দ্বারা দন্ত মার্জিত করিলে দন্ত-
সম্বন্ধীয় কোন প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইতে
পারে না। ইহার ত্রায় দন্তরক্ষণের উৎকৃষ্ট
ঔষধ আর নাই।

এক কোটার মূল্য ১০ আনা। মাং ১/০ আনা

বাসারিষ্ট।

এই মহৌষধ সেবনে সৰ্ব্বপ্রকার কাস-
রোগ ও তত্ত্বপদ্রব—জ্বর, পার্শ্বশূল, বক্ষবেদনা,
সপুষ্পক বা রক্তনিষ্কাশন, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি
দূরীভূত হয়। কাস কাসের যাতনা রক্তির
সময় এক মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার হয়।
এক শিশির মূল্য ১/০ এক টাকা।

মড়গুণবিশিষ্ট স্বর্ণ-ঘটিত
মকরধ্বজ।

“মকরধ্বজ” যে সৰ্ব্বরোগের
মহৌষধ, ইহা কোনও ভারতবাসীর আব-
দিত নাই। আমাদের অকৃত্রিম মকরধ্বজের
গুণ জগদ্বিখ্যাত ; ব্যবহার করিয়া কামা-
কে ও বিকল ননোরথ হইতে হয় না। নিজ
তদ্বাবধানে বিশেষ যত্নের সহিত আমরা
স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকি।
অনুপান-বিশেষে প্রয়োজিত হইলে ইহা
দ্বারা অজীর্ণ, ক্রিমি এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায়
সমস্ত পীড়া, উৎকট ব্যাধির অস্তে বা
স্ত্রীগণের প্রসবাস্তে দৌৰ্বল্য এবং জীর্ণ-
জটিল-বোগশঙ্কর সকল দ্বারা নিবারিত হয়।

।মাত পুরিয়ার মূল্য ১/০ টাকা।

১ ভরির মূল্য ২৪/০ চকিশ টাকা।

ক্ষুধাবতী।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে আশ্ব-
মান্য, অজীর্ণ, অগ্নিপিত্ত ও শূল প্রভৃতি অগ্নি-
মান্দ্য জনিত পীড়া সকল অচিরে বিনষ্ট হয়।
অম্লোদার, পেটফাঁপা, আহারান্তে ভেদ বা
বমন, শিরোবর্ণন, অরুচি, অন্নবমি, পেটব্যথা
প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের ইহা মহৌষধ।
ক্ষুধাবতী সেবনে অন্নাহারী ব্যক্তিগণের দিন
দিন ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া শরীর জটপুষ্ট ও বলিষ্ঠ
হইয়া থাকে। ক্ষুধাবতী ব্যবহারে পাক-
স্থলীর উত্তমতা নষ্ট হয় এবং উদর ঠাণ্ডা রাখে

এক শিশির মূল্য ১/০ টাকা মাং ১/০ আনা।

দুরবলী কষায়

রক্তদুষ্টির অব্যর্থ মহৌষধ।

এই দেশীয় সাগসা ব্যবহারে সর্কপ্রকার কণ্ডু, বাত, রক্তদুষ্টি, দ্রুদ, সর্কপ্রকার চর্ম-রোগ, পারদবিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্কৃত নিশ্চয়ই নিরাকৃত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্বল্য, ক্লান্ততা ও ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর সবল পুষ্ট এবং চিত্ত প্রক্লম হয়। ইহার ঝায় পারাদোষ শনমকাও রক্ত পরিক্ষা আররক ঔষধদৃষ্ট হয় না। উপদংশ বিষের ইহার ঝায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতী সাগসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী ও উপযোগী। ইহাইতে সুখাতি

এক শিশির মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

ডাকমাশলাদি ১০ আনা, ভিঃ পিতে মোট ২।০ টাকা।
• শিশি ৩৫০ টাকা, ডাঃনাঃ ১০, ভিঃ পিতে মোট ৫।০
ডজন (১২ শিশির) মূল্য ১৫০ পনের টাকা।

যোগরাজ তৈল।

আমবাতের মহৌষধ।

ইহা মর্দনে সর্কপ্রকার বেদনা—পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, কটী প্রভৃতির বেদনা, আঘাত প্রাপ্তি ও পতিত হওয়ার জঘ্ন বেদনা, বোচড়ান, থুটিনড়া এবং সর্কপ্রকার ফিক্ বেদনা সম্বর আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ১০ এক টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে মোট ১।০ টাকা।

হিমাংশু বটিকা

ইহা ব্যবহার করিলে সর্কপ্রকার নূতন ও পুরাতন দেহ সপুষ্ট ধাতুনির্গম, খড়্জলবৎ প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা, শোণিতস্রাব, মূত্র-নালীর ক্ষত প্রভৃতি স্বরায় প্রশ

এক কোটার মূল্য ১।০ দেড় টাকা

ডাকমাশলাদি ১০ তিন আনা।

এই ঔষধালয়ের সবিশেষ বিবরণ ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী বা উর্দু পুস্তক বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

কৃপাপূর্বক নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

বা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলাস্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত হায়দারাবাদ প্রদেশশোধপতি শিক্কাইন বাগড়র এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাষ্ট্রাধিরাজ বরলা,
ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, উন্মোর, বোধপুর, কাশ্মীর, পাতিয়ালাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অপরাপর
স্বাধীন সুপ্তিবৃন্দের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়

২২ নং কলুটোলাস্ট্রীট—কলিকাতা ১

এই স্থানে অর, প্রীহা-যক্ণ, অতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, মেহ, বাতৃক্ষীণ, ধ্বজ-
ভঙ্গ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, মূচ্ছা, উন্মাদ, প্রদর, স্রুতিক, শিরোরোগ, বাতরক্ত, কৃষ্ঠ,
উপদংশ (গরমি,), বাত, ক্রিমি, অর্শঃ, শোথ, অজীর্ণ, অগ্নিপিত্ত এবং শূল প্রভৃতি সমস্ত
রোগের সর্বপ্রকার আয়ুর্বেদীয় অকৃত্রিম ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ, তৈল, দ্রব, মোদক,
অরিষ্ট, আসব এবং নকরধ্বজ ও ধাতুদ্রব্যাদি স্নলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের
ঔষধের গুণ জগদ্বিখ্যাত।

বিদেশীয় রোগিগণ আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিলাষে নিজ নিজ
রোগবিবরণ সহ পত্র লিখিলে, অতি যত্নপূর্বক পাঠ করিয়া দ্বারায় বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রদান
করা যায়। পত্র সকল গোপনে রাখা হয়।

নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন—প্রাতে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া
বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। আমরা উভয়ে ঔষধালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সমাগত
রোগিদিগকে যত্নপূর্বক দেখিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকি।

আমরা কলিকাতা হইতে পত্র দ্বারা প্রত্যহ শত শত রোগির চিকিৎসা করিতেছি
রোগিরাও চিকিৎসায় শীঘ্র নিরাময় হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন।
রোগী চক্ষু না দেখিলে চিকিৎসা করা হয় না এবং পীড়াও আরোগ্য হয় না, একরূপ ধারণা
থাকা নিতান্ত ভুল।

চরক-সংহিতা, সূশ্রুত সংহিতা, সটীক চক্রদত্ত, আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ, পাচন-সংগ্রহ, নাথ-
নিদান, নাড়ী-প্রকাশ, আয়ুর্বেদ-প্রদীপ, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, ভাবপ্রকাশ,
পরিভাষা-প্রদীপ, দব্যগুণ, শাস্ত্রধর, প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রণেতা—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

ও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎ

